গ্রন্থাগার দর্পণ

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

ওয়ার্লড প্রেস

গ্রন্থাগার দর্পণ

—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা

গ্রন্থাগার দর্পণ

গ্রন্থাগার দর্পণ

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন ডীন্ ফ্যাকালটি অফ লাইব্রেরী সায়ান্স্
(অবসরপ্রাপ্ত) বিভাগীয় প্রধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।
ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক প্রাচ্য বিদ্যামন্দির বরোদা
ন্যাশানাল আর্কাইভস্ অফ ইণ্ডিয়া নয়াদিল্লী
উপগ্রন্থাগারিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

কলিকাতা
দি ওয়ার্লড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৯৮১

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯১১—

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৯৮১

শ্রীশ্রীপতি ভট্টাচার্য কর্তৃক দি ওয়ার্লড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত ও অলকানন্দা প্রেস, ৯ এ্যাণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে শ্রীপ্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

বন্ধুবর

প্রয়াত কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদিত হইল।

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

আধুনিকভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণের চাহিদা ক্রমবর্দ্ধমান। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা পাবার আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাও গত দশ বৎসরে আশাতীতভাবে বাড়িয়াছে। আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ নীতির সাহায্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হয়ে দেশের সকলের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। গ্রন্থাগার মন্ত্রী মহোদয় দেশে শত শত নূতন গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করছেন এবং সেই কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। এই কাজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন—এটাও খুব আশার কথা। পরিষদের কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই আমার ছাত্রস্থানীয়—কাজেই ছাত্রদের এই কাজের তৎপরতা লক্ষ্য করে আমরা সকলেই গর্বিত।

গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে মনে করা অসমীচীন নহে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সব স্তরের লোক সব সময়ে যোগদান করিতে পারে না। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন নিয়মকানুন আছে, যোগদান করিতে খরচ আছে, ছাত্র-ছাত্রীদের সময় ও বয়স সীমাও বাঁধা আছে। এজন্য দেশের জনসাধারণের শতকরা অতি সামান্য অংশই স্কুল, কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতায় আসিতে পারে। সহস্র সহস্র বালক-বালিকা যুবক-যুবতী নর-নারী উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অন্ধকারে থাকিয়া যায়। পরিসংখ্যানের দিক দিয়া দেখিলে দেশের শতকরা ২৫।৩০ জন মাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। সুষ্ঠুভাবে সুপরিচালিত গ্রন্থাগার এই শিক্ষা বিবর্দ্ধনের পথে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় সংস্থা। বামপন্থী সরকার পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা বিবর্দ্ধনের জন্য যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণ নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন। নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার সীমিত ক্ষেত্রে এদেশে অল্প কিছু স্থানে চালু ছিল। এবারে সরকার তাহার ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া জাতির ভবিষ্যত উজ্জ্বল করিয়াছেন।

সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য সর্বদাই অবারিত দ্বার। সেখানে আসা যাওয়ায় কাহারো কোনো বাধা নাই। নিজের চাহিদানুযায়ী বইপত্র পাবারও সবরকম ব্যবস্থা সেখানে থাকার কথা। যদিও বিদেশের বা পশ্চিমের উন্নত দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমকক্ষ হইতে এদেশের গ্রন্থাগারের বেশ কিছু সময় লাগিবে তবুও আশা করা যায় যে যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলী কর্মীদের আন্তরিক সেবায় যেসব নূতন গ্রন্থাগার স্থাপনা করা হইতেছে—তাহাদ্বারা জনসাধারণ

গ্রন্থাগারমুখীন হইয়া উঠিবে। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ইতিহাসে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তথায় গ্রন্থাগার স্থাপনার প্রথম যুগে যে নীতি প্রচলিত ছিল তাহা এই, সাধারণ লোক যদি কোনো সংক্রামক রোগের—বিশেষ বসন্ত রোগের সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে সংক্রামক ঐ রোগ অল্প সময়েই লোককে আক্রমণ করে—তদ্রূপ জনসাধারণকে যদি বই বা পুস্তকের সংস্পর্শে আনা যায় তাহা হইলে বই পড়িবার আগ্রহ দ্বারা জনসাধারণ অতি সহজেই আক্রমিত হইবে। এই ব্যবস্থায় সে দেশে প্রতি নগরেই গ্রন্থাগার স্থাপনা ও উপযুক্ত গ্রন্থাদি সরবরাহের উপর অধিক দৃষ্টি রাখিবার নীতি প্রচলিত হইয়াছিল। জনসাধারণ যাহাতে অধিক সংখ্যক পুস্তকের সংস্পর্শে আসিতে পারে সেই ব্যবস্থাই যাহাতে যথাযথভাবে হয় কর্তৃপক্ষ সেই দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। উপযুক্ত ও মনোমত বই হাতের কাছে পাইলে কোন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বই পড়ার নেশায় উন্মত্ত না হইবে ?

আমাদের এদেশেও ঐরূপ ব্যবস্থার প্রচলন হইলে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যাইবে। শিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই গ্রন্থাগারমুখী হইবে। নিজেদের জ্ঞান ও পাঠস্পৃহা উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইবে। আরো নানা ভাবে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করা যায় এই পুস্তকের যথাযথ স্থানে তাহার আলোচনা আছে। পুস্তক নির্বাচনে পাঠকদের সক্রিয় ভূমিকা ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার গ্রন্থাগারের সুনাম বর্দ্ধনের একটি প্রধান কারণ। জনসাধারণকে তাহাদের চাহিদানুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করা গ্রন্থাগারিকের একটি প্রধান কর্তব্য। জনসাধারণের পাঠস্পৃহা বর্দ্ধনের ও তাহাদের পাঠের মান উন্নয়নের জন্য যে সব বিভিন্ন প্রথা ও ব্যবস্থাদি আছে তাহার উল্লেখও যথাস্থানে আছে। গ্রন্থাগার কর্মী—বিশেষ যাঁহারা এই বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে পাঠককে তাহার পাঠস্পৃহার যথাযথ প্রয়োজনে উপযুক্ত সুযোগ ও প্রয়োজনীয় পুস্তকের সন্ধান দেওয়া তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য। এই কর্তব্য পরিপূরণের উপরই গ্রন্থাগারের উন্নতি ও সাফল্য নির্ভর করে।

গ্রন্থাগার দর্পণে যতটা সংক্ষেপে ও সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার সুপরিকল্পিত ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে বাংলা ভাষায় অনুরূপ চালু কোনো বই নাই। ইহাতে প্রথম হইতে শেষ অবধি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়াদির আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষ বর্গীকরণ ব্যাপারে ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার যে বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়াদির সম্প্রসারণ তালিকা (পরিলেখ) দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল সহরের ছোট বড় সব গ্রন্থাগারকে আর ৩।৪ শত টাকা মূল্যের আমেরিকার ডিউই বর্গীকরণ পুস্তক ব্যবহার না করিয়াও নিজেদের পুস্তক বর্গীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের প্রধান

ভূমিকা

উপকরণ—ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যা তালিকার ভারতীয় বিষয়াদির সম্প্রসারণ পরিলেখ যুক্ত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ওয়াতুমল পুরস্কারে ১৯৬১ সালে সম্মানিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রথম বাংলা বই 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান'ও উক্ত সম্প্রসারিত ডিউই বর্গীকরণ সংখ্যা তালিকা সমন্বিত হইয়াছে—উক্ত পুস্তকও ১৯৬০ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বদেশীয় ভাষার বৎসরের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বিবেচিত হইয়া 'নরসিংদাস আগরওয়ালা' পুরস্কার লাভ করিয়াছে। উক্ত পুস্তকের দুইটি সংস্করণে উক্ত পরিবর্দ্ধিত সংখ্যা পরিলেখ বহুল প্রচারিত হইয়াছে। বর্গীকরণ সংখ্যা ব্যতীত ইহাতে ভারতীয় বিষয়াদির "বিষয় শিরোনাম" (Subject Heading) সংযোজিত হওয়ায় ইহার ব্যবহার সূচীকরণের কাজে অতি প্রয়োজনীয় সংযোজনা হিসাবে পরিগণিত হইবার দাবী রাখে। উক্ত বিষয় শিরোনাম বন্ধুবর প্রয়াত শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত থাকাকালীন সংকলিত করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উহা ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করে। তাহার পর গত ১৭ বৎসরে কৃষ্ণময়বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহার পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জন করিয়া এই পুস্তকের অঙ্গীভূত কয়িয়া আমাকে চির ঋণী করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রুফ ইত্যাদি তিনিই সংশোধন করিয়া দিতেন। অতীব দুঃখের কথা যে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই কৃষ্ণময়বাবু ইহজগতের মায়া কাটাইয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। তাঁহার স্মৃতির স্মরণে এই পুস্তক তাঁহার নামেই নিবেদিত হইল। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই বিষয় শিরোনাম হইতে প্রভূত সাহায্য পাইবেন তাঁহাদের সূচীকরণের কাজে। নানা কারণে বিশেষ কৃষ্ণময়বাবুর তিরোধানের পর পুস্তকের ভুলত্রুটি কিছু থাকিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে ওয়ার্লড প্রেস (প্রাঃ) লিঃ-এর কর্মীবৃন্দ ও কর্মকর্তা সর্বশ্রী শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সেবায় এই পুস্তক কাজে লাগিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ গ্রন্থকার

সুধানিলয়
৩৪, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
উত্তরপাড়া (হুগলী)
Pin 712258

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রস্তাবনা

আধুনিক কালকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয় ; কারণ, সব বিষয়েই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া প্রগতির পরিমাপ করা হয়। গ্রন্থাগার বিষয়েও ঐ একই কথা বলা চলে। বিশেষ বড় বড় সব গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচলন আজকালকার অনগ্রসর (underdeveloped) অথবা অগ্রমান (developing) সব দেশেই কম বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমের সব সভ্য দেশেই গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নীতির সমধিক প্রচলন দেখা যায়। গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়। ইহার ভিতর পুস্তক নির্বাচন হইতে স্থরু করিয়া বর্গীকরণ (Classification), স্থচীকরণ (Cataloguing), গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, (Bibliography), গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ (Library Extension Work), সঞ্চালন নথিপত্র (Administrative Records), গ্রন্থসংরক্ষণ (Book Preservation), বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education) ইত্যাদি প্রধান। আধুনিক কালের গ্রন্থাগারিককে উপরোক্ত সব বিষয়েই বিশেষ শিক্ষা লইতে হয় ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উহার প্রয়োগে মনোযোগ দিতে হয়।

গ্রন্থাগার আধুনিক সমাজ-জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সামাজিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বলিয়া সব সভ্যদেশেই স্বীকৃত। জনসাধারণের গ্রন্থাগার আধুনিক কালে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, মানবজীবন পরিবর্তনশীল—জগতে কিছুই অনড় নহে। কিন্তু যাহা আধুনিক যুগে সকলকে স্তম্ভিত করিতেছে—তাহা হইতেছে এই পরিবর্তনের বেগ বা গতি অতি তীব্র—এত তীব্র যে, জনসাধারণ এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। সাধারণতঃ বলিতে গেলে যে শিক্ষা একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তি তাঁহার জীবনে স্কুলে কলেজে সচরাচর ১০ বা ১৫ বৎসর ধরিয়া পাইয়াছেন—আজ সে শিক্ষা আর তাঁহাকে আধুনিক যুগের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে স্থদৃঢ়ভাবে সামিল হইতে (to face the world today) সাহায্য করে না। প্রতিক্ষেত্রেই এই সমস্যা (problem), সকলকে ইহার সম্মুখীন হইতে হইতেছে এবং এইজন্য প্রয়োজন Adult Education বা বয়স্ক শিক্ষার। Formal Schooling বা বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর এই বয়স্ক শিক্ষাই জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞান

বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে এবং এই সাধারণ জ্ঞান তথা Self-culture-এর মূলে রহিয়াছে সাধারণ গ্রন্থাগারের যথাযথ ব্যবহার। বিদেশের কথা বাদ দিলে আমাদের দেশের মত অগ্রমান দেশে (developing country), যেখানে শিক্ষার হার এখনো অনেক নীচে, যেখানে জনসাধারণের মাত্র ২০ বা ২৫ ভাগ নাম স্বাক্ষর করিতে পারে এবং বাকী শতকরা ৮০ জনের ভাগ্যে স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ হয় না—সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা জনসাধারণের জ্ঞানের মাত্রা বাড়াইতে সাহায্য করে। জনসাধারণের জ্ঞানের মাত্রা বা মান উন্নয়ন করিতে আর কোনো প্রতিষ্ঠানই পারে না—যতটা পারে সাধারণ গ্রন্থাগার। কাজেই সমাজ জীবনে এই সাধারণ গ্রন্থাগারের তুলনা হয় না।

দেশের জনসাধারণ যদি শিক্ষার সুযোগ না পায় তাহা হইলে সে দেশ অনগ্রসর থাকিয়া যায়—সে দেশের মুষ্টিমেয় জননেতারাই যদৃচ্ছভাবে জনগণকে পরিচালনা করে। জনগণের চেতনা যেখানে উন্মেষ লাভ করে নাই সেখানে এই গণ-আন্দোলনের নামে যাহা হয় তাহাকে democracy বা গণতন্ত্র বলা চলে না। Democracy without education—mob rule-এরই নামান্তর।

গ্রন্থাগার এযুগের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান—তাহা যে কেবল বই লেনদেন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে তাহা নহে। গ্রন্থাগারকে স্থানীয় জনসাধারণের কলা ও কৃষ্টির কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ ও বয়স্ক বিভাগ সর্বত্রই, গ্রন্থাগারিকের চেষ্টায় ও যত্নে যাহাতে স্থানীয় শিশু বালক বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতী ও প্রৌঢ় সকলেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার-নীতির মূলসূত্র ছিল যে গ্রন্থাগারিক সর্বদাই জনসাধারণ ও পুস্তকের সংযোগ সাধন করিতে ব্যস্ত থাকিবেন—তাহা হইলেই জনসাধারণের পুস্তকপাঠস্পৃহা জাগরিত হইবে ; যেমন—মানুষ যদি বসন্ত রোগের সংস্পর্শে আসে সেই রোগ যেমন তাহাকে আক্রমণ করে অথবা বসন্ত রোগের বীজ মানুষের শরীরে বিনা প্রচেষ্টায় আপনা আপনিই যেমন প্রবেশ করে—তদ্রূপ পুস্তকের সংস্পর্শে আসিলেই মানুষের পাঠস্পৃহা আপনা আপনিই জাগরিত হইবে। সেইজন্য গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্তব্য হইতেছে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার-মুখীন করিয়া তোলা। ইহার জন্য গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ প্রয়োজন—আর ইহা এই পুস্তকে যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশে গ্রন্থাগার থাকিলেই হয় না, অথবা গ্রন্থাগারে ভাল ভাল পুস্তকসংগ্রহ রাখিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হয় না। পুস্তকের ব্যবহার না হইলে সে গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারই নহে। ডঃ রঙ্গনাথন মহোদয় তাঁহার গ্রন্থাগারের পঞ্চসূত্রের প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন যে, পুস্তক ব্যবহারের জন্য (Books are for use)। যে গ্রন্থাগারে পুস্তক ব্যবহার হয় না সে গ্রন্থাগার সমাজ জীবনে কোনোই কাজের নয়। আধুনিক

গ্রন্থাগার কেবল সংগ্রহশালা নহে, উহাকে সমাজ-জীবনে সক্রিয় অংশ লইতে হয়—জনসাধারণের চাহিদা তথা পাঠস্পৃহা তাহাকে মিটাইতে হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার সব সভ্য দেশেই জনসাধারণের পাঠের রুচিরও পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীকে সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের পাঠস্পৃহা জাগ্রত করা এবং পাঠকের রুচির পরিবর্তন করা তাঁহার উপর নির্ভর করে। দেশের জনসাধারণের জ্ঞানের মানোন্নয়নেব দায়িত্ব তাঁহার কর্মদক্ষতারই উপর নির্ভর করিবে। সাধারণ গ্রন্থাগারকে সর্বতোভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করিতে হইলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও অনুরূপভাবে করিতে হয়। এই ব্যবস্থায় যাহাতে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করিয়া পরিচালনা পদ্ধতি গড়িয়া উঠে, আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তাহাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রধান প্রচেষ্টা। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য সচরাচর বিদেশের বিভিন্ন পুস্তকাদির সহায়তা লওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে, যে, বিদেশের গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্ধ অনুকরণ আমাদের দেশে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না; কারন আমাদের কর্মক্ষেত্র তথা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের জনসাধারণের শিক্ষার মান, পাঠের চাহিদা, পুস্তকের প্রকাশন ইত্যাদি সবই ভিন্ন রকমের। কাজেই ইউরোপ আমেরিকায় যাহা প্রচলিত তাহা সর্বতোভাবে এদেশে প্রযোজ্য নহে। অবশ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলসূত্রের অনেক-কিছু সাধারণভাবে সব দেশেই প্রযোজ্য, এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যেমন গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক গ্রন্থাগার নীতির অনুসরণ করিতে হইলে পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে পাঠকের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পাঠক গ্রন্থাগারে যাহা চায় তাহা না পাইলে গ্রন্থাগারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিবে। গ্রন্থাগারে পুস্তক যথাযথভাবে সাজাইতে হইলে বিষয়ানুগ বর্গীকরণের প্রয়োজন—এই বর্গীকরণ পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। পুরাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশেও পুরাকালে প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল, এবিষয়ে আলোচনা আমাদের গ্রন্থে আছে। ডঃ রঙ্গনাথন মহোদয়ের কোলন বা দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ আধুনিক যুগে গ্রন্থাগার জগতে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে এবং ভারতের মান উন্নয়ন করিয়াছে। মেলভিল ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত ও তাহার সহজ প্রক্রিয়ার জন্য জনসাধারণের সহজবোধ্য। এই বর্গীকরণ আমাদের প্রয়োজন, অথচ ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদির বিষয়ানুগ বর্গীকরণে ইহা বিশেষ সাহায্য করে না।

এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে ডিউই সাহেবের দশমিক বর্গীকরণ পুস্তকে খুব বেশী সাহায্য পাওয়া যায় না—পাইবার কথাও নহে। এই কারণে আমাদের দেশের ও দশের প্রয়োজনে আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারের ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহের যথাযথ বিন্যাসের জন্য ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণকে আমাদের প্রয়োজনানুরূপে বর্ধিত করিয়া ঢালিয়া সাজান হইয়াছে। দশমিক বর্গীকরণের এই নববিন্যাস বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রচলিত আছে এবং আমেরিকা হইতে ইহার প্রয়োজনানুগ সংখ্যানুগত বর্ধন (Expansion) আন্তর্জাতিক পুরস্কারে Watmul Award-এ পুরস্কৃত হইয়াছে ১৯৬০ সালে। ডিউই প্রবর্তিত বর্গীকরণ গ্রন্থটির যাহা দাম তাহাতে এদেশের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের কোনটিই তাহা কিনিতে পারে না, উপরন্তু কয়েক সহস্র বৈদেশিক মুদ্রা এই পুস্তক ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হয়। এই পুস্তকে সংযুক্ত দশমিক বর্গীকরণ আমাদের দেশের ছোট বড় সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহকে অনর্থক এই ব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবে।

ক্যাটালগ নির্মাণ বা সূচীকরণও আধুনিক গ্রন্থাগার পরিচালনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এ বিষয়েও এই পুস্তকে বাংলাভাষার ও ভারতীয় বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকাদির ক্যাটালগকার্ড লেখনের প্রাঞ্জল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাহার যথাযথ বিন্যাস দেখান হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ক্যাটালগ কার্ডের নমুনা অপেক্ষা বাংলাভাষায় আমাদের পুরাণ ও গীতা রামায়ণ মহাভারত ও ধর্ম পুস্তকাদির কার্ড লেখন যথাযথভাবে এদেশের প্রয়োজনানুগভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভারতীয় ভাষায় Subject Headings-এর কোনো বই নাই। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রণীত ভারতীয় বিষয়ানুগ 'বিষয় শিরোনাম' পুস্তকটি প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং ইহার সহিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যা প্রযোজনায় ইহার কর্মকুশলতা তথা ব্যবহারোপযোগিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার দ্বারা সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী পুস্তক বর্গীকরণ তথা সূচীকরণে বিলক্ষণ সাহায্য পাইবেন।

গ্রন্থাগারিক বৃত্তি এদেশে নূতন আমদানী। যদিও বহু পুরাকাল হইতে এদেশে গ্রন্থাগারের প্রচলন ছিল। যখন পশ্চিমের সব দেশই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সে-সময়ে ভারতবর্ষেই কেবল জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত থাকায় বহু দূরদেশ হইতে জ্ঞান-পিপাসুরা এদেশে ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির আলোচনা ও আলোক প্রাপ্তির আশায় আসিতেন, থাকিতেন ও স্বদেশে ফিরিবার সময় বহু পুঁথি-পত্র লইয়া যাইতেন। ঐসব বৈদেশিক জ্ঞানার্থীদের স্বলিখিত বহু বিবরণে ভারতের জ্ঞানী গুণী ঋষি ও মঠ মন্দির তথা জনসাধারণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। চীন জাপান তিব্বত ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলাদি ভারতবর্ষ হইতে ঐ ভাবে জ্ঞান আহরণ

করিয়াছিল। পশ্চিমের অধুনা সভ্য দেশগুলি তৎকালে অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের ও শিল্প ইত্যাদির উন্নতিতে ভারত পিছাইয়া পড়িল—আধ্যাত্মিক উন্নতি জাগতিক উন্নতির পরিচায়ক নহে—পশ্চিম অদ্ভুতভাবে জাগতিক উন্নতি লাভ করিল—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলাম। ইংরেজ শাসনের অধীনেই সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচনা এদেশে পরিলক্ষিত হয়। এবং ক্রমে ক্রমে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচলন এদেশেও অনুপ্রবেশ করে। গ্রন্থাগারিকের স্থান সমাজে সমাজপতির ন্যায়। জ্ঞানের অন্বেষণে তাঁহাকে জনসাধারণকে সাহায্য করিতে হয় বলিয়া জনসাধারণ সকলেই তাঁহাকে সম্মান দেয়। গ্রন্থাগারিকের এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি জনসেবার বৃত্তি—হাসপাতালে যেমন নার্স রোগীদের সেবা করে, তদ্রূপ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী জনসাধারণের মানসিক ব্যাধির সেবা করেন—তাহাদের পাঠের চাহিদা পূরণ করেন—তাহাদের জ্ঞানার্জনের পথে পাথেয় আহরণে সাহায্য করেন। জনসাধারণের গ্রন্থাগার জনসাধারণের জ্ঞানের মান উন্নয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান—অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই কাজ করিতে পারে না ও করে না। কাজেই সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থা এদেশের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলি যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিজ নিজ কাজ করিয়া যায় তাহা হইলেই জনসাধারণ গ্রন্থাগারমুখীন হইবে ও গ্রন্থাগার সমাজসেবায় সকলের অগ্রাধিকার পাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুস্তক নির্বাচন (Book Selection)

প্রথমেই পুস্তক নির্বাচন বা Book Selection সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে পুস্তক নির্বাচন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথা আনন্দদায়ক কাজ। আমাদের দেশে কোন গ্রন্থাগারেই গ্রন্থক্রয়-তহবিল প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। কাজেই গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থ নির্বাচন অত্যন্ত সাবধানে ও মনোযোগ সহকারে করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের স্বল্প পুস্তকক্রয়-তহবিল যাহাতে অপব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পায় ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয়ে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ ভাবেই নজর রাখিতে হইবে। যে-সব বই প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে সব বই-ই নির্বিচারে গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়া উচিত নয়। কাজেই বই বাছাই বা পুস্তক নির্বাচন একটি প্রয়োজনীয় ও গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

কপিরাইট গ্রন্থাগার দেশে প্রকাশিত সব বই-ই এক একটি কপি পাইয়া থাকে। বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগার (Special Library) সেই সেই বিষয় সম্পর্কে দেশ-বিদেশে প্রকাশিত সব বই-ই প্রয়োজনানুসারে সংগ্রহ করিয়া রাখে। ইহা ব্যতীত বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারকেই ক্রয় করিবার জন্য পুস্তক নির্বাচন করিতে হয়। তার পর ছোট ছোট গ্রন্থাগারকে এই নির্বাচিত পুস্তক হইতেই আবার বই বাছিয়া লইতে হয়।

সব দেশেই গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের মূলনীতি মোটামুটি ভাবে একই রকমের। এই নির্বাচনের মূলনীতি সম্বন্ধে নিম্নে মোটামুটি আলোচনা করা গেল।

এই বই বাছাই বা পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে সব দেশেই কমবেশী সাহায্য পাওয়া যায় (১) পুস্তক প্রকাশকদের সাধারণ পুস্তক তালিকা বা General Book Selection Guide, (২) বিশেষ বিষয়ের নির্বাচন তালিকা বা Special Book Selection Guide ও (৩) দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা ও সাহিত্য পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা হইতে। এ ছাড়া নির্বাচন পদ্ধতির অন্যান্য উপায়ও রহিয়াছে।

পুস্তক নির্বাচনের এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশে অনেক বিক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ। প্রচার ব্যাপারে আমাদের দেশের প্রকাশকদের সচেতনতার অভাবই বিশেষ ভাবে এর জন্য দায়ী। অবশ্য আমাদের দেশে বইপত্রের চাহিদাও বিদেশের তুলনায় অনেক কম। পশ্চিমের দেশগুলির মতো Book Trade List বা Book Selection Guide প্রকাশিত

হইলে বইপত্রের নির্বাচনে অনেক সাহায্য হইত। বর্তমানে আমাদের দেশেও প্রকাশক সমিতি (Publishers' Association) গঠিত হইতেছে। তাঁহারা সচেতন হইলে ও এক জোটে নির্বাচিত বই-এর তালিকা প্রকাশ করিলে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অনেকটা সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৪) উপরোক্ত নির্বাচন পদ্ধতি ব্যতীত National Bibliography বা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সাহায্যে পুস্তক নির্বাচনের নিয়ম সর্বত্রই বিদ্যমান। বৃটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (B. N. B.) ঐ দেশে প্রকাশিত সব বই-এর বিষয়ানুক্রমিক ও বর্গীকরণ সংখ্যা সম্বলিত তালিকা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করায় তাহা হইতে পুস্তক নির্বাচন ও Catalogue কার্ড প্রস্তুত করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। প্রতিমাসে, তিনমাসে ও বৎসরে ধারাবাহিক সঙ্কলনের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (cumulated) হইয়াও বৃটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (B. N. B.) বাহির হয়। আমাদের দেশেও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে বেশী দেরি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুখের বিষয় গত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বা Indian National Bibliography (I. N. B.) প্রকাশে তৎপর হইয়াছেন। এই গ্রন্থপঞ্জী প্রথম কয়েক বৎসর ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক একখণ্ড হিসাবে বাহির হইয়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (cumulated) হইয়া বাহির হইতেছে। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় যে সমস্ত বই বাহির হয় ইহা তাহারই বিষয়ানুগত তালিকা। ইহা প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায়ই বাহির হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশী ভাষায় পৃথক পৃথক খণ্ড হিসাবে ঐ ভাষার গ্রন্থপঞ্জীও বাহির হয়। যদিও বৃটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সমস্ত সুবিধা ইহা হইতে আমরা পাইব না, তথাপি পুস্তক নির্বাচনে ইহা আমাদের বিস্তর সাহায্য করিবে।

(৫) পুস্তক নির্বাচনের অন্য একটি সাহায্য-কেন্দ্র হইতেছে পাঠকদের চাহিদা। সব দেশেই পাঠকদের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া পুস্তক নির্বাচনের রেওয়াজ আছে। বিদেশের প্রতি গ্রন্থাগারেই Book Suggestion Card বা Book Recommendation Card-এর প্রচলন আছে। এই সব কার্ড সাজাইয়া রাখা হয় ও পুস্তক নির্বাচনে ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারে Book Suggestion Register রাখা হয় ও গ্রন্থাগারিকেরা পুস্তক নির্বাচনে তাহা হইতে কিছুটা সাহায্য পাইয়া থাকেন।

(৬) বিলাতের গ্রন্থাগারগুলি কতকগুলি প্রামাণিক বই হইতে পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য পাইয়া থাকে। এ ধরনের বই-এর ভিতর British Book News, Sennescheins Best Books, Nelson's Standard Books, British Science Guild প্রভৃতির নাম করা যায়। আমাদের দেশ এ ব্যাপারে এখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। তবে দুই একটি সাময়িক পত্রিকা বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের

নির্বাচিত তালিকা বর্ষশেষে বাহির করিয়া থাকেন। গ্রন্থাগারিকেরা তাহা হইতে গ্রন্থ নির্বাচনে সাহায্য পাইতে পারেন।

(৭) ইহা ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সব দেশেই গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিমাসে বা দুই তিন মাস অন্তর গ্রন্থাগারে রক্ষণোপযোগী নির্বাচিত বই-এর তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। পুস্তক প্রকাশকদের সাহায্য পাইলে এই তালিকা প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই গ্রহণোপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৮) প্রামাণ্য বইপত্রের শেষে দেওয়া প্রমাণপঞ্জী বা Bibliography হইতেও পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য পাওয়া যায়।

সত্য বটে আমাদের দেশে পুস্তক নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রকার তালিকার সংখ্যা বিদেশে প্রকাশিত অনুরূপ তালিকাদির তুলনায় বিক্ষিপ্ত এবং নগণ্য। তথাপি একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও উহার তালিকার সংখ্যা কম নহে। কাজেই বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকেরা যদি সচেতন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুস্তক নির্বাচনে খুব অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে কোন গ্রন্থাগারের মূল গ্রন্থসমূহ নির্বাচনের জন্য গ্রন্থাগারিককে সাধারণ গ্রন্থতালিকা ও বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থতালিকার সাহায্য লইতে হইবেই। নূতন কোন গ্রন্থাগারের জন্য প্রাথমিক পুস্তক নির্বাচনের গোড়ায় গ্রন্থাগারিক প্রথমে বই কিনিবার মোট টাকা ও তাহাতে মোটামুটি কোন্ বিষয়ের কত বই হইতে পারে তাহার একটা হিসাব করিয়া লইবেন। এ কথা সত্য যে কোন গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন বিষয়ের মূল সংগ্রহ একসঙ্গে গড়িয়া উঠে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উহা ক্রমশঃ এবং ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিককে সমালোচনা সংগ্রহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাময়িক পত্রের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত ও প্রামাণিক হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। নূতন পুরাতন সব গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য প্রতি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই বাছাই করা, যে বই পাঠকদের কাজে লাগিবে তেমন বই বাছাই করা ও বাজে বই-এ যাহাতে গ্রন্থাগার স্ফীত না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

অবশ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পুস্তক ক্রয়ের টাকার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে অধিক সংখ্যক ভাল বই-এর সংগ্রহ শেষ পর্যন্ত টাকার ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে।

Bibliography

Drury, F. K. W.—Book Selections, Chicago, 1930.

Haines, H. E.—Living with Books : The Art of Book Selections, 1935.

Library Association—Country Libraries Manual, Ch. VII, Book Selection and Book Stocks.

McColvin, W. B.—Theory of Book Selection for Public Libraries, 1935.

Waples, D. & Tyher, R. W.—What People Want to Read : A Study of Group Interests to a Survey of Problems of Adult Reading, 1936, A. L. A.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্গীকরণ (Classification)

বর্গীকরণ বা ইংরেজীতে classification work বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি পদ্ধতিতে বই সাজান যাহাতে কোন এক বিশেষ বিষয়ের সব বই একত্রে রাখা হয় এবং সেই বিষয়ের নিকটবর্তী বিষয়ের সব বইও সেই বিষয়ের সব বই-এর কাছেই স্থান পায়। সাজাইয়া রাখিবার এই প্রণালী প্রতি দেশেই প্রায় নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে পুরাকালের প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি ও আধুনিককালের কোলন বর্গীকরণের মূলসূত্রগুলি সম্পর্কে দু'চার কথা এখানে আলোচনা করিয়া আমাদের গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে যে পদ্ধতি সহজে কাজে লাগান যায় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। তৎপূর্বে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে তাঁহার সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের অধ্যক্ষতার অভিজ্ঞতা থেকে যে বাংলা দশমিক বর্গীকরণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন সেই বই-এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও বাংলা বর্গীকরণের ভিত্তি হিসাবে তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। পুস্তকের বর্গীকরণ বলিতে পুস্তকে লিখিত ভাগের সুসমাবেশ বোঝায়। It is the organisation of knowledge in a collection of books.

গ্রন্থাগারে বই নানানভাবে সাজানো যায়, যথা—সাইজ্ বা আকার অনুযায়ী, লেখকের নাম অনুযায়ী অথবা পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের বর্ণানুক্রম অনুসারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ বলিতে সম্পূর্ণ নিয়ম মাফিক এমন কোন পদ্ধতিতে গ্রন্থসমূহের ভাগ করা বা শ্রেণী বিভাগ বোঝায় যাহার ভিত্তি যুক্তিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

পুস্তকের বর্গীকরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা প্রায় একই ব্যাপার; অল্প কিছু পার্থক্য ভেদে বিভিন্ন প্রকার বর্গীকরণের মূল প্রভেদ উহার রীতির উপর নির্ভর করে। এই বর্গীকরণ কখন আংশিকভাবে করা হয়, কোথাও বা সাধারণ বা ব্যাপকভাবে করা হয়। ব্যাপক বর্গীকরণ জ্ঞানের সমস্ত পরিধি ধরিয়া করা হয়। এই শেষোক্ত ব্যাপক বর্গীকরণও আবার সব ক্ষেত্রে এক নহে। বর্গীকরণ হেতু বা কারণ ও তাহার পরিস্থিতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। বর্গীকরণের বিভিন্ন হেতু বা কারণের প্রত্যেকটিকে তাহার প্রকৃতি বলা যাইতে পারে—ইংরেজীতে যাহাকে Characteristic of the classification বলে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্নভাবে জ্ঞানের এই ভাগ বা বর্গীকরণ করিতে পারেন, যথা

একজন ভূতত্ত্ববিদ্‌ তাঁহার ভূবিদ্যার ভিত্তিতে জ্ঞানকে শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ করিতে পারেন, তেমনি একজন ভূবিদ্যাবিশারদ তাঁহার নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী বর্গীকরণ করিতে পারেন। একজন দার্শনিকও তাঁহার নিজ প্রকৃতিমত বর্গীকরণ করিবেন। এইভাবে একই জিনিসের বিভিন্ন রকমের শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। কাজেই বর্গীকরণ ব্যাপারে আমাদের যুক্তিবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়। কোন বই বা জ্ঞানের বর্গীকরণের প্রধান যে গুণ বা প্রকৃতি ধরা হইবে তাহা সেই বই বা জ্ঞানের পক্ষে (অন্ততঃ) আসল (essential) এবং ব্যাপক বর্গীকরণের পক্ষে সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে। শ্রেণীবিভাগের মূল ভিত্তি ঠিক করিয়া লইয়া এক এক করিয়া সব জিনিসে তাহার আরোপ করিয়া শ্রেণী ভাগ করা চলে, আবার প্রত্যেক শ্রেণীকেও এইভাবে বিভাগ করা যায়। এইভাবে সমস্ত universal substance বা জাগতিক পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—শরীরী ও অশরীরী। আবার ঐ শরীরী শ্রেণীকে দুই ভাগে ভাগ করিলে অচেতন ও সচেতন বা জড় ও অজড় পদার্থ করা যায়। অজড় বা সচেতন পদার্থকেও আবার জ্ঞানী ও অজ্ঞান হিসাবে ভাগ করা যায়। জ্ঞানী বা জ্ঞানবিশিষ্টকেও আবার মানুষ ও পশুতে বিভক্ত করা চলে।

এই ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণে বিস্তৃত বা ব্যাপক (terms of considerable extension) বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত কম বিস্তৃত অথচ অধিক গুণাগুণ বিশিষ্ট বস্তুতে (limited extension and great intention) যাওয়া হয়। একটি উদাহরণ দিয়া আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যাক। বস্তু বলিতে আমরা অনেক জিনিস বুঝি। ইহার ব্যাপকতা বেশী কিন্তু গুণাগুণ অপেক্ষাকৃত কম অথচ যখন আমরা মানুষে পৌছাই তখন দেখি যে, এই শ্রেণীর বা বর্গের ব্যাপকতা অনেক কম, কিন্তু তাহার গুণাগুণ অনেক বেশী, কারণ মানুষের প্রকৃতিগত অনেক রূপ আছে যাহা অন্য সব বস্তুতে নাই। তাই দেখা যায় যে, বর্গীকরণে আমরা বেশী ব্যাপকতা হইতে কম ব্যাপক বর্গে আসি। এইরূপ কম ব্যাপক বর্গের বা শ্রেণীর ব্যাপকতা কম হইলেও তাহার প্রকৃতিগত গুণাগুণ অনেক বেশী ; less extension but more intention. শ্রেণীর এই বিভাগে যে সব প্রকৃতিগত গুণাগুণ প্রত্যেক শ্রেণীকে অন্য হইতে পৃথক করে সেই সব গুণাগুণ বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অবিচ্ছেদ্য ও জ্ঞানতঃ হওয়া দরকার। অস্থায়ী কোন বৈশিষ্ট্য এই শ্রেণীবিভাগের বা বর্গীকরণের মূল হইতে পারে না। অস্থায়ী বা অসত্য বৈশিষ্ট্য ধরিলে সেই শ্রেণীবিভাগ আনুমানিক হইয়া যায়। যদিও আনুমানিক শ্রেণীবিভাগ কোন কোন সময়ে আমাদের কাজে আসে তথাপি তাহা গ্রহণীয় নয়। তাহা হইতে অনেক সময়ে মারাত্মক ভুল দেখা যায়। পুস্তক বর্গীকরণে পুস্তকের বিষয় বা পুস্তকে লিখিত বা বর্ণিত বিষয়ের প্রাধান্যই বেশী

সাধারণতঃ দুই রকমের বই দেখা যায়—মোটামুটিভাবে দেখিলে এক ধরনের বই হইতে আমরা মৌলিক বা নূতন জ্ঞানের সন্ধান পাই; অপর ধরনের বই হইতে আমরা সাহিত্য ও অনুরূপ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাই। বর্গীকরণে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তকের বিষয়ের শ্রেণী বিভাগ করি। Dr. Richardson বলিয়াছেন, যে-সব বই সব চেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয় এবং এক বিষয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় সেই সব বই এক শ্রেণীতে বা বিভাগে রাখা দরকার। এই শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ এমন একটি পদ্ধতি যাহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান সহজে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের চাহিদা ও সুবিধানুযায়ী অনেক সময়ে বই বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন যুগ অনুযায়ী ভাগ করা হয়। আবার অনেক সময়ে বই ভাগ করা হয় Form অথবা যে ভাবে বই লেখা হয়—পদ্য বা গদ্য বা নাটকে; এইভাবে সাহিত্য পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বই-এর নাম জানিয়া বই-এর বিষয় ভাগ করা উচিত নয়। বর্গীকরণ বা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগের পূর্বে সব বই পুরোপুরিভাবে পরীক্ষা করা দরকার। পুস্তকের শিরোনাম, পুস্তকের ভিতরের বস্তু ও লেখকের বক্তব্য সবই ভালভাবে অনুসরণ করিয়া তবে তাহার বর্গীকরণ করা উচিত। অনেক সময়ে এমন বই পাওয়া যায় যাহা দু'টি বা তিনটি বিষয়ের; এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—সেই বই কোন্ বিষয়ে রাখিলে পাঠককে সব চেয়ে বেশী কাজ দিবে বা কোন্ বিষয়ের ছাত্র সেই বই হইতে সব চেয়ে বেশী উপকার পাইবে—গ্রন্থাগারিক কর্তৃক এই প্রশ্নের সমাধানই তাঁহাকে বইটির বর্গীকরণে সাহায্য করিবে বেশী।

বর্গীকরণের প্রথম বা প্রধান সোপান হইল বর্গীকরণপদ্ধতির নিদর্শন বা চিহ্ন, ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় Notation বা প্রতীক সংখ্যা বা প্রতীক চিহ্ন। প্রতি বিষয়েরই নিজ নিজ একটি চিহ্ন বা নিদর্শন বা প্রতীক আছে—বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতিরই স্ব স্ব নিদর্শন আছে। কোথাও বা ১, ২, ৩, বা ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ঐ নিদর্শন লিখিত হয়। কোথাও বা A, B, C, ইত্যাদি এবং বাংলায় অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা ঐ নিদর্শন সূচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে অক্ষর ও সংখ্যার সংমিশ্রণে ঐ চিহ্ন বা নিদর্শন সূচিত হয়। প্রতিটি অঙ্কের সংখ্যার দ্বারা এক একটি বিশেষ বিষয় সূচিত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার আমহার্ষ্ট কলেজ লাইব্রেরীর Dr. Melvil Dewey এইরূপ সংখ্যামূলক বর্গীকরণের নিদর্শন প্রথমে প্রবর্তন করেন। Dewey প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণই আজ সভ্যজগতের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রতি দেশেরই নিজস্ব বর্গীকরণ পদ্ধতি আছে; কারণ যে দেশে যে রকম চাহিদা সেই প্রয়োজন অনুযায়ী বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন

হইয়াছে। প্রত্যেক পদ্ধতিরই স্থবিধা-অস্থবিধা আছে, সে সব পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করিব না। আমরা শুধু যে পদ্ধতি সমধিক প্রচলিত ও যে পদ্ধতির ব্যবহারে খুব জটিলতা নাই, সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিব। অন্যান্য বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

'ডিউই'র দশমিক বর্গীকরণে সমস্ত জ্ঞানের পরিধিকে প্রথমতঃ মূল নয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রধানতঃ প্রত্যেক ভাগের জন্য জ্ঞানের একটি বিষয় স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১ হইতে ৯ পর্যন্ত আরবীয় সংখ্যার এক একটি মাত্র সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। কেবল যাহা একটি বিষয়ের অন্তর্গত নয় এবং যাহা অপরাপর বিষয় সম্পর্কে সাধারণ তাহাকে দেওয়া হইয়াছে শূন্য সংখ্যা বা Zero—"0"। এইরূপে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রধানতঃ দশভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

দশমিক বর্গীকরণের মোটামুটি বিভাগগুলি বা মূল বর্গীকরণ ভাগগুলি নীচে দেওয়া গেল—

০০০—০৯৯ সাধারণ জ্ঞান (প্রতি বিষয়েরই)।
১০০—১৯৯ দর্শন ও তৎসলগ্ন সমুদয় বিষয়।
২০০—২৯৯ ধর্ম ও তৎসংলগ্ন সব কিছু পূজা পার্বণ মন্দির প্রভৃতির বিষয়।
৩০০—৩৯৯ সমাজ বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত যা কিছু :—রাজনীতি, আইন প্রভৃতি বিষয়।
৪০০—৪৯৯ ভাষাতত্ত্ব।
৫০০—৫৯৯ বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত শাখা প্রশাখা :—অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি।
৬০০—৬৯৯ ফলিত বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, আয়ুর্বেদ, ব্যবসা ইত্যাদি।
৭০০—৭৯৯ চারুকলা, মূর্তিশিল্প, অঙ্কনবিদ্যা এবং খেলাধূলা প্রভৃতি।
৮০০—৮৯৯ সাহিত্য, সব দেশের ও সব কালের সাহিত্য ও তৎসংলগ্ন যাহা কিছু।
৯০০—৯৯৯ ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ, আত্মচরিত, জীবনী ইত্যাদি।

একই বিষয়ের বিভিন্ন বইয়ের জন্য একই সংখ্যা নির্দিষ্ট হইবে এবং সেই সব বই প্রতি গ্রন্থাগারেই একই সংখ্যায় বা শ্রেণীতে রাখা হইবে। যথা—

৯১০ বলিতে ভূগোল ও ভ্রমণ বোঝায়।
৯১৪ „ ইউরোপের ভূগোল ও ভ্রমণ বোঝায়।
৯১৪·৪ „ ইউরোপের ভূগোলের ভিতর ফ্রান্সের ভূগোল এবং ভ্রমণ বোঝায়।

৯১৪·৫ বলিতে ইতালীতে ভ্রমণ ও ভূগোল বোঝায়।
৯১৪·৭ „ রাশিয়ার ভূগোল ও ভ্রমণ বোঝায়।
৯১৫ „ এশিয়ার ভূগোল ও ভ্রমণ বোঝায়।
৯১৫·৪ „ এশিয়ার ভূগোল ও ভ্রমণের ভিতর ভারতবর্ষের ভূগোল ও ভ্রমণ বোঝায়।

এই সব দেশের ইতিহাসের বর্গীকরণ সংখ্যা বাহির করিতে হইলে প্রত্যেক দেশের ভূগোলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে ১ ও দশমিক চিহ্নটি বাদ দিলেই ঐ সব দেশের ইতিহাসের বর্গীকরণ সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যথা—

৯১৫	এশিয়ার	ভূগোল	৯৫০	হইল	এশিয়ার ইতিহাস।
৯১৫·৪	ভারতবর্ষের	„	৯৫৪	„	ভারতবর্ষের ইতিহাস।
৯১৪	ইউরোপের	„	৯৪০	„	ইউরোপের ইতিহাস।
৯১৪·৪	ফরাসী দেশের	„	৯৪৪	„	ফরাসী দেশের ইতিহাস।
৯১৪·৫	ইতালী দেশের	„	৯৪৫	„	ইতালী দেশের ইতিহাস।
৯১৪·৭	রুশ দেশের	„	৯৪৭	„	রুশ দেশের ইতিহাস।

মেলভিল ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হইতেছে তাহার বিশদ নির্ঘণ্ট। এই নির্ঘণ্ট সর্ব বিষয়েই সুবিধাজনক। প্রত্যেক বিষয়ে বর্গীকরণের সংখ্যা এই নির্ঘণ্টে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি বর্গ বা শ্রেণী যাহা ঐ সংখ্যা দ্বারা পরিগণিত হয় তাহা এক একটি বিষয়ের গ্রন্থাগার বিশেষ। প্রতিটি বিষয়ই আবার অনুরূপভাবে ৯ ভাগে বিভক্ত। এইরূপে ৫৯০ সংখ্যা হইতেছে পঞ্চম বা ৫-এর শ্রেণীর (বিজ্ঞানের) নবম বিভাগ—প্রাণিবিদ্যা (Zoology)। আবার প্রত্যেক বিভাগকেই এইরূপে ১০ ভাগে ভাগ করা হয় যতক্ষণ না আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের সংখ্যা পাওয়া যায়। যথা ৫১৩ বলিতে আমরা বুঝি পঞ্চম বর্গের অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রথম বিভাগের অর্থাৎ অঙ্ক শাস্ত্রের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ জ্যামিতি। এইরূপে যে সংখ্যা দ্বারা বর্গের শ্রেণী বা ভাগ দেখান হয় তাহাকে ইংরেজীতে Class number বলা হয়। বাংলাতে বর্গ সংখ্যা বলা যাইতে পারে। জ্যামিতির সব বই ৫১৩ সংখ্যায় চিহ্নিত হইবে। ভূতত্ত্বের সংখ্যা হইবে ৫৫০; নৃতত্ত্বের ৫৭২। দশমিক সংখ্যার পূর্বে শূন্য থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ বিভাগের আর উপবিভাগ করা হয় নাই। যথা ৫১০ বলিতে বিজ্ঞানের ৫ এর বর্গের প্রথম বিভাগ অঙ্ক শাস্ত্র বা গণিত শাস্ত্র; এ ক্ষেত্রে ইহার আর কোন উপবিভাগ করা হয় নাই। কিন্তু জ্যামিতির বেলায় উপবিভাগ দেখান হয় ৫১৩ সংখ্যা দিয়া। ৫০০ বলিতে আমরা সাধারণ-ভাবে শুধু বিজ্ঞান বুঝি, ইহার কোন ভাগ বা শ্রেণী বিভাগ ঐ সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট

হয় না। প্রতি ভাগকে ঐ ভাবে ৯ ভাগে ভাগ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। তবে ঐ ভাবে ভাগ করাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধারও কিছুই নাই। অনেক জায়গায় ঐ ভাগের চেয়ে বেশী ভাগ করিলে সুবিধা হয়, আবার অনেক স্থানে কম ভাগ করিলেও চলে। দশমিক বর্গীকরণপদ্ধতির এই এক মস্ত সুবিধা যে, যে কোন বিষয়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাগ করা সম্ভব। আরো একটি প্রধান সুবিধার বিষয় এই যে, শ্রেণীবিভাগ এমন ভাবে করা হইয়াছে যে, প্রতি বিষয়েরই পূর্বে ও পশ্চাতে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা ঐ বিষয়েরই সংলগ্ন বা একই যোগসূত্রে গ্রথিত। ইহাতে এক বিষয়ের সমস্ত বই এবং তৎসংলগ্ন বিষয়ের সমস্ত বই এক জায়গায় আসিয়া যায়; ফলে পাঠকদের ও গ্রন্থাগারিকের সুবিধা হয় সব চেয়ে বেশী।

আরও দু' একটি উদাহরণ দিয়া আমরা এ পর্যায় শেষ করিব। চীন দেশের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ১। পুরাতন ইতিহাসের অথবা চীনের পুরাতন ইতিহাসের সংখ্যা হইল ৯৩১। আধুনিক ইতিহাসে এশিয়ার সংখ্যার ভিতর চীনের সংখ্যা হইল ৯৫১। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের সংখ্যা হইল ৪; ইংলণ্ডের ২; জার্মানী ৩; ফরাসী ৪; ইতালী ৫; আফ্রিকা ৬; উত্তর আমেরিকা ৭; এই ভাবে বিভিন্ন ভাষা অথবা দেশের বর্গীকরণে ইতালীনির্দেশক সংখ্যা সর্বত্রই এক। যথাক্রমে—০৩৫; ০৫৫; ০৬৫; ৪৫০; ৮৫০; ৯৪৫ ইত্যাদিতে ৫ সংখ্যা ঐ ইতালীকে বোঝায়। Mnemonic principle-এ সংখ্যা সংজ্ঞার মূল ভিত্তি ভাষাতত্ত্বে এবং সাহিত্যে যত বেশী প্রকট তত অন্য শ্রেণীতে নয়। প্রতি বর্গের 'form-division' বা পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের দৃষ্টিভংগী বা লেখার প্যাটার্ন যাহা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহাতেও সংখ্যা সংজ্ঞা বেশ প্রকট। যে কোন বর্গেরই দর্শন অথবা অনুরূপ দৃষ্টিভংগী থেকে লেখা রচনার সংখ্যা হইল ১, অভিধান বা অনুরূপ দৃষ্টিভংগী লেখার সংখ্যা হইল ৩, রচনা বিষয়ক দৃষ্টিভংগীর সংখ্যা হইল ৪, মাসিক, পাক্ষিক বা অনুরূপ পত্রিকার দৃষ্টিভংগী থেকে লেখার সংখ্যা হইল ৫; সভা সমিতি ও সোসাইটির দৃষ্টিভংগীর সংখ্যা হইল ৭; সমষ্টি বা গ্রন্থাবলী জাতীয় দৃষ্টিভংগীর সংখ্যা হইল ৮; এবং ইতিহাস জাতীয় দৃষ্টিভংগী থেকে লেখার সংখ্যা হইল ৯। অনেক জায়গায় অপ্রয়োজনীয় নানান বিষয়ের সংখ্যা হিসাবেও ৯ ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও ইতালিয়নের সংখ্যা সর্বদাই ৫ তাই বলিয়া ৫ সব সময়ই ইতালীর নহে। ব্যাকরণের সংখ্যা হইল ৫, পত্রিকাদির সংখ্যাও ঐ ৫, এশিয়ার সংখ্যাও ৫, বক্তৃতাক্ষমতাও ঐ ৫, এই ভাবেই আরও নানা বিষয়ের সংখ্যাসংজ্ঞা ৫। দশমিক বর্গীকরণের মূল সূত্রই হইতেছে সহজ ও সরল বর্গীকরণে ব্যবহারিক সাহায্য করা—কোন একটি সূত্রের মূল লইয়া তর্ক করা নয়। যদি কোন গ্রন্থাগারিক ফরাসী ব্যাকরণের বর্গীকরণ

সংখ্যা দিতে চান তাহা হইলে তিনি মনে মনেই ভাবিয়া লইবেন যে, ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা হইল ৪, এবং ব্যাকরণের সংখ্যা ৫, তাহা হইলে ফরাসী ব্যাকরণের পুরোপুরি সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৪৫, ঐরূপভাবে ইতালীর (৫) এবং পদ্যের (১) মিলিয়া ইতালীর পদ্যের সংখ্যা হইবে—৮৫১। ইহাকে কেহই ব্যাকরণের পদ্য অথবা Asia-র History বলিয়া মনে করিবেন না—যদিও ব্যাকরণ ও এশিয়ার সংখ্যাও ঐ ৫। যখনই কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবে তখনই দশমিক বর্গীকরণের নির্ঘণ্ট দেখিয়া যে কেহ যথাযথ বর্গীকরণ সংখ্যা স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র আরও বিশদ আলোচনা করিব। এই পুস্তকে দশমিক বর্গীকরণের কয়েকটি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে যে কোন ছোট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিজের বর্গীকরণের কাজ চালাইয়া লইতে পারিবেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক বিষয়ের সংখ্যাই ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণে অত্যন্ত সামান্য স্থান পাইয়াছে; সে কারণ—আমাদিগকে ভারতীয় বিষয়গুলির জন্য বিশদভাবে সংখ্যা নির্বাচন করিতে হইয়াছে; মূল ভিত্তি অবশ্যই Dewey-র Decimal Classification সংখ্যা।

এই স্থানে অন্যান্য কয়েকটি প্রধান বর্গীকরণ পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া পরে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ (Dewey Decimal Classification) পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইবে।

EXPANSIVE CLASSIFICATION—১৮৯১ সালে চার্লস য়্যামনি কার্টার নামে জনৈক আমেরিকান গ্রন্থাগারিক Expansive Classification (এক্সপ্যান-সীভ্ বর্গীকরণ) প্রথম আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেন। সংখ্যার পরিবর্তে ইংরেজী অক্ষর বা বর্ণের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের চিহ্ন এই পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। যথা :—

A	Generalia—সাধারণী
B	Philosophy—দর্শন
BR	Religion, Natural Theology—ধর্ম
C	Christianity—খৃষ্টান ধর্ম
D	Historical Science—ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসমূহ
E	Biography—জীবনী
F	History—ইতিহাস
G	Geography and Travels—ভূগোল ও ভ্রমণ
H	Social Sciences—সমাজ শাস্ত্রসমূহ
I	Domestics, Sociology—সমাজবিজ্ঞান

J Civics—পৌরবিজ্ঞান
K Legislation—আইন
L Sciences & Arts.
M Natural History.
N Botany.
O Zoology.
R Useful Art.
S Constructive Arts, Engineering—স্থপতিবিজ্ঞান
T Fabricative Arts, Machinery, Manufacturing and Handicraft.
U Protective Arts, *i.e.*, Military and Naval arts, Life Preserving, Firefighting.
V Athletic and Recreative Arts, Sports and Games.
Vv Fine Arts, Music.
W Fine Arts, Plastic and Graphic.
X Communicative Arts by language.
Z Book Arts (making and use of books).

এই পদ্ধতির সেরূপ প্রচলন ছিল না, তবে আধুনিক কালে ইহার কিছু কিছু প্রচলন আমেরিকাতে হইতেছে।

LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION—আমেরিকার কংগ্রেস লাইব্রেরী বর্গীকরণ পদ্ধতি। যদিও এই পদ্ধতি পূর্ববর্ণিত Expansive Classification-এর উপরে ভিত্তি করিয়া গঠিত তথাপি ইহার নিজস্ব অনেক কিছু গুণাগুণ আছে। এই পদ্ধতি যাহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য প্রতিটি বিষয়ের বিভিন্ন বর্গের যথাযথ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে ও ইহাকে বহুল পরিমাণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমেরিকান কংগ্রেস লাইব্রেরীর বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী ওদেশে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস হইতে বইএর সহিত বইএর ক্যাটালগ্ কার্ডও ঐ পদ্ধতিতে নম্বর দিয়া ছাপা হইয়া থাকে এবং যে যে গ্রন্থাগার কিনিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নামমাত্রমূল্যে ঐসব কার্ড লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস হইতেই কিনিতে পারেন। স্থান সঙ্কুলানের জন্য এস্থলে এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না। এই পরিচ্ছেদের শেষে উল্লিখিত যে কোন বর্গীকরণ পুস্তকে ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

SUBJECT CLASSIFICATION—বিষয়ানুগ বর্গীকরণ। জেমস্ ডাফ্ ব্রাউন নামে ইংল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। এই পদ্ধতিতে অতি পরিপাটিভাবে সমস্ত বিষয়ের বর্গীকরণ সংখ্যা নিরূপণ করিয়া তাহার অতি সুচিন্তিত অনুক্রমণিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের সমবর্তী বিষয় যাহাতে একটি অপরের সন্নিহিত থাকে তাহার সুচিন্তিত ব্যবস্থা ইহাতে আছে। ইহার প্রধান বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত হইয়াছে—

A	Generalia.
B-D	Physical Science.
E-F	Biological Science.
G-H	Ethnological Science, Medicine.
I	Economic Biology and Domestic Arts.
J-K	Philosophy and Religion.
L	Social and Political Science.
M	Language and Literature.
N-W	Literary Forms, Fiction, Poetry.
O	History and Geography.
X	Biography.

এই পদ্ধতিতে Categorical tables একটি প্রধান অঙ্গ ; এই সংখ্যানুসারে প্রত্যেক বিষয়টি তাহাদের ধারা অথবা প্রকাশভঙ্গী হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এই Categorical table-এর সাহায্যে বর্গীকরণ পদ্ধতি অনেকাংশে সহজ ও সরল হইয়াছে এবং মূল বর্গীকরণের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকায় ইহা যে কোন বর্গীকরণ পদ্ধতির সহিত ব্যবহার করা যায়।

ইহা লক্ষ্য করিবার যে, এই পদ্ধতিতে যে notation ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা মিশ্র—অক্ষর ও সংখ্যা একযোগে ব্যবহার করা হইয়াছে ;

A GENERALIA

A_0 Generalia

A_1 Education

A_3 Logic

A_4 Mathematics

A_5 Geometry

A_6 Graphic and Plastic Arts

A_9 General Science.

M. Literary Forms : M_0 Fiction : M_1 Poetry ; M_2 Drama : M_3 Essays and miscellaneous ইত্যাদি।

বর্গীকরণের যে কোন পুস্তকে ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

COLON CLASSIFICATION—কোলন্ বর্গীকরণ পদ্ধতি—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক ডাঃ এস্, আর, রঙ্গনাথন্ মহোদয় এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। এই পদ্ধতি মূলতঃ প্রতিটি বিষয়ের ব্যবহারিক যোগাযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সংখ্যার যোগে ও কোলন (:) সহযোগে বর্গীকরণের notation লিখিত হয় বলিয়া ইহাকে Colon (কোলন) নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্গীকরণ পদ্ধতি হিসাবে এই পদ্ধতি অতি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ। যদিও ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগারে এই পদ্ধতির প্রচলন হয় নাই, তথাপি ভারতের বাহিরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার মৌলিকতা ও উপযোগিতা আজ স্বীকৃত ও পশ্চিমের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মীই ইহার ব্যবহারের সহিত পরিচিত। একটি উদাহরণ হইতে এই পদ্ধতির সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হইবে—

কোলন সংখ্যা		ডিউই দশমিক সংখ্যা
015 :	Sanskrit Poetry	৮৯১·২
015 : 1	Sanskrit Poetry	৮৯১·২১
015 : 1	Do Kalidasa	ঐ
015 : 1	Do Jaydeva	ঐ
015 : 2	Sanskrit Drama	৮৯১·২২
015 : 2 D 35	Bhasa	ঐ
015 : 2 D 40	Kalidasa	ঐ
015 : 22 D 42	Dinnaga	ঐ
015 : 2 D 60	Harsha	ঐ
015 : 2 D 70	Bhawabhuti	ঐ
015 : 2 D 93	Murari	ঐ
0152 :	Hindi Literature	৮৯১·৪৩
0152 :	Hindi Poetry	ঐ
0152 : 1 J 52	Tulsidasa	ঐ

এই প্রথায় যিনি বর্গীকরণ করিবেন তাঁহাকে এই পদ্ধতি অনুযায়ী বর্গীকরণ সংখ্যা প্রণয়ন করিয়া লইতে হইবে। এই সংখ্যা প্রণয়ন করিতে হইলে Language Schedule, Chronological Schedule ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধি ব্যবহারের সাহায্য লইতে হইবে। এখানে যে বিভিন্ন কোলন বর্গীকরণ সংখ্যা এবং ডিউই প্রদত্ত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যা পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন বিষয়গুলির যথাযথ ব্যবস্থা ডিউই দশমিক সংখ্যা অপেক্ষা কোলন সংখ্যায় আরো বিশদভাবে সজ্জিত হইয়াছে। ডাঃ রঙ্গনাথন

মহাশয়ের কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে প্রভূত পাণ্ডিত্য ও সময়ের প্রয়োজন। এ দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের কেহ কেহ এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন এবং আশা করা যায় তাঁহাদের রচনা হইতে আমরা বাংলা ভাষায় ইহার বিশদ বিবরণ পাইব।

নিউইয়র্ক লাইব্রেরীর সহযোগী গ্রন্থাগারিক Henry Evelyn Bliss একটি **Bibliographic Classification** পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বর্ণানুক্রমিক সংখ্যা বা **alphabetic notation** ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং যদিও অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগারে ইহার প্রচলন নাই, আশা করা যায় ধীরে ধীরে ইহারও বিস্তৃতি হইবে।

UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION—Brussels সহরে Institute International Bibliographie-তে এই পদ্ধতির প্রথম উৎপত্তি, পরে নানান্ ঘাত-প্রতিঘাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন পর্যায়ে ঐ সমিতি ক্রমে ক্রমে বেশ দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিয়া উপস্থিত Hague সহরে তাঁহাদের প্রধান দপ্তর স্থাপন করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জীর যাহা কিছু সভাসমিতি আছে তাহারা এক্ষণে ঐ সমিতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া এই Universal Decimal Classification বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণীত হইয়াছে। দশমিক সংখ্যা ব্যতীত আরও মিশ্র সংখ্যার সহযোগে এই **U. D. C. notation** উদ্ভূত হইয়াছে। ২১টি উদাহরণ দিয়া উল্লেখ করিলে আমাদের ধারণা কিছু পরিষ্কার হইবে। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণে ৫৪০ বলিতে আমরা Chemistry বুঝি। **U. D. C.** পদ্ধতিতে ঐ সংখ্যা লিখিত হয় ৫৪। ৫ বিজ্ঞানের জন্য ও ৪ Chemistry-র জন্য। 0 শূন্যের ব্যবহার সচরাচর অন্যত্র অন্যভাবে করা হয়।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও নিম্নলিখিতরূপ তফাৎ দেখা যায়, যথা—

	ডিউই :—		ব্রাসেল্স্ :—
৯০০	ইতিহাস সাধারণ	৯	ইতিহাস
৯১০	ভূগোল ও ভ্রমণ	৯১	ভূগোল ও ভ্রমণ
৯১৩	প্রত্নতত্ত্ব	৯১৩	প্রত্নতত্ত্ব
৯১৪-৯১৯	স্থানীয় ভূগোল ও ভ্রমণ		
৯২০	জীবনী	৯২	জীবনী
৯২৯	বংশাবলী Genealogy and Heraldry.	৯২৯	বংশাবলী Genealogy & Heraldry.
৯৪০-৯৯৯	Modern History.		

সচরাচর এই U. D. C. পদ্ধতি অনুযায়ী সমুদায় ইতিহাস ঐ ৯ সংখ্যার সাহায্যেই লেখা হয় এবং ভূগোল ও ভ্রমণ ৯১ সংখ্যায় নিরূপিত হয়। স্থানীয় সংখ্যা এই পদ্ধতিতে বন্ধনীর ভিতর লেখা হয়, যথা—

৯ (৪২)	ইংলণ্ডের ইতিহাস	৯১ (৪২)	Description of England
৯ (৭৩)	আমেরিকার ইতিহাস	৯১ (৭৩)	Description of U. S. A.

এইরূপে প্রত্যেক দেশেরই সংখ্যা লিখিত হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী আরও নানা বিষয়ের জন্য বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা—

( ) বন্ধনী	সংখ্যা
- হাইফেন	Special analytical sub-division.
·00 point double	Common auxiliary division of a point of view.
: Colon	In relation to
= Equals	Language Sub-division.

ইত্যাদি।

এতাবৎ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতির উল্লেখ কিছু কিছু করা হইয়াছে। যে কয়েকটি প্রধান বর্গীকরণ পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়াও ছোট বড় প্রায় শতাধিক বর্গীকরণ পদ্ধতির নাম পাওয়া যায়; বিশেষত আদিম যুগ হইতে আধুনিক যুগ অবধি দেশে দেশে প্রায় শতাধিক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন বিভিন্ন সময়ে হইয়া আসিয়াছে। বর্গীকরণের যে কোন প্রামাণিক পুস্তকে তাহাদের নাম পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশেও অধুনাকালের কোলন বর্গীকরণ ব্যতীত প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। তাহা ছাড়া ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থাগারসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির একটি ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। অনিবার্য কারণে ডাঃ আনি বেসান্ট মহোদয়ার অনুপস্থিতিহেতু ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সেই সম্মেলনের সভাপতি হন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় চৌদ্দ জন ব্যক্তি লইয়া প্রস্তাবিত বর্গীকরণ পদ্ধতি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে :—

(১) শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ (দ্বারবঙ্গ), (২) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (বিশ্ব-ভারতী), (৩) লালা লাভুরাম (লাহোর), (৪) শ্রীচন্দ্রশেখর আয়ার (মহীশূর), (৫) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), (৬) শ্রীরামকৃষ্ণ রাও (অন্ধ্র), (৭) শ্রীরাজাগোপাল রাও (মাদ্রাজ), (৮) ডাঃ এস্, আর, রঙ্গনাথন্ (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়), (৯) শ্রীনিউটন মোহন দত্ত (বরোদা), (১০) শ্রীপুষ্করনাথ রায়না

(এটাওয়া বিদ্যাপীঠ), (১১) শ্রীমহম্মদ শফি (লক্ষ্ণৌ), (১২) শ্রীইউসুফুদ্দিন আহমেদ (ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), (১৩) শ্রীত্রিবিক্রম রাও এবং (১৪) শ্রীভেন্‌কটা রামান্না (আহ্বায়কদ্বয়)। দুঃখের বিষয় ঐ কমিটি নিযুক্ত হইবার পর উহার কোন মিটিং হয় নাই, কাজেই ঐ বিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

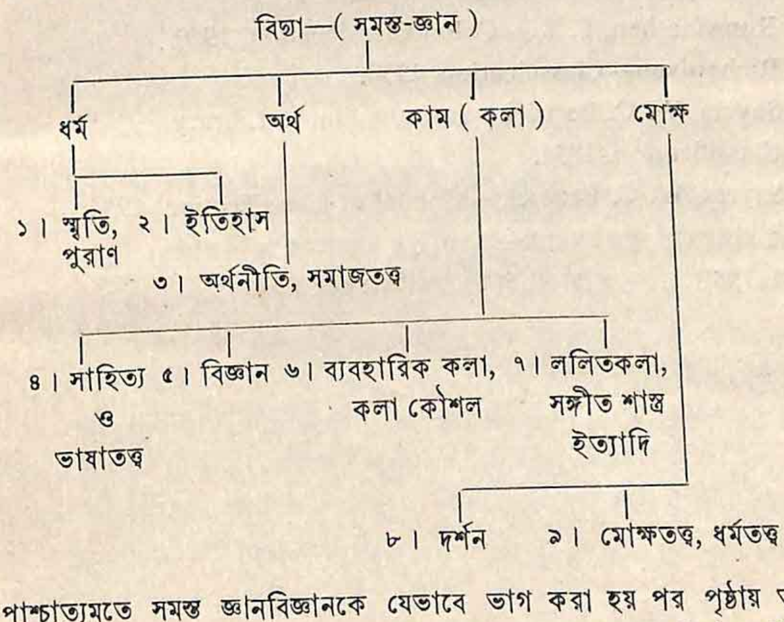
শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ মহাশয় এই প্রাচ্য বর্গীকরণ ব্যাপারে গত ১৯১৭ সাল হইতে গভীর গবেষণা করিয়া কয়েকটি সারগর্ভ পুস্তিকা ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন এ বিষয়ে তাহাই প্রায় শেষ কথা। আধুনিক কালে অন্য ২।৪ জন গ্রন্থাগারকর্মীও এ বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদিগের ভিতর বিশ্বভারতীর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাকী ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির একটি বাংলা ও এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর ৺ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে একটি হিন্দী সংস্করণ ছাপাইয়াছেন—ইহার কথা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। হুবহু ডিউই-দশমিক বর্গীকরণের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচ্য অথবা ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের বর্গীকরণেব যে খসড়া প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা ৫ম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট হইল। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির উপগ্রন্থাগারিক শ্রীশিবপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ও প্রাচ্য বর্গীকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ বরোদার প্রাচ্য বিদ্যা মন্দিরের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সমবেত চেষ্টা না হইলে এ কাজ কোন একজনের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নহে। সুখের বিষয় যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলিকাতায় ইহার একাদশ সম্মেলনে এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সম্মেলনের পর বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কাজ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। নিঃসন্দেহে ইহা দুঃখের কথা।

এবার কয়েকটি ভারতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করিলেই এই প্রসঙ্গ শেষ হইবে, যথাঃ—বরোদা গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত Borden সাহেবকৃত বর্গীকরণ পদ্ধতি; কুড়ালকর মহোদয়কৃত মারাঠীপুস্তকবর্গীকরণ পদ্ধতি (Classification of Marathi Books); এটাওয়া বিদ্যাপীঠ প্রচলিত ভারতীয় বিজ্ঞান বর্গীকরণ পদ্ধতি; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত স্ব-স্ব বর্গীকরণ পদ্ধতি; কাশী বিদ্যাপীঠে প্রচলিত ভারতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি পুস্তকে এই সব প্রত্যেক বিষয়েরই বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। এযাবৎ প্রাচ্যবিষয়সমূহের বর্গীকরণে কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থাগার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি, বহু অসুবিধা সত্ত্বেও নিজ নিজ গ্রন্থাগারে প্রচলন করিয়াছেন। অবশ্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কোলন পদ্ধতিও ব্যবহার করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে সত্য-

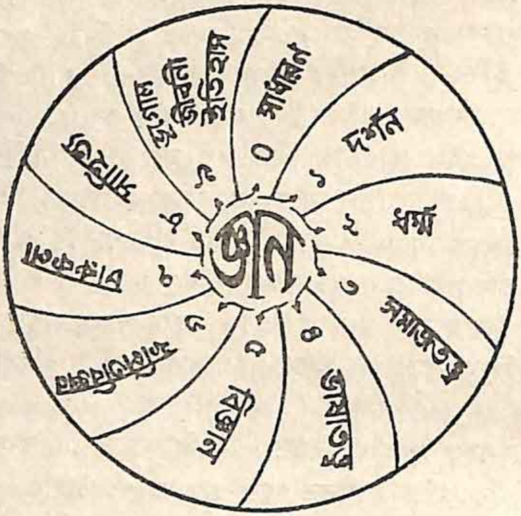
সত্যই কিছু ভাল ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। চীন, জাপান ইত্যাদি প্রাচ্য দেশেও বর্গী-করণের বেশ ভাল ব্যবস্থা ও পদ্ধতির প্রচলন আছে। ডিউই দশমিক পদ্ধতির ভিতরেই জাপানের ইতিহাস ইত্যাদির সুন্দর বর্গীকরণ সংখ্যার নির্দেশ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সম্বন্ধেও এইরূপ কিছু হইলে ভাল হয়।

গত কয়েক বৎসর হইল ভারতীয় বিষয়াদির জন্য ডিউই বর্গীকরণ সংখ্যার অপ্রতুলতা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে বহুল আলোচনা হইতেছে এবং **Indian Library Association** বা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে একটা কিছু স্থায়ী ব্যবস্থার ভার লইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রায় ৭।৮ বৎসর ধরিয়া দীর্ঘসূত্রতা তথা অন্যান্য নানান্ বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় উপযুক্ত কোন ব্যবস্থার হদিস পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থাগার কর্মিবৃন্দ সচেষ্ট না হইলে সহজে কিছু হইবে বলিয়া প্রত্যয় করা যায় না।

ভারতবর্ষীয় মতে সমস্ত জ্ঞান বা বিদ্যাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয়। এই ভাগের উপর ভিত্তি করিয়াই শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁহার প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। সকল গ্রন্থাগার-কর্মীরই ঐ পদ্ধতি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি অনুশীলন করিবার পূর্বে আমাদের নিজস্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত সম্যক পরিচয় থাকা উচিত।



পাশ্চাত্যমতে সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানকে যেভাবে ভাগ করা হয় পর পৃষ্ঠায় তাহা একটি গোলাকৃতি ছবির সাহায্যে দেখান হইল—ইহাতেও ধারণা খানিকটা পরিষ্কার হইবে, আশা করা যায়।



Bibliography

Mukerji, P. K.—Dasamic Vargikarana.

Ranganathan, S. R.—Colon Classification, 1960.

Richardson—Classification, 1930.

Sayers, W. C. Berwick—Introduction to Library Classification, 1954.

Sayers, W. C. Berwick—Manual of Classification, 1954.

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ, কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র গুহ—প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি, ১৯৩২।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচীকরণ (Cataloguing)

গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ্ প্রণয়ন আর গ্রন্থাগারের বইএর তালিকা বা লিষ্ট তৈয়ারী করা এক জিনিস নয়। ক্যাটালগে নাম সাজানো হয় কোন এক সুনির্দিষ্ট পন্থায় বর্ণানুক্রমিকভাবে অথবা অন্য বিশেষ কোন নিয়মে। অনেক সময়ে ইহাতে প্রতি বইএর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গ্রন্থাগারের প্রকোষ্ঠে তাহার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের নির্দেশ, মুদ্রণের তারিখ ও আনুষঙ্গিক আরও দু'একটি জ্ঞাতব্য তথ্য থাকে। গ্রন্থসূচীতে যে মূল বইএর বিবরণ দেওয়া হয় তাহার সহিত গ্রন্থপঞ্জীর (Bibliography) কিছুটা মিল থাকে; গ্রন্থপঞ্জীতে বইএর ইতিহাস খানিকটা পাওয়া যায়। ক্যাটালগ্ বা গ্রন্থ-সূচীতে বইএর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। বইটির লেখক কে; বইটির নাম; বইটির প্রকাশন স্থান; বইটির কে প্রকাশক; বইটির মুদ্রণ তারিখ; বইটি কত পৃষ্ঠার; বইটি কত খণ্ডে প্রকাশিত; বইটির মূল্য কত; বইএর ছবি ম্যাপ্ ও চিত্র ইত্যাদি কি কি আছে তাহার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ হইতেছে এই ক্যাটালগ্ বা গ্রন্থসূচী। সাজাইবার কৌশলে এমনভাবে ক্যাটালগ্ দাঁড় করাইতে হইবে যাহাতে একই লেখকের লেখা সমস্ত বইএর নাম এক জায়গায় পর পর পাওয়া যায়; যদিও আসল বইগুলি হয় ত তাহাদের বিষয়-বস্তু অনুসারে বিভক্ত হইয়া বা বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী চিহ্নিত হইয়া গ্রন্থাগারের বিভিন্ন জায়গায় রক্ষিত আছে। লেখকের নামানুযায়ী সাজানো সূচীতে একই গ্রন্থকারের লেখা সব বই এক জায়গায় আসিয়া যায়; আবার বিষয়ানুক্রমিক সূচী বা Subject Catalogueএ এক বিষয়ের যত বই সবই এক জায়গায় আসিয়া যায়। ইহাতে একটা মস্ত সুবিধা হয় যে, পাঠক যদি জানিতে চান কোন এক বিশেষ বিষয়ে গ্রন্থাগারে কি কি বই আছে তাহা হইলে এই বিষয়ানুক্রমিক সূচীতে তিনি তাঁর বিষয়টি অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ বিষয়ে যত বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা একত্রিত করিয়া রাখা আছে। আবার মনে করুন, যদি কেহ শুধু বইএর শিরোনামটাই মনে রাখিয়াছেন—লেখকের নাম সঠিক মনে নাই—তাহা হইলেও তিনি শিরোনামা সূচী হইতে তাঁহার বইএর অনুসন্ধান পাইতে পারেন। সচরাচর আমাদের দেশে ছোট বড় সব গ্রন্থাগারেই ক্যাটালগ্ রাখিবার সাধারণ নিয়ম হইতেছে, যে কোন খাতায় বইএর মোটামুটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের পাতায় গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের

নামানুসারে বর্ণানুক্রমিক তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। আবার অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ পদ্ধতিরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। গ্রন্থাগারে যখন যে কোন বিভাগেরই বই আসুক না কেন, তাহার কোন শ্রেণী বিভাগ না করিয়াই কেবল গ্রন্থের নাম অনুসারে পর পর বই-এর তালিকা করা হয়। আবার অনেক স্থলে শুধু লেখকের নাম অনুসারে বর্ণনানুক্রমিক তালিকা রাখা হয়। এই ধরনের ক্যাটালগ্ পাঠকের অনুসন্ধিৎসাকে পূর্ণ করিতে মোটেই সমর্থ হয় না। আজকাল সব দেশেই আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যাটালগ্ প্রণয়ন করা হয় ৫"×৩" পরিমাপের কার্ডে। সংলেখসমেত উক্ত কার্ডের একটি ক্ষুদ্রাকার প্রতিকৃতি নিম্নে দেওয়া হইল। এই কার্ড-প্রণালীতে প্রস্তুত ক্যাটালগ্ বহু দিক দিয়া সুবিধাদায়ক; এই কার্ডক্যাটালগের ব্যবহার আমাদেরও আয়ত্তে আনিতে হইবে।

৮৯১-৪৪৩	বঙ্কিম	চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ব.চ-১		রাজসিংহ
		O

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিককে সাধারণতঃ একই ধরনের ২।৫টি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়; যেমন—

"হুতুম পেঁচার নক্সা" আছে কি? লেখকের নাম ঠিক জানা নাই।

গ্রন্থাগারে বায়োকেমিষ্ট্রির কোন বাংলা বই আছে কি?

হিন্দীভাষার ভাল উপন্যাস কিছু আছে কি?

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের কি কি বই আছে?

যদুনাথ সরকারের কি কি বই আছে?

এই সব সাধারণ প্রশ্নেরও জবাব হামেশাই দিতে হয়, কিন্তু এ ছাড়াও সময়ে সময়ে এমন অনেক প্রশ্ন আসে যাহার উত্তর দিতে গ্রন্থাগারিককে বেশ ভাবাইয়া তোলে।

উপরোক্ত সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেওয়া সহজ হয় যদি গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী রাখা হয়। গ্রন্থাগারের সব বই বেশ ভালভাবে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিতে হইবে ; বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী নম্বর দেওয়া হইলে ঐ বিষয়ানুক্রমিক ভাগ আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। বিষয়ানুসারে ভাগ হইবার পর প্রত্যেক বিষয়ান্তর্গত সব বই আবার লেখকদের নাম অনুযায়ী বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজাইতে হইবে। যদি কোন বইএ লেখকের নাম না থাকে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে বইএর নাম বা সিরিজের নাম অথবা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই হয় তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়া সাজাইতে হইবে। সাহিত্য বিভাগের বই রচনার নামানুযায়ী সাজাইয়া রাখিলে ভাল হয়, যেমন বাংলা সাহিত্যের ভিতর বঙ্কিমযুগের যে সমস্ত লেখা আছে। তাহাদের পর রবীন্দ্রযুগের বই সাজাইয়া রাখিতে হইবে। দশমিক বর্গীকরণের যে সূচী এই বইএ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কাজের অনেকটা সুবিধা হইবে। এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে ; এদেশে অনেক গ্রন্থাগারে একই বিষয়ের ভিতরই আবার দশমিক দিয়া সেই বিষয়ের বিভিন্ন বই সাজাইয়া রাখা হয়। এই প্রথা সম্পূর্ণ ভুল। দশমিক ব্যবহৃত হয় কোন বিভাগকে উপভাগ করিবার জন্য কিন্তু একটি বিষয়ের বিভিন্ন বইএর সংখ্যার জন্য তাহা ব্যবহৃত হয় না। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুস্তকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একই বিষয়ের সব বইএরই বিষয়সংখ্যা বা বর্গীকরণের নম্বর একটি মাত্র পড়িবে। বিদেশে এই সংখ্যার সহিত আর একটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়—সেই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন বইএর বিভিন্ন সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। প্রথম সংখ্যাটি হইল বিষয়ানুসারে নম্বর বা Subject number ও পরেরটি হইতেছে Book number বা পুস্তকের নম্বর। এই দুইটি সম্মিলিত নম্বরকে বলা হয় Call number অথবা ডাক নম্বর। ইহাকে অনেক জায়গায় Press mark বা Catalogue numberও বলা হয় ; এই পুস্তকের নম্বর বা Book number-এর জন্য আমেরিকার Charles Amni Cutter এবং Kate Sanborn প্রণীত যথাক্রমে Three figure ও Two figure Author table আছে। ইহা ইয়োরোপীয় ভাষায় লোকের যাবতীয় নামের এক অভিধান বা সংকলন। উক্ত তালিকায় প্রতি নামের জন্য একটি সাঙ্কেতিক অঙ্ক বা সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। এক লেখকের সমস্ত বই সব সময়েই ঐ নম্বর পাইবে। ধরা যাক্, D. H. Lawrence-এর নাম। Cutter table অনুযায়ী Lawrence-এর নম্বর বা সাঙ্কেতিক সংখ্যা যদি L320 হয় তাহা হইলে ঐ লেখকের সব বইএরই বিষয়সংখ্যার পর ঐ L320 যোগ হইবে। অনুরূপভাবে উপরি উক্ত সমস্ত নামের এক একটি স্থায়ী সংখ্যা দেওয়া আছে। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে বিদেশী নামের জন্য ঐ Cutter সংখ্যা ত ব্যবহৃত হয়ই, তদ্ব্যতীত দেশী নামও ঐ বিদেশী ছাঁচে

ঢালিয়া ঐ নম্বর অনুযায়ী লেখা হয়। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এ দেশীয় লোকের নামও ঐ Cutter table অনুযায়ী নম্বর দিয়া ব্যবহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীতে লেখা যে কোন বইএ বিষয়সংখ্যার পর ঠাকুরের বা ইংরেজী Tagore-এর Cutter সংখ্যা দেওয়া হয় T129. আবার রাধাকৃষ্ণণ লিখিত বইএর বিষয়সংখ্যার পর দেখা যাইবে R141. Cutter table অনুযায়ী সব দেশের সব নামই কার্যকরী একটি সংখ্যা পাইতে পারে—তবে উহা যুক্তিযুক্ত অথবা সুবিধাজনক কি না তাহা বিবেচ্য। প্রভাতবাবু তাঁহার উক্ত দশমিক বর্গীকরণ পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, বাংলা বইএর জন্য Cutter table-এর মত লেখকের নামানুসারে একটি স্থায়ী সংখ্যা তালিকার বদলে তাঁহার নির্দিষ্ট সহজ পন্থা ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাঁহার নির্দিষ্ট পন্থা হইতেছে, গ্রন্থকার বা লেখকের নামের প্রথম অক্ষর ও তাঁহার পদবীর প্রথম অক্ষর ব্যবহার। এই পদ্ধতিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে "ব.চ." ব্যবহৃত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা হইবে ৮৩ ব.চ.। দুর্গেশনন্দিনী—ব.চ.—১ অথবা ব.চ.—দু; মৃণালিনী ব.চ.—২ বা ব.চ.—মৃ। ব.চ. যদি দুইজন ঔপন্যাসিক হন সেক্ষেত্রে বঙ্কিমের সংখ্যা—ব.চ. ১ ও দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সংখ্যা ব.চ. ২ করিতে হইবে। তাহার পর ড্যাস দিয়া গ্রন্থের সংখ্যা দিতে হইবে। যথা—ব.চ. ১—১; ব.চ. ২—১ অথবা ব.চ. ১—দু; ব.চ. ১—মৃ—ইত্যাদি। একাধিক কপি থাকিলে ক্যাটালগে ও পুস্তকে কপি সংখ্যা লেখা বাঞ্ছনীয়। ১ম কপি, ২য় কপি এইভাবে বইএর সংখ্যা যথেচ্ছ বেশী হইলেও ডাক্ নম্বর (Call Number) একই থাকিবে, পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হইবে না। আসল কথা প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যেন প্রতি বৎসরই গ্রন্থাগারের সব বইএর নম্বর বদলাইতে না হয়। বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী যদি বইএ বিষয়ানুক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয় তাহা হইলে আর তাহা বদলাইবার প্রয়োজন হয় না। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, Cutter সাহেবের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বাংলায় 'গ্রন্থকারনামা' প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সময়ে ঐ গ্রন্থকারনামা সঙ্কলন করেন। বাংলায় এই গ্রন্থকারনামা "প্রমীল সংখ্যা" বলিয়া পরিচিত। এই প্রমীল সংখ্যা বাংলাদেশে ছোট বড় নানা গ্রন্থাগারে বেশ ভালভাবেই কাজে লাগানো হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রন্থাগারে আধুনিক কালের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কাজ সহজ ও সরল করিবার জন্য Cutter mark পরিত্যাগ করিয়া শুধু লেখকের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর সহযোগে Book number দেওয়া হইতেছে। একই বিষয়ে Robertson ও Rawlingon এই দুই লেখকের লেখা বই বর্গীকরণ

সংখ্যানুযায়ী অভিন্ন নম্বর (যথা ৩২০) পাইলেও তাহাদের পুস্তক বা Book number হইবে ঐ ঐ লেখকের নামের প্রথম তিন অক্ষর। ক্যাটালগে উক্ত বইএর ডাক সংখ্যা বা (Call number) হইবে যথাক্রমে এইরূপ $\frac{320}{\text{Rob}}$ ও $\frac{320}{\text{Raw}}$ অথবা পাশাপাশি লেখা 320/Rob ও 320/Raw. এইভাবে কাজ অনেকটা সহজ হইয়া যায়। এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও এই পদ্ধতিতে বইএর নম্বর করা হয়। কাজের সুবিধার জন্য ইহাই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ক্যাটালগ রাখিবার রেওয়াজ আজ অবধি আমাদের দেশে দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। এই ব্যাপারে পুরাপুরি ওয়াকিবহাল হইতে হইলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকেরই কিছুদিন শিক্ষানবিসি করা প্রয়োজন। হাতেকলমে কাজ না করিলে ক্যাটালগ্ প্রণয়নে কিছুমাত্র দক্ষতা জন্মে না। প্রতি ক্যাটালগেই সচরাচর নিম্নলিখিত সংলেখ বা entry থাকে, যথা :—(১) Main বা প্রধান, (২) Subsidiary বা সহকারী, যথা :—সিরিজ ও বিষয়ানুক্রমিক সংলেখ। ইহার সহিত প্রয়োজনবোধে Reference থাকে। শেষোক্ত Reference আবার দ্বিবিধ, যথা :—(১) যে নাম বা শিরোনাম ব্যবহৃত হয় নাই তাহা হইতে যে নাম বা শিরোনাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নির্দেশ আর (২) এক নাম বা শিরোনাম হইতে অন্য নাম বা শিরোনাম যে স্থানে আরও বিবরণ পাওয়া যাইবে—তাহার নির্দেশ।

Main entry অথবা প্রধান সংলেখে সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগ থাকে, যথা :— (১) লেখকের নাম, (২) বইএর নাম, (৩) ইমপ্রিণ্ট্, (৪) কোলেসান্ এবং (৫) অন্যান্য বিষয়। পশ্চিমের প্রতি গ্রন্থাগারেই এই বিষয়ে ক্যাটালগের একই রকম নিয়ম মানিয়া চলা হয়।

লেখকের নাম অনুসারেই সাধারণতঃ প্রধান বা প্রথম heading বা শিরোনাম সুরু হয়—সব ক্যাটালগেই। এই প্রথার কিছু সুবিধা আছে—উহা সহজে মনে রাখা যায় এবং অতি সহজেই ক্যাটালগে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। ক্যাটালগে লেখকের নামানুযায়ী কার্ড সাজানো হইলেই এই লেখকের লেখা সব বই এক জায়গায় আসিয়া যায়; ফলে যে কোন লেখকের লেখা কি কি বই গ্রন্থাগারে আছে তাহা সহজেই জানা যায়। ক্যাটালগে নামের এই হেডিং বা শিরোনামা লিখিবার সময় লেখকের পদবী (Surname) আসে প্রথম, তারপর আসে তাঁহার নিজ নাম বা পুরা নামের সেই বাকী অংশ ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় Forename. অনেক স্থলে একই নামের বিভিন্ন লেখক পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে লেখকের নামের পর তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ (অবশ্য মৃত হইলে) অথবা অন্য এমন কোন বিবরণের উল্লেখ থাকে যদ্দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার নামীয় অন্য লেখক হইতে পৃথকভাবে দেখান যায় : যথা :—David, Alfred [1563—1618] অথবা

David, Alfred [Rector of Oxford]. এই হেডিং অথবা শিরোনামের যথাযথ নিরূপণই হইল ক্যাটালগ্ প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পশ্চিমের সব দেশেই নিজ নিজ দেশের গ্রন্থাগারসমূহের জন্য Catalogue Code (সূচীসংহিতা) আছে। ইহার ভিতর A. L. A. Code* ও Anglo American Catalogue Code-এ বেশ ব্যাপকভাবে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের বিভিন্ন নিয়মের মূল সূত্রগুলি এবং তাহাদের কার্যপ্রণালীর ধারা উদাহরণ সহকারে বুঝান হইয়াছে। ইহা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের গ্রন্থাগারসমূহে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ক্যাটালগ্ কোড আছে। আমাদের দেশেও এই রকম সূচী-সংহিতার বিশেষ প্রয়োজন। এদেশে ইংরেজীতে লেখা Dr. S. R. Ranganathan মহাশয়ের Catalogue Code আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ হইতে এ বিষয়ে বাংলায় একখানি প্রামাণিক সূচীসংহিতা সংকলিত ও প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্যাটালগ্ রাখা হয় একখানা মোটা বাঁধানো খাতায়। ইহার প্রতি পাতায় ১০।১৫টি বইয়ের নাম লেখা থাকে। কিন্তু এ ধরনের খাতায় লেখা ক্যাটালগের নানান অসুবিধা আছে—অনেক সময় পাতা ভর্তি হইয়া যাইলে সেই পাতায় লেখা উচিত এমন নূতন বই আসিলে বেশ মুস্কিলে পড়িতে হয়—তখন হয় পাতা নূতন করিয়া লিখিতে হয় নতুবা পাতার শেষে 'ক্রমশঃ' লিখিয়া অন্য পাতায় জের টানিয়া লিখিতে হয়। ইহা অপেক্ষা Sheaf Catalogue বরং এক দিক দিয়া বেশী সুবিধার। Sheaf Catalogue কতকগুলি সম মাপের খুচরা আবাঁধা কাগজে লিখিত হয় এবং ঐ কাগজগুলি Loose Leaf Binder-এর মধ্যে ভরিয়া রাখা হয়। এই পাতাগুলির মাপ সাধারণতঃ ৭$\frac{৩}{৪}$" × ৪"। প্রতি পাতায় দুই বা তিনখানি বইএর নাম ও বিবরণ থাকে। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে, কোন বই গ্রন্থাগারে নূতন আসিলে ক্যাটালগে উহার নাম অন্তর্ভুক্তির সময়ে বাঁধানো খাতার মত পাতার সমস্ত সংলেখ (entry) নষ্ট হয় না। এই ক্যাটালগ্ আবাঁধা কাগজে লিখিত হওয়ায় কোন নূতন পাতা যোগ করিবার প্রয়োজন হইলে Loose Leaf Binderখানি খুলিয়া সেই পাতাখানি যথাস্থানে ভরিয়া আবার স্ক্রু আঁটিয়া দিলেই কাজ হয়। আবার যদি কখনও লেখাপাতার মধ্যে কোন নবাগত পুস্তকের নাম নূতন করিয়া সংযোগ করিবার প্রয়োজন হয় তবে দুটিমাত্র সংলেখের একটিমাত্র পাতা প্রয়োজন মত অদল-বদল করিয়া যথাস্থানে ভরিয়া দিলেই হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। ইহাতে পরিশ্রমও কম পড়ে এবং কাগজের অপচয় কম হয়। বিষয়ানুক্রমিকভাবে অথবা বর্ণানুক্রমিকভাবে—

* American Library Association.

যে কোন ভাবেই ইহাকে সাজানো যায়। এই Sheaf Catalogue-এর আরও একটি স্থবিধা আছে। প্রথমে ইহা পাত্‌লা থাকে, কিন্তু গ্রন্থাগারে নূতন নূতন বই আমদানীর সাথে সাথে ইহার পত্র-সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং Binderখানিও স্থূল কলেবর ধারণ করে। কাজেই কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে পাতাগুলি ইচ্ছামত ভাগ করিয়া একাধিক Binder-এর মধ্যে ভরিয়া রাখা যায়। এইভাবে সমস্ত ক্যাটালগ ব্যবহারের উপযোগী পুরু দুই বা ততোধিক খণ্ডে রাখা সম্ভব হয়। প্রতি খণ্ডে চারি কিংবা পাঁচ শত হইতে সাত শত পর্যন্ত বইএর সংলেখ রাখিতে পারা যায়। বর্ণানুক্রমিকভাবে রাখিতে হইলে অ হইতে ঔ, এবং ক হইতে ঙ; চ হইতে ঞ; ট হইতে ণ; ত হইতে ন ইত্যাদি—এইভাবে প্রত্যেক বর্গের এক এক খণ্ড আলাদা Loose leaf বই বা Binder রাখা যাইতে পারে। Sheaf Catalogue-এ খণ্ডের সংখ্যা নির্ভর করিবে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের উপর। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিক নিজে যেমন প্রয়োজন মনে করেন তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ক্যাটালগের অতি আধুনিক ব্যবস্থা হইতেছে কার্ড প্রণালীর ব্যবহার। প্রতিটি কার্ড ৫"×৩" মাপের। প্রতিটি কার্ডের তলার দিকে ক্ষুদ্র মাপের একটি ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়া একটি রড্ বা ডাণ্ডা অথবা ধাতুনির্মিত শলাকা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এই কার্ডগুলি সাজাইয়া রাখিতে হয় Card Cabinet অথবা কার্ড বাক্সে। প্রতিটি কার্ডে একটি করিয়া বই-এর সংলেখ (entry) অথবা নাম ও বিবরণাদি থাকে (২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। একটি কার্ড মানে সচরাচর একখানি বই। নূতন কোন বইএর কার্ড লেখা হইলে সেই কার্ডখানি ঐ শলাকার মধ্যে যথাস্থানে রাখিবার কোনই অস্থবিধা হয় না। বিষয়ানুক্রমে অথবা অন্য যে ভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই এই সব কার্ড সাজাইয়া রাখা যায়। খাতায় লেখা ক্যাটালগ্ অপেক্ষা Sheaf ক্যাটালগ্ ও কার্ড ক্যাটালগের স্থবিধা অনেক বেশী। প্রথমে কিছু খরচ বেশী হইলেও গ্রন্থাগার যদি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই কার্ড ক্যাটালগ করিলে ভবিষ্যতে আর ক্যাটালগ লইয়া কোন অস্থবিধায় পড়িতে হয় না। Sheaf ক্যাটালগও অনেক গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করিয়া পুস্তক সংখ্যা যেখানে খুব বেশী নয় সেখানে বিষয়ানুক্রমিক Sheaf ক্যাটালগ বেশ স্থবিধার। প্রতিটি বিষয়ের জন্য অথবা কয়েকটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক খণ্ডে ক্যাটালগ রাখা যায়।

উপরোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রথাকে সচরাচর ক্যাটালগের বাহিক অঙ্গ বা Outer form বলা হয়। ক্যাটালগের এই বাহিক রূপ কিন্তু কোন বইএর অনুসন্ধানকালে আমাদের কোন কাজেই আসে না। আসলে যে গ্রন্থসূচী বা ক্যাটালগ হইতে যে কোন বই সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়া যায় তাহাকে ক্যাটালগের Inner form বা মূল অঙ্গ বলা হয়। এই মূল গ্রন্থসূচীকে আবার প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়,

যথা :—(ক) Author Catalogue, (খ) Title Catalogue এবং (গ) Subject Catalogue

(ক) AUTHOR CATALOGUE বা লেখকের নামানুগ ক্যাটালগ—ইহাতে বইগুলি লেখকের নাম ধরিয়া বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া রাখা হয়। বাঁধান খাতায় লেখা ক্যাটালগ হইলে প্রতি লেখকের নামে একটি বা দুইটি (প্রয়োজনানুযায়ী আরও বেশী) পাতা পৃথক রাখিয়া দেওয়া হয়। যেমন যেমন বই আসে একই লেখকের লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বই বর্গীকরণ পদ্ধতিতে নম্বর হইবার পর ঐ পাতায় পর পর লিখিয়া রাখা হয়। Sheaf ক্যাটালগ হইলে একই লেখকের সব বই ছোট ছোট শ্লিপ বা অ-বাঁধা পাতায় লিখিয়া ও বর্গীকরণ নম্বর দিয়া পর পর এক জায়গায় Loose Leaf Binder-এ ভরিয়া রাখা হয়। আর কার্ড ক্যাটালগের ক্ষেত্রে প্রতিটি বইএর পৃথক পৃথক কার্ডে নাম, বিবরণ ও বর্গীকরণ সংখ্যাসমেত এক লেখকের লেখা সব বইএর কার্ড একত্রে পর পর card বাক্সে সাজাইয়া রাখিতে হয়।

(খ) TITLE CATALOGUE বা বইয়ের নামানুগ ক্যাটালগ—ইহাতে কেবলমাত্র বইএর শিরোনামা বা টাইটেল অনুযায়ী ক্যাটালগের সংলেখ বা entry করা হয়। এই শিরোনামা বা টাইটেল লইতে হয় পুস্তকের টাইটেল পেজ হইতে। তথায় যেমনটি ছাপা থাকে ক্যাটালগে তেমনটিই লিখিতে হয়। বইএর নানাস্থান হইতে টাইটেল পাওয়া যায়, যথা :—মলাট। শিরদাঁড়া বা পিঠ এবং পুস্তকের জ্যাকেট বা কাগজের আলগা মলাট। কিন্তু ঐসব টাইটেল ক্যাটালগে ব্যবহার করা প্রশস্ত নহে।

এখানে এই টাইটেল ক্যাটালগের উপকারিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন পাঠক শুধু শিরোনাম উল্লেখ করিয়া কোন পুস্তকের অনুসন্ধান করিলে এই টাইটেল ক্যাটালগের সাহায্যেই যথাসত্বর তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে, ঐ পুস্তকখানি গ্রন্থাগারে আদৌ আছে কি না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখা উচিত যে, এই টাইটেল ক্যাটালগে গ্রন্থাগারের প্রত্যেক পুস্তকেরই শিরোনামাসংলেখ সচরাচর সন্নিবিষ্ট করা হয় না। উহাতে কেবল উপন্যাস এবং অন্য যে সকল বইএর শিরোনামটি পাঠকদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা সম্ভব অথবা যে সব পুস্তকের শিরোনাম ধরিয়া খোঁজ করিবার সম্ভাবনা বেশী দেখা যায় কেবলমাত্র সেই সব বইএরই শিরোনামা সন্নিবিষ্ট করা হয়। এখানে আরও একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, আজকাল Author Catalogue ও Title Catalogue পৃথকভাবে রাখা হয় না। উভয় ক্যাটালগের সংলেখগুলি মিশাইয়া বর্ণানুক্রমিকভাবে একই জায়গায় রাখা হয়। এজন্য আজকাল ইহাকে Author-title Catalogue বলা হয়।

(গ) SUBJECT CATALOGUE বা বিষয়ানুগ সূচী—এই সূচীতে গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা বিষয়বস্তুসমূহের জন্য এক বা প্রয়োজনবোধে একাধিক সংলেখ বা entry লিখিতে হয়। এইরূপ ক্যাটালগের সুবিধা এই যে, কোন পাঠকের হয়ত বিশেষ কোন বিষয়ের বই পড়িতে ইচ্ছা অথচ তিনি সেই বিষয়ের উপর লেখা কোন গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম অবগত নন। এরূপ ক্ষেত্রে পুস্তকের ক্যাটালগ যদি উহাদের বিষয়ানুসারে লিখিত থাকে তাহা হইলে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে লিখিত কোন বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে কি না তাহা কেবলমাত্র এই বিষয়ানুগ সূচীর সাহায্যেই মুহূর্তমধ্যে বলা সম্ভব।

যদি গ্রন্থাগারে Dictionary Catalogue (অনুকোষ) পদ্ধতির প্রচলন করা হয় তাহা হইলে এই বিষয়ানুগ সূচী প্রণয়নকালে উহার সংলেখগুলি সাধারণ অভিধানের মত বর্ণানুক্রমিক সাজাইতে হয়। এইরূপ ক্যাটালগের ব্যবহার খুবই সহজসাধ্য কারণ যাঁহারই বর্ণমালার সহিত পরিচয় আছে তিনিই এই ক্যাটালগের বর্ণানুক্রমিক সাজানো সংলেখগুলির মধ্যে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুটির বর্ণ অনুসরণ করিয়া যথাস্থানে চোখ বুলাইলেই উক্ত বিষয়ে কোন্ কোন্ পুস্তক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে কিংবা আদৌ নাই তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী এই অনুকোষ বিষয়ানুগ সূচীরও ত্রুটি আছে।

মানবেতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কোন বিষয়ে নিয়ত অসুবিধা অনুভূত হয় তখনই মানুষ সে অসুবিধা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। কালক্রমে এই অনুকোষ বিষয়ানুগ সূচীর ব্যবহারকালে দেখা গেল যে, ইহাতে সংলেখসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজাইবার ফলে কোন এক বিষয়ের উপবিষয় বা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিষয়গুলি ক্যাটালগে একত্রে সন্নিবিষ্ট না হইয়া উহার নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। ফলে অনভিজ্ঞ পাঠক অসুবিধায় পতিত হন। কাজেই এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য অধুনা আর এক রকমের বিষয়ানুগ সূচীর প্রচলন হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতিতে কার্ডগুলি সংলেখের বর্ণানুক্রমে না সাজাইয়া বর্গীকরণপদ্ধতির চিহ্ন অনুযায়ী সাজানো হয়। আরও বিশদভাবে বলা যায় যে, যদি Dewey প্রথানুযায়ী পুস্তকের বর্গীকরণ করা হয় তবে কার্ডগুলিও সেইরূপভাবে ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০ প্রভৃতি সংখ্যানুক্রমে সাজাইতে হয়। ইহাতে সুবিধা এই যে "দর্শনের" যে সকল পুস্তকের বর্গীকরণ সংখ্যা ১০০ দেওয়া হইয়াছে তাহারা যে লেখকেরই লেখা হউক না কেন, তাহাদের সংলেখগুলি ক্যাটালগের একই জায়গায় আসিয়া যায়। আবার "দর্শনের" উপভাগ বা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিষয়ের সংলেখগুলি বর্গীকরণপদ্ধতি অনুযায়ী ১০১, ১০২, ১০৩ প্রভৃতি বর্গীকরণসংখ্যা পাওয়ার জন্য পরস্পরের কাছাকাছি

আসিয়া যায়। ইহাকে Classified Catalogue (অনুবর্গ সূচী) বলে। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এই Classified Catalogue সাধারণ পাঠাগার অপেক্ষা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণামূলক গ্রন্থাগারের (Research Library) পক্ষে বেশী উপযোগী।

বিদেশের অধিকাংশ রাজ্যেই বই ছাপার সঙ্গেই উহার ক্যাটালগ কার্ডও ছাপা হয়। যিনি বই ক্রয় করেন তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ কার্ডও কিনিতে পারেন। গ্রন্থাগারিক বইএর অর্ডারের সহিত কার্ডেরও অর্ডার পাঠাইয়া দেন। আমেরিকার H. W. Wilson Co. এইভাবে বেশ সুন্দর কার্ড ছাপেন। খরচের দিক দিয়া দেখিলে ছাপা কার্ড তেমন ব্যয়সাধ্য নহে অথচ দেখিতে সুন্দর এবং ব্যবহারেও বেশ পরিপাটি। প্রতিটি বইএর মূল বা main কার্ড— যাহাতে বইএর তথ্য কমবেশী সবই থাকে—লেখকের নামানুসারেই সাজানো হয়। লেখকের এই নামানুগ কার্ডের সহিত টাইটেল কার্ড ও বিষয়ানুযায়ী কার্ডও (Subject card) ছাপা হয়। নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনে তত্তদ্দেশীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই ব্যাপারে বেশ অগ্রণী। সুইডেনের Lund (লুন্‌ড্) সহরের Swedish Library Association স্বনির্বাচিত যে সকল বইএর তালিকা প্রণয়ন করেন, সেইসব বইএর কার্ডও তালিকার সঙ্গে মুদ্রিত করেন; কোন গ্রন্থাগারিক কার্ড কিনিবার ইচ্ছা জানাইলেই অতি অল্প মূল্যে তাহা সরবরাহ করেন। ইহাতে গ্রামের ও বিভিন্ন স্থানের ছোট ছোট গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা সহজ হয়। আমাদের দেশেও যদি প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ স্বনির্বাচিত পুস্তকের তিন প্রকার কার্ড ছাপাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অনেক ছোটখাট গ্রন্থাগার অল্প মূল্যেই এবং অল্প আয়াসেই ঐ সব কার্ড সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ বেশ ভালভাবেই সাজাইতে পারেন। এই সব কার্ড সাজাইবার জন্য খুব বেশী জ্ঞান ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। তদ্ভিন্ন গ্রামের অনেক গ্রন্থাগারই উপযুক্ত বেতন দিয়া ট্রেনিং-পাশ গ্রন্থাগারিক রাখিতে পারেন না—কাজেই এই সব ক্যাটালগ কার্ড অল্প মূল্যে পাইলে সেই সব ছোট ছোট গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ নির্মাণ সহজ ও সুচারু হইবে। গ্রন্থাগার পরিষদ যদি এই ব্যবস্থাটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রভূত উপকার হইবে।

Collation বলিতে বাংলায় কি বোঝায় তাহা এবার দেখা যাউক। বইএর আকারপ্রকার বা সাইজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, কয় খণ্ডের বই, বইএ ছবি থাকিলে তাহার সংখ্যা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণকে কোলেসান্ বলে। Format অথবা বইএর সাইজ বা আকার জানা যায়, যে কাগজে বইখানি ছাপা হয় তাহার ভাঁজ করিবার সংখ্যা হইতে। কাগজ যদি একবার ভাঁজ বা মোড়া হয় তবে তাহাকে

Folio সাইজ বলে। ঐ কাগজ যদি দুইবার ভাঁজ হয় তবে তাহাকে কোয়ার্টো (Quarto) বা 4to. বলা হয়। তিনবার ভাঁজ হইলে Octavo বা 8vo. বলা হয়। কখনও আবার তিনবার ভাঁজ হইলে Duodecimo বা 12Mo. বলা হয়। তবে শেষোক্ত দুই সাইজের মধ্যে পার্থক্য এই যে, duodecimoর বেলায় আস্ত কাগজখানি প্রথমে এমনভাবে দুই ভাঁজ করা হয় যাহাতে উহা সমান তিন অংশে বিভক্ত হয় এবং ঐরূপ ভাঁজ-করা অবস্থার মাঝামাঝি আর, একটা ভাঁজ করা হয়। কিন্তু Octavoর বেলায় কাগজখানিকে প্রথমবারেই মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় এবং সেই ভাঁজা কাগজখানিকে উপরি উপরি আরও দুইবার মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয়। যত বেশী বার ভাঁজ হইবে ততই বিভিন্ন প্রকারের যেমন 16vo. ; 24mo. ইত্যাদি সাইজ হইবে। বই ছাপিবার কাগজের সাইজও সব সময়ে একই না হওয়ায় শুধু অক্টেভো বলিলে এই বুঝায় যে, বইগুলি কাগজের ভাঁজ হিসাবে এক ধরনের বটে, কিন্তু এক মাপের নয়। কাগজ ৩৪"×২৬" বা Atlas সাইজের হয় আবার ১৭"×১৩½" বা ফুলস্কেপ সাইজেরও হয়। কাজে কাজেই সঠিক format জানাইতে হইলে F.cp. 8vo. (ফুলস্কেপ অক্টেভো) বলিলে তবেই জানা যাইবে, সে বইটির সাইজ ৬¾"×৪¼"। অনেকে এই জন্য পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর ও নীচের দিকে ছাপার যে Signature দেওয়া থাকে—যাহা দেখিয়া দপ্তরী ফর্মাগুলি পর পর সাজাইয়া ঠিকভাবে বই বাঁধাই করে—সেই প্রতিটি section বা অংশের পত্রসংখ্যা গুনিয়া সাইজ ঠিক করেন। এইরূপ প্রতি অংশে যদি ৮ পাতা বা ১৬ পৃষ্ঠা থাকে তাহা হইলে উহা অক্টেভো, ১২ পাতা বা ২৪ পৃষ্ঠা হইলে ড্যুওডেসিমো বুঝাইবে। পশ্চিমের সর্বত্রই বইএর সাইজ দেখান হয় ইঞ্চি অথবা সেন্টিমিটারে। অর্ধ সেন্টিমিটারের কম মাপ দেখান হয় না বা লেখা হয় না। বইএর মাপ লিখিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, পাতার মাপ নয়—শুধু উহার মলাটের লম্বালম্বি মাপ দেখাইতে হইবে।

প্রতি বইএ দুই বা তিন প্রকারের পৃথক পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকে, যথা: (১) গোড়ার পাতা—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় Preliminary pages. ইহার ভিতর ভূমিকা, মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা, সূচীপত্র ইত্যাদি লেখা হয়। বাংলা বইএ এই পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায়শঃ পণকিয়ার অঙ্কে অর্থাৎ ।০, ৶০ দ্বারা এবং ইংরেজী বা ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকে রোমক ছাঁদের অক্ষরে (i, ii, ix) ছাপা হয়। (২) বইএর মূল পৃষ্ঠাসংখ্যা—এই পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি আরবীয় ছাঁদের অক্ষরে (1, 2, 3, 4 বা ১, ২) ছাপা হয়। (৩) পরিশিষ্ট, নির্ঘণ্ট ইত্যাদির পৃষ্ঠাসংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথকভাবে দেখান হয় এবং যে সকল পুস্তকে পৃষ্ঠাসংখ্যা বিভিন্ন ছাঁদের অক্ষরে লিখিত থাকে ক্যাটালগে সেই সব পুস্তকের সংলেখকালে উভয়বিধ পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে (,) কমা দিয়া লিখিতে হইবে। যেমন xv, 327 বা ৸৶০, ৩২৭।

বই যদি একখণ্ডের বেশী হয় অর্থাৎ দুই বা বেশী খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলে কয় ভল্যুমে বা খণ্ডে সম্পূর্ণ তাহাই উল্লেখ করিতে হয়—পৃষ্ঠা সংখ্যা দিতে হয় না। বইএর টাইটেল পেজে যদি বইএর ছবির সংখ্যার উল্লেখ থাকে তবেই ক্যাটালগে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন, নচেৎ নহে। অনেক বইএ মানচিত্র, নক্সা ইত্যাদি থাকে, ক্যাটালগে সেগুলিরও উল্লেখ প্রয়োজন। যদি একটিমাত্র ছবি থাকে ও তাহা বইএর প্রথমেই দেওয়া থাকে তাহা হইলে ক্যাটালগে তাহার উল্লেখ ইংরেজীতে করা হয়—frontispiece।

ক্যাটালগে ইম্‌প্রিণ্ট (Imprint) বলিতে ইহাই বোঝায় যে, বই কে ছাপিয়াছে, কোথায় ছাপা হইয়াছে, কে প্রকাশক ও কবে ছাপা হইয়াছে। বইএ ছাপার বা প্রকাশনের সঠিক তারিখ পাওয়া না গেলে [n. d.] অথবা no date (তারিখ নাই)—ক্যাটালগে এইরূপ লিখিতে হয়। কিন্তু সরাসরি ঐরূপ লেখা অপেক্ষা অন্য কোন কিছু হইতে যদি বইটির প্রকাশের একটি আনুমানিক তারিখও নির্ণয় করা যায় তবে তাহা [ ] বন্ধনীর ভিতর লিখিয়া রাখা প্রশস্ত ; ইহাতে পাঠকের খানিকটা সাহায্যই হয়। ব্র্যাকেট বা বন্ধনী থাকায় ইহাই অনুমিত হয় যে, তারিখটি সঠিক নয়—তাহা আনুমানিক এবং ইহাতে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান।

ক্যাটালগ প্রণয়নের এমন কয়েকটি সাধারণ নিয়ম এখানে উল্লেখ করা হইতেছে, যাহা ছোটবড় সব গ্রন্থাগারের কর্মীদেরই জানা প্রয়োজন। যদ্যপি এই নিয়মগুলি A. L. A. Code হইতেই আহৃত হইয়াছে তথাপি আমাদের নিজস্ব ক্যাটালগ কোড্ যতদিন না প্রণীত হইতেছে ততদিন আমরা এই সব রীতিনীতির কিছু কিছু অংশ নিজেদের প্রয়োজন মাফিক কাজে লাগাইতে পারি। ইহা ব্যতীত ৪১ পৃষ্ঠায় ভারতীয় গ্রন্থাদির সংলেখ-বিধি বা Cataloguing Codeও দেওয়া হইল।

(১) ক্যাটালগের হেডিং লেখকের নামের Surname বা পদবী দিয়াই আরম্ভ করা হয়। পদবীর পর নামের অন্য অংশ অর্থাৎ স্বকীয় নাম, ইংরেজীতে যাহাকে Forename বলা হয়, যোগ করা হয়—কোথাও বা এই Forenameএর শুধু আদ্যক্ষর বা Initial দেওয়া হয়। যথা :—John William Hopkins হইবে Hopkins, John William অথবা Hopkins, J. W.

বাংলা বইএর ক্ষেত্রে আমরা ঐ নিয়ম মতো নামটি উল্টাইয়া লিখিব কি না, ইহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। ঐ নিয়ম মানিলে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' লিখিত হইবে ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নহে। পূর্বে—বহু পূর্বে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদের দেশের পুঁথিপত্র ও বই লইয়া

প্রথমে লেখাপড়া সুরু করেন তখন তাঁহারা দেখেন যে, আমাদের দেশেও জ্ঞানের বহুবিধ ভাণ্ডার আছে, যাহার অনুশীলন তাঁহাদের দেশে তখনও অবধি হয় নাই। সেই সব পুঁথিপত্রের সঠিক ক্যাটালগ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন। উহাদের ক্যাটালগ প্রণয়নকালে তাঁহারা এদেশীয় নাম লইয়া বিশেষ মুস্কিলে পড়েন। তৎকালে তাঁহারা প্রাচ্য নামকে না উল্টাইয়া যথাযথভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে তাঁহারা ক্যাটালগে মদনমোহন তর্কালঙ্কারই লিখিতেন; পাশ্চাত্য প্রথায়—তর্কালঙ্কার, মদনমোহন করিতেন না। ভারতের পুরাতন গ্রন্থাগারসমূহে এবং লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্লিন, প্যারিস্ ও উপ্‌শালা ইত্যাদি বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও প্রাচ্যপ্রথায় ভারতীয় নাম ব্যবহারের রীতি চালু আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ করা হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে—বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র অথবা বিদ্যাসাগর, আই. সি. করা হয় নাই। আমাদের দেশেও সাধারণতঃ লোকে ঐ ভাবেই বইএর খোঁজ করেন। গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের অথবা শরৎচন্দ্রের কি কি বই আছে—এই প্রশ্নই করা হয়। আমরা কেহই বলি না যে, ঠাকুরের কি কি বই আছে অথবা চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' আছে কি? বরং জিজ্ঞাসা করা হয় বঙ্কিমবাবুর কি কি বই আছে। এই জন্যই শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'গ্রন্থাগার নামা'য় যে 'প্রমীল সংখ্যা' ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সবই আসল নাম বা ফোরনেম্ অনুযায়ী। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্যাটালগ প্রণয়ন রীতি অনুযায়ী অনেকেই ক্যাটালগের হেডিং এই পদবী অনুযায়ী করিতেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে প্রামাণিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ক্যাটালগ প্রণয়নের মূলনীতি লিপিবদ্ধ করিলে ভাল হয়। গত ১৯৫৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের IASLIC Seminar-এ এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটি নীতি গ্রহণ করার পরিকল্পনা হইয়াছে। যদিও এই নীতি সর্বভারতীয় বা সর্ববাদীসম্মত নহে তথাপি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহের কাজের সুবিধার জন্য লেখকের প্রথম বা আসল নামে (forename-এ) সংলেখ লেখাটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(২) একাধিক ব্যক্তির নাম লেখক হিসাবে থাকিলে ক্যাটালগে সংলেখ করিবার কালে প্রথম লেখকের নামানুসারে শিরোনামা বা হেডিং লওয়া উচিত। দুই জনের অধিক লেখকের নাম থাকিলে প্রথম নামের শিরোনামা লিখিয়া উহার পর "ইত্যাদি" অথবা "ও আরও অনেকে" কথাগুলি যোগ করিতে হয়। যুগ্মলেখকের সংলেখ সম্বলিত একখানি কার্ডের নমুনা এখানে ক্ষুদ্রাকারে দেখানো হইল।

৮৯১-৪৪১	উমা	মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে
উ, মু,		বাংলা কবিতার রূপ ১৯৫০

যুগ্ম লেখকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মূল কার্ড করিলে চলে না ; উহা ছাড়া অন্যান্য লেখকের প্রত্যেকের নামেও একটি করিয়া অতিরিক্ত কার্ড করিতে হয়। দুই বা তিনজন যুগ্ম লেখকের ক্ষেত্রে কিন্তু মূল কার্ডে টাইটেল বা পুস্তকের নামের নীচে সমস্ত লেখকের নাম পুস্তকে যেমনটি দেওয়া আছে সেই ভাবেই দেওয়া উচিত। কেহ কেহ নোট হিসাবে লেখকদের নাম পুরাপুরি দিয়া থাকেন।

(৩) যুক্ত বা সংযুক্ত পদবী থাকিলে উহা যেমন ব্যবহৃত হয় সেই ভাবেই লেখা উচিত। যেমন :—দত্তগুপ্ত, বসুমল্লিক।

(৪) নাম বদল করিয়া বা ছদ্ম নামে যদি কেহ লেখেন তাহা হইলে লেখকের আসল নামই ক্যাটালগে ব্যবহার করা উচিত। অনেকের মতে লেখক যদি ছদ্মনাম বা গুপ্ত নামেই অধিক পরিচিত হন তাহা হইলে অধিক পরিচিত নামই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত, কেন না ঐ নামেই সচরাচর সাধারণ লোকে বই খোঁজ করিবে।

(৫) অনামী বা গুপ্ত নাম বা কোন নাম প্রকাশিত না থাকিলে যদি সঠিক নাম জানিতে পারা যায় তবে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। অজানা থাকিলে ঐ পুস্তকের শিরোনাম ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু ইংরেজী গ্রন্থের ক্ষেত্রে শিরোনামায় ব্যবহৃত article-এর আদ্যক্ষর গ্রাহ্য নয়।

(৬) কোন পুস্তকে লেখকের বা সম্পাদকের নাম দেওয়া না থাকিলে উহা যদি কোন সমিতি (Society) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে সূচীভুক্তির সময়ে কেবল সমিতির নামে সংলেখ করা হইবে ; আবার লেখক বা সম্পাদকের নাম অপ্রকাশ্য রাখিয়া কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ Institution, কোন মঠ, মন্দির বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যদি পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহা

হইলে সে ক্ষেত্রে যে দেশে বা স্থানে ঐ প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ক্যাটালগে সেই পুস্তকের সংলেখ লিখিবার সময়ে প্রথমে সেই দেশ বা স্থানের নাম লিখিতে হইবে এবং উহার পরে একটি (।) পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন দিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম লিখিতে হইবে। সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক বা কাগজপত্রেরও সংলেখ অনুরূপভাবে করণীয়।

(৭) Periodical বা সাময়িক পত্রিকাগুলি উহাদের স্ব স্ব নামানুযায়ী সূচীভুক্ত হইবে।

(৮) একাধিক লেখক থাকিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী অন্যান্য লেখকের প্রত্যেকের নামেও পৃথক একখানা অতিরিক্ত কার্ড লিখিতে হইবে। লেখকের সংখ্যানুসারে এইরূপ অতিরিক্ত কার্ড করিতে হইবে। এই অতিরিক্ত কার্ডে প্রথমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় নামটি লিখিয়া উহার পরে একটি (,) কমা চিহ্ন বসাইতে হয় এবং উহার পরে "যুগ্ম-রচয়িতা" (Joint authors) এই কথা দুইটি লিখিতে হয়। ঐ নামের নীচে আবার পুস্তকে বিধৃত লেখকগণের প্রথম নামটিরও সংলেখ করিতে হয় এবং উহার সহিত "ও আরও অনেকে" এইরূপ বহু লেখকের নির্দেশজ্ঞাপক অংশটি উল্লেখ করিতে হয়। এইরূপ অতিরিক্ত কার্ডকে Reference card বা উল্লেখপত্র বলা যাইতে পারে। সম্পাদক, অনুবাদক, চিত্রকর ইত্যাদি যদি নামজাদা হন তবে তাঁহাদের ক্ষেত্রেও নামনির্দেশক উল্লেখপত্র রাখিতে হইবে। ছদ্মনামের শিরোনাম থেকেও ঐরূপ অতিরিক্ত উল্লেখপত্র বা Reference card থাকিবে। অনামী বা Anonymous বইএর জন্য কেবলমাত্র শিরোনামা কার্ড করিতে হইবে। সচরাচর ইহাদের জন্য অতিরিক্ত উল্লেখপত্রের দরকার হয় না। ক্যাটালগের এই অতিরিক্ত কার্ডের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

		চিত্তরঞ্জন বসু, যুগ্মরচয়িতা
	উমা	মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে-দ্রষ্টব্য

লেখকদের নামের ও বইএর নামের সূচী নিখুঁতভাবে প্রণয়ন করিতে হইলে বেশ মনোযোগের দরকার। বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইবার ইংরেজীতে যে মূলভিত্তি রাখা হয় তাহার সূত্র হইতেছে যে, "Nothing comes before something". যথা, Browne এই নামের পূর্বে Brown নাম থাকিবে, New York আসিবে Newark-এর পূর্বে। ইংরেজী মতে হাইফেনসংযুক্ত নাম একটি কথা বলিয়া ধরা হয়।

লেখকের নামানুযায়ী যে সূচী বা ক্যাটালগ হয় তাহা হইতে পাঠকের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময়ে সম্ভব হয় না বলিয়াই Subject Index ও Subject Catalogue রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বিষয়ানুক্রমে প্রত্যেক বইএর একটি করিয়া কার্ড বা শ্লিপ তৈয়ারী করা হয়। বর্গীকরণের নম্বর দিলেই বিষয়ের কার্ড করা সহজ হইয়া যায়। বিষয়ানুক্রমিক ক্যাটালগে বইএর অল্প বিবরণ, লেখকের নাম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যাদি থাকে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে যে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয় তাহাতে অনেক সময় ঐ বিষয়ানুক্রমিক ক্যাটালগ আবার বিষয়ের নামানুযায়ী বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া রাখা হয়; ইংরেজীতে তাহাকে Alphabetico Classified Catalogue বলা হয়। ঐ ক্যাটালগে লেখকের নাম সূচিত থাকে। কোন কোন গ্রন্থাগারে পূর্বোক্ত দুই প্রকার ক্যাটালগই একত্রিত করিয়া বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়। ইহাকে অভিধান ক্যাটালগ বা Dictionary Catalogue বলা হয়।

কোন কোন আধুনিক গ্রন্থাগারে লেখক, টাইটেল ও বিষয়ানুক্রমিক ক্যাটালগ ছাড়াও বর্গীকরণের প্রণালীতে বইএর নাম সাজাইয়া ক্যাটালগ প্রণয়ন করা হয়; ইহাকেও Classed বা Classified Catalogue বলা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নিজেদের দরকার মাফিক বিভিন্ন রকমের ক্যাটালগ রাখা হয়। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তাহা বলা সহজ নয়; প্রত্যেকটির বিভিন্ন ব্যবহার ও প্রয়োজন আছে, কাজেই গ্রন্থাগারের পক্ষে কোন্‌ভাবে ক্যাটালগ রাখিলে ও কি ক্যাটালগ করিলে বেশী সুবিধার হইবে গ্রন্থাগারিক নিজেই তাহা নির্ধারণ করিবেন। বিষয়ানুক্রমিক ক্যাটালগে ঠিক ঠিক নিয়ম মানিয়া না চলিলে নানা বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন ব্যাপক বিষয়ের সহিত স্থানীয় প্রাধান্য থাকিলে ক্যাটালগে জায়গারই নাম প্রথম উল্লেখ থাকে—আর যদি বইএর বিষয়টি ব্যাপক না হইয়া special বা বিশেষ কোন বিষয়ের হয় তাহা হইলে ক্যাটালগে ঐ বিষয়ের প্রাধান্যটাই উল্লেখ করা কর্তব্য। যথা, "বাংলার ভূতত্ত্ব" নামের বইএ বাংলাদেশেরই প্রাধান্য বেশী, কাজেই ক্যাটালগে ঐ দেশের নামেই সংলেখ লিখিতে হইবে। আর যদি "বাংলাদেশের কয়লার খনি" এই নামের কোন বই আসে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে দেশের চেয়ে কয়লা খনির প্রাধান্যই বেশী এবং ক্যাটালগে সেই ভাবেই সংলেখ করিতে হইবে।

আমাদের দেশে এই বিষয়সূচী বা Subject Heading নির্ধারক কোন বই বা তালিকা আজ অবধি সুষ্ঠুভাবে তৈয়ারী হয় নাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যদি এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন তবে দেশের এক মস্ত কাজ করা হইবে। এই সব জিনিসের কদর জনসাধারণ শীঘ্র বুঝিতে না পারেন কিন্তু শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজে উহার কদর হওয়া স্বাভাবিক। জানি না আমাদের এ কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে এসব কাজের দাম কেহ দিবেন কি না। সুখের বিষয় ১৯৬৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া তাঁহাদের নিজস্ব গ্রন্থাগারকে ভিত্তি করিয়া একটি বিষয়-শিরোনাম তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পরিষৎ-কর্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই বিষয়-শিরোনাম সংকলন করিয়াছেন। যদিও ইহা সর্ববাদিসম্মত অথবা নিখুঁত বিষয়-শিরোনাম তালিকা (Subject heading-list) হিসাবে পরিগণিত হইবার দাবী করিতে পারে না তথাপি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এই জাতীয় পুস্তকের একান্ত অভাব বলিয়া ইহা মাতৃভাষায় এ বিষয়ের পথিকৃৎ প্রকাশন হিসাবে প্রশংসনীয় উদ্যম! অদূর ভবিষ্যতে এই তালিকা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংকলিত হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, এরূপ আশা করিলে অন্যায় হইবে না।

ভারতীয় গ্রন্থাদির সংলেখ-বিধি
(Cataloguing Rules)

প্রধান সংলেখ গ্রন্থকারের নামে হওয়াই সাধারণ বিধি (৩নং নিয়ম দ্রঃ)। কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থসমূহের একটি বৃহৎ অংশ—বেদ উপনিষদ তন্ত্র পুরাণাদি গ্রন্থকারহীন ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থাদির এক বিরাট অংশ গ্রন্থকারহীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা অনুসরণ। এ ছাড়া বহুগ্রন্থ এতো বিখ্যাত যে গ্রন্থের নামেই তার পরিচয়, ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী-বিধিতে প্রথমেই এ সমস্ত গ্রন্থের প্রধান সংলেখ কি ভাবে হওয়া উচিত নিম্নে তার নমুনা দেওয়া গেল।

১। (ক) **বেদ**। বেদে প্রধান সংলেখ।

বেদ। অনুবাদ।
বেদ। সামবেদ।
বেদ। ঋগ্বেদ।
বেদ। ব্যাখ্যা।
বেদ। যজুর্বেদ।
বেদ। অথর্ববেদ।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদে অতিরিক্ত সংলেখ।

(ক) (১) ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আসলে বেদের অবিভাজ্য অংশ। উপনিষদ ব্যতীত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের প্রধান সংলেখ বেদেই হওয়া উচিত।

বেদ। যজুর্বেদ। শতপথব্রাহ্মণ। **বেদ**। ঋগ্বেদ। আরণ্যক।
বেদ। বংশব্রাহ্মণ। **বেদ**। তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের নামে অতিরিক্ত সংলেখ।

(২) উপনিষদ বেদের দর্শনভাগ। বেদের দর্শন ও দার্শনিক আলোচনা হিসাবে এর পৃথক সত্তা সর্বজনস্বীকৃত। উপনিষদেই প্রধান সংলেখ হওয়া উচিত।

উপনিষদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ। **উপনিষদ**। ছান্দোগ্যোপনিষদ।
উপনিষদ। কঠ উপনিষদ। **উপনিষদ**। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

স্বতন্ত্র উপনিষদের নামে অতিরিক্ত সংলেখ।

(খ) **বেদাঙ্গ**। বেদাঙ্গে প্রধান সংলেখ।

ছন্দ ব্যাকরণাদি ষড়্‌বেদাঙ্গ, কল্পসূত্র শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র ধর্মসূত্র প্রভৃতি সূত্র, কারিকা প্রতিশাখ্য শিক্ষা অনুক্রমণী প্রভৃতি ও নিরুক্ত বেদাঙ্গের মধ্যে পড়ে। নিরুক্ত ব্যতীত বাকি সব কিছুর প্রধান সংলেখ বেদাঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বেদাঙ্গ। বৈদিক ব্যাকরণ। **বেদাঙ্গ**। বৌধায়ন ধর্মসূত্র।
বেদাঙ্গ। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র। **বেদাঙ্গ**। ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্য।
বেদাঙ্গ। পারস্কর গৃহ্যসূত্র। **বেদাঙ্গ**। ছন্দোঽনুক্রমণিকা।

(১) **নিরুক্ত**। নিরুক্তে প্রধান সংলেখ।

নিরুক্তম্। যাস্কাচার্য্য প্রণীতম্।
যাস্কাচার্য্যে অতিরিক্ত সংলেখ।

(গ) **গীতা**। গীতায় প্রধান সংলেখ।

গীতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। **গীতা**। রামগীতা।
গীতা। অনুগীতা।

(ঘ) **চণ্ডী** (দেবীমাহাত্ম্য)। চণ্ডীতে প্রধান সংলেখ।

চণ্ডী। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতা শ্রীশ্রীচণ্ডী।

(ঙ) **পুরাণ** ও উপপুরাণ। পুরাণে প্রধান সংলেখ।

পুরাণম্। অগ্নিপুরাণম্। **পুরাণ**। কাশীখণ্ড।
পুরাণ। বায়ুপুরাণ। বঙ্গানুবাদ।

স্বতন্ত্র পুরাণের নামে অতিরিক্ত সংলেখ।

(চ) **তন্ত্র** ও তান্ত্রিক গ্রন্থ। তন্ত্রে প্রধান সংলেখ।

তন্ত্রম্। তারাতন্ত্রম্। **তন্ত্র**। আগম।
তন্ত্র। তন্ত্রসমুচ্চয়। **তন্ত্র**। ষট্‌চক্র।

তন্ত্রম্। প্রাণতোষিণীতন্ত্রম্।

স্বতন্ত্র তন্ত্রের নামে অতিরিক্ত সংলেখ।

(ছ) **ষড়্দর্শন** এবং চার্বাক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন। দর্শনে প্রধান সংলেখ।

দর্শন। ন্যায়দর্শন।

দর্শন। বেদান্তদর্শন।

দর্শন। চার্বাকদর্শন।

দর্শন। বৌদ্ধদর্শন।

স্বতন্ত্র দর্শনের নামে অতিরিক্ত সংলেখ।

(জ) **চরক, সুশ্রুত, নিদান** ও অন্যান্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। আয়ুর্বেদে প্রধান সংলেখ।

আয়ুর্বেদ। চরক। মহর্ষি চরক প্রণীত। **আয়ুর্বেদ**। বৃদ্ধত্রয়ী।

(ঝ) (১) **স্মৃতিশাস্ত্র** বা **ধর্মশাস্ত্র**। 'স্মৃতি'তে প্রধান সংলেখ।

স্মৃতি। মনুস্মৃতি।

স্মৃতি। মানবধর্মশাস্ত্র।

স্মৃতি। পরাশরসংহিতা।

স্মৃতি। শুক্রস্মৃতি।

স্মৃতি। দায়ভাগ।

স্মৃতি। মিতাক্ষরা।

নামে অতিরিক্ত সংলেখ।

(ঞ) **রামায়ণ, মহাভারত**। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রধান সংলেখ।

রামায়ণম্। মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীতম্।

রামায়ণ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

রামায়ণ। লঘুরামায়ণ।

রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণ।

রামায়ণ। রামচরিতমানস।

রামায়ণ। বরবৈ রামায়ণ।

রামায়ণ। রামরূপরসায়ন।

রামায়ণম্। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্।

মহাভারতম্। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্।

মহাভারত। কাশীদাসী মহাভারত।

মহাভারত। ভাষা মহাভারত। ছুটি খানের মহাভারত।

(ট) **ত্রিপিটক** ও **প্রজ্ঞাপারমিতা**। ত্রিপিটক ও প্রজ্ঞাপারমিতায় প্রধান সংলেখ।

ত্রিপিটক। সূত্তপিটক।

ত্রিপিটক। বিনয় পিটক।

প্রজ্ঞাপারমিতা। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।

(১) বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অন্যান্য গ্রন্থ। ধর্মের নামে প্রধান সংলেখ।

বৌদ্ধধর্ম। জাতক।

বৌদ্ধধর্ম। ধম্মপদ।

জৈনধর্ম। বিশপন্থী।

জৈনধর্ম। মহাব্রত।

জৈনধর্ম। আগম।

(২) **গ্রন্থসাহেব, আবেস্তা, কুরল, চৈতন্যভাগবত।** ধর্মগ্রন্থের নামে প্রধান সংলেখ।

আবেস্তা। পার্শী ধর্মগ্রন্থ।
গ্রন্থসাহেব। শিখ ধর্মগ্রন্থ।
চৈতন্যভাগবত। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

(ঠ) **বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, অবদানশতক।** গ্রন্থের নামে প্রধান সংলেখ।

কথাসরিৎসাগর। কথাসরিৎসাগরের গল্প।
অবদানশতক। বঙ্গানুবাদ।

(ড) **কাব্যসংগ্রহঃ, আর্যা সপ্তশতী, বিহারী সাতসই, গাহা সাতসই** (গাথাসপ্তশতী) প্রভৃতি গ্রন্থের নামে পরিচিত প্রাচীন সংকলনগ্রন্থ। প্রধান সংলেখ গ্রন্থের নামে।

(ঢ) **দোহাবলী, চাণক্যশ্লোক, খনার বচন, উদ্ভটশ্লোক, প্রবাদ** প্রভৃতি গ্রন্থের নামে পরিচিত বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ। প্রধান সংলেখ গ্রন্থের নামে।

২। **বাইবেল, কোরাণ, তালমুদ** প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের নামে প্রধান সংলেখ।

বাইবেল। নূতন নিয়ম।
কোরাণ। আলকোরাণ।
তালমুদ। বেবিলনীয় তালমুদ।

৩। নিজস্ব গ্রন্থকারের গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নামে প্রধান সংলেখ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিষবৃক্ষ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকান্ত।
সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

Bibliography

Akers, S. G.—Simple Library Cataloguing (A.L.A.), Ed. 3. 1944.
Bishop, W. W.—Practical Handbook of Modern Library Cataloguing, Ed. 2. 1924. (Wm. & Wilkins)
Dutta, Dwijendranath—An Introduction to Library Cataloguing, 1958.
Hitchler, Theresa—Cataloguing for Small Libraries, Ed. 3. 1926. (Stechert)
Mann, Margaret—Introduction to Cataloguing and the Classification of Books, Ed. 2. 1943. (A.L.A.)

Norris, D. M.—A Primer of Cataloguing, 1952. (Grafton)
Quinn, J. H.—Manual of Library Cataloguing, 1913. (Truslove)
Ranganathan, S. R.—Theory of Library Catalogue, 1938. (Madras L. A.)
Sen Gupta, B.—Cataloguing, 1964. Cal.
Sharp, H. A.—Cataloguing : a text book for use in Libraries, Ed. 3. 1948. (Grafton)
Taylor, M. S.—Fundamentals of Practical Cataloguing, 1948. (G. Allen & Unwin)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দশমিক প্রতীকসংখ্যা ও বিষয় শিরোনাম

দশমিক প্রতীকসংখ্যা

ইতঃপূর্বে বর্গীকরণ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে মনীষী ডিউই (Melvil Dewey) পরিকল্পিত D. C. অর্থাৎ Decimal Classification-এর (দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির) সংক্ষেপিত সংস্করণ হইতে এদেশের গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযোগী সংখ্যা উদ্ধৃত হইল। যে সকল গ্রন্থাগারিক উক্ত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চান, তাঁহারা এই বর্গীকরণ সংখ্যা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। তবে অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যায় ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, বইপত্র ও বিষয়াদির জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। ভারতীয় জ্ঞান, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন রাজ্যের দেশীয় ইতিহাস, বহুমুখী সমাজব্যবস্থা, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য, জৈন ধর্ম ইত্যাদি সর্ব-ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার কোন বিশদ ব্যবস্থাই ডিউই সঙ্কলিত পুস্তকে পাওয়া যায় না ; অবশ্য না পাওয়ারই কথা, কারণ মনীষী ডিউই স্বকীয় প্রয়োজনে আমেরিকার বিশেষ একটি কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্য উক্ত বর্গীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তদ্ব্যতীত সে সময়ে ভারতীয় বেদ, উপনিষদ, সাহিত্য ও চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে এবং উহাদের বিবিধ বিভাগ সম্বন্ধে স্বল্পমাত্র আলোচনা আমেরিকার অতি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; কাজেই ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বর্গীকরণ সংখ্যার যতটুকু ব্যবস্থার প্রয়োজন ডিউই সাহেব তাঁহার বর্গীকরণ পদ্ধতিতে ততটুকুই করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার বর্গীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, তখন ডিউই স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, একদিন তাঁহারই উদ্ভাবিত বর্গীকরণ প্রণালী পৃথিবীর চতুর্দিকেই পরম সমাদরে গৃহীত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে। রচয়িতার নিজের প্রয়োজনের পক্ষে তাঁহার দশমিক পদ্ধতি খুবই সুন্দর ও পরিপাটি হইয়াছিল। ডিউইর দেহরক্ষার পর বহুদিন গত হইয়াছে, অদ্যাপি আমেরিকার সামান্যসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা যৎসামান্যই প্রচলিত আছে। কাজেই বর্তমানে ভারতীয় গ্রন্থাগারে ডিউই-প্রবর্তিত পদ্ধতির প্রচলন ব্যাপকভাবে করিতে হইলে, ভারতীয় বিষয়াদির

জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বর্গীকরণ সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যবস্থা ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণকেই করিতে হইবে। বিগত ১০।১৫ বৎসরেও ভারতীয় বিষয়ের যথাযথ ডিউই সংখ্যার প্রয়োজনীয়তার উপর সে রকম চাহিদা অথবা ব্যবস্থার আগ্রহ দেখা যায় নাই। অতি আধুনিক কালে সামান্য কয়েকজন গ্রন্থাগারিক এ বিষয়ের উপযোগিতা ও অনুশীলনের কথা চিন্তা করিতেছেন ও বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় রচিত পুস্তকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ আরও সুন্দর ও বিস্তৃতভাবে ভারতীয়, বিশেষতঃ আমাদের বাংলা দেশের, গ্রন্থাগারসমূহের উপযোগী করিয়া তিনি দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যা তথা রিলেটিভ ইন্‌ডেক্স প্রকাশ করিয়াছেন। বর্গীকরণের পক্ষে এই পুস্তক বাংলা দেশের গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায়কে প্রভূত সাহায্য করিবে। ছোট বড় সব গ্রন্থাগারই তাঁহার পুস্তক ব্যবহার করিতে পারেন যদি না অবশ্য ঐ সব গ্রন্থাগারে ডিউই পদ্ধতি চালু থাকে। ডিউইর দশমিক সংখ্যা এবং প্রভাতবাবুর দশমিক সংখ্যা একই যোগে ব্যবহার করিলে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

বহুদিন পূর্ব্বে বরোদার প্রাচ্য বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগার পরিচালনা করিবার সময়ে ভারতীয় বিবিধ বিষয়ের জন্য বর্গীকরণ সংখ্যা ডিউই প্রবর্তিত পদ্ধতিতে পাওয়া না যাওয়ায় অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ; এই অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকরণ মানসে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ডিউই পদ্ধতির অনুসরণে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে একটি বর্গীকরণসংখ্যামালা প্রণয়ন করিতে হয়। তার পর ঐ সংখ্যামালা সুধীজনের গ্রহণসাপেক্ষে অদ্যাবধি আলোচনার পর্য্যায়ে পড়িয়া আছে। সর্ব্ব ভারতীয় ব্যবহারের ভিত্তিতে এখনও সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত না হইলেও, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের মহাফেজখানার (Imperial Record Department)* গ্রন্থাগারে যোগদানের পর, সেখানকার ইতিহাসমূলক পুস্তকসমূহের বর্গীকরণ করিতে গিয়া ডিউইর অনুসরণে কৃত পূর্ব্বোক্ত সংখ্যামালা ব্যবহার করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায়। তদবধি সেখানে ঐ সংখ্যানুসারে কাজ চলিয়া আসিতেছে। তার পর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিট্যুট অফ্ কালচারের সুবৃহৎ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের বর্গীকরণ এবং সূচী ইত্যাদি প্রণয়নের আহ্বান পাওয়া যায়। এই বৃহৎ গ্রন্থাগারে তৎকালে আনুমানিক ৩০,০০০ পুস্তকপুস্তিকা ছিল। ইন্‌ষ্টিটিউটের অক্লান্ত কর্মী ব্রহ্মচারী সরোজ মহারাজ এই সমস্ত পুস্তক Accession করেন এবং গ্রন্থাগারিকের নির্দেশ ও সহযোগিতায় কিছু কাল পর্য্যন্ত বর্গীকরণও করেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় ভারতীয় ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও যথা, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন

* দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে ইহা National Archives of India নামে পরিচিত হয়।

প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জন্য বর্গীকরণ সংখ্যা প্রণয়ন করিতে হয়। তদবধি উক্ত গ্রন্থাগারে এই সকল বর্গীকরণ সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার নির্দিষ্ট সংখ্যা মানিয়া লইয়াই সমস্ত বিষয়কে প্রয়োজনানুরূপ বাড়াইয়া বর্গীকরণের কিছু সুবিধার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকও এই ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার প্রথম হইতে তৃতীয় বিভাগ পর্যন্ত এই গ্রন্থে দেওয়া হইল এবং সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ কালচার-এর প্রয়োজনে প্রথমে পরিকল্পিত এবং সেখানে ব্যবহৃত ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যামালাও সংযোজিত হইল। বাংলা দেশের ছোট বড় যে কোন গ্রন্থাগার, বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে দূরবর্তী জেলা সহর ও অন্যান্য নগর উপনগর এবং গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারসমূহ উক্ত বর্গীকরণ সংখ্যা হইতে বিধিমত সাহায্য পাইবেন এবং উহা গ্রন্থাগারিকগণের সুবিধাজনক হইবে। তবে বিশদভাবে বর্গীকরণসংখ্যা ব্যবহার করিতে হইলে ডিউই সাহেবের মূল পুস্তকের সাহায্য লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে।

ভারতীয় বিষয়াদির জন্য যে দশমিক বর্গীকরণসংখ্যা রচিত হইয়াছে তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত না হওয়া অবধি এ বিষয়ে মতানৈক্যের সুযোগ থাকিয়া যাইবে। কাজে কাজেই বর্গীকরণের কাজে অনেকে ইহা হইতে সাহায্য পাইলেও সব সময়ে আমাদের সহিত একমত নাও হইতে পারেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সচেষ্ট হইয়া এই কাজে ব্রতী না হওয়া অবধি ডিউইর অনুসরণে অথবা অনুকরণে বিভিন্ন ব্যক্তি রচিত দশমিক সংখ্যামালা গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ কাজের ইঙ্গিত (suggestion) হিসাবেই মানিয়া লইতে হইবে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি-সাপেক্ষে এই সংখ্যাসমষ্টি কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে উহার সুবিধা ও অসুবিধা পরিষ্কারভাবে জানা যাইবে।

এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হইবে যে আমেরিকার ডিউই ডেসিমাল বর্গীকরণ সংস্থা—উক্ত বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট প্রচার তথা যথোপযুক্ত ব্যবহারের উন্নতি কল্পে অতি সুষ্ঠুভাবে নিজ সংসদীয় কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মেলভিল্ ডিউই তাঁহার প্রবর্ত্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিবার পর—এই সুদীর্ঘ ৯০ বৎসরে ঐ বর্গীকরণ পদ্ধতি ক্রমশই অতি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের ওয়াশিংটনস্থ লেক্ প্লাসিড্ ক্লাব এডুকেশন্ ফাউণ্ডেশন্ ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রকাশক। ইহারা প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রতি ১০ বৎসর অন্তর ঐ বর্গীকরণ পুস্তকটির পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। অদ্যাবধি ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পুস্তকটি সাধারণতঃ দুইটি সংস্করণে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছেঃ একটি মূল সংস্করণ এবং অপরটী তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Abridged edition)।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে প্রথম প্রকাশের পর হইতে উপস্থিত কালাবধি মুদ্রিত পুস্তকের বিষয়াদি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে বর্গীকরণ সংখ্যাও আবশ্যিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মেলভিল্ ডিউই প্রবর্ত্তিত সাবেক ১০টি বর্গ—একশত ডিভিশন ও এক হাজার সেকশন্ আধুনিক কালে শত সহস্র সংখ্যায় পরিণত হইয়া উপযুক্ত ভাবে আধুনিক গ্রন্থাগারের পুস্তক বর্গীকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইতেছে। প্রতি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে—বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের অভিজ্ঞতা প্রসূত বর্গীকরণ সংখ্যা তথা শ্রেণী ডিভিশন্ সেকশন্ ও সাব সেকশন্ ইত্যাদির তুলনামূলক ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন নূতন সংস্করণে অনুমোদিত বা গৃহীত হয়। এই ভাবেই গত প্রায় ৯০ বৎসরে ডিউই উদ্ভাবিত বর্গীকরণ পদ্ধতিটি নবকলেবরে সপ্তদশ* সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে—যদিও এই পদ্ধতির ব্যবহার আমেরিকা ও ইউরোপের গ্রন্থাগারে সমধিক প্রচলিত হয়, ক্রমে দেখা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই পদ্ধতির প্রচলন ক্রমশই বাড়িতে থাকে। এদেশেও উক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে—যদিও দেখা যায় যে আমাদের ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান তথা ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির যথাযথ বর্গীকরণ সংখ্যার ব্যবস্থা উহাতে উপযুক্ত ভাবে নাই। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইলেও ইহা ক্রমশ স্পষ্ট হইতেছে যে এই পদ্ধতির ব্যবহার শত অসুবিধা সত্ত্বেও আশাতিরিক্ত ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুরূপে বহুবার অনুরুদ্ধ হইয়াও এ বিষয়ে—ভারতীয় বিষয়াদির ডিউই বর্গীকরণ সংখ্যার যথোপযুক্ত সম্প্রসারণ ব্যাপারে গত ১০।১৫ বৎসর বিশেষ কিছুই করেন নাই। উক্ত পরিষদের বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণের পুস্তক বর্গীকরণের শত অসুবিধার কথা, ডিউই প্রবর্ত্তিত বর্গীকরণ সংখ্যার ভারতীয় বিষয়াদির পরিবর্ধন ও পরিবর্তন ব্যাপারে বিশদ আলোচনা ও পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি মহাশয়ের [শ্রী বি, এস্, কেশবন্] এ বিষয়ে সর্ব ভারতীয় কমিটি নিয়োগের আশ্বাস সত্ত্বেও (আমাদের) এ দেশের সহজাত আবহাওয়ায় মাঝে মাঝে সামান্য আলোড়ন তথা উল্লেখ ব্যতীত কিছুই হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। গত ১০।১২ বৎসরে পরিষদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে, সভাপতি পদেও বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীজন সমাদৃত হইয়াছেন, কিন্তু বর্গীকরণ ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

মেলভিল ডিউই সাহেবের দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির সর্বশেষ সংস্করণ—অষ্টাদশ সংস্করণ গত ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় বিষয়ের অনেক

---

* অষ্টাদশ সংস্করণ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নূতন সংযোজন করা হইয়াছে। এ যাবৎ ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইত। কিন্তু ১৯৭১-এ যে অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে (USA-তে) অনেকেই চিন্তা করেন যে এই ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি জ্ঞান সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে যেন একটি পাকা ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতি হিসাবে পরিগণিত হয়। এইজন্য এই বর্গীকরণ পদ্ধতির সহজ সরল ও সস্তাদরের সংস্করণ প্রকাশ করার কথা তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। ঐ সব দেশে দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি আন্তর্জাতিক শ্রমলাঘব পন্থা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। এবং পৃথিবীর সর্বত্রই যাঁহারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাঁহারা এই পদ্ধতির ক্রমোন্নতি তথা সুব্যবস্থা করায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারসেবী লোকের উপকার করিতেছেন।

অষ্টাদশ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ হইতে ৪৬০ প্রথম খণ্ডে—ইহাতে **Standard Subdivision** ও **Area** এবং তৃতীয় **Subject Table** সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পৃঃ ৪৬১ হইতে ১৬২৭ অবধি আছে—ইহাতে সমস্ত Schedules বা বর্গীকরণ বিভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে ১৬২৮ পৃঃ হইতে ২৬৯২ পৃষ্ঠায় **Relative Index** দেওয়া আছে।

পূর্বাপর সংস্করণে ভারতীয় বিষয়াদির যথাযথ সন্নিবেশ না থাকায় ভারতীয় পুস্তকাদির বর্গীকরণ সংখ্যার সম্যক সংখ্যা পুস্তকাদিতে দেওয়া হইত না। এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় সে কথা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তকাদির সংখ্যা আজকাল খুবই বাড়িয়া যাইতেছে কাজেই ডিউই প্রবর্তিত ডেসিমেল পদ্ধতিতে ঐ বিষয়ের যা সংখ্যা পূর্বে দেওয়া ছিল তাহা নিতান্তই অপ্রতুল। অষ্টাদশ সংস্করণে সে অভাব আংশিক ভাবে দূর করা হইয়াছে। ১৮১·৪১—১৮১·৪৮ হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের জন্য রক্ষিত আছে।

·৪১ সাংখ্য। ·৪২ মীমাংসা। ·৪৩ ন্যায়। ·৪৪ বৈশেষিক। ·৪৫ যোগ। ·৪৫২ পাতঞ্জলি। ·৪৮ বেদান্ত। ·৪৮২ শঙ্করাচার্য্য (অদ্বৈত)। ·৪৮৩ রামানুজাচার্য্য (বিশিষ্টাদ্বৈত)। ·৪৮৪ **Dualistic School**। ·৪৮৪১ মধ্বাচার্য্য দ্বৈত। ·৪৮৪২ ভেদাভেদ। ·৪৮৪৩ নিম্বার্ক (দ্বৈতাদ্বৈত)। ·৪৮৪৪ বল্লভাচার্য্য (শুদ্ধাদ্বৈত)। ·৪৯ অন্যান্য।

ধর্মের বিষয় এইরূপ করা হইয়াছে=২৯৪ ভারতীয় ধর্ম (**Religions of Indic origin**) ২৯৪·১ বেদ। ২৯৪·৩ বৌদ্ধ। ২৯৪·৪ জৈন। ২৯৪·৫ হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম)। ২৯৪·৬ শিখ।

অনুরূপ ভাবে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েও পূর্বেকার সংস্করণ অপেক্ষা অষ্টাদশ সংস্করণে কিছু বেশী বর্গীকরণ সংখ্যার ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতীয়

গ্রন্থাগারিকদের কিছু সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের ব্যাপারেও নূতন সংস্করণে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকাদির ডিউই ডেসিমেল পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক সংখ্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা অসুবিধা অনেকটা দূর হইলেও—ভারতীয় বিভিন্ন নৃপতিদের উপর লিখিত পুস্তকাদি—ভারতীয় বিভিন্ন মহাযুদ্ধাদির উপর লিখিত পুস্তকাদিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সংখ্যা দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বংশের পুরাতন ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ষক্রমের (Age-এর) সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অনেকটা সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশী বর্গীকরণ পদ্ধতির অসুবিধা ভর্ত্তি, এই পুস্তকের প্রত্যেক সংস্করণ বাধ্যতামূলকভাবে আমদানি করায় বিদেশী ব্যবসায়ীদের যত সুবিধাই হউক আমাদের বৈদেশিক অর্থ বিনিময়-এর পক্ষে (Foreign Exchange) এর ফল খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাহা ব্যতীত এর জন্যে পুনঃ পুনঃ এতো টাকা বিদেশে দাদন দেওয়া ভারতের মতো গরীব দেশের পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। একমাত্র আমাদের সরকার যদি আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া এই দেশে এ বই ছাপাবার ব্যবস্থা করেন তবেই এ দুরূহ সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে ভারত সরকারের ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুস্তক বর্গীকরণের আর একটি দিক আছে—নামানুযায়ী পৃথক সংখ্যায় ব্যবহার। শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'গ্রন্থকার-নামা'র উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে। যেখানে একই বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকের বর্গীকরণ সংখ্যা একই হইবে, সেই সব স্থলে প্রমীলবাবুর 'গ্রন্থকার নামা'র সাহায্য লইলে পুস্তক সাজাইবার সুবিধা হইবে। ইংরেজীতে কাটার সাহেবের যুগ্ম ও ত্রিসংখ্যক লেখকচিহ্ন (Two and three figure Author mark) নামক পুস্তক দুইখানির অনুসরণে উক্ত পুস্তকখানি বাংলা তথা ভারতের লেখকগণের নামের সংকলন করিয়া প্রত্যেক নামের সহিত একটি বিশিষ্ট সংখ্যা যোগ দিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার জগতে ইংরেজী ভাষাভাষীর নিকট যেমন কাটার সংখ্যা (Cutter number) সুপরিচিত সেইরূপ আমাদের দেশে ভারতীয় লেখকগণের সম্পর্কিত ঐ সংখ্যা "প্রমীল সংখ্যা" নামে প্রচলিত হইয়াছে। অতি আধুনিক যুগে বিলাতে ও অন্যান্য দেশের গ্রন্থকারেও পুস্তক বর্গীকরণ ও কাটার সংখ্যার নানা পরিবর্তন সুরু হইয়াছে। ইংলণ্ডের বহু গ্রন্থাগারেই আর কাটার সংখ্যা ব্যবহার করা হইতেছে না। এক্ষণে গ্রন্থকারের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর বর্গীকরণ সংখ্যার সহিত জুড়িয়া দিয়াই কাজ চালানো হইতেছে। ইহাতে সুবিধা কিছু বাড়িয়াছে; কাটার সংখ্যা নিরূপণের জন্য যে সময় লাগিত তাহাও বাঁচিয়াছে। আমাদের দেশের যে সব গ্রন্থাগার প্রমীল সংখ্যা ব্যবহার না করিবেন, তাঁহারা বর্গীকরণসংখ্যার

সহিত গ্রন্থকারের নামের আদ্যক্ষর বা প্রথম দুটি বা তিনটি অক্ষর ব্যবহার করিলে সুবিধা বই অসুবিধা হইবার কথা নহে। এ বিষয়ে ২।১টি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'তন্ত্রের আলো' বর্গীকরণে তন্ত্রের ভিতর পড়িবে। দশমিক সংখ্যা হিসাবে ডিউই নম্বর হইবে ২৯৪·১৮ (নিম্নে উদ্ধৃত পরিবর্দ্ধিত ডিউই সংখ্যা)।

তন্ত্রের সাধারণ পুস্তকসমূহ সবই ঐ এক জায়গায় থাকিবে ও তাহাদের বর্গীকরণ সংখ্যাও একই হইবে। যথা :—হরিদাস বিদ্যার্ণব আগমবাগীশ লিখিত 'তন্ত্রালোক' বইখানিও ঐ ২৯৪·১৮ বর্গীকরণ সংখ্যা পাইবে। এইভাবে ঐ বিষয়ের যত বই আসিবে প্রত্যেকটির বর্গীকরণ সংখ্যা একই হইবে। একই বিষয়ের বিভিন্ন লেখকের পুস্তক পৃথকভাবে নিরূপিত হওয়া সমধিক প্রয়োজন, এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজী বইএ কাটার মার্ক অথবা কাটার সংখ্যা ব্যবহার করা হয় এবং বাংলা বইএর জন্য প্রমীল সংখ্যার ব্যবহার প্রশস্ত। প্রমীল সংখ্যা ব্যবহার করিলে মহেন্দ্রনাথ সরকারের উক্ত পুস্তকের ডাক নম্বর বা কল্ নম্বর হইবে, ২৯৪·১৮/ম ৫৯ আর হরিদাস বাবুর বইএর কল্ নম্বর হইবে, কিন্তু ২৯৪·১৮/হ ২৫।

কিন্তু যদি কোনও গ্রন্থাগার ঐ সংখ্যা ব্যবহার করিতে না চাহেন তবে পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিক প্রণালীতে গ্রন্থকারের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর ব্যবহার করিতে পারেন—যথা মহেন্দ্র সরকারের তন্ত্রের আলো হইবে ২৯৪·১৮/মহেন্দ্র ও হরিদাস আগমবাগীশের তন্ত্রালোকের পুরা সংখ্যা লিখিত হইবে এইরূপে ২১৪·১৮/হরি।

ইহাতে একই বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করিতেও অসুবিধা হইবে না। একই বর্গের বা বিষয়ের ভিতর পুস্তক সব গ্রন্থকারের নামের বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া রাখাই শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে মহেন্দ্রবাবুর বই হরিদাসবাবুর আগে রাখা হইবে।

কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, একটি বিষয়ে একই নামের একাধিক লেখক বই লিখিয়াছেন। তন্ত্রের উপরই যদি হরিদাস আগমবাগীশ ব্যতীত হরিদাস রায় কোন বই লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ দুই গ্রন্থকারের বই দুটি যেন হুবহু একই নম্বরের না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বর্গীকরণ সংখ্যা অবশ্য একই হইবে এবং নামের প্রমীল সংখ্যাও প্রায় এক, কাজেই এ ক্ষেত্রে বৈষম্যজ্ঞাপক এমন কিছু চিহ্ন রাখিতে হইবে, যাহাতে বই একই বিষয়ের হইলেও রচয়িতার পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। বড় বড় গ্রন্থাগারেই এইরূপ জটিলতা সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। এইরূপ সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা যাহা করিয়া থাকি, তাহাও অত্যন্ত সহজ পন্থা ; যেখানে বিষয়বস্তু হিসাবে একাধিক পুস্তকের বর্গীকরণ সংখ্যা এবং গ্রন্থকারের

নাম একই, সে ক্ষেত্রে সেই সকল গ্রন্থে একই বর্গসংখ্যা দিয়া উহাদের নিম্নে গ্রন্থের নাম বা টাইটেল হইতে একটা অক্ষর লইয়া গ্রন্থকারের নামের পর বেষ্টনীর ভিতর লিখিয়া দেওয়া হয়, যথা—

(১) হরিদাস আগমবাগীশ রচিত তন্ত্রালোক $= \frac{২৯৪\cdot১৮}{\text{হরি (ত)}}$

(২) হরিদাস রচিত তন্ত্র পরিচিতি $= \frac{২৯৪\cdot১৮}{\text{হরি (প)}}$

এখানে প্রথম পুস্তকটির আখ্যা হইতে আদ্যক্ষর 'ত' ও দ্বিতীয় পুস্তকটির আখ্যা পরিচিতি হইতে 'প' ব্যবহার করা হইয়াছে।

এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিবার যে, যাহা কিছু নিয়ম বা বিধি-নিষেধ, সবই কাজের সুবিধার জন্য করা হয়। কাজেই কোন সমস্যা উদ্ভূত হইলে গ্রন্থাগারিক যখনই তাহার যেমন ব্যবস্থা করিবেন, তখন তখনই তাহা তাঁহার নিজস্ব নোটবুকে লিখিয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনুরূপ অবস্থায় কোন বিধি-ব্যবস্থার জন্য আর নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে না ; অথবা নূতন কিছু করার প্রয়োজন অনুভূত হইলে পুরাতন ব্যবস্থাগুলি একত্রে থাকায় তাহাদের পর্য্যালোচনা ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের সুবিধা হয়। গ্রন্থাগারিকের কাজের খুঁটিনাটি তথ্য ও নির্দেশাদির জন্য একটি রেকর্ড সব সময়েই রাখা প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্গীকরণের সময় অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ নম্বর বাছাই করা ও বিষয়বস্তু স্থির করা কঠিন হয় ; সে সব ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিয়া যদৃচ্ছা সংখ্যা না দিয়া অন্য কোন সহকর্মীর সহিত পরামর্শ করিতে পারা যায়। সুবিধা থাকিলে সেই বিষয়ের শিক্ষকমহাশয় অথবা অধ্যাপকগণের কাহাকেও পুস্তকের বিষয়বস্তু কি, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং তাহা নিরূপিত হইলে আনুষঙ্গিক সংখ্যা স্থির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এই সমস্ত খুঁটিনাটির জন্যও একটি নোটবুক রাখিলে ভাল হয়। কারণ ভবিষ্যতে যে কেহ বর্গীকরণের কাজ করিতে আসিলে পূর্বে কি ভাবে তাহা করা হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহা সহজে জানিতে পারিবেন। আমাদের স্মৃতিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তথাপি সব সময়ে সব কিছু মনে রাখা সম্ভব নয় ; কাজেই বর্গীকরণ ও সূচীকরণ তথা গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন প্রভৃতি কাজের খুঁটিনাটি তথ্য লিখিয়া রাখিবার জন্য ডায়েরী বা রেকর্ড রাখাই উচিত।

নিম্নে ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার প্রথম তিনটি কল্পের বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইল।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ

প্রথম কল্প

০ সাধারণ জ্ঞান

১ দর্শন শাস্ত্র

২ ধর্ম্ম-শাস্ত্র

৩ সমাজ-তত্ত্ব

৪ ভাষা-তত্ত্ব

৫ বিজ্ঞান-শাস্ত্র

৬ ফলিত বিজ্ঞান

৭ চারুকলা

৮ সাহিত্য

৯ ভূগোল ও জীবনী

"ডিউই দশমিক বর্গীকরণ" বা দশমিক প্রতীকসংখ্যা

দ্বিতীয় কল্প

—*—

০০০ সাধারণ জ্ঞান
০১০ গ্রন্থ নির্ঘণ্ট
০২০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
০৩০ সাধারণ বিষয়-কোষ
০৪০ বিবিধ সংগ্রহ
০৫০ সাধারণ সাময়িক পত্রিকা
০৬০ সাধারণ পর্ষৎ, যাদুঘর
০৭০ রচনা সম্ভাবন, সাংবাদিকতা
০৮০ রচনা সম্ভার
০৯০ তাম্রলিপি দুর্লভ গ্রন্থ
১০০ দর্শন শাস্ত্র
১১০ অধ্যাত্ম-বিদ্যা
১২০ বিভিন্ন অধ্যাত্ম শিক্ষা
১৩০ শরীর ও মন
১৪০ দার্শনিক-তত্ত্ব
১৫০ মনোবিজ্ঞান
১৬০ তর্কশাস্ত্র
১৭০ নীতিশাস্ত্র
১৮০ প্রাচীন দর্শন
১৯০ আধুনিক দর্শন
২০০ ধর্ম্ম-শাস্ত্র
২১০ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম
২২০ বাইবেল
২৩০ খ্রীষ্টীয় তত্ত্বসম্পর্কীয় মতবাদ
২৪০ ব্যবহারিক উপাসনা, ভক্তিমূলক ও আনুষ্ঠানিক খৃঃ ধর্ম্মমত
২৫০ যাজকীয় ধর্ম্মপ্রকার
২৬০ উপাসনা মন্দির, খৃঃ সামাজিক তত্ত্ব, খৃঃ সম্প্রদায়
২৭০ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান, ইতিহাস, ভূগোল
২৮০ খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্প্রদায়
২৯০ অন্যান্য বিভিন্ন ধর্ম্ম
৩০০ সমাজ-তত্ত্ব
৩১০ পরিসংখ্যান
৩২০ রাজনীতি-তত্ত্ব
৩৩০ অর্থশাস্ত্র
৩৪০ আইন শাস্ত্র
৩৫০ রাষ্ট্রশাসন
৩৬০ সমিতি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি
৩৭০ শিক্ষা
৩৮০ ব্যবসা ও বাণিজ্য, যোগাযোগ
৩৯০ লৌকিক আচার ব্যবহার
৪০০ ভাষা-তত্ত্ব
৪১০ তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান
৪২০ ইংরেজী ভাষা
৪৩০ জার্ম্মান ভাষা
৪৪০ ফরাসী ভাষা
৪৫০ ইটালীয় ভাষা
৪৬০ স্পেনীয় ভাষা
৪৭০ ল্যাটিন ভাষা
৪৮০ গ্রীক ভাষা
৪৯০ বিভিন্ন ভাষা

৫০০ বিজ্ঞান-শাস্ত্র
৫১০ গণিতশাস্ত্র
৫২০ জ্যোতিষ শাস্ত্র
৫৩০ পদার্থ বিজ্ঞান
৫৪০ রসায়ন শাস্ত্র
৫৫০ ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান
৫৬০ প্রত্ন জীববিজ্ঞান
৫৭০ জীব-বিজ্ঞান
৫৮০ উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৫৯০ প্রাণি-বিজ্ঞান
৬০০ শিল্প-কলা
৬১০ চিকিৎসা-শাস্ত্র
৬২০ যন্ত্র-বিদ্যা
৬৩০ কৃষিবিদ্যা
৬৪০ গৃহস্থালী
৬৫০ ব্যবসা, মোকাম-তত্ত্ব
৬৬০ রাসায়নিক শিল্প
৬৭০ শিল্পী-ব্যবসায়
৬৮০ নির্ম্মাণ শিল্প
৬৯০ বাস্তু-বিদ্যা
৭০০ ললিত কলা
৭১০ শোভন-শিল্পকলা
৭২০ স্থাপত্য শিল্প
৭৩০ ভাস্কর্য্য
৭৪০ অঙ্কন, অলঙ্কার, কলা-কৌশল
৭৫০ চিত্রণ বিদ্যা
৭৬০ তক্ষণ-শিল্প
৭৭০ আলোকচিত্র
৭৮০ সঙ্গীত শাস্ত্র
৭৯০ আমোদ-প্রমোদ
৮০০ সাহিত্য
৮১০ আমেরিকান সাহিত্য
৮২০ ইংরেজী সাহিত্য
৮৩০ জার্ম্মান সাহিত্য
৮৪০ ফরাসী সাহিত্য
৮৫০ ইটালীয় সাহিত্য
৮৬০ স্পেনীয় সাহিত্য
৮৭০ ল্যাটিন সাহিত্য
৮৮০ গ্রীক সাহিত্য
৮৯০ বিভিন্ন সাহিত্য
৯০০ ইতিহাস
৯১০ ভূগোল, ভ্রমণ, বর্ণনা
৯২০ জীবনী
৯৩০ প্রাচীন ইতিহাস

আধুনিক ইতিহাস:
৯৪০ ইউরোপ
৯৫০ এশিয়া
৯৬০ আফ্রিকা
৯৭০ উত্তর আমেরিকা
৯৮০ দক্ষিণ আমেরিকা
৯৯০ ওশেনিয়া ও মেরুপ্রদেশ

"ডিউই দশমিক বর্গীকরণ"

তৃতীয় কল্প

—*—

সাধারণ জ্ঞান

০০০ সাধারণ রচনা, প্রস্তাবনা
০০১ সাধারণ জ্ঞান
০০২
০০৩
০০৪
০০৫
০০৬
০০৭
০০৮
০০৯
০১০ গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট
০১১ সাধারণ গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট
০১২ স্বাতন্ত্র্য
০১৩ গ্রন্থকার বিশেষ
০১৪ রীতি বিশেষ, ছদ্মনাম
০১৫ দেশ বিশেষ
০১৬ বিষয় বিশেষ
০১৭ শ্রেণীবদ্ধ পুস্তক-তালিকা
০১৮ গ্রন্থকার-তালিকা
০১৯ অভিধান তালিকা
০২০ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
০২১ স্থাপনা, সীমা ও উপযোগ
০২২ গ্রন্থাগার ভবন
০২৩ পরিচালন ও অনুষ্ঠান
০২৪ পাঠক বিষয়ক নিয়মাবলী
০২৫ গ্রন্থাগার পরিচালন বিভাগ
০২৬ বিশেষ গ্রন্থাগার
০২৭ সাধারণ গ্রন্থাগার
০২৮ পঠন ও পাঠ্য
০২৯ সাহিত্যানুশীলন, আয়াসলাঘবকারী প্রচেষ্টা
০৩০ সাধারণ বিষয়-কোষ
০৩১ আমেরিকান
০৩২ ইংরেজী
০৩৩ জার্ম্মাণী
০৩৪ ফরাসী
০৩৫ ইটালীয়
০৩৬ স্পেনীয়
০৩৭ শ্লাভ জাতীয়
০৩৮ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি
০৩৯ অন্যান্য
০৪০ বিবিধ সংগ্রহ
০৪১ আমেরিকান
০৪২ ইংরেজী
০৪৩ জার্ম্মাণী
০৪৪ ফরাসী
০৪৫ ইটালীয়
০৪৬ স্পেনীয়
০৪৭ শ্লাভ জাতীয়
০৪৮ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি
০৪৯ অন্যান্য
০৫০ সাধারণ সাময়িক পত্রিকা

০৫১ আমেরিকান
০৫২ ইংরেজী
০৫৩ জার্ম্মাণী
০৫৪ ফরাসী
০৫৫ ইটালীয়
০৫৬ স্পেনীয়
০৫৭ শ্লাভ জাতীয়
০৫৮ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি
০৫৯ অন্যান্য

০৬০ বিদ্বৎ পরিষৎ

০৬১ আমেরিকান
০৬২ ইংরেজী
০৬৩ জার্ম্মাণী
০৬৪ ফরাসী
০৬৫ ইটালীয়
০৬৬ স্পেনীয়
০৬৭ শ্লাভ জাতীয়
০৫৮ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি
০৬৯ যাদুঘর

০৭০ পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন প্রভৃতি : সংবাদপত্র

০৭১ আমেরিকান
০৭২ ইংরেজী
০৭৩ জার্ম্মাণী
০৭৪ ফরাসী
০৭৫ ইটালীয়
০৭৬ স্পেনীয়
০৭৭ শ্লাভ জাতীয়
০৭৮ নরওয়ে, সুইডেন
০৭৯ অন্যান্য

০৮০ বিশিষ্ট গ্রন্থাগার, বহুগ্রন্থ রচনা, সংকলন গ্রন্থ [Collections], সঞ্চয়ন, গ্রন্থ-সংগ্রহ (Series)

০৮১ ব্যক্তিগত
০৮২ বহু লেখকের বিবিধ রচনা-সমৃদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থ
০৮৩ সরকারী প্রকাশিত পুস্তকাদি
০৮৪
০৮৫
০৮৬
০৮৭ বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের জন্য
০৮৮
০৮৯

০৯০ দুর্লভ গ্রন্থ

০৯১ পুঁথি, হস্তলিপি
০৯২ খোদিত ফলক হইতে মুদ্রিত পুস্তক
০৯৩ প্রাচীন মুদ্রণ, আদি মুদ্রণ
০৯৪ দুর্লভ মুদ্রণ, গোপন মুদ্রণ
০৯৫ দুর্লভ বাঁধাই
০৯৬ দুর্লভ চিত্র বা বস্তু
০৯৭ মালিকত্ব, বুকপ্লেট ইত্যাদি
০৯৮ নিষিদ্ধ, হৃত, আনুমানিক
০৯৯ অন্যান্য দুর্লভ সংগ্রহ

দর্শন শাস্ত্র

১০০ দর্শন-শাস্ত্র

১০১ উপযোগ
১০২ সংক্ষিপ্ত সার
১০৩ শব্দ-কোষ
১০৪ রচনা
১০৫ সাময়িক পত্রিকা
১০৬ পরিষৎ
১০৭ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা
১০৮ গ্রন্থাবলী
১০৯ ইতিহাস

১১০ অধ্যাত্ম বিদ্যা

১১১ তত্ত্ব-দর্শন
১১২ ব্যবস্থা শাস্ত্র
১১৩ বিশ্ব-জ্ঞান
১১৪ ব্যবধান
১১৫ কাল
১১৬ গতি
১১৭ বস্তু
১১৮ তেজ
১১৯ পরিমাণ, সংখ্যা
১২০ বিভিন্ন অধ্যাত্ম বিদ্যা
১২১ জ্ঞান, উৎপত্তি, সীমা
১২২ কারণবাদ, কারণ ও পরিণাম
১২৩ মুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা
১২৪ মীমাংসা, হেতুবিদ্যা
১২৫ অসীম ও সসীম
১২৬ চৈতন্য, ব্যক্তিত্ব
১২৭ অজ্ঞান, যন্ত্র-পুত্তলিকা
১২৮ জীবাত্মা
১২৯ ব্যক্তিগত জীবনীশক্তির উৎপত্তি
১৩০ শারীরিক ও মানসিক মতবাদ
১৩০·১ দেহ ও মন
১৩১ মানসিক অবস্থা
১৩২ মানসিক বিকার, জড়ত্ব
১৩৩ ইন্দ্রজাল বিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা
১৩৩·১ প্রেততত্ত্ব
১৩৩·১১ ওস্তাদিবিদ্যা [ওঝাগিরি]
১৩৩·১২ বশীকরণ, তুকতাক্
১৩৩·৩ ভবিষ্যদ্বাণী, প্রেরণা
১৩৩·৫ ফলিত জ্যোতিষ, ঠিকুজী
১৩৩·৬ সামুদ্রিক বিদ্যা, হস্তরেখাবিচার
১৩৩·৯ পরলোকতত্ত্ব
১৩৪ সম্মোহন বিদ্যা, মৈস্মর-তত্ত্ব
১৩৫ নিদ্রা, স্বপ্ন, স্বপ্ন-প্রয়াণ
১৩৬ মনোবিজ্ঞান
১৩৬·৭ শিশুমনস্তত্ত্ব
১৩৭ ব্যক্তিত্ব, স্বভাব
১৩৮ মুখ-সামুদ্রিক
১৩৯ মস্তিষ্ক-সামুদ্রিক
১৪০ দার্শনিক তত্ত্ব
১৪১ ভাববাদ, তুরীয়দর্শন
১৪২ সমালোচনামূলক দর্শন
১৪৩ নৈসর্গিকবাদ
১৪৪ প্রত্যক্ষৈকবাদ
১৪৫ ঐন্দ্রিয়মূলকতাবাদ
১৪৬ জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ
১৪৭ অভেদবাদ, ঐক্যবাদ
১৪৮ সার সংগ্রহবাদ
১৪৯ বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব
১৫০ মনস্তত্ত্ব
১৫১ বুদ্ধি
১৫১·১ প্রতিভা, মনস্বিতা
·৩ পশু মনস্তত্ত্ব
১৫২ প্রজ্ঞা
১৫৩ মনন বৃত্তি, চেতনা
১৫৪ স্মৃতিশক্তি
১৫৫ কল্পনা
১৫৬ বিবেচনা
১৫৭ ভালবাসা, আবেগ, স্নেহ
১৫৮ বোধশক্তি, কামনা
১৫৯ ইচ্ছাশক্তি
১৬০ তর্ক-শাস্ত্র
১৬১ আগমন শাস্ত্র
১৬২ নিগমন শাস্ত্র
১৬৩ অনুমোদন বিদ্যা
১৬৪ সাঙ্কেতিক
১৬৫ ভ্রান্তির উৎপত্তি, ভ্রান্তযুক্তি

১৬৬ অনুমান বাক্য, উপলক্ষিত তর্ক
১৬৭ অমূলক অনুমান
১৬৮ বিতর্ক ও প্রতীতি
১৬৯ সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য

১৭০ নীতিশাস্ত্র

১৭১ মতবাদ
১৭২ রাষ্ট্রীয়নীতি
১৭৩ পারিবারিক নীতি
১৭৪ ব্যবহার নীতি
১৭৫ প্রমোদ নীতি
১৭৬ যৌন নীতি
১৭৭ সামাজিক নীতি
১৭৭.৬ মৈত্রী
.৭ দয়া, মানবতা
১৭৮ মিতাচার
১৭৯ বিভিন্ন নীতি
১৭৯.৯ ব্রহ্মচর্য
(২৯৪.৪৪১১৪ দ্রষ্টব্য)

১৮০ প্রাচীন ও প্রাচ্য দার্শনিক মতবাদ

১৮১ প্রাচ্য দর্শন

ভারতীয় দর্শন*

১৮১.৪ প্রাচ্য দর্শন সাধারণ
.৪০১ উপযোগ
.৪০২ সংক্ষিপ্ত
.৪০৩ অভিধান কোষ
.৪০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা
.৪০৫ সাময়িক পত্রিকা, দর্শন পত্রিকা
.৪০৬ প্রতিষ্ঠান
.৪০৭ বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষা
.৪০৮ উদ্ধৃতি, সূত্র ইত্যাদি
.৪০৯ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস
১৮১.৪১ বস্তুবাদ এবং নিরীশ্বর দর্শন
.৪১১ চার্ব্বাক বা লোকায়ত দর্শন
১৮১.৪১২
.৪১৩ আজীবিক মত
.৪১৪ সাংখ্য (কপিল) দর্শন
.৪২
.৪৩ বৌদ্ধ দর্শন
.৪৪ জৈন দর্শন
.৪৫ পতঞ্জলির যোগ দর্শন
.৪৬ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন—
.৪৭ মীমাংসা (পূর্ব মীমাংসা, জৈমিনি)
.৪৭১ কুমারিলভট্ট
.৪৭২ প্রভাকর
.৪৮ বেদান্ত দর্শন
.৪৮১ অদ্বৈত (শঙ্কর)
.৪৮২ বিশিষ্টাদ্বৈত (রামানুজ)
.৪৮৩ দ্বৈতাদ্বৈত (নিম্বার্ক)
.৪৮৪ দ্বৈত (মাধ্ব)
.৪৮৫ শুদ্ধাদ্বৈত (বল্লভাচার্য)
.৪৮৬ সনৎ সুজাতীয় আধ্যাত্ম শাস্ত্র
.৪৮৭ মায়াবাদ
.৪৮৮
.৪৮৯ অন্যান্য মতবাদ
.৪৯
১৮২ প্রাচীন গ্রীক দর্শন
১৮৩ সোফিষ্ট ও সক্রেটিস
১৮৪ প্লেটো বা প্লুতনীয়

* 'ডিউই'র অনুসরণে পরিবর্দ্ধিত।

১৮৫ আরিষ্টটল
১৮৬ নবপ্লুতনীয়
১৮৭ এপিকিউরিয়ান
১৮৮ ষ্টোইক
১৮৯ প্রাচীন খৃষ্টীয় ও মধ্যযুগ
১৯০ আধুনিক দর্শন
১৯১ আমেরিকান
১৯২ ইংরেজী
১৯৩ জার্ম্মাণ
১৯৪ ফরাসী
১৯৫ ইটালীয়
১৯৬ স্পেনীয়
১৯৭ শ্লাভজাতীয়
১৯৮ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি
১৯৯ অন্যান্য

ধর্ম্ম শাস্ত্র

২০০ ধর্মশাস্ত্র
২০১ দর্শন, তত্ত্ব, কল্পনা
২০২ উপযোগ
২০৩ শব্দ-কোষ
২০৪ রচনা, বক্তৃতা, আলোচনা
২০৫ সাময়িক পত্রিকা
২০৬ পরিষৎ
২০৭ বিদ্যা
২০৮ গ্রন্থাবলী
২০৯ ধর্ম্মের ইতিহাস
২১০ প্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদ
২১১ একেশ্বরবাদ
২১২ অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্মবিদ্যা
২১৩ সৃষ্টি, বিবর্তন
২১৪ দূরদর্শন, অদৃষ্টবাদ
২১৫ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান
২১৬ সৎ, অসৎ, নষ্টাচার
২১৭ পূজা, প্রার্থনা
২১৮ ভবিষ্য-জীবন, অমরত্ব
২১৯ সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য
২২০ বাইবেল
২২১ প্রাচীন নিয়ম
২২২ ঐতিহাসিক
২২৩ কাব্য-লিখিত
২২৪ ভবিষ্যৎসূচক
২২৫ নূতন নিয়ম
২২৬ সুসমাচার
২২৭ লিপি
২২৮ প্রত্যাদেশ
২২৯ সন্দিগ্ধ-অংশ
২৩০ খৃষ্টীয় তত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান
২৩১ অদ্বৈত, দ্বৈত, ত্রিত্ব
২৩২ খৃষ্ট, খৃষ্টতত্ত্ব—
২৩২.৯ যীশুখৃষ্ট
২৩৩ মানব, পতন, পাপ
২৩৪ মুক্তি, মোক্ষ
২৩৫ দেবতা, অপদেবতা, দানব
২৩৬ অন্তিম বিচার, মৃত্যু বিচার
২৩৭ ভবিষ্য-জীবন
২৩৮ খৃষ্টীয় সারমর্ম্ম, খৃষ্টীয় প্রশ্নোত্তরমালা
২৩৯ খৃষ্টীয় যুক্তিতর্ক
২৪০ ব্যবহারিক উপাসনা
২৪১ শিক্ষাদানোপযোগী
২৪২ অনুধ্যানপরায়ণ, অধ্যয়শীল
২৪৩ উপদেশাত্মক
২৪৪ বিবিধ
২৪৫ স্তবগান, স্তুতিগান
২৪৬ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান
২৪৭ পূজার পাত্র ও উপকরণ

২৪৮ তপশ্চরণ
২৪৯ পারিবারিক সাধনা
২৫০ ধর্ম্মপ্রচার, যাজকীয়
২৫১ ধর্ম্মোপদেশ, প্রচার
২৫২ উপদেশাবলী
২৫৩ গৃহী প্রচারক বিষয়ক
২৫৪ যাজক-ভূমিকা, কৌমার ব্রত
২৫৫ ভাই ভগিনী ভাব
২৫৬ পল্লীপ্রচার পরিষদ
২৫৭ পল্লীশিক্ষা কার্য্য
২৫৮ পল্লীসংস্কার কার্য্য
২৫৯ বিভিন্ন যাজন-কার্য্য
২৬০ উপাসনা মন্দির
২৬১ গির্জ্জা
২৬২ রাজধর্ম্ম নীতি
২৬৩ বিশ্রাম দিবস, রবিবার
২৬৪ সর্ব্বজনীন প্রার্থনা
২৬৫ সংস্কার করণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান
২৬৬ প্রচার সমিতি
২৬৭ পরিষদাদি
২৬৮ রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়
২৬৯ 'সঞ্জীবন' অবসরণ
২৭৫ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস
২৭১ ধার্ম্মিক জীবন, বিহার, মঠ
২৭২ জপ, তপ, আরাধনাদি
২৭৩ পাষণ্ডমার্গ
২৭৪ য়ুরোপ
২৭৫ এশিয়া
২৭৬ আফ্রিকা
২৭৭ উত্তর আমেরিকা
২৭৮ দক্ষিণ আমেরিকা
২৭৯ ওশেনিয়া
২৮০ উপাসনা মন্দির, গির্জ্জা
২৮১ প্রাচীন
২৮১ রোম্যান ক্যাথলিক
২৮২ আমেরিকান প্রোটেষ্টাণ্ট
২৮৪ য়ুরোপীয় প্রোটেষ্টাণ্ট
২৮৫ উপাসনা-মিলিত জনমণ্ডলী
২৮৬ দীক্ষাদাতা, জল-সংস্কার
২৮৭ নৈষ্ঠিক খৃশ্চান
২৮৮ খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদী
২৮৯ বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়
২৯০ অখৃষ্টীয় ধর্ম্ম
২৯১ ধর্ম্মতত্ত্ব, তুলনামূলক পুরাণ
২৯১·৩৫ তীর্থস্থান
২৯২ গ্রীস ও রোম
২৯৩ টিউটন জাতীয়
২৯৪ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণ

*ভারতীয় ধর্ম্ম

২৯৪·০১ দর্শন, তথ্য, প্রণালী
·০২ সংক্ষিপ্তি, রীতি
·০৩ অভিধান, কোষ
·০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা,
·০৫ সাময়িক পত্রিকা
·০৬ প্রতিষ্ঠান, পরিষৎ
·০৭ শিক্ষা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা
·০৮ সংগ্রহ গ্রন্থ
·০৯ ইতিহাস
২৯৪·০০৩৫ ভারতীয়তীর্থ স্থান সমূহ
—·০১১ পুনর্জন্মবাদ
২৯৪·১ সাধারণ বৈদিক ধর্ম
·১১ সংহিতা—মূল ও অনুবাদ
·১১১ ঋগ্বেদ সংহিতা
২৯৪·১১২ অথর্ব্ব বেদসংহিতা
·১১২১ পৈপ্পলাদ শাখা

·১১২২	শৌনক শাখা
.১১৩	সামবেদসংহিতা
·১১৩১	কৌথুমী সংহীতা
·১১৪	যজুর্বেদ সংহিতা
·১১৪১	কৃষ্ণযজুর্বেদ
·১১৪১১	কাঠক
২৯৪·১১৪১২	মৈত্রায়ণী সংহিতা
·১১৪১৪	
·১১৪২	শুক্ল যজুর্বেদ (বাজসনেয়ী সংহিতা)
·১১৪২১	কাণ্ব
·১১৪২২	মাধ্যন্দিন
·১১৫১	
২৯৪·১২	ব্রাহ্মণ
·১২১	ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ
·১২১১	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
·১২১২	কৌষীতকি বা শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ
·১২১৩	
·১২১৪	লাঠ্যায়ন
·১২২	অথর্ববেদ ব্রাহ্মণ
·১২২১	গোপথ
·১২৩	সামবেদ ব্রাহ্মণ
·১২৩২	তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ় মহাব্রাহ্মণ
·১২৩৩	ষড় বিংশ ব্রাহ্মণ
·১২৩৪	জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ বা তলবকার
২৯৪·১২৩৪১	বংশ ব্রাহ্মণ
·১২৩৫	সামবিধান ব্রাহ্মণ
·১২৩৬	ছান্দোগ্য উপনিষদ বা মন্ত্র ব্রাহ্মণ
২৯৪·১২৩৭	দেবতাধ্যায় বা দৈবত
·১২৩৭১	অন্যান্য
·১২৩৮	আর্ষেয় ব্রাহ্মণ
·১২৩৯	সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
·১২৪	কৃষ্ণ যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ
·১২৪১	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
·১২৫	শুক্ল যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ বা শতপথ ব্রাহ্মণ
·১২৫১	কাণ্ব শতপথ
·১২৫২	মাধ্যন্দিন শতপথ
২৯৪·১৩	আরণ্যক
·১৩১	ঋগ্বেদ আরণ্যক
·১৩১১	ঐত্যরেয় আরণ্যক
·১৩১২	কৌষীতকি বা শাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক
·১৩২	অথর্ববেদ আরণ্যক
·১৩৩	সামবেদ আরণ্যক
·১৩৪	কৃষ্ণ যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় আরণ্যক
২৯৪·১৩৫	শুক্ল যজুর্বেদ আরণ্যক
·১৩৫১	
·১৪	উপনিষদ
২৯৪·১৪০৮	গীতা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)
·১৪১	ঋগ্বেদ উপনিষদ
·১৪১১	ঐতরেয় উপনিষদ
·১৪১২	কৌষীতকি উপনিষদ
·১৪২	অথর্ব-বৈদিক উপনিষদ
·১৪২১	মুণ্ডক
২৯৪·১৪২২	প্রশ্ন
·১৪২৩	মাণ্ডুক্য
·১৪২৪	নৃসিংহতাপনী
·১৪৩	সামবেদ উপনিষদ
·১৪৩১	ছান্দোগ্য
·১৪৩২	জৈমিনীয়

'১৪৩৩ কোম বা তলবকার
'১৪৪ কৃষ্ণ যজুর্বেদ উপনিষদ
'১৪৪১ কঠ উপনিষদ
'১৪৪২ শ্বেতাশ্বতর
'১৪৪৩ মহানারায়ণ উপনিষদ
'১৪৪৪ তৈত্তিরীয় উপনিষদ
২৯৪'১৪৪৫ মৈত্রায়ণী উপনিষদ
'১৪৪৬ কৈবল্য উপনিষদ
'১৪৫ শুক্ল যজুর্বেদ উপনিষদ
'১৪৫১ বৃহদারণ্যক
'১৪৫২ ঈশ
'১৪৫৩ জাবাল
'১৪৮ অন্যান্য উপনিষদ
'১৪৮১ যোগ
'১৪৮২ সন্ন্যাস
'১৪৮৩ শৈব
'১৪৮৪ বৈষ্ণব
'১৪৮৫ শাক্ত
'১৫ বেদাঙ্গ : সূত্র ইত্যাদি
('০১—০৯)
২৯৪'১৫০৩ নিরুক্ত
'১৫০৫ বৈদিক ব্যাকরণ
'১৫১ কল্প সূত্র
'১৫২ শ্রৌত সূত্র
২৯৪'১৫২১ ঋগ্বেদ শ্রৌত সূত্র
'১৫২১১ আশ্বলায়ন
২৯৪'১৫২১২ শাংখ্যায়ন
'১৫২২ অথর্ব্ববেদ শ্রৌত সূত্র
'১৫২২১ বৈতায়ন
'১৫২৩ সামবেদ শ্রৌত সূত্র
'১৫২৩১ লাট্যায়ন
'১৫২৩২ দ্রাহ্যায়ণ
'১৫২৩৩ জৈমিনীয়
'১৫২৪ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ শ্রৌত সূত্র
'১৫২৪১ আপস্তম্ব
'১৫২৪২ বৌধায়ন
'১৫২৪৪ হিরণ্যকেশি (সত্যাষাঢ়)
'১৫২৪৫ মানব
'১৫২৪৬ বৈথানস
'১৫২৫ শুক্ল যজুর্ব্বেদ শ্রৌত সূত্র
'১৫২৫১ কাত্যায়ন
'১৫৩ গৃহ্য সূত্র
'১৫৩১ ঋগ্বেদ গৃহ্য সূত্র
'১৫৩১১ আশ্বলায়ন
২৯৪'১৫৩১২ শাংখ্যায়ন
'১৫৩৩ সামবৈদিক গৃহ্য সূত্র
'১৫৩৩১ জৈমিনীয়
'১৫৩৩২ গোভিল
'১৫৩৩৩ খাদির
'১৫৩৩৪ কৌথুম
'১৫৩৪ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ গৃহ্যসূত্র
'১৫৩৪১ আপস্তম্ব
'১৫৩৪২ বৌধায়ন
'১৫৩৪৩ ভারদ্বাজ
'১৫৩৪৪ হিরণ্যকেশি
২৯৪'১৫৩৪৫ বৈথানস
'১৫৩৪৬ মানব
'১৫৩৪৭ কাঠ বা লোগাক্ষি
'১৫৩৫ শুক্ল যজুর্ব্বেদ গৃহ্যসূত্র
'১৫৩৫১ পারস্কর
'১৫৪ ধর্ম সূত্র
'১৫৪১ আপস্তম্ব
'১৫৪২ বৌধায়ন
২৯৪'১৫৪৩ হিরণ্যকেশি
'১৫৪৪ বৈথানস
'১৫৫ শুল্ব সূত্র

২৯৪·১৫৫১ আপস্তম্ব
·১৫৬ শ্রাদ্ধ কল্প
·১৫৬১ পিতৃমেধ
·১৫৭ সূত্র-পরিশিষ্ট
·১৫৯ প্রয়োগ
·১৫৯১ কারিকা
২৯৪·১৬ শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, অনুক্রমণী এবং অন্যান্য বেদাঙ্গ
·১৬১ প্রাতিশাখ্য
·১৬১১ ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য (শৌনক)
·১৬১২ অথর্ব্ববেদ প্রাতিশাখ্য (শৌনক)
·১৬১৩ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্য (তৈত্তিরীয়)
·১৬১৪ শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্য (কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য)
·১৬১৫ সামবেদ প্রাতিশাখ্য
·১৬১৫১ ঋক্ তন্ত্র
·১৬১৫২ পুষ্পসূত্র
২৯৪·১৬২ শিক্ষা
·১৬২১ মান্দক
·১৬২২ নারদীয়
·১৬২৩ ভারদ্বাজ
·১৬২৪ পাণিনীয়
·১৬২৫ অন্যান্য
২৯৪·১৬৩ অনুক্রমণিকা
·১৬৩১ কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণিকা (ঋক্)
·১৬৩২ ছন্দো অনুক্রমণিকা
·১৬৩৩ আর্যানুক্রমণী
·১৬৩৪ ছন্দঃ সংখ্যা
২৯৪·১৬৩৫ পাদবিধান
·১৬৩৬ শুক্ল যজুঃ সর্বানুক্রম সূত্র
২৯৪·১৬৪ অন্যান্য বেদাঙ্গ
·১৬৪১ বৃহদ্দেবতা (ঋক্)
·১৬৪২ পঞ্চ পটলিকা (অথর্ব্ববেদ)
২৯৪·১৬৫ যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা
·১৬৬ ব্যাস শিক্ষা
·১৬৭ পাণিনীয় শিক্ষা
·১৬৮ অনুক্রমণী
·১৬৮১ ঋগ্বেদ অনুক্রমণী (শৌনক)
·১৬৮২ সর্ব অনুক্রমণী (কাত্যায়ন)
·১৬৮৩ আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (সামবেদ)
·১৬৮৪ সূক্ত, পুরুষ সূক্ত
·১৬৮৫ বৃহৎ দেবতা
২৯৪·১৬৮৬ ঋগ্ বেদাঙ্গ
·১৬৯ অন্যান্য বেদাঙ্গ
·১৭ পুরাণ
·১৭১ সাত্ত্বিক পুরাণ
·১৭১১ বিষ্ণু পুরাণ
·১৭১২ ভাগবত পুরাণ
·১৭১৩ নারদীয় পুরাণ
·১৭১৪ গরুড় পুরাণ
·১৭১৫ পদ্ম পুরাণ
·১৭১৬ বরাহ পুরাণ
·১৭২ রাজস পুরাণ
·১৭২১ ব্রহ্ম পুরাণ
·১৭২২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
·১৭২৩ ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ
·১৭২৪ মার্কণ্ডেয় পুরাণ
·১৭২৫ ভবিষ্য পুরাণ
·১৭২৬ বামন পুরাণ
·১৭৩ তামস পুরাণ
·১৭৩১ শৈব পুরাণ

২৯৪·১৭৩২ লিঙ্গ পুরাণ
·১৭৩৩ স্কন্দ পুরাণ
·১৭৩৪ অগ্নি ও বায়ু পুরাণ
·১৭৩৫ মৎস্য পুরাণ
২৯৪·১৭৩৬ কূর্ম পুরাণ
·১৭৪ স্থূল পুরাণ
·১৭৫ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ
·১৭৬ আদি পুরাণ
·১৭৭
·১৭৮ উপপুরাণ এবং পুরাণের পরিপূরকাদি
·১৭৮১ গৌতমী মাহাত্ম্য
·১৭৮২ উত্তর খণ্ড
২৯৪·১৭৮৩ সৌর পুরাণ
·১৭৮৪ ক্রিয়া-যোগসার
·১৭৮৫ দেবী-ভাগবত, দেবীপুরাণ
·১৭৮৬ মহাভাগবত পুরাণ
·১৭৮৭ নারদীয় উপপুরাণ
·১৭৮৮ দেবী মাহাত্ম্য (চণ্ডী)
·১৭৮৯ অন্যান্য
·১৭৮৯১ ভবিষ্যোত্তর পুরাণ
·১৭৮৯২ সনৎকুমারীয় সংহিতা
·১৭৮৯৩ সূত সংহিতা
·১৭৮৯৪ ব্রহ্ম গীতা
·১৭৮৯৫ সূত-গীতা
·১৭৮৯৬ সৌর-সংহিতা
·১৭৮৯৭ শঙ্কর (অগস্ত্য) সংহিতা
·১৭৮৯৮ কাশী খণ্ড
২৯৪·১৭৮৯৯ উৎকল খণ্ড
·১৭৯ অন্যান্য উপপুরাণ ও মাহাত্ম্যাদি
·১৭৯১ গয়া-মাহাত্ম্য
১৭৯২ অধ্যাত্ম-রামায়ণ
২৯৪·১৭৯৩ নচিকেতোপাখ্যান
·১৭৯৪ বিষ্ণু-ধর্মোত্তর
·১৭৯৫ বৃহৎ ধর্ম পুরাণ
·১৭৯৬ শিব পুরাণ
·১৭৯৭ গণেশ পুরাণ
·১৭৯৮ অন্যান্য
·১৭৯৮১ নীলমত পুরাণ
·১৭৯৮২ কল্কি পুরাণ
·১৭৯৮৩ কালিকা পুরাণ
·১৭৯৮৪ খিল হরিবংশ
·১৭৯৮৫ মহাভারত সংহিতা, জৈমিনি ভারত

২৯৪·১৮ তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্মচর্চা

·১৮১ সংহিতা
·১৮১১ অহির্বুধ্ন্য সংহিতা
·১৮১২ ঈশ্বর সংহিতা
·১৮১৩ নারদপঞ্চরাত্র
·১৮২ আগম
·১৮৩ তন্ত্র মূলগ্রন্থাংশ
·১৮৩১ মহানির্বাণ তন্ত্র
·১৮৩২ কুলার্ণব তন্ত্র
·১৮৩৩ কুলচূড়ামণি তন্ত্র
·১৮৩৪ প্রপঞ্চসার
·১৮৩৫ তন্ত্ররাজ
·১৮৩৬ তারাতন্ত্র
·১৮৩৭ জ্ঞানার্ণব তন্ত্র
·১৮৩৮ অন্যান্য
·১৮৩৮১ সারদা-তিলক
.১৮৩৮২ কুব্জিকা তন্ত্র
·১৮৩৮৩ পরমেশ্বর তন্ত্র
·১৮৩৮৪ বামকেশ্বর তন্ত্র
·১৮৩৮৫ শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি
·১৮৩৮৬ তন্ত্রসমুচ্চয়

২৯৪·১৮৩৯ অন্যান্য ; যোগিণী তন্ত্র রাধাতন্ত্র ইত্যাদি
·১৮৪ তান্ত্রিক ধর্মচর্চা
·১৮৪১ পশ্বাচার
·১৮৪২ বীরাচার
·১৮৪৩ ষট্‌চক্র
২৯৪·২ বেদের পরবর্তী ধর্ম্ম ও বীর যুগ

(বৌদ্ধ ধর্ম্ম*

২৯৪·৩ বৌদ্ধ ধর্ম : সাধারণ
·৩১ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম
·৩২
·৩৩ মহাযান, প্রজ্ঞা পারমিতা
·৩৩১ হীনযান
·৩৪ বিনয় পিটক
২৯৪·৩৪১ পাতিমোক্ষ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী
·৩৪৩ চুল্লবগ্‌গ : মহাবগ্‌গ
·৩৪৪ আধুনিক বিনয়
·৩৫ সুত্ত পিটক
·৩৫১ দীর্ঘনিকায়
·৩৫২ মজ্ঝিম নিকায়
·৩৫৩ সংযুক্ত নিকায়
·৩৫৪ অঙ্গুত্তর নিকায়
·৩৬ ধম্মপদ-ধম্মট্‌ঠকথা
·৩৬১ উদানম্
·৩৬২ সুত্ত নিপাত
·৩৬৩ বিমান বথু
·৩৬৪ থের গাথা
২৯৪·৩৬৫ থেরি গাথা
·৩৬৬ জাতক
·৩৬৭ অপদান : নিদ্দেস
·৩৬৮ বুদ্ধ বংশ
২৯৪·৩৬৯ চরিয়াপিটক
২৯৪·৩৭ অভিধম্ম পিটক
·৩৭১ ধম্ম সঙ্গিনী
·৩৭২
·৩৭৩ পুগ্‌গল পংতি
·৩৭৪ কথা বথু
·৩৭৫ মিলিন্দ পঞ্‌হো
·৩৭৬ বিসুদ্ধিমগ্‌গ
·৩৭৭ অষ্টাঙ্গিক মার্গ
·৩৮ সাধারণ
·৩৯ পালি গ্রন্থ : সাধারণ.
·৩৯১ যোগী বা নাথ ধর্ম

২৯৪·৪ জৈনধর্ম*

·৪০১ উৎস, উপযোগিতা ইত্যাদি
২৯৪·৪০২ সংক্ষিপ্তি
·৪০৩ অভিধান, কোষ
·৪০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ধর্মোপদেশ
·৪০৫ সাময়িক পত্রিকা
·৪০৬ প্রতিষ্ঠান
·৪০৭ বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষণ
·৪০৮ সংগ্রহ গ্রন্থ
·৪০৯ জৈন ধর্মের ইতিহাস
·৪১ জৈন দর্শন এবং জ্ঞান-তথ্য
·৪২ জৈন পরাতত্ত্ব
·৪২১ তত্ত্ব
·৪২১১ জীব
·৪২১২ অজীব
·৪২১৩ অসর্ব
·৪২১৪ বন্ধ
·৪২১৫ সম্বর
·৪২১৬ নির্জর
·৪২১৭ সিদ্ধ
·৪৩ জৈন তর্কশাস্ত্র

২৯৪'৪৪ জৈন শীলধর্ম
'৪৪১ ব্রত
'৪৪১১ অনুব্রত
'৪৪১১১ অহিংসা
'৪৪১১২ সত্য
'৪৪১১৩ অস্তেয়
'৪৪১১৪ ব্রহ্মচর্য
'৪৪১১৫ অপরিগ্রহ
'৪৪১১৬
'৪৪১২ গুণব্রত
'৪৪১২১ দিগব্রত
'৪৪১২২ দেশব্রত
২৯৪'৪৪১২৩ অনর্থ-কাণ্ড ব্রত
'৪৪১৩ শিক্ষাব্রত
'৪৪১৩১ সমাধি
'৪৪১৩২ প্রসাধোপবাস
'৪৪১৩৩ ভোগোপভোগ পরিমাণ
'৪৪১৩৪ অতিথি সম্বিভাগ
'৪৪১৩৪২ মহাব্রত
'৪৪১৩৪৫ আগম, সিদ্ধান্ত
'৪৫১ প্রথম অনুযোগ (জীবনী)
'৪৫১১ তীর্থঙ্করদের জীবনী
'৪৫১১১ সংস্কৃত
'৪৫১১২ প্রাকৃত
'৪৫১১৩ হিন্দী
৪৫১১৪ বাংলা
'৪৫১১৫ মারাঠী
'৪৫১১৬ গুজরাটী
'৪৫১২ গণধরদের জীবনী
'৪৫১৩ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী
'৪৫১৩২ চরণানুযোগ
'৪৫১৩৩ করণানুযোগ

২৯৪'৪৫১৩৪
'৪৬ জৈন পুরাণ
'৪৭
'৪৮ জৈন সম্প্রদায়
'৪৮১ দিগম্বর
'৪৮২ শ্বেতাম্বর
'৪৮৩ পূজেরা
'৪৮৪ ধুন্দিয়া
'৪৮৫ থেরপন্থী
'৪৮৬ শ্রাবক
২৯৪'৪৮৭ অজীবক
'৪৮৮ অন্যান্য সম্প্রদায়
'৪৮৮১ বিশপন্থী
'৪৮৮২ সমাইয়া পন্থী
'৪৮৮৩ তোতাপন্থী
'৪৯ বিশেষ আলোচনা
'৫ **ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং পরবর্তী হিন্দুধর্ম (সাধারণ)**
২৯৪'৫০০৩৫ হিন্দুতীর্থ
'৫০০৩৭ ব্রত, পূজাপদ্ধতি
'৫০১ দর্শন, তথ্য, প্রণালী
'৫০১১ বর্ণাশ্রম;—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস (আশ্রম)
'৫০২ সংক্ষিপ্তি
'৫০৩ অভিধান, কোষ
'৫০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিতর্ক
'৫০৫ সাময়িক পত্রিকা
'৫০৬ প্রতিষ্ঠান
'৫০৭ শিক্ষা : ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়
'৫০৮ সংগ্রহ গ্রন্থ, উদ্ধৃতি
'৫০৯ ইতিহাস
২৯৪'৫১ বৈষ্ণব ধর্ম

২৯৪·৫১১ ভাগবত পন্থী
·৫১২
·৫১৩
·৫১৪ পঞ্চরাত্র
·৫১৫ নরসিংহ সম্প্রদায়
·৫১৬
·৫১৭
·৫১৮
·৫১৯ অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২৯৪·৫২ শৈব ধর্ম
·৫২১ পাশুপত
·৫২২ আগমবাদী শৈব
·৫২৩ কাশ্মীর শৈব
২৯৪·৫২৪ বীর শৈব (দক্ষিণ ভারত)
·৫২৫
·৫২৬
·৫২৭
·৫২৮
·৫২৯ অন্যান্য শৈব সম্প্রদায়
·৫৩ শাক্ত ধর্ম
·৫৪ শ্রীচৈতন্য
·৫৪১ চৈতন্য পার্ষদ
·৫৫ ভক্তি
·৫৫১ কবীর পন্থী
·৫৫২ দাদূ পন্থী
·৫৫৩
·৫৫৪ রাধাস্বামী
·৫৫৫
·৫৫৬ কর্তাভজা
·৫৫৭ সহজিয়া সাধন
·৫৫৮ শিখ ধর্ম
২৯৪·৫৫৯
·৫৬ ব্রাহ্ম সমাজ

২৯৪·৫৭ অরবিন্দ ও অরবিন্দ আশ্রম
·৫৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন
·৫৮১ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা
·৫৮২ নিবেদিতা ও অন্যান্য স্বামীজীদের রচনা
·৫৯ অন্যান্য সম্প্রদায়
·৫৯১ গাণপত্য
·৫৯২ ষন্মুখ ধর্ম
·৫৯৩ সৌর ধর্ম
·৫৯৪ আর্য্য সমাজ
·৫৯৫ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
·৫৯৬ থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, ব্রহ্মবিদ্যা ও অ্যানিবেশন্ত
২৯৪·৫৯৬১
·৫৯৭
·৫৯৮
·৫৯৯ অন্যান্য

২৯৫ পার্শী ধর্ম
·৮২ আবেস্তা
২৯৬ ইহুদী ধর্ম
২৯৭ ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম*

·০১ উৎস, তথ্য
·০২ সংক্ষিপ্তি
·০৩ অভিধান, কোষ
·০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ধর্মোপদেশ
·০৫ সাময়িক পত্রিকা
·০৬ প্রতিষ্ঠান
·০৬১ বিশেষ প্রতিষ্ঠান
·০৬১১ রাইত্-উমল্
·০৬১২ মসজিদ
·০৬১৩ ওয়াকৃফ
·০৬১৪ সমাধি মন্দির

২৯৭·০৬২ প্যান ইশ্লামিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
·০৬২৪-৯ বিশেষ বিশেষ দেশের প্রতিষ্ঠান
·০৬৩ সভা সম্মেলন
·০৭ বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষণ, ধর্মবিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
·০৮ সংগ্রহ গ্রন্থ, উদ্ধৃতি
·০৯ ইশ্লামিক ধর্মের ইতিহাস (২৯৭·৯ দ্রষ্টব্য)
২৯৭·১ কোরাণ : সাধারণ
·১১ কোরাণ-দর্শন
·১২ আবৃত্তির নিয়ম (তাজিদ্-ই-কিরাত্)
·১৩ অভিধান, কোষ
·১৪ কোরাণের মূল অংশ
·১৪১ মূল গ্রন্থাংশের সংকলন
·১৪২ মূল গ্রন্থাংশ
·১৫ কোরাণের অনুবাদ (ভাষা অনুসারে বিভক্ত)
·১৬ ভাষ্য (তফ্সির)
·১৬১ কোরাণব্যাখ্যার নীতি (উশ্বল-ই-তফ্সির)
·১৬২ সাধারণ ভাষ্য (ভাষা অনুসারে বিভক্ত)
·১৬৩ সাম্প্রদায়িক ভাষ্য (সুন্নী, শিয়া ইত্যাদি)
·১৭ সাহিত্যিক সমালোচনা
·১৮ বিবিধ : বিশেষ বিষয়
·১৯ কোরাণীয় ভূগোল ও ইতিহাস
·২ ঐতিহ্য : সাধারণ রচনা
·২১ হদীথের নীতি (উশ্বল-ই-হদীথ্)
২৯৭·২২
·২৩ হদীদের অভিধান
·২৪ মূল গ্রন্থাংশ
·২৫ অনুবাদ (ভাষা অনুসারে বিভক্ত)
·২৬ হদীথের ভাষ্য
·২৭ শিয়া হদীথ
·২৮ বিবিধ সংগ্রহ গ্রন্থ, উদ্ধৃতি
২৯৭·২৯ হদীথের ইতিহাস ও জীবনী
·২৯২ বর্ণনাকারীদের জীবনী (অস্মা-উর্-রিজল্)
·৩ ইসলামীয় আইন-শাস্ত্র (ফিকা)
·৩১ ইসলামীয় আইন শাস্ত্রের তত্ত্ব (উশ্বল্-ই-ফিকা)
·৩২ আইনশাস্ত্রে সাধারণ রচনা
·৩২১ হানাফী
·৩২২ শাফায়ী
·৩২৩ হাম্বালী
·৩২৪ মালিকী
·৩২৫ শিয়া
·৩২৯ অন্যান্য
·৩৩ অভিধান, কোষ
·৩৪ উত্তরাধিকার আইন
·৩৫ সংক্ষিপ্তি ও রায় (ফতোয়া)
·৩৬ আইন সম্পর্কীয় তর্কাদি
·৩৭
·৩৮ বিবিধ
·৩৯ ইসলামীয় আইন শাস্ত্রের ইতিহাস
·৪ ধর্মীয় মতবাদ : অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত ধর্মতত্ত্ব (কালাম)
·৪১ ধর্মসম্বন্ধীয় বিতর্কের দর্শন-তত্ত্ব

২৯৭·৪২ অন্ধবিশ্বাস প্রসূত ধর্মতত্ত্বের উপর সাধারণ আলোচনা (কালাম)
২৯৭·৪২১ প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসী মতবাদ (কালাম-ই-জাদিদ)
·৪২২ আধুনিক অন্ধবিশ্বাসী মতবাদ (কালাম-ই-কাদিম)
·৪৩ ঈশ্বর :
·৪৪ ধর্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ
·৪৪১ অলৌকিক ঘটনাবলী
·৪৪২ মিরাজ
·৪৪৩ ইন্‌স্রাহি সাদ্‌র্
·৪৫ স্বর্গীয়দূত, শয়তান
·৪৬ পরপারবার্ত্তা
·৪৬১ মৃত্যু
·৪৬২ মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা (বর্‌জক্)
·৪৬৩ মৃতের পুনরভ্যুত্থান
·৪৬৪ বিচারের দিন
·৪৬৫ স্বর্গ
·৪৬৬ নরক
·৪৭ তুলনাত্মক আলোচনা
·৪৭১ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের চক্ষে ইসলাম
·৪৭২ ইসলাম এবং য়িহুদী ধর্ম্ম
·৪৭৩ ইসলাম এবং খৃষ্টধর্ম
·৪৭৪ ইসলাম এবং ভারতীয় ধর্ম
·৪৮
·৪৯ কালামের ইতিহাস
·৫ ভক্তিমূলক : ব্যবহারিক
·৫১ তত্ত্ব ও উপযোগিতা
·৫২ সংক্ষিপ্তি, রীতি
·৫৩ প্রার্থনা, ধর্মীয় কবিতা
২৯৭·৫৪
·৫৫
·৫৬ ধর্মীয় উৎসব এবং অনুষ্ঠান
·৫৭ কবচাদি
·৫৮ বিবিধ
·৫৯ ভক্তিমূলক ব্যবহার-পদ্ধতির ইতিহাস
·৬ সুফী মতবাদ
·৬১ তত্ত্ব এবং দর্শন
·৬২ সংক্ষিপ্তি, নীতিবাক্য
·৬৩ অভিধান, সুফী শব্দ ও বাগ্‌ধারা
·৬৪ বক্তৃতা, ধর্ম্মোপদেশ
·৬৫ সাময়িক পত্রিকা
·৬৬ সুফী নীতিশাস্ত্র ও শিষ্টাচার
·৬৭ ক্ষুদ্র অলৌকিক ঘটনা সমূহ (কেরামৎ)
·৬৮ সুফী মতবাদের বিভিন্ন শ্রেণী
·৬৮১ সুহ্‌রাওয়ার্দী
·৬৮২ কাদ্‌রী
·৬৮৩ নক্‌শ্‌-বন্দী
·৬৮৪ চিস্তি
·৬৮৫ অন্যান্য
·৬৯ সুফী মতবাদের ইতিহাস (দেশ অনুসারে বিভক্ত)
·৭ নীতিধর্ম
·৮ সম্প্রদায়
·৮১ সুন্নী
·৮১১ হানাফী
·৮১২ শাফায়ী
২৯৭·৮১৩ মালিকী
·৮১৪ হাম্বালী
·৮২ শিয়া

২৯৭·৮২১	ইমামীইয়া, আস্‌না আগারিয়া
·৮২২	ইসমালীয়া ; সবিইয়া
·৮২৩	উস্‌লী
·৮২৪	আখ্‌বরী
·৮২৫	জৈদী
·৮২৬	মেহ্‌দ্‌বী
·৮২৭	নুসৈরী
·৮২৮	
·৮২৯	
·৮২৯১	মহ্‌রম
·৮২৯২	চেহ্‌লাম
·৮৩	খারিজিত
·৮৪	মুতাজালা
·৮৫	আহি-ই-কোরাণ
·৮৬	আহি-ই-হদীথ্‌ (ওয়াহাবী)
·৮৭	আহ্‌মদীয়া
·৮৮	অন্যান্য ইসলামীয় সম্প্রদায়
·৮৯	সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস
·৯	ইসলাম ধর্মের ইতিহাস (২৯৭·০৯ দ্রষ্টব্য)
·৯০১	ইতিহাসের তত্ত্ব ও দর্শন
·৯০৯	ইসলামীয় সভ্যতার ইতিহাস
·৯১	ধর্মপ্রচারকদের যুগ
·৯২	খলিফা যুগ
·৯২১	আবুবকর
·৯২২	ওমর
২৯৭·৯২৩	ওসমান
·৯২৪	আলি ও হাসান
·৯৩	ওমাইয়াদা
·৯৩২	কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা
·৯৪	আব্বাসিদিস্‌
·৯৪১	১ম আব্বাসাইদ (স্ফা হইতে মতোয়াক্কিল)
২৯৭·৯৪২	২য় আব্বাসাইদ (মতোয়াক্কিল হইতে মুসাত্তাসিম বিল্‌বিল্লা)
·৯৫	এশিয়ার মুসলমান রাজ্য
·৯৫১	স্ফায়াইদগণ
·৯৫২	সুমানাইদগণ
·৯৫৩	তুলুনাইদগণ
·৯৫৪	বুয়াইদগণ
·৯৫৫	গজনভি ও ঘোরীগণ
·৯৫৬	সেহ্‌জুকাইদগণ
·৯৫৬১	কিরমাণের সেলিজুকগণ
·৯৫৬২	সিরিয়ার ,,
·৯৫৬৩	ইরাকের ,,
·৯৫৬৪	ইকোনিয়ামের ,,
·৯৫৭	কোয়ারিসিম শাহী
·৯৫৮	জাঙ্গী
·৯৫৯	আয়ুবাইদগণ
·৯৬	আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম : সাধারণ
·৯৬১	খলিফাদিগের শাসনাধীন আফ্রিকা
·৯৬২	ইদ্রিসাইদগণ
·৯৬৩	অঘ্‌লাবাইগণ
·৯৬৪	ফাতামিদগণ
২৯৭·৯৬৫	ইজিপ্টের (মিশরীয়) আব্বাসাইদগণ
·৯৬৯	অন্যান্য বংশাদি
·৯৭	স্পেনে ইসলাম
·৯৭১	কুমায়েদগণের পূর্বেকার স্পেন
·৯৭২	বানি ওমায়াহ্‌ মঘ্‌রা
·৯৭৩	মূল্‌ক্‌-উৎ-তোয়ইফ্‌
·৯৭৪	আলমোরাভিদ্‌গণ
·৯৭৫	অলমোহায়েদ্‌গণ
·৯৭৬	গ্রানাডার নৃপতিগণ

২৯৭.৯৭৭ মুসলমান অধিকারে স্পেনের রাজ্যসমূহ
.৯৭৮ গ্রাণাডা বিজয়ের পর মুরগণ
.৯৮ অন্যান্য
.৯৯ ভ্রমণ ও জীবনী
.৯৯১ ইশ্লামীয় রাজ্যে ভ্রমণ
.৯৯২ জীবনী
.৯৯২১ পয়গম্বর ও তাঁহার পরিবারবর্গ
.৯৯২২ পয়গম্বরের অনুচরবর্গ
.৯৯২৩ তাবাঈন ও তাবাতাবি
.৯৯২৪ পীর ও উলেমা
.৯৯২৫ নৃপতিগণ
.৯৯২৬ শাসক
.৯৯২৭ যোদ্ধা
.৯৯২৮ জীবনীসমূহ
.৯৯২৯ অন্যান্য
২৯৮
২৯৯ অখৃষ্টানী বিবিধ ধর্ম

সমাজ তত্ত্ব

৩০০ **সমাজ তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান**
৩০১ সমাজতত্ত্ব : দার্শনিক, কাল্পনিক
৩০২ উপযোগ
৩০৩ শব্দ-কোষ
৩০৪ রচনা, বক্তৃতা, অভিভাষণ
৩০৫ সাময়িক পত্র
৩০৬ পরিষদাদি
৩০৭ শিক্ষা
৩০৮ গ্রন্থাবলী
৩০৯ সামাজিক ইতিহাস
৩০০.৫৪ গান্ধীজী ও তাঁহার রচনা (গান্ধীয়ানা)
৩০০.৯৫৪ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
৩০১.১৫৮ দাঙ্গা
.২৪ সমাজ সংস্কার
.৩৫ পল্লী সংস্কার
.৪ সামাজিক সংস্থা
.৪২ বিবাহ
.৪২১ বিধবা বিবাহ
.৪২২ বিবাহ পদ্ধতি, বহু বিবাহ
.৪২৪ যৌন সম্পর্ক, বাৎসায়ণ
.৪২৪৩ পতিতা, বেশ্যাবৃত্তি
.৪২৬ দাম্পত্যজীবন
.৪২৭ মাতা, মাতৃত্ব
.৪৪৪ কৃষক
.৪৫২ সামাজিক ধর্মীয় সম্প্রদায়—পার্শী, শিখ
.৯৩৪ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা
.৯৫৪ জাতিতত্ত্ব [ভারতীয়]—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি
৩১০ **পরিসংখ্যান**
৩১১ কাল্পনিক, ব্যবহারিক
৩১২ জনসংখ্যা
৩১৩ বিশিষ্ট বিষয়
৩১৪ ইউরোপ
৩১৫ এশিয়া
৩১৬ আফ্রিকা
৩১৭ উত্তর আমেরিকা
৩১৮ দক্ষিণ আমেরিকা
৩১৯ ওশেনিয়া
৩২০ **রাজনীতি-তত্ত্ব**
৩২০.১৫৮ জাতীয়তা
৩২১ রাষ্ট্রগঠন
৩২২ ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র

৩২৩ ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ
৩২৩·২ আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ
৩২৪ নির্বাচন মত
৩২৫ উপনিবেশ ও প্রবাস নিয়ম
৩২৬ দাসপ্রথা ও দাসত্ব মোচন
৩২৭ বৈদেশিক সম্বন্ধ
৩২৮ ব্যবস্থাপনা, আইন প্রণয়ন
৩২৮·৩ ব্যবস্থাপক সভা, লোক সভা, বিধান সভা ইত্যাদি
৩২৯ রাজনৈতিক সংসদ ও মতবাদ

৩৩০ অর্থ-শাস্ত্র, অর্থনীতি

৩৩০·১৫ পুঁজিবাদ
·৯ অর্থনৈতিক ভূগোল
৩৩১ শ্রম, শ্রমিক ও মালিক
৩৩১·১১ কর্ম সংস্থান
·১৩ বেকার সমস্যা
৩৩২ ব্যাঙ্ক, অর্থ, ঋণ ও সুদ
৩৩২·১ ব্যাঙ্ক
·৪ মুদ্রা
৩৩৩ ভূমি, অধিকার ও কর
৩৩৪ সমবায়
৩৩৫ সমাজ সংস্কার ও সমাজতন্ত্রবাদ
৩৩৫·১ সর্বোদয়
·৪ মার্কসবাদ, সাম্যবাদ ও কমিউনিজম
৩৩৬ সাধারণ অর্থ, খাজনা কর
৩৩৬·২৪ আয়কর
·২৬ শুল্ক
·২৭১১ আবকারী
৩৩৭ ব্যবসা ও বাণিজ্য
৩৩৭·৬ উৎপন্ন দ্রব্য, আর্থিক সংস্থা ও ব্যবস্থা
৩৩৮ শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ও উৎপাদন
৩৩৮·৬৩ কুটীর শিল্প
·৬৫ কারখানা
·৯ পরিকল্পনা
·৯৫৪ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (ভারতবর্ষ)
৩৩৯ ধন : বিতরণ ও ব্যবহার

৩৪০ আইন-শাস্ত্র

৩৪১ আন্তর্জাতিক আইন
৩৪১·১ শান্তি আন্দোলন
·১৩ রাষ্ট্রসঙ্ঘ
৩৪২ সংবিধান সম্পর্কীয় আইন ও ইতিহাস
৩৪২·৫৪ ভারতীয় সংবিধান
৩৪৩ ফৌজদারী আইন
৩৪৪ সামরিক আইন
৩৪৫ সংযুক্ত প্রদেশীয় আইন
৩৪৬ ব্রিটিশ আইন
৩৪৭ বিশেষ বিষয়ক আইন
৩৪৭·৬ উত্তরাধিকার
·৬১ দায়ভাগ
·৬২ মিতাক্ষরা
৩৪৮ ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় আইন
৩৪৯ অখৃষ্টীয় আইন
৩৪৯·৫৪ ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র

৩৫০ রাষ্ট্র শাসন

৩৫১ কেন্দ্রীয় শাসন
·৯৫ পঞ্চায়তি ”
৩৫২ প্রাদেশিক শাসন, গ্রাম ও সহর
৩৫৩ রাষ্ট্র ও সংযুক্ত রাষ্ট্র
৩৫৪ রাষ্ট্রীয়-শাসন-ব্যবস্থা
৩৫৫ সৈনিক-বিদ্যা, যুদ্ধ-বিদ্যা
৩৫৬ পদাতিক
৩৫৭ অশ্বারোহী

৩৫৮ গোলন্দাজ
৩৫৯ নৌ-সৈন্য
৩৬০ সমিতি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি
৩৬১ দাতব্য প্রতিষ্ঠান
৩৬২ হাসপাতাল, আশ্রম
৩৬২·১৫ প্রসূতি মঙ্গল, মাতৃ মঙ্গল
·৭ শিশুকল্যাণ
৩৬৩ রাজনৈতিক সভা ও সমিতি
৩৬৪ সংশোধনাগার, অপরাধ-তত্ত্ব
৩৬৫ কারাগার শাসন
৩৬৬ গুপ্ত সমিতি
৩৬৭ সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি
৩৬৮ বীমা প্রতিষ্ঠান
৩৬৯ অন্যান্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠান
৩৭০ শিক্ষা
৩৭১ শিক্ষক, শিক্ষা-প্রণালী
৩৭১·৮ ছাত্রজীবন, ছাত্র
৩৭২ প্রাথমিক শিক্ষা
৩৭৩ মাধ্যমিক বা স্কুল শিক্ষা
৩৭৪ পরিণত বয়স্কের শিক্ষা
৩৭৫ শিল্প-শিক্ষা
৩৭৬ স্ত্রী-শিক্ষা
৩৭৭ ধর্ম্মশিক্ষা : নৈতিক ও ঐহিক
৩৭৮ কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়
৩৭৮·৫৪ মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় (ভারতীয়)
৩৭৯ সাধারণ বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ
৩৮০ ব্যবসা ও বাণিজ্য, যোগাযোগ
৩৮১ দেশীয় বাণিজ্য
৩৮২ বৈদেশিক বাণিজ্য
৩৮৩ ডাক বিভাগ
৩৮৪ টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি
৩৮৫ রেলপথ
৩৮৬ খাল ও পয়ঃপ্রণালী
৩৮৭ জলযান ও আকাশ যান
৩৮৮ স্থানীয় পথঘাট, সহর ও মফঃস্বলে যোগাযোগ ব্যবস্থা
৩৮৯ মান, ওজন প্রভৃতি
৩৯০ লৌকিক আচারব্যবহার
৩৯১ পরিচ্ছদ
৩৯২ জন্ম, আবাস, যৌননীতি
৩৯২·৫ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম
৩৯৩ সৎকার, শ্রাদ্ধ
৩৯৩·৯ সতীদাহ
৩৯৪ পারিবারিক ও সামাজিক নীতি
৩৯৪·২ লোক উৎসব
·৪ অভিষেক, জুবিলি, দ্বারোদ্ঘাটন, উদ্বোধন
·৫ মেলা
৩৯৫ শিষ্টাচার
৩৯৬ নারী
৩৯৬·১ নারী আন্দোলন
৩৯৭ বেদে, ভবঘুরে
৩৯৮ উপকথা, প্রবাদ
৩৯৮·২ রূপকথা
৩৯৯ যুদ্ধনীতি

ভাষাতত্ত্ব

৪০০ ভাষা-তত্ত্ব
৪০১ শব্দ-তত্ত্ব, উৎপত্তি
৪০২ উপযোগ
৪০৩ শব্দ-কোষ
৪০৪ রচনাবলী
৪০৫ সাময়িক পত্র
৪০৬ পরিষদাদি
৪০৭ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

৪০৮ গ্রন্থাবলী, আন্তর্জাতিক ভাষা
·৯২ এস্‌পেরান্টো
৪০৯ ইতিহাস

৪১০ তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্ব

৪১১ বর্ণ-বিন্যাস, লিপিবিদ্যা
৪১২ শব্দ ব্যুৎপত্তি
৪১৩ শব্দ-কোষ
৪১৪ ধ্বনি তত্ত্ব
৪১৫ ব্যাকরণ
৪১৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪১৭ উৎসর্গ লিপি, উৎকীর্ণ লিপি, শিলালিপি, লেখমালা
৪১৮ পাঠ্যপুস্তক
৪১৯ সাঙ্কেতিক, অর্থস্থচক

৪২০ ইংরেজী ভাষা

৪২১ বর্ণ বিন্যাস
৪২২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪২৩ শব্দ-কোষ
৪২৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪২৫ ব্যাকরণ
৪২৬ অলঙ্কার ছন্দ
৪২৭ উপভাষা
৪২৮ পাঠ্যপুস্তক
৪২৯ প্রাচীন ভাষা

৪৩০ জার্ম্মান ভাষা

৪৩১ বর্ণ-বিন্যাস
৪৩২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪৩৩ শব্দ-কোষ
৪৩৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪৩৫ ব্যাকরণ
৪৩৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪৩৭ উপভাষা
৪৩৮ পাঠ্যপুস্তক
৪৩৯ প্রাচীন ভাষা
৪৩৯·৮ দিনেমার ও নরওয়েজিয়ান ভাষা (Scandinavian languages)
·৮১ দিনেমার ভাষা
·৮২ নরওয়েজিয়ান ভাষা

৪৪০ ফরাসী ভাষা

৪৪১ বর্ণ-বিন্যাস
৪৪২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪৪৩ শব্দ-কোষ
৪৪৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪৪৫ ব্যাকরণ
৪৪৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪৪৭ উপভাষা
৪৪৮ পাঠ্য পুস্তক
৪৪৯ প্রাচীন ভাষা

৪৫০ ইটালীয় ভাষা

৪৫১ বর্ণ-বিন্যাস
৪৫২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪৫৩ শব্দ-কোষ
৪৫৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪৫৫ ব্যাকরণ
৪৫৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪৫৭ উপভাষা
৪৫৮ পাঠ্য-পুস্তক
৪৫৯ প্রাচীন ভাষা

৪৬০ স্পেনীয় ভাষা

৪৬১ বর্ণ-বিন্যাস
৪৬২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪৬৩ শব্দকোষ
৪৬৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪৬৫ ব্যাকরণ
৪৬৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪৬৭ উপভাষা

৪৬৮ পাঠ্য-পুস্তক
৪৬৯ পর্ত্তুগীজ, গেলিসিয়ান

৪৭০ লাটিন ভাষা

৪৭১ বর্ণ-বিন্যাস
৪৭২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪৭৩ শব্দ-কোষ
৪৭৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪৭৫ ব্যাকরণ
৪৭৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪৭৭ উপভাষা
৪৭৮ পাঠ্য-পুস্তক
৪৭৯ অন্যান্য, ইটালীয়

৪৮০ গ্রীক ভাষা

৪৮১ বর্ণ-বিন্যাস
৪৮২ শব্দ-ব্যুৎপত্তি
৪৮৩ শব্দকোষ
৪৮৪ তুল্যার্থক শব্দ
৪৮৫ ব্যাকরণ
৪৮৬ অলঙ্কার, ছন্দ
৪৮৭ উপভাষা
৪৮৮ পাঠ্য-পুস্তক
৪৮৯ অন্যান্য হেলেনিক

৪৯০ অন্যান্য ভাষা

৪৯১ অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহ
৪৯১·১ ভারতীয় ভাষা সমূহ
·২ সংস্কৃত
·৩ পালি, প্রাকৃত
·৪ আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ
·৪১ সিন্ধী
·৪২ পাঞ্জাবী গুরুমুখী
৪৯১·৪৩ হিন্দী, উর্দু
·৪৪ বাঙ্‌লা
·৪৫ ওড়িয়া
·৪৬ মারাঠী
·৪৭ গুজরাটী
·৪৮ সিংহলী
·৪৯ অসমীয়া ও অন্যান্য

আধুনিক পারসিক ভাষা*

৪৯১·৫৫ আধুনিক পারস্য ভাষা
·৫৫০১ দর্শন
·৫৫০২ সংক্ষিপ্তি
·৫৫০৩
·৫৫০৪ প্রবন্ধ
·৫৫০৫ সাময়িক পত্রিকা
·৫৫০৬ প্রতিষ্ঠান
·৫৫০৭ বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষণ
·৫৫০৮ সংগ্রহ-গ্রন্থ
·৫৫০৯ ইতিহাস
·৫৫১০ বর্ণশুদ্ধি বিদ্যা
·৫৫১১ বর্ণমালা
·৫৫১২
·৫৫১৩
৪৯১·৫৫১৪ ধ্বনি
·৫৫১৫
·৫৫১৬
·৫৫১৭ উৎকীর্ণ লিপি
·৫৫২ উৎপত্তি
·৫৫৩ অভিধান
·৫৫৩১ বাক্যরীতি
·৫৫৩২ বহু ভাষায় অনূদিত পুস্তক (ভাষানুযায়ী বিভক্ত)

* 'ডিউই'র অনুসরণে পরিবর্দ্ধিত।

৪৯১·৫৫৩৩ প্রতিশব্দ, নানার্থক শব্দ
·৫৫৪ ব্যাকরণ
·৫৫৪১ বাক্য-রচনা
·৫৫৫ অলঙ্কারপূর্ণ গদ্য
·৫৫৬ ছন্দঃশাস্ত্র
·৫৫৬৪ তারিখ নির্ণয় লিপি
·৫৫৭ কথ্য ভাষা
·৫৫৮ মূল গ্রন্থাংশ
৪৯১·৭ রুশ ভাষা
৪৯২ হিব্রু, আরবী, পারসীক

আধুনিক আরবী ভাষা

৪৯২·৭ আধুনিক আরবী ভাষা
·৭০১ দর্শন
·৭০২ সংক্ষিপ্তি
·৭০৩
·৭০৪ প্রবন্ধ
·৭০৫ সাময়িক পত্রিকা
·৭০৬ প্রতিষ্ঠান
·৭০৭ বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষণ
·৭০৮ সংগ্রহ-গ্রন্থ
·৭০৯ ইতিহাস
·৭১১ বর্ণমালা
·৭১৪ ধ্বনি
·৭১৭ উৎকীর্ণ লিপি
৪৯২·৭২ উৎপত্তি
·৭৩ অভিধান
৪৯২·৭৩১ বাগ্ধারা
·৭৩২ বহু ভাষায় অনূদিত পুস্তক (ভাষানুযায়ী বিভক্ত)
·৭৪ প্রতিশব্দ ও নানার্থক শব্দ
·৭৫ ব্যাকরণ
·৭৫১ বাক্য রচনা
·৭৫৪ অলঙ্কারপূর্ণ গদ্য
৪৯২·৭৬ ছন্দঃশাস্ত্র
·৭৬৪ তারিখ নির্ণয় লিপি
·৭৭ কথ্যভাষা
৪৯২·৭৮ মূল গ্রন্থাংশ
৪৯৩ মিশর দেশীয়
৪৯৪ সিথিয়া, তুরাণী
৪৯৫ এশিয়া
৪৯৫·১-৯ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার ভাষাসমূহ
·৫ হিমালয় ও আসামের পার্ব্বত্য ভাষাসমূহ, নেপালী, সিকিমী, খাসিয়া, ভুটানী, মানকুরী ইত্যাদি
৪৯৫·৮ দ্রাবিড় ভাষা
·৮১১ তামিল
·৮১২ মালয়ালাম্
·৮১৩ তেলেগু
·৮১৪ কানাড়ী (কন্নড়)
৪৯৫·৯৫ উপজাতীয় ভাষা—মুণ্ডা, সাঁওতালী ইত্যাদি
৪৯৬ আফ্রিকা
৪৯৭ উত্তর আমেরিকা
৪৯৮ দক্ষিণ আমেরিকা
৪৯৯ মালয়, পলিনেশিক ও অন্যান্য

বিজ্ঞান শাস্ত্র

৫০০ **বিজ্ঞান-শাস্ত্র**
৫০১ দার্শনিক ভিত্তি
৫০২ উপযোগ
৫০৩ শব্দ-কোষ
৫০৪ রচনা, বক্তৃতা, অভিভাষণ
৫০৫ সাময়িক পত্র
৫০৬ পরিষদাদি

৫০৭ শিক্ষা, যাদুঘর
৫০৮ গ্রন্থাবলী
৫০৯ ইতিহাস
৫১০ গণিত শাস্ত্র
৫১১ পাটীগণিত
৫১১·২০১৮ শুভঙ্করী
·৯ মানসাঙ্ক
৫১২ বীজগণিত
৫১৩ জ্যামিতি
৫১৪ চিত্র-জ্যামিতি
৫১৫ ত্রিকোণমিতি
৫১৬ বীজ-জ্যামিতি
৫১৮ কলন বা ব্যাস-গণি ত
৫১৮
৫১৯ সম্ভাবনীয়
৫২০ জ্যোতিষ-শাস্ত্র
৫২০·৭২ মানমন্দির
৫২১ সিদ্ধান্তিক
৫২১·৭ ধূমকেতু তত্ত্ব
·৮ গ্রহণ তত্ত্ব
৫২২ ব্যবহারিক ও গোলকীয়
৫২৩ ফলিত জ্যোতিষ
৫২৩·০১ নভোবস্তু বিদ্যা, জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ্যা
·১ মহাশূন্য রহস্য
·২ সৌর জগৎ
·৩ চন্দ্র
·৪ গ্রহ
·৫ উল্কা
·৬ ধূমকেতু
৫২৩·৭ সূর্য্য
·৮ নক্ষত্র
৫২৪ মানচিত্র ও পর্যবেক্ষণ
৫২৫ পৃথিবী
৫২৬ ভূ-পরিমাণ বিদ্যা
৫২৬·৯ জরিপ
৫২৭ নৌ-বিদ্যা
৫২৮ নৌ-পঞ্জিকা, গ্রহস্থিতি
৫২৯ কাল-গণনা
৫২৯·৩ পঞ্জিকা
·৫ পঞ্জিকা সংস্কার
৫৩০ পদার্থ বিজ্ঞান
৫৩১ যন্ত্র-বিজ্ঞান
৫৩২ তরল পদার্থ, জল-বিজ্ঞান
৫৩৩ গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ
৫৩৪ শব্দ-বিজ্ঞান
৫৩৫ দর্শন, আলোক-বিজ্ঞান
৫৩৬ তাপ
৫৩৭ তড়িৎ-শক্তি
৫৩৮ চুম্বক শক্তি
৫৩৯ আণবিক বিজ্ঞান
৫৩৯·৭ পারমাণবিক পদার্থ বিদ্যা, কেন্দ্রক বিদ্যা (Nuclear Physics)
৫৪০ রসায়ন শাস্ত্র
৫৪১ সিদ্ধান্তিক
৫৪২ ব্যবহারিক, পরীক্ষামূলক
৫৪৩ বিশ্লেষণ
৫৪৪ গুণমূলক বিশ্লেষণ
৫৪৫ পরিমাণমূলক বিশ্লেষণ
৫৪৬ অজৈব রসায়ন
৫৪৭ জৈব রসায়ন
৫৪৮ স্ফটিক
৫৪৯ খনিজ-তত্ত্ব
৫৫০ ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান
৫৫১ প্রাকৃতিক ভূগোল

৫৫১·২ প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা
·২১ আগ্নেয় গিরি
·২২ ভূমিকম্প
·৪ প্রাকৃতিক ভূগোল
·৪৬ সমুদ্রতত্ত্ব, সমুদ্র
·৪৯ বন্যা
·৫ আবহ বিদ্যা
৫৫২ প্রস্তর তত্ত্ব
৫৫৩ আর্থিক ভূতত্ত্ব
৫৫৩·৮ মণিরত্ন
৫৫৪ ইউরোপ
৫৫৫ এশিয়া
৫৫৬ আফ্রিকা
৫৫৭ উত্তর আমেরিকা
৫৫৮ দক্ষিণ আমেরিকা
৫৫৯ ওশেনিয়া
৫৬০ প্রত্ন জীব-বিজ্ঞান, জীবাশ্ম
৫৬১ উদ্ভিদ-বিজ্ঞান
৫৬২ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী
৫৬৩ ক্ষুদ্রজীব, জোনাকী
৫৬৪ শামুক জাতীয়
৫৬৫ কীট, পতঙ্গ
৫৬৬ মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী
৫৬৭ মৎস্য জাতীয়
৫৬৮ সরীসৃপ, পক্ষী
৫৬৯ স্তন্যপায়ী
৫৭০ জীব-বিজ্ঞান
৫৭১ প্রাগৈতিহাসিক
৫৭২ নৃ-তত্ত্ব
৫৭৩ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত
৫৭৪ জীববিদ্যা
৫৭৪·৯ জীব বৃত্তান্ত
৫৭৫ বিবর্ত্তন, জাতি
৫৭৬ জীবনীশক্তির মূল
৫৭৭ জীবনী লক্ষণ
৫৭৮ অনুবীক্ষণ ব্যবহার
৫৭৯ সংগ্রহ
৫৮০ উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৫৮১ গঠন
৫৮২ পুষ্পক
৫৮৩ দ্বিপত্রী
৫৮৪ একপত্রী
৫৮৫ যোষিদ্বহ
৫৮৬ অপুষ্পক
৫৮৭ পর্ণাঙ্গ
৫৮৮ শৈবাল
৫৮৯ সমাঙ্গোদ্ভিদ
৫৯০ প্রাণী-বিজ্ঞান
৫৯০·৭৪৪ চিড়িয়াখানা
৫৯১ শরীরতত্ত্ব
৫৯২ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী
৫৯৩ আদ্য জীববর্গ, জোনাকী
৫৯৪ শম্বুকাদি
৫৯৫ কীটপতঙ্গ
৫৯৬ মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী
৫৯৭ মৎস্য জাতীয়
৫৯৮ সরীসৃপ ও পক্ষী
৫৯৯ স্তন্যপায়ী

শিল্পকলা [প্রয়োগ শিল্প]

৬০০ শিল্পকলা
৬০১ দার্শনিক তত্ত্ব
৬০২ উপযোগ
৬০৩ শব্দ-কোষ
৬০৪ রচনাবলী
৬০৫ সাময়িক পত্রিকা

৬০৬ পরিষদাদি, প্রদর্শনী
৬০৭ কর্ম্ম-শিক্ষার বিদ্যালয়
৬০৮ পেটেণ্ট, আবিষ্কার
৬০৯ ইতিহাস
৬১০ চিকিৎসা-শাস্ত্র
৬১০.৯৫৪ আয়ুর্বেদ
.৯৫৪১ চরক
.৯৫৪২ শুশ্রূত
.৯৫৪৩ নিদান শাস্ত্র
৬১১ শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা
৬১২ শারীর-তত্ত্ব
.৬ যৌন-বিজ্ঞান
৬১৩ ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য
৬১৩.২ স্বাস্থ্য ও খাদ্য
.২৬ নিরামিষ আহার
.৭ ব্যায়াম
.৭২ যোগ ব্যায়াম
.৯৪৩ জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা
৬১৪ সাধারণ স্বাস্থ্য
৬১৫ ভৈষজ্য-বিজ্ঞান
৬১৫.৫৩২ হোমিওপ্যাথি
.৯ বিষতন্ত্র
.৯৪২ সর্পবিষ
৬১৬ নিদান শাস্ত্র
৬১৬.০২৪ গার্হস্থ্য চিকিৎসা
.৯ সংক্রামক ব্যাধি, গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় রোগ (Tropical diseases)
৬১৭ শস্ত্রক্রিয়া, দন্তরোগ
৬১৮ স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগ
৬১৮.২ প্রসূতি তন্ত্র, ধাত্রীবিদ্যা
৬১৯ তুলনামূলক পশু-চিকিৎসা
৬২০ যন্ত্র-বিদ্যা
৬২১ শিল্প, যান্ত্রিক শিল্প
৬২২ খনিজ
৬২৩ সামরিক
৬২৪ পুল, ছাদ
৬২৫ রেলপথ, রাজপথ
৬২৬ খাল, বিল
৬২৭ নদী, বন্দর
৬২৮ স্যানিটারী, জলসরবরাহ
৬২৯ এরোপ্লেন ইত্যাদি
৬২৯.১৩ ব্যোমযান, আকাশ ভ্রমণ
.১৩৮৮ মহাশূন্য ভ্রমণ
৬৩০ কৃষি-বিদ্যা
৬৩১ গোলাবাড়ী
৬৩২ বাধা বিপত্তি ও রক্ষা
৬৩৩ কৃষিজাত শস্য
৬৩৩.৮৮ বনৌষধি
৬৩৪ ফল, বনভূমি
৬৩৪.৯১ বনমহোৎসব
৬৩৫ উদ্যানজাত ফসল
৬৩৫.৬ ফলের বাগান
.৯ ফুলের বাগান
৬৩৬ গৃহপালিত পশু
৬৩৭ গোপালন, দুগ্ধ
৬৩৮ মৌমাছি, রেশমগুটী
৬৩৯ শিকার, ব্যাধের কাজ
৬৪০ গৃহস্থালী
৬৪১ খাদ্যতত্ত্ব
৬৪১.৫ পাকপ্রণালী, রন্ধনবিদ্যা
৬৪২ পরিবেশন, পরিচর্য্যা
৬৪৩ গৃহ, আবাস, আশ্রয়
৬৪৪ রৌদ্র ও বায়ু চলাচল
৬৪৫ গৃহসজ্জা

৬৪৬ বেশবিন্যাস
৬৪৬·২ সূচীশিল্প
৬৪৭ গৃহব্যবস্থা
৬৪৮ পরিষ্কার ও ধৌতকর্ম্ম
৬৪৯ রোগী ও শুশ্রূষা, শিশুপালন
৬৪৯·১ শিশুপালন
৬৫০ ব্যবসায় ও মোকাম-তত্ত্ব
৬৫১ আফিস ও কাজ
৬৫২ লিখিবার সরঞ্জাম
৬৫৩ দ্রুতলিপি, রেখাক্ষর
৬৫৪ টেলিগ্রাফ, সঙ্কেত
৬৫৫ মুদ্রাযন্ত্র, প্রকাশন, কপিরাইট
৬৫৬ মোকাম-তত্ত্ব
৬৫৭ ব্যবসায়িক হিসাবপদ্ধতি
৬৫৮ ব্যবসা রীতি
৬৫৯ বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য
৬৬০ রাসায়নিক শিল্প
৬৬১ রাসায়নিক দ্রব্য
৬৬২ আতসবাজী, দিয়াশলাই
৬৬৩ মদ্যাদি, সরবৎ
৬৬৪ খাদ্যশিল্প
৬৬৫ তৈল, বাতি, আলো
৬৬৬
৬৬৭ চীনামাটি, কাঁচ, সিমেণ্ট
৬৬৮ অন্যান্য কার্বনিক রসায়নশিল্প
৬৬৯ ধাতুশিল্প
৬৭০ শিল্প-ব্যবসায়
৬৭১ ধাতুর সামগ্রী
৬৭১·৫২ গলন ও যোজন বিদ্যা (welding)
৬৭২ লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী
৬৭৩ পিতল ও কাঁসার সামগ্রী
৬৭৪ কাষ্ঠ-শিল্প
৬৭৫ চর্ম-শিল্প
৬৭৬ কাগজ তৈয়ারী
৬৭৭ তন্তুশিল্প
৬৭৮ রবার প্রভৃতি
৬৭৯ সেলুলয়েড প্রভৃতি
৬৮০ নির্ম্মাণ শিল্প
৬৮১ ঘড়ি ও অন্যান্য যন্ত্র
৬৮২ কর্মকারের কাজ
৬৮৩ বন্দুক, তালাচাবি প্রভৃতি
৬৮৪ যানবাহন প্রভৃতি
৬৮৫ চামড়ার কাজ, জুতা, সুটকেশ
৬৮৬ বই বাঁধানো
৬৮৭ সীবনকার্য্য
৬৮৮
৬৮৯ অন্যান্য
৬৯০ বাস্তুবিদ্যা
৬৯১ মালমসলা, ইট, সুরকী
৬৯২ নকসা, হিসাব
৬৯৩ রাজমিস্ত্রীর কাজ
৬৯৪ ছুতারের কাজ
৬৯৫ গ্যাস, নল প্রভৃতির ব্যবস্থা
৬৯৬ ছাদ, শ্লেট, টাইল
৬৯৭ রৌদ্র ও বায়ুর ব্যবস্থা
৬৯৮ রং ও পালিসের কাজ
৬৯৯ অন্যান্য

ললিত কলা [শিল্পকলা]

৭০০ ললিত কলা
৭০১ দার্শনিক-তত্ত্ব, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব
৭০২ উপযোগ
৭০৩ শব্দকোষ
৭০৪ রচনাবলী
৭০৫ সাময়িক পত্রিকা
৭০৬ পরিষদাদি

৭০৭ শিক্ষা, অধ্যয়ন
৭০৮ যাদুঘর, সংগ্রহ
৭০৯ ইতিহাস
৭১০ শোভন-শিল্প কলা
৭১১ সাধারণের ভ্রমণ-স্থান
৭১২ ময়দান, বাগান
৭১৩ ভ্রমণোপযোগী পথ
৭১৪ ফোয়ারা, কৃত্রিম হ্রদ
৭১৫ বৃক্ষরোপণ, বেড়া
৭১৬ উদ্ভিদ, ফুল
৭১৭ কুঞ্জবন, প্রমোদ-ভবন
৭১৮ কবরস্থান, শ্মশান, স্মৃতিস্তম্ভ
৭১৯ অন্যান্য
৭২০ স্থাপত্য-শিল্প
৭২১ স্থাপত্য নির্ম্মাণ
৭২২ প্রাচীন ও প্রাচ্য
৭২৩ মধ্যযুগ ও গথিক
৭২৪ আধুনিক
৭২৫ সাধারণ অট্টালিকা
৭২৬ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মীয় সৌধ, মন্দির
৭২৬'১৪ হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির, গুহামন্দির
৭২৭ শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রতিষ্ঠান
৭২৮ বাসগৃহ
৭২৯ নক্সা ও চিত্রণ
৭৩০ ভাস্কর্য্য
৭৩১ বস্তু ও প্রকরণ
৭৩২ প্রাচীন,
৭৩৩ গ্রীক ও রোমান
৭৩৪ মধ্যযুগ
৭৩৫ আধুনিক
৭৩৬ খোদাই, ছাপ, ছাঁচ প্রভৃতি
৭৩৭ মুদ্রা ও পদক
৭৩৭'৪ মুদ্রা ও মুদ্রাসংগ্রহ
৭৩৮ মাটি ও পোর্সিলেনের কাজ
৭৩৯ ব্রোঞ্জের কাজ
৭৩৯'২৭ জহরত শিল্প
৭৪০ অঙ্কন-বিদ্যা, অলঙ্কার
৭৪১ হস্তাঙ্কন, খড়িচিত্রণ
৭৪২ পরিপ্রেক্ষিত চিত্র
৭৪৩ ব্যঙ্গচিত্র, কৌতুকচিত্র, ক্যারিকেচার (cartoon)
৭৪৪ গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক অঙ্কন
৭৪৫ অলঙ্কার বহুল রেখাচিত্র, কার্পেট প্রভৃতি
৭৪৬ সূচীশিল্প, সূক্ষ্মশিল্প
৭৪৭ আভ্যন্তরিক সজ্জা
৭৪৮ আয়না, স্ফটিক, চিত্রিত কাঁচ
৭৪৯ সৌখীন আসবাব
৭৫০ চিত্র ও চিত্রাঙ্কন
৭৫১ বস্তু ও প্রকরণ
৭৫২ রঙ
৭৫৩ মহাকাব্য-বিষয়ক, পৌরাণিক
৭৫৪ সাধারণ
৭৫৫ ধর্ম্ম-বিষয়ক
৭৫৬ ঐতিহাসিক ও যুদ্ধচিত্র
৭৫৭ আলেখ্য
৭৫৮ নিসর্গ চিত্র
৭৫৯ সংগ্রহ
৭৬০ তক্ষণ-শিল্প
৭৬১ কাষ্ঠের কারুকার্য্য
৭৬২ তাম্র, লৌহ
৭৬৩ শিলাঙ্কন ও তন্মুদ্রণ বিদ্যা (লিথোগ্রাফী)
৭৬৪ পাষাণফলক হইতে বহু বর্ণে মুদ্রিত চিত্র

৭৬৫ রেখা ও তুলি চিত্র

৭৬৬ বিন্দু-ফলক খোদাই

৭৬৭ দ্রাবোৎকীর্ণ ফলক

৭৬৮ জলরেখা, ছবি

৭৬৯ সংগ্রহ

৭৭০ আলোক চিত্রণ

৭৭১ রাসায়নিক দ্রব্য

৭৭২ পদ্ধতি, রৌপ্য প্রভৃতি

৭৭৩ শিরিষ, রঞ্জক

৭৭৪ ছাপিবার কালি প্রভৃতি

৭৭৫ ফটোগ্রাফী, লিথোগ্রাফী

৭৭৬ ফটো-জিঙ্কোগ্রাফী

৭৭৭ বিদ্যুল্লেখ-চিত্র

৭৭৮ চলচ্চিত্র, সিনেমা, সবাকচিত্র

৭৭৯ সংগ্রহ

৭৮০ সঙ্গীত শাস্ত্র

ভারতীয় সঙ্গীত*

৭৮০·৯৫৪ ভারতীয় সঙ্গীত

·৯৫৪০১ দর্শন, রুচি

·৯৫৪০২ সংক্ষিপ্তি, আলোচনা গ্রন্থ

·৯৫৪০২১ প্রাচীন যুগ

·৯৫৪০২২ মধ্য যুগ

·৯৫৪০২৩ আধুনিক যুগ

০৩ কোষ, অভিধান

০৪ প্রবন্ধ, বক্তৃতা

০৫ সাময়িক পত্রিকা, বার্ষিকী

০৬ প্রতিষ্ঠান, সমিতি (প্রদেশ অনুযায়ী বিভক্ত)

০৭ বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষণ

০৮ সংগ্রহ, উদ্ধৃতি

০৯ ইতিহাস

৭৮০·৯৫৪০৯২ সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী

·৯৫৪১ তথ্য ও রীতি

·৯৫৪১১ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

৭৮০·৯৫৪১২ প্রাথমিক এবং সাধারণ

·৯৫৪১২১ সঙ্গীতের তত্ত্ব

·৯৫৪১২২ সঙ্গীতের দৃষ্টিকোণ হইতে শব্দ

·৯৫৪১২৩ শব্দকোষ, পরিভাষা

১২৪ স্বরলিপি

৭৮০·৯৫৪১২৫ তাল

·৯৫৪১৩ স্বর-সঙ্গতি

১৪ স্বর-মাধুর্য্য, লয়

১৫ সঙ্গীতের আকার, প্রকার

১৬ রচনা ও সম্পাদন

১৬১ স্বরগ্রাম

১৬২ স্বর

১৬৩ শ্রুতি

১৬৪ তান

১৭ তথ্য এবং আকার, সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়

১৭১ ঠাট

১৭২ যতি

১৭৩ রাগ

১৭৪ রাগিণী

১৭৫ সূত্র

১৮ প্রাচীন সঙ্গীত : তথ্য, আকার

১৯ বিবিধ বিষয়, সঙ্গীত ঔৎসুক্য, সঙ্গীত সাহিত্য, গ্রন্থপঞ্জী, সূচী

---

* 'ডিউই'র অনুসরণে পরিবর্দ্ধিত।

৭৮০·৯৫৪২ নাটকীয় সঙ্গীত
·৯৫৪২১ নাটক ; অপেরা
৭৮০·৯৫৪২৩
২৪ রাস
২৫
২৬ রঙ্গাভিনয়, ব্যঙ্গাভিনয়
২৭
২৮ মূক অভিনয়
২৯
·৯৫৪৩ পবিত্র সঙ্গীত
·৯৫৪৩১ প্রাক্ আর্য্য
৩২ আর্য্য
৩৩ বৌদ্ধ
৩৪ জৈন
৩৫ হিন্দু ভক্তিমূলক সঙ্গীত (ভজন, হরিকথা, কীর্ত্তন ইত্যাদি)
৩৬ শিখ ভক্তিমূলক সঙ্গীত
৩৭ মুশ্লিম সঙ্গীত
৩৭১ ভক্তিমূলক কাওয়ালী
৩৭২ দরবারী সঙ্গীত
৩৭২১ পাঠান
৩৭২২ মুঘল
৩৭২৩ রাজকীয়
·৯৫৪৩৮ ব্রহ্মসঙ্গীত
৯ অন্যান্য
·৯৫৪৪ কণ্ঠ-সঙ্গীত
·৯৫৪৪১ মার্গ
·৯৫৪৪২ দেশী
·৯৫৪৪৩ মিওরা
৪৪ লোকসঙ্গীত
৪৫ উৎসব সঙ্গীত
৪৬ সমবেত সঙ্গীত

৭৮০·৯৫৪৫ ঐক্যতান বাদ্য
·৯৫৪৫১ ঐক্যতান
·৯৫৪৭ সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা
৭১ কর্ণাটীয় ধারা
৭২ হিন্দুস্থানী ধারা (ঘরোয়ানা)
৭৮০·৯৫৪৭৩ গোয়ালিয়র অথবা মহারাষ্ট্রীয় ধারা
৭৪ বঙ্গীয় ধারা (বাংলা ঘরোয়ানা)
৭৫ রবীন্দ্র সঙ্গীত
৭৬
৭৮১ সঙ্গীত-তত্ত্ব ও অনুশীলন
৭৮২ নাটকীয়
৭৮৩ পবিত্র
৭৮৪ কণ্ঠ-সঙ্গীত, স্বরলিপি
৭৮৫ যন্ত্র-সঙ্গীত
৭৮৬ হারমোনিয়াম, পিয়ানো প্রভৃতি
৭৮৭ তারের বাদ্যযন্ত্র
·১ বীণা (রুদ্রবীণা), সরস্বতী বীণা
·২ সেতার
·৩ সারেঙ্গী
·৪ দিলরুবা
·৫ তানপুরা
·৬ কিন্নরী, ডঙ্কা
·৭ রবাব, স্বর, শৃঙ্গার
·৮ অন্যান্য
৭৮৮ বায়বীয় বাদ্যযন্ত্র
·১ তুরী
·২ শঙ্খ
·৩ নাফিরী
·৪ বাঁশরী, মুরলী (ফ্লুট)
·৫ টোম্বী, সাপুড়ের বাঁশী

৭৮৯ চর্ম্মের বাদ্যযন্ত্র, অঙ্গুলী-বিঘাতিত বাদ্যযন্ত্র
·১ ঢোল, ঢোলক
·২ মৃদঙ্গ, মাদল
·৩
·৪ টম্‌টম্‌
·৫ তবলা
·৬ নাগরা
·৭ ডমরু
·৮ অন্যান্য
৭৮৯·৯ বায়বীয় বাদ্যযন্ত্র

৭৯০ আমোদ-প্রমোদ

৭৯১ সার্ব্বজনীন বিনোদন নাট্যকলা
৭৯২ অভিনয়, নাট্যশালা,
৭৯৩ গৃহাভ্যন্তরে বিনোদন
৭৯৪ দক্ষতার খেলা
৭৯৫ ভাগ্যপরীক্ষামূলক ক্রীড়া
৭৯৬ ব্যায়াম ও খোলা মাঠের খেলা
·১৩ ব্রতচারী
·৩১ লোকনৃত্য
৭৯৭ সন্তরণ বিজ্ঞান
৭৯৮ ঘোড়দৌড়, অশ্বচালন-কৌশল
৭৯৯ মৎস্য শিকার, মৃগয়া, লক্ষ্যভেদ

সাহিত্য

৮০০ সাহিত্য

৮০১ দার্শনিক তত্ত্ব
৮০২ উপযোগ
৮০৩ শব্দ-কোষ
৮০৪ রচনাবলী
৮০৫ সাময়িক পত্রিকা
৮০৬ পরিষদাদি
৮০৭ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা
৮০৮ সংগ্রহ
৮০৯ ইতিহাস

৮১০ আমেরিকান সাহিত্য

৮১১ কবিতা
৮১২ নাটক
৮১৩ উপন্যাস
৮১৪ রচনাবলী
৮১৫ বক্তৃতাবলী
৮১৬ পত্রাবলী
৮১৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮১৮ বিবিধ
৮১৯

৮২০ ইংরেজী সাহিত্য

৮২১ কবিতা
৮২২ নাটক
৮২৩ উপন্যাস
৮২৪ রচনাবলী
৮২৫ বক্তৃতাবলী
৮২৬ পত্রাবলী
৮২৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮২৮ বিবিধ
৮২৯ প্রাচীন

৮৩০ জার্ম্মান সাহিত্য

৮৩১ কবিতা
৮৩৩ উপন্যাস
৮৩৪ রচনাবলী
৮৩৫ বক্তৃতাবলী
৮৩৬ পত্রাবলী
৮৩৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮৩৮ বিবিধ
৮৩৯ প্রাচীন

৮৪০ ফরাসী সাহিত্য

৮৪১ কবিতা

৮৪২ নাটক
৮৪৩ উপন্যাস
৮৪৪ রচনাবলী
৮৪৫ বক্তৃতাবলী
৮৪৬ পত্রাবলী
৮৪৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮৪৮ বিবিধ
৮৪৯ প্রাচীন
৮৫০ ইতালীয় সাহিত্য
৮৫১ কবিতা
৮৫২ নাটক
৮৫৩ উপন্যাস
৮৫৪ বক্তৃতাবলী
৮৫৫ রচনাবলী
৮৫৬ পত্রাবলী
৮৫৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮৫৮ বিবিধ
৮৫৯ প্রাচীন
৮৬০ স্পেনীয় সাহিত্য
৮৬১ কবিতা
৮৬২ নাটক
৮৬৩ উপন্যাস
৮৬৪ রচনাবলী
৮৬৫ বক্তৃতাবলী
৮৬৬ পত্রাবলী
৮৬৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ সাহিত্য
৮৬৮ বিবিধ
৮৬৯ পর্তুগীজ, গেলিসিয়ান
৮৭০ ল্যাটিন সাহিত্য
৮৭১ কবিতা
৮৭২ নাটক
৮৭৩ মহাকাব্য
৮৭৪ গীতিকাব্য
৮৭৫ বক্তৃতাবলী
৮৭৬ পত্রাবলী
৮৭৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮৭৮ বিবিধ
৮৭৯ অন্যান্য ইটালীয় সাহিত্য
৮৮০ গ্রীক সাহিত্য
৮৮১ কবিতা
৮৮২ নাটক
৮৮৩ মহাকাব্য
৮৮৪ গীতি-কাব্য
৮৮৫ বক্তৃতাবলী
৮৮৬ পত্রাবলী
৮৮৭ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-সাহিত্য
৮৮৮ বিবিধ
৮৮৯ অন্যান্য
৮৯০ অন্যান্য সাহিত্য
৮৯১ প্রাচ্য সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্য*

৮৯১·২ সংস্কৃত সাহিত্য
(০১—০৯ ফর্ম ডিভিসন)
৮৯১·২১ মহাকাব্য
·২১১ রামায়ণ ও মহাভারত
·২১১০১ রামায়ণ
·২১১০২ মহাভারত
·২১০১ সমালোচনামূলক ও সাহিত্যিক অনুশীলন
·২১০৮ সংগ্রহ
·২১০৯ ইতিহাস
৮৯১·২১১ কাব্য
·২১১১ অশ্বঘোষ
·২১১২ কালিদাস
·২১১৩ ভারবী

৮৯১·২১১৪ মাঘ
১৫ মেন্থ
১৬ শিবস্বামিন্
১৭ ক্ষেমেন্দ্র
১৮ শ্রীহর্ষ
১৯ অন্যান্য
৮৯১·২১২ অপ্রসিদ্ধ কবি
·২১৩ ঐতিহাসিক কাব্য
·২১৩১ বাণ
·২১৩২ বিহ্লন
৮৯১·২১৩৩ কহ্লন
·২১৩৪ জহ্লন
·২১৩৫ হেমচন্দ্র
·২১৩৬ সন্ধ্যাকর-নন্দীন
·২১৩৭ হলায়ূধ
·২১৩৮ সোমেশ্বর দত্ত
·২১৪ ভাবধর্মী কবিতা
·২১৪১ কালিদাস
·২১৪২ অমরু
৮৯১·২১৪৩ ভর্তৃহরি
·২১৪৪ বিহ্লন
·২১৪৫ জয়দেব
৮৯১·২১৪৬ ময়ূর
·২১৪৬১ গোবর্ধন
·২১৪৭ ক্ষেমেন্দ্র
·২১৪৯ অন্যান্য
·২১৫ ধর্মমূলক, রূপক ও ভক্তিমূলক ভাবধর্মী কবিতা
·২১৫১ ময়ূর
·২১৫২ হর্ষবর্ধন
·২১৫৩ সর্ব্বজ্ঞ মিত্র
৮৯১·২১৫৪ শঙ্কর
·২১৫৬ লীলাংশুক
৮০১·২১৫৭ পুষ্পদন্ত
·২১৫৮ বাপ্পাভট্টি
·২১৫৯ অন্যান্য (শিহ্লন)
·২১৬ শিক্ষাপ্রদ, নীতিমূলক এবং দার্শনিক পদ্য
·২১৬১ নাগার্জ্জুন
·২১৬২ শান্তিদেব
·২১৬৩ বিমলচন্দ্র
·২১৬৪ গুণভদ্র
·২১৬৫ হেমচন্দ্র
·২১৬৬ সোমপ্রভা
·২১৬৭ ভর্তৃহরি
·২১৬৮ ক্ষেমেন্দ্র
·২১৬৯ অন্যান্য
·২১৭
·২১৮ সংকলন-গ্রন্থ
·২১৯ বিবিধ
৮৯১·২২ নাটক
৮৯১·২২১ অশ্বঘোষ
·২২২ বিভাষক
·২২৩ ভাস
·২২৪ কালিদাস
·২২৫ শুদ্রক
·২২৬ বিশাখাদেব
·২২৭ বিশাখাদত্ত
·২২৮ হর্ষ
·২২৯ অন্যান্য
·২২৯১ বিজ্জীক
·২২৯২ ভবভূতি
·২২৯৩ রাজশেখর
·২২৯৪ ক্ষেমেন্দ্র
৮৯১·২৩ উপন্যাস
·২৩১ অবদান ও বৌদ্ধ-উপন্যাস

৮৯১·২৩২ প্রবন্ধ, জৈন উপন্যাস
·২৩৩ ধর্ম্মকথা
·২৩৪ চম্পু
·২৩৫ কথানক
·২৩৬ গল্প-চক্র
·২৩৭ উপদেশমূলক গল্প
·২৩৭১ হিতোপদেশ
·২৩৭২ পঞ্চতন্ত্র
·২৩৮ কথা
·২৩৮১ কথাসরিৎসাগর
·২৩৮২ বৃহৎকথা
·২৩৯ আখ্যায়িকা
·২৩৯১ দশমকুমার চরিত (দণ্ডী)
৮৯১·২৪ কাব্যশাস্ত্র এবং সাহিত্যিক সমালোচনা
·২৪১ দণ্ডীন্
·২৪২ ভামহ
·২৪৩ আনন্দধ্বনি এবং ধ্বনিতন্ত্র
·২৪৪ ধ্বনিতত্ত্বের সমালোচনা
·২৪৫ সমন্বয়
৮৯১·২৪৬ জগন্নাথ এবং লোকোত্তর আনন্দতত্ত্ব
·২৪৭ অন্যান্য মতবাদ
·৩ প্রাকৃত
·৩১ পালি
.৪৩ হিন্দী সাহিত্য
৮৯১·৪৩১ হিন্দী কবিতা সাহিত্য
·৪৩১১ তুলসীদাস (রামায়ণ)
·৪৩১২ দোঁহা সাহিত্য
·৪৩২ হিন্দী নাট্য সাহিত্য
·৪৩৩ হিন্দী গদ্য উপন্যাস
·৪৪ বাংলা সাহিত্য
৮৯১·৪৪১ কাব্য-সাহিত্য*

৮৯১·৪৪১১ বৌদ্ধ প্রভাব
·৪৪১১১ ধর্ম্ম-মঙ্গল ও ধর্ম্ম সাহিত্য
·৪৪১১২ বৌদ্ধগান, চর্য্যাগীতি
·৪৪১১৩ (যোগী বা নাথ সম্প্রদায়)
·৪৪১১৪ গোরক্ষবিজয়
·৪৪১১৫ ভায়ফণা
·৪৪১ মহাকাব্য, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি
·৪৪১২১ রামায়ণ
·৪৪১২২ মহাভারত
·৪৪১২৩ ভাগবত পুরাণ
·৪৪১২৩১ প্রাচীন যুগ
২ মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
৩ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী
৪ মাধবাচার্য্য
৫ নরহরিদাস, শ্যামদাস
৬ অভিরামদাস, নরসিংহ অচ্যুতদাস, রাজারাম দত্ত গঙ্গারাম দাস
৮৯১·৪৪১২৩৭ পরশুরাম
৮ অষ্টাদশ শতাব্দী
·৪৪১২৩৯ উনবিংশ শতাব্দী
·৪৪১২৪ পুরাণের অনুবাদ
·৪৪১২৫ বিবিধ পুরাণ
·৪৪১২৬ কাব্য
·৪৪১২৭ খণ্ডকাব্য
১ (রামময় দাস), গীত-গোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত ইত্যাদি
২ আলওয়াল, পদ্মাবতী ইত্যাদি
৮৯১·৪৪১২৮ উপাখ্যান
·৪৪১২৯ বিবিধ প্রাচীন কাব্য

৮৯১.৪৪১৩ মঙ্গলকাব্য, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি
.৪৪১৩১ সূর্য্যমঙ্গল
.৪৪১৩২ শিবায়ন, বৈষ্ণবকাব্য
.৪৪১৩৩ শূন্যপুরাণ (রমাইপণ্ডিত)
.৪৪১৩৪ অনাদিমঙ্গল
.৪৪১৩৫ ধর্মমঙ্গল
.৪৪১৩৬ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
.৪৪১৩৭ গোবিন্দমঙ্গল
৮৯১.৪৪১৪ মঙ্গল কাব্য, শাক্ত, কালিকা সারদা ইত্যাদি
.৪৪১৪১ অন্নদামঙ্গল
.৪৪১৪২ চণ্ডীমঙ্গল
.৪৪১৪৩ কালিকামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, বাশুলিমঙ্গল ভবানীমঙ্গল ইত্যাদি
.৪৪১৪৪ মনসা মঙ্গল
.৪৪১৪৫ ষষ্ঠী মঙ্গল
.৪৪১৪৬ শীতলা মঙ্গল
.৪৪১৪৭ সারদা মঙ্গল
.৪৪১৪৮ গঙ্গা মঙ্গল
.৪৪১৪৯ অন্যান্য

৮৯১.৪৪১৫ পদাবলী সাহিত্য
.৪৪১৫১ শাক্ত পদাবলী
.৪৪১৫২ কর্ত্তাভজা
.৪৪১৫৩ বৈষ্ণব পদাবলী
.৪৪১৫৫ চরিত শাখা
৮৯১.৪৪১৫৭ ভজন শাখা
.৪৪১৫৮ সহজিয়া সাহিত্য
৮৯১.৪৪১৬ লোকসাহিত্য
৮৯১.৪৪১৬১ কবিওয়ালা 'তরজা' খেউড়
২ পাঁচালী
৩ গম্ভীরা, গাজনের গীত
৮৯১.৪৪১৬৪ ব্রতকথা
৫ প্রবাদবচন, ছড়া
৬ হেঁয়ালী, সমস্যা
৭ সঙ
.৪৪১৭ মুসলমানী বাংলা কবিতা
.৪৪১৮ গীত সংগ্রহ, প্রেমসঙ্গীত, বাউল, গ্রাম্য ও ব্রাহ্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, দরবেশী, ইত্যাদি
.৪৪১৯ গীতিকাব্য
.৪৪১৯১ প্রাচীন যুগ—ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ
.৪৪১৯২ দ্বিতীয় যুগ—মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
.৪৪১৯৩ প্রাক্ রবীন্দ্র যুগ—নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র দাস, কালিদাস মিত্র, আনন্দচন্দ্র মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, হরিশচন্দ্র নিয়োগী, ইত্যাদি
.৪৪১৯৪ রবীন্দ্রযুগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
.৪৪১৯৫ অতুলপ্রসাদ, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, গোবিন্দ দাস, প্যারীমোহন

সেনগুপ্ত, জগদিন্দ্রনাথ রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্র মোহন বাগচী, নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, ইত্যাদি

৮৯১·৪৪১৯৬ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

·৪৪১৯৭ রবীন্দ্রযুগের মহিলা কবি

৮ আধুনিক যুগের গীতি কাব্য

৯ বিবিধ

৮৯১·৪৪২ বাংলা নাট্য সাহিত্য

৮৯২·৪৪২০১ উনবিংশ শতাব্দী

·৪৪২০২ বিংশ শতাব্দী

·৪৪২১ যাত্রা, ভাসান, রামলীলা ইত্যাদি

৮৯১·৪৪২২ নাটক, নাটিকা, পৌরাণিকী

·৪৪২৩ ঐতিহাসিক নাটক

·৪৪২৪ সামাজিক নাটক

·৪৪২৪৬ জীবনীমূলক

·৪৪২৪৭ প্রহসন

·৪৪২৫ রূপক প্রভৃতি

·৪৪২৬ কাল্পনিক

·৪৪২৭ রবীন্দ্রনাথের নাটক

·৪৪২৮ সিনেমার নাটক

·৪৪২৯ কিশোর নাটক এবং বিবিধ

৮৯১·৪৪৩ গল্প ও উপন্যাস

·৪৪৩০১ উনবিংশ শতাব্দী

·৪৪৩০২ বিংশ শতাব্দী

·৪৪৩১ প্রথম যুগ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, [টেকচাঁদ ঠাকুর] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

৮৯১·৪৪৩২ দ্বিতীয় যুগ—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

·৪৪৩৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

·৪৪৩৩১ বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়

·৪৪৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

·৪৪৩৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

·৪৪৩৬ আধুনিক যুগ ১৩৪০ (১৯৩৩ খৃঃ) পর্যন্ত

·৪৪৩৭ আধুনিক যুগ (১৯৩৩ খৃঃ এর পর)

৮৯১·৪৪৩৮

·৪৪৩৯ ডিটেকটীভ উপন্যাস

৮৯১·৪৪৪ গদ্য সাহিত্য : প্রবন্ধ

·৪৪৪১ প্রাচীন যুগ

·৪৪৪২ প্রাক্ বঙ্কিম যুগ

·৪৪৪৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ রাজনারায়ণ বসু

·৪৪৪৪ বঙ্কিম যুগ (বঙ্গদর্শন)

·৪৪৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

·৪৪৪৬ আধুনিক যুগ

·৪৪৪৭ রম্যরচনা

৮৯১·৪৪৫ বক্তৃতা

·৪৪৬ পত্রাবলী

·৪৪৭ বিদ্রূপ সাহিত্য রসরচনা

·৪৪৮ অনুবাদ সাহিত্য

·৪৪৯ বিবিধ

৮৯২ হিব্রু, আরবী, পারসীক প্রভৃতি
৮৯৩ মিশর দেশীয়
৮৯৪ সিথিয়ান, টুরানিয়ান
৮৯৫ এশিয়া
৮৯৬ আফ্রিকা
৮৯৭ উত্তর আমেরিকা
৮৯৮ দক্ষিণ আমেরিকা
৮৯৯ মালয়, পলিনেশিয়া ও অন্যান্য

ইতিহাস

৯০০ ইতিহাস
৯০১ দার্শনিক তত্ত্ব
৯০২ উপযোগ
৯০৩ শব্দ-কোষ
৯০৪ শব্দকোষ
৯০৫ সাময়িক পত্রিকা
৯০৬ পরিষদাদি
৯০৭ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা
৯০৮ গ্রন্থাবলী
৯০৯ সাধারণ নিয়ম
৯০৯.৮২ বিংশ শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাস
৯১০ ভূগোল, ভ্রমণ, বর্ণনা
৯১১ ঐতিহাসিক
৯১২ মানচিত্র
৯১৩ প্রত্নতত্ত্ব
৯১৪ ইউরোপ ভ্রমণ
৯১৫ এশিয়া
৯১৬ আফ্রিকা
৯১৭ উত্তর আমেরিকা
৯১৮ দক্ষিণ আমেরিকা
৯১৯ ওশেনিয়া, মেরুপ্রদেশ
৯২০ জীবনী
৯২১ দার্শনিক
৯২২ ধার্ম্মিক
৯২৩ সমাজ-সেবক, রাজনীতিক
৯২৪ ভাষাবিদ
৯২৫ বৈজ্ঞানিক
৯২৬ শিল্প-কলাবিদ
৯২৭ ললিত কলাবিদ
৯২৮ সাহিত্যিক
৯২৯ বংশপরিচয়, কুলজী
৯৩০ প্রাচীন ইতিহাস
৯৩১ চীন
৯৩২ মিশর
৯৩৩ ইহুদী
৯৩৪ ভারতবর্ষ, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*

৯৩৪.০১ ইতিহাসের দর্শন : সভ্যতার ইতিহাস, উপযোগ ইত্যাদি
.০২ সংক্ষিপ্তসার, কালানুক্রমণ
৯৩৪.০৩ কোষ ; অভিধান
.০৪ রচনা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি
.০৫ সাময়িক পত্রপত্রিকাদি
.০৬ ঐতিহাসিক সভা, সমিতি, পরিষৎ ইত্যাদি
.০৭ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, লেখন, ভূচিত্রণ
.০৮ সংগ্রহ গ্রন্থাবলী
.০৯ ইতিহাস : প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদি
৯৩৪.১ মহারাজ পরীক্ষিৎ
৯৩৪.১১ জনক
.১২ মিথিলার পরবর্ত্তী বৈদেহিগণ
৯৩৪.১২১ পরবর্ত্তী বৈদেহিগণের যুগে দক্ষিণ ভারত

৯৩৪·১৩ ষোড়শ মহাজনপদ
·১৪ বিম্বিসার
·১৪১ কণিষ্ক, অজাতশত্রু
·১৪২ অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারিগণ
·১৫ শিশুপাল বংশ
·১৬ নন্দবংশ : মহাপদ্মনন্দ উগ্রসেন
·১৬১ ঐ উত্তরাধিকারিগণ
·১৭ পারস্য ও গ্রীক আক্রমণসমূহ
৯৩৪·১৭১ আলেকজান্দার
·১৮ মৌর্য্য সাম্রাজ্য
·১৮১ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য
·১৮২ বিন্দুসার
·১৮৩ অশোক
·১৮৪ পরবর্ত্তী মৌর্য্যগণ
·১৯ শুঙ্গবংশ
·১৯১ পুষ্যমিত্র
৯৩৪·১৯২ অগ্নিমিত্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ
·১৯৩ কণ্ব বংশ
·১৯৪ পরবর্ত্তী শুঙ্গ ও কণ্ব বংশীয়গণ
·১৯৫ সাতবাহন ও চেত বংশ
·১৯৫১ সাতকর্ণি
·১৯৫২ খারভেল : (উত্তর ভারতে গ্রীকরাজ্যের অবসান)
৯৩৪·২ উত্তর ভারতে সিথিয়ান রাজ্য
৯৩৪·২১ শক রাজগণ
·২২ পার্থিয়ান রাজগণ
·২৩ কুশান—ইউ-চি
৯৩৪·২৩১ নাগ বংশ ও পরবর্ত্তী কুশানগণ
·২৩২ ক্ষহরাট
·২৩৩ উজ্জয়িনীর শক সাম্রাজ্য
·২৩৪ যশোমোতিক, চষ্টন, জয়দামন
৯৩৪·২৩৫ রুদ্রদামন, দামজদশ্রী প্রথম
·২৩৬ দামজদশ্রী দ্বিতীয় : যশোদামন ১ম
·২৩৭ স্বামিজীবদামন দ্বিতীয়, রুদ্র সিংহ ও দ্বিতীয় রুদ্রদামন
·২৪ গুপ্ত সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন
·২৪১ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
·২৪২ সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমঙ্ক
·২৪৩ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
·২৪৪ প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য
·২৪৫ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
৯৩৪·২৪৬ পরবর্ত্তী গুপ্তগণ : পুরগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, বালাদিত্য
·২৪৭ দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
·২৪৮ বুদ্ধ গুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ
৯৩৪·২৪৯ কৃষ্ণগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ
৯৩৪·৩ হর্ষবর্দ্ধন (খৃঃ ৬০৬-৬৪৭)
·৩১ মধ্যযুগের হিন্দুরাজ্যসমূহ (কাশ্মীর, নেপাল, বল্লভী, বঙ্গ, রাজপুতানা, কনৌজ ইত্যাদি)
৯৩৪·৩২ গুর্জর প্রতিহারগণ
·৩২১ কনৌজ নৃপতি যশোবর্ম্মণ
·৩২১২ ভোজমিত্র মহীপাল, কনৌজ প্রতিহারগণের পতন (আঃ, খৃঃ ৯১০-৯৪০)
·৩৩ বাংলার আদিশূর (আঃ, খৃঃ ৭৫০)
·৩৩১ ধর্ম্মপাল : দেবপাল
·৩৩১২ পাল বংশের নবম নৃপতি মহীপাল

৯৩৪·৩৩২ সেন বংশ : বল্লাল সেন
(১১০৮-১১১৯ খৃঃ)
·৩৪ জিঝোটের চন্দেলবংশ
(বুন্দেলখণ্ড)
·৩৪১ রাজা ধর্ম্মকীর্ত্তি বর্ম্মণ
(আঃ, খৃঃ ১০৪৯-১১০০)
·৩৪২ কনৌজের ঘাড়োয়ালগণ
গোবিন্দচন্দ্র ও রাজা জয়চন্দ্র
৯৩৪·৩৪৩ চৌহান বংশ
বিগ্রহরাজ পৃথ্বিরাজ
(আঃ, খৃঃ ১১৭৫-১১৯২)
৯৩৪·৪ দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণ উপদ্বীপ
(আঃ, খৃঃ ৬০০-১৩৩৬)
৯৩৪·৪১ মহেন্দ্র বর্ম্মণ পল্লব,
(আঃ, খৃঃ ৬০০-৬২৫)
গুহামন্দিরাদি
·৪২ দ্বিতীয় পুলকেশীন
চালুক্যবংশ (৬০৮-৪২)
·৪৩ ভেঙ্গীর পূর্ব্ব চালুক্য বংশ
(আঃ, খৃঃ ৬১০)
·৪৩১ নরসিংহ বর্ম্মণ পল্লব,
চালুক্যগণ কর্তৃক
পল্লবগণের পরাজয়
(আঃ, খৃঃ ৭৪০)
·৪৩২ রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্যদের
পরাজয়
·৪৩২১ ১ম কৃষ্ণ (আঃ, খৃঃ ৭৬০)
ইলোরার কৈলাস মন্দির
৯৩৪·৪৩২২ রাষ্ট্রকূট বংশীয়
অমোঘবর্ষ (আঃ খৃঃ
৮১৫-৭৭)
·৪৩৩ চোলবংশীয় ১ম প্রান্তক
·৪৩৩১ রাজেন্দ্র চোল

৯৩৪·৪৩৩২ বিক্রমাঙ্ক অথবা
বিক্রমাদিত্য চালুক্য
(আঃ, খ্রীঃ ১০৭৫-১১৭৬)
·৪৩৩৩ হয়সলবংশীয় বিট্টিগ বা
বিষ্ণু বর্দ্ধন (আঃ, খৃঃ
১১১০-৪১) রামানুজ,
রাজ্যাপহারক বিজ্জল।
লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের
আবির্ভাব
৯৩৪·৪৩৩৪ বিজয়নগরের পতন
(খৃঃ ১৩৫৬)
৯৩৪·৫ গিহ্লোট বংশ
(আঃ, খৃঃ ৫০০-৬০০)
·৫১ চাহমান্ বংশ
৯৩৪·৫২ কলচুর্য্য বংশ (হৈহয় বংশ)
·৫৩ টোমর বংশ
·৫৪ চন্দ্রাত্রেয়গণ (চাণ্ডেলগণ)
·৫৫ পরমারগণ (পবরগণ)
·৫৬ কচ্ছপঘাতগণ
·৫৭ চৌলুক্যবংশ (শোলাঙ্কী)
·৬ সিন্ধু প্রদেশ
·৬১ রাই (রাজ) বংশ—
রাই দিবাজী, রাই
শিরাস—সহসি, দ্বিতীয়
রাই সিরাস, ২য় রাই সহসি
·৬২ চাচ্-ব্রাহ্মণ রাজবংশ
চাচ্ চন্দ্র—দাহির—হুল্লিশাহ
·৬৪ সিন্ধুর আরব শাসকগণ
·৬৪১ উমায়েদ শাসকগণ
·৬৪২ আব্বাসিদগণ
৯৩৪·৬৫ সিন্ধুর স্বাধীন বংশ সকল
·৬৫১ মূলতানের রাজবংশ
·৬৫২ মানসেরার রাজবংশ

৯৩৪·৬৫৩ সাম্মস
·৬৬ আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের শাহিবংশ
·৬৬১ তুর্কী-শাহিগণ
·৬৬২ হিন্দু শাহিগণ
৯৩৪·৭ কাশ্মীর
·৭১ কর্কোটগণ
·৭২ উৎপল ও উত্তরাধিকারিগণ
৯৩৪·৭২১ বীরদেব বংশ ও অভিনবগোষ্ঠী
·৭২২ লোহারা বংশ
·৭২৩ লোহারাদিগের উত্তরাধিকারিগণ
·৭৩
·৭৪ নেপাল
·৭৪১ লিচ্ছবিবংশ, 'ঠাকুরী' অংশুবর্ম্মণ ও আভির জিষ্ণু গুপ্ত ; রাঘবদেব
·৭৪২ ন্যায়কোটের ঠাকুরী বংশ
·৭৪৩ পাটনের ঠাকুরীবংশ
৯৩৪·৭৪৪ মল্লরাজগণ : বিশৃঙ্খল পর্ব্ব
·৭৪৫ জয়স্থিতিমল্লের বংশ
·৭৪৭ কর্ণাটক রাজবংশ
·৭৫
·৭৬ আসাম
·৭৬১ পুষ্যবর্ম্মণের বংশ
·৭৬২ শালিস্তম্ভ ও তাঁহার বংশধরগণ
·৭৬৩ প্রলম্ভ ও তাঁহার বংশধরগণ
·৭৬৪ পালবংশ : তিঙ্গদেব
·৭৬৫ বোধিদেবের গোষ্ঠী
·৭৬৬ ভাস্কর রাজবংশ
·৭৬৭ খরবণ বংশ
৯৩৪·৮ বাংলা ও বিহার
·৮১ খড়্গা-বংশ
৯৩৪·৮২ চন্দ্রবংশ, কম্বোজ রাজকুমারী
·৮৩ স্থরগণ—বর্ম্মণগণ
৯৩৪·৮৪ সেনবংশ—শূদ্রকেরগোষ্ঠী
৯৩৪·৮৫ কৈবর্ত্তগণ
·৮৬ পিথিবরাজ বংশ
পিথির সেনন্দিন বংশ
রাষ্ট্রকূট বংশ
·৮৮ উড়িষ্যা
·৮৮১ কোশলের সোমবংশীগণ
·৮৮২ তোষলীর 'কর' রাজগণ
·৮৮৩ ভঞ্জ গোষ্ঠী
·৮৮৪
·৮৮৫ শিরোদ্ভবগণ
·৮৮৬ গঙ্গবংশ
৯৩৪·৯ অন্যান্য বিভিন্ন জাতি ও ক্ষুদ্র নৃপতিসমূহ
·৯১ বারাণসী ও কান্যকুব্জের গাড়োয়ালগণ যশোবিগ্রহ, মহীন্দ্র, চন্দ্রাদেব
·৯২ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ
·৯২১ কনৌজের রাষ্ট্রকূটগণ,
·৯২২ মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ, মানথুর বংশ, বেতুল বংশ, পথারী বংশ
·৯৩ রাজপুতানার রাষ্ট্রকূটগণ
·৯৩১ হস্তিদূতী বংশ
·৯৩২ ধানোপবংশ
·৯৩৩ বিঠু বংশ
·৯৪ বিহারের রাষ্ট্রকূটগণ
·৯৫ আগ্রার রাষ্ট্রকূটগণ
·৯৬ কাঠিওয়াড়ের ,,
·৯৭

৯৩৪·৯৮ কনৌজের পরবর্ত্তী গুর্জ্জর প্রতিহারগণ
৯৩৫ মধ্য পারস্য
৯৩৬ আধুনিক ইউরোপীয় জাতিসমূহ
৯৩৭ রোম ও ইতালী
৯৩৮ গ্রীস
৯৩৯ অন্যান্য

৯৪০ ইউরোপ

৯৪০·৩-·৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ খৃঃ)
৯৪০·৫৩-·৫৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খৃঃ)
৯৪০·৫৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ইউরোপ
৯৪১ স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড
৯৪২ ইংলণ্ড,ওয়েল্‌স্‌
৯৪৩ জার্ম্মাণী
৯৪৪ ফ্রান্স
১৪৫ ইটালী
৯৪৬ স্পেন পর্ত্তুগাল
৯৪৭ রাশিয়া
৯৪৮ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক
৯৪৯ অন্যান্য দেশ

৯৫০ এশিয়া

৯৫১ চীন
৯৫২ জাপান
৯৫৩ আরব
৯৫৪ ভারতবর্ষ, মধ্য ও আধুনিক যুগ

ভারতের ভৌগোলিক বিভাগ*

৯৫৪·১ পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, ব্রহ্মদেশ, মণিপুর, নেফা, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম—অরুণাচল, ভুটান
৯৫৪·১২ বাংলাদেশ
·২ বিহার, অযোধ্যা এবং নেপাল, সিকিম
·৩ মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারত এজেন্সি
·৪ রাজপুতানা
·৫ দিল্লী, পাঞ্জাব,
৯৫৪·৫১ বেলুচিস্থান, সিন্ধু প্রদেশ [পাকিস্তান], পেশোয়ার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
·৬ কাশ্মীর
·৭ বরোদা, গুজরাট, এবং বোম্বাই (মহারাষ্ট্র)
·৮ মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও সিংহল (শ্রীলঙ্কা)
·৯ হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্র প্রদেশ)
৯৫৪·০১ মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয় : দিল্লীর সুলতানগণ (খৃঃ ১১৭৫-১২৯০)
·০১১ সুলতান মামুদ ঘোরী
·০১১১ দাসবংশ : কুতুবুদ্দিন আইবক, আরাম শাহ
·০১১২ আলতামাস (খৃঃ, ১২১১) চেঙ্গীস খাঁর মৃত্যু-(খৃঃ ১২২৭)
·০১১৩ সুলতানা রিজিয়া, বাহ্‌রাম (খৃঃ ১২৪০)
·০১১৪ নাসিরুদ্দিন মামুদ
·০১১৫ গিয়াসুদ্দিন বলবন্‌
·০১১৬ মইজুদ্দিন কাইকোবাদ
·০১২ খিলজিবংশ
·০১২১ জালালুদ্দিন (ফিরোজ শাহ)
·০১২২ আলাউদ্দিন : চিতোর লুণ্ঠন
·০২২৩ কুতুবুদ্দিন মোবারক
৯৫৪·০১৩ তোগলক বংশ

৯৫৪·০১৩১ গিয়াসউদ্দিন তোগলক
(গাজী মালিক)
·০১৩২ মহম্মদ আদিল বিল তোগলক
·০১৩৩ ফিরোজ তোগলক,
স্থলতান বংশের পতন
৯৫৪·০১৩৪ মহম্মদ তোগলক,
তৈমুরের আক্রমণ
·০১৩৫ জৌনপুরের স্বাধীনতা
লাভ, দিল্লীর সৈয়দবংশ
·০১৪ লোদী বংশ
·০১৪১ স্থলতান বহ্লাললোদী
·০১৪২ সিকান্দার লোদী
৯৫৪·০১৪৩ ইব্রাহিম লোদী,
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ,
স্থলতানবংশের ধ্বংস
৯৫৪·০১৫ দিল্লী স্থলতান বংশের
পতনের পর মুসলমান
রাজ্যসমূহ : বাংলা,
মালব, গুজরাট, এবং
কাশ্মীর
·০১৬ দক্ষিণ ভারতের বাহমণি
রাজ্য—আলাউদ্দিন
হাসান, দাউদ মহম্মদ,
হুমায়ুন নিজাম মাহ্মুদ,
(খৃঃ, ১৩৪৭-১৫৪৮)
·০১৭ খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যের
পঞ্চ স্থলতানবংশ
(খৃঃ, ১৪৭৪-১৬৯৯)
·০১৭১ বেরারের ইমদ্শাহী
বংশ : ইদাতুল মুলক্
বংশধরগণ
·০১৭২ বিদরের বারিদশাহী
বংশ : কাশিম বারিদ

৯৫৪·০১৭৩ গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশ
·০১৭৩ স্থলতান কুলি
কুতুব শাহ
·০১৭৪ আহমেদনগরের নিজাম
শাহীবংশ : চাঁদবিবি
·০১৭৫ আদিলশাহী বংশ :
বিজাপুর
·০১৭৫১ ইয়ুস্থফ আলি খাঁ,
ফেরিস্তার বিবরণ
২ ইসমাইল
৩ মল্লু ইব্রাহিম ও
বংশধরগণ
৯৫৪·০১৭৫৫ সিকান্দার (খৃঃ ১৫'৩)
আদিলশাহী বংশের
লোপ (খৃঃ ১৬৬৭)
·০১৭৬ খান্দেশের ফারুকী বংশ
·০১৭৮ বিজয়নগররাজ হরিহর,
১ম বুক্কা ও সঙ্গমের
তিনপুত্র
·০১৭৮১ প্রথমবংশ : সঙ্গমের
বংশধরগণ, হরিহর,
২য় বুক্কা, ১ম দেবরায়,
বীরবিজয়, ২য় দেবরায়
(মালিকার্জ্জুন)
·০১৭৮২ দ্বিতীয় : শলুভ বংশ
নরসিংহ শলুভ,
ইমাদি শলুভ,
৯৫৪·০১৭৮৩ তৃতীয় : তুলুববংশ,
নরসিংহ নায়ক, বীর
নরসিংহ (ভুজবল),
কৃষ্ণদেব অচ্যুত, তালি-
কটের যুদ্ধ, রামরাজের
মৃত্যু ও বিশৃঙ্খলা

৯৫৪·০১৭৮৪ চতুর্থ বংশ : অভবিহ্
তিরুমলরঙ্গ ১ম ভেঙ্কট
ও বংশধরগণ
৯৫৪·০২ মোগল বংশ
(খৃঃ ১৫২৬-৪০,
১৫৫৫-১৭১২)
·০২১ বাবর শাহ
·০২১১ পানিপথের যুদ্ধ
·০২১১২ রাণা সঙ্গ
·০২১১৩ হুমায়ুন
·০২১২ শূর বংশ : শের শাহ
·০২২ আকবর
৯৫৪·০২২১ জাহাঙ্গীর, টমাস রো'র
দৌত্য
·০২২২ শাহজাহান, খান-
জাহান লোদীর মৃত্যু,
গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে
দুর্ভিক্ষ, মমতাজমহলের
মৃত্যু, ঔরঙ্গজেব এবং
দারাশেকো ও সুজা
ইত্যাদির যুদ্ধ,
শাহজাহানের
বন্দী-দশা
৯৫৪·০২২৩ ঔরঙ্গজেব আলমগীর
৯৫৪·০২২৪ শেষ মোগলগণ :
বাহাদুর শাহ ও
বংশধরগণ
·০৩ পেশোয়া বংশ
·০৩১ বালাজী বিশ্বনাথ
·০৩২ ১ম বাজীরাও
·০৩২১ বালাজী বাজীরাও
·০৩২২ মাধবরাও
·০৩২৩ নারায়ণ রাও
৯৫৪·০৩২৪ মাধবরাও নারায়ণ
·০৩২৫ ২য় বাজীরাও
·০৩৩ নানা সাহেব
·০৩৫ বরোদার গায়কোয়ার বংশ
·০৩৬ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া বংশ
·০৩৭ নাগপুরের ভোঁসলাবংশ
·০৩৮ ইন্দোরের হোলকার বংশ
·০৩৯ মারহাট্টা যুদ্ধ
·০৩৯১ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মারহাট্টা রাজ্য
৯৫৪·০৪ শিখদের অভ্যুদয়
·০৪১ গুরুনানক
·০৪১২ পরবর্তী অষ্টগুরু : অঙ্গদ
হইতে তেগবাহাদুর পর্য্যন্ত
·০৪২ বান্দা ও গুরু গোবিন্দ
·০৪৩ শিখ প্রাধান্য
·০৪৪ রণজিৎ সিং : পাঞ্জাব বিজয়
·০৪৫ ক্ষুদ্র শিখরাজ্যসমূহ
৯৫৪·০৪৬ পাতিয়ালা
·০৪৬১ নাভা
·০৪৬২ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী,
ইংরেজ ও ফরাসী
কোম্পানী, পণ্ডিচারীর
পতন
·০৫১
৯৫৪·০৫১৭ ড্যুপ্লে
·০৫২ লর্ড ক্লাইভ : বাংলা
দেশের ঘটনাবলী
·০৫২১ আলিবর্দ্দী খাঁ
·০৫২২ সিরাজদৌল্লা
·০৫২৩ পলাশীর যুদ্ধ, বক্সার
যুদ্ধ, সত্তরের মন্বন্তর
·০৫৩ ওয়ারেন হেষ্টিংস :
বাংলার গবর্ণর

৯৫৪'০৫৩১ রোহিলা যুদ্ধ

'০৫৩২ রেগুলেটিং এ্যাক্ট

'০৫৩৩ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (খৃঃ ১৭৭৩)

'০৫৩৪ নন্দকুমার, ওয়ারেন হেষ্টিংস : গবর্ণর জেনারেল

'০৫৩৪১ মাধোজী সিন্ধিয়া

'০৫৩৪২ মারাঠা রাজা চৈৎসিং, কর্ণাটক যুদ্ধশেষে ভার্সাই চুক্তিপত্র

'০৫৩৪৩ টিপু সুলতান

৯৫৪'০৫৩৪৪ হেষ্টিংস্-এর বিচার

'০৫৩৪৫ পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট

'০৫৩৪৭ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

'০৫৪ লর্ড কর্ণওয়ালিস

৯৫৪'০৫৪২ লর্ড ওয়েলেস্‌লি : মহীশূরের শেষ যুদ্ধ, টিপুর সহিত দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ

'০৫৪৩ নানা ফাড়নাবিশ, ২য় বাজীরাও, ভরতপুর লুঠ

'০৫৪৪ লর্ড কর্ণওয়ালিস ২য় (খৃঃ ১৮০৫-০৭)

'০৫৫ লর্ড মিণ্টো, রণজিৎ সিংহ

'০৫৫২ মার্কুইস্ হেষ্টিংস

'০৬ লর্ড আমহার্ষ্ট

'০৬২ বর্ম্মা যুদ্ধ

'০৬২১ লর্ড বেণ্টিঙ্ক : শাসন ও সামাজিক সংস্কার

'০৬৪ লর্ড অকল্যাণ্ড

'০৬৫ ভিক্টোরিয়া : সিংহাসনারোহণ

৯৫৪'০৬৬ লর্ড এলেনবরো

'০৬৬৩ লর্ড হার্ডিঞ্জ (খৃঃ ১৮৪৪-৪৮)

'০৬৬৫ লর্ড ডালহাউসি (খৃঃ ১৮৪৮-৫৬)

'০৬৭ লর্ড ক্যানিং (খৃঃ ১৮৫৬-৬২)

'০৬৮ সিপাহী যুদ্ধ

'০৬৮৯ মহারাণীর ঘোষণা (খৃঃ ১৮৫৮ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান)

৯৫৪'০৭ ভারতবর্ষ (১৮৫৮-১৯৪৭)

'০৭১ লর্ড এল্‌গিন : ১ম বড়লাট

'০৭১২ সার জন লরেন্স (খৃঃ, ১৮৬৩-৬৯)

'০৭১৩ লর্ড মেয়ো (খৃঃ, ১৮৬৯-৭২)

'০৭১৪ লর্ড নর্থব্রুক (খৃঃ, ১৮৭২-৭৬)

'০৭১৫ লর্ড লিটন (খৃঃ, ১৮৭৬-৮০)

'০৭১৬ লর্ড রিপন (খৃঃ, ১৮৮০-৮৪)

'০৭১৭ লর্ড ডাফরিন (খৃঃ, ১৮৮৪-৮৮)

'০৭১৮ লর্ড ল্যান্সডাউন (খৃঃ, ১৮৮৮-৯৪)

'০৭১৯ ২য় লর্ড এলগিন (খৃঃ, ১৮৯৪-৯৯)

'০৭২ লর্ড কার্জন (খৃঃ, ১৮৯৯-১৯০৫)

৯৬৬ উত্তর-মধ্য আফ্রিকা
৯৬৭ দক্ষিণ-মধ্য আফ্রিকা
৯৬৮ দক্ষিণ আফ্রিকা
৯৬৯ মাদাগাস্কার ও অন্যান্য
৯৭০ উত্তর আমেরিকা
৯৭১ ব্রিটিশ আমেরিকা
৯৭২ মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা
৯৭৩ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
৯৭৪ উত্তর আটলান্টিক
৯৭৫ দক্ষিণ আটলান্টিক
৯৭৬ দক্ষিণ-মধ্য ঐ
৯৭৭ উত্তর-মধ্য ঐ
৯৭৮ পশ্চিম
৯৭৯ প্যাসিফিক
৯৮০ দক্ষিণ আমেরিকা
৯৮১ ব্রেজিল
৯৮২ আর্জেন্টিনা
৯৮৩ চিলি
৯৮৪ বলিভিয়া
৯৮৫ পেরু
৯৮৬ কলম্বিয়া
৯৮৭ ভেনেজুয়েলা
৯৮৮ গায়েনা
৯৮৯ পেরাগুয়া
৯৯০ ওশেনিয়া, মেরুপ্রদেশ
৯৯১ মলয় এশিয়া
৯৯২ সুণ্ডা
৯৯৩ অষ্ট্রেলেশিয়া
৯৯৪ অষ্ট্রেলিয়া
৯৯৫ নিউগিনি
৯৯৬ পোলিনেশিয়া
৯৯৭ বিচ্ছিন্ন বিভাগ
৯৯৮ সুমেরু প্রদেশ
৯৯৯ কুমেরু প্রদেশ

বিষয় শিরোনাম

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীর ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থা (Cataloguing Rules) ও বিষয়সূচীর (Subject Catalogue) বিষয়ানুগ ভারতীয় পরিভাষা প্রস্তুত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ভারতীয় বইপত্র, ভাষা ও কৃষ্টিধারার বৈশিষ্ট্যের ফলে পশ্চিমীদের অনুকরণে ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণ বা বিষয়পঞ্জী নির্মাণ সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের ৪১ পৃঃ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠায় ভারতীয় গ্রন্থাদির মোটামুটি একটা সংলেখ-বিধি (Cataloguing Rules) দেওয়া হইয়াছে। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬৪ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম (Subject Headings) প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রতি বৎসর নূতন নূতন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া বর্তমান এই বিষয় শিরোনাম সংকলিত হইয়াছে। বাংলা এবং সংস্কৃতানুগ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ইহার প্রয়োগ সম্ভব। ডিউয়ী অনুসরণে রচিত ও পরিবর্ধিত ভারতীয় বইপত্রের উপযোগী প্রতীক-সংখ্যা (notation) সর্বত্রই দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থাগারিকদের বিষয়ানুসারী গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

বাংলা ভাষায় বিষয়-সূচী প্রস্তুত করিতে গিয়া গ্রন্থাগারিককে বিস্তর অসুবিধায় পড়িতে হয়। শিল্প-সঙ্গীতের কথা না তোলাই ভালো, অন্যান্য বিষয়েও অসুবিধা কম নয়। একই বিষয় বহুভাবে বলা চলে, একই বিষয়ের বহু প্রতিশব্দ আছে— সবই 'বিষয় শিরোনাম' হইতে পারে। যেমন, সমাজতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা এবং ভৈষজ্য বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান ইত্যাদি। এইরূপ প্রতিপদে প্রতিটি ক্ষেত্রে অসুবিধা বিস্তর। দুই গ্রন্থাগারে তো দুই রকমের হইবেই, এক গ্রন্থাগারেও একই বিষয়ের বহু শিরোনাম হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একটি সুনির্দিষ্ট 'বিষয় শিরোনাম' থাকা একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থকার সূচীতে যেমন একই গ্রন্থকারের কোন্ কোন্ বই গ্রন্থাগারে আছে জানিতে পারা যায়, তেমনি বিষয়-সূচীর একই বিষয়ের কোন্ কোন্ বই বা কতকগুলি বই গ্রন্থাগারে আছে জানা যায়। গবেষণা গ্রন্থাগারে যেমন বিষয়-সূচী থাকার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি গবেষকদের গবেষণা কার্যে বিষয়-সূচী অপরিহার্য।

বিষয় শিরোনাম হিসাবে শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ভাষার অনুষঙ্গতা (association) বিচার করিয়া, এছাড়া দেশের ঐতিহ্য ও বইপত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কোন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া তাহার পরিবর্তে

ব্যবহার করা হইয়াছে 'এবং' ও 'ইহা ব্যতীত' শব্দ দুইটি। 'এবং' বলিয়া মুখ্য বিষয় শিরোনামের উল্লেখ ও 'ইহা ব্যতীত' বলিয়া অন্যান্য মুখ্য বিষয় শিরোনামের উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং (see): অংশ হইতে মূল; যেমন, 'নিদান' বিষয় শিরোনামে এবং আয়ুর্বেদ। 'ইহা ব্যতীত' (see also): মূল হইতে অংশ; যেমন, 'কৃষি' বিষয় শিরোনামে ইহা ব্যতীত পশুপালন অর্থাৎ কৃষি বিষয়ক বইএ পশুপালন-এর উল্লেখ আছে। অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ 'পশুপালন' হওয়া সম্ভব।

শিরোনাম তালিকায় ছোট-বড় অক্ষর দিয়া বিষয়ের তারতম্য বুঝানো হইয়াছে। বড় অক্ষরের বিষয় শিরোনাম ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য গ্রন্থাগারিকেরা নিজেদের গ্রন্থাগারের জন্য 'বিষয় শিরোনাম' বাছিয়া লইবেন। ছোট গ্রন্থাগারে শুধু মুখ্য বিষয় শিরোনাম ব্যবহারই ভালো। প্রয়োগক্ষেত্রে যতটুকু নির্দেশ না দিলে নয় ঠিক ততটুকু নির্দেশই দেওয়া হইল। গ্রন্থাগারিকেরা নিজেদের গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সে নির্দেশে ইতর-বিশেষ করিতে পারিবেন। উপবিভাগ (subdivision) সম্বন্ধে বইএর ভিতরের নির্দেশই যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, দর্শন, প্রবন্ধ, অনুশীলন ও শিক্ষা, অভিধান, ইতিহাস প্রভৃতি গঠন-বিভাগ (form division) মূল বিষয়ের উপবিভাগে বসিবে। যেমন, বাংলা ভাষা—অভিধান, বাংলা ভাষা—ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য—প্রবন্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম—দর্শন (বৌদ্ধ দর্শন), দর্শন —অনুশীলন ও শিক্ষা প্রভৃতি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে গঠন-বিভাগও মুখ্য বিষয় শিরোনাম হইতে পারে।

যাহাতে গ্রন্থাগারিকদের বিষয়-সূচী বা গ্রন্থসূচী তৈরি করিতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য এখানে প্রতীক-সংখ্যা সহ ব্যাপকতর বিষয় শিরোনাম দেওয়া হইল।

অক্ষয়কুমার দত্ত
  জীবনী ৯২৮
  সাহিত্য ৮৯১.৪৪
  এবং **জীবনী**-এর উপবিভাগ। যেমন, জীবনী—অক্ষয়কুমার দত্ত। নামে অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ (Added Entry)। **জীবনী** দ্রঃ (দ্রষ্টব্য বিষয়-সংলেখ, refer from)

অগস্ত্যসংহিতা ২৯৪.১৭
  এবং **পুরাণ**-এর উপবিভাগ। যেমন, পুরাণ—অগস্ত্যসংহিতা। নামে অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ

অগ্নিপুরাণ ২৯৪.১৭৩৪
  এবং **পুরাণ**-এর উপ.

অঙ্কশাস্ত্র ৫১০
  ইহা ব্যতীত: **গতিবিদ্যা** (Dynamics); **জ্যামিতি**; **তুলাদণ্ড**; **ত্রিকোণমিতি**; **পরিসংখ্যান** (Statistics); **পাটীগণিত**; **বলবিদ্যা**; **বিজ্ঞান**; **বীজগণিত**; **মানসাঙ্ক**; **মেট্রিক পদ্ধতি**; **সংখ্যাবিজ্ঞান**; **স্থিতিবিদ্যা** (Statistics); **হিসাব**

অজন্তা ৭২৬

উপনিষৎ ২৯৪.১৪
ইহা ব্যতীত: **ঈশ**; **ঐতরেয়**; **কঠ**; **কেন** (তলবকার); **কৈবল্য**; **ছান্দোগ্য**; **জাবাল**, **জৈমিনীয়**; **তৈত্তিরীয়**; **নৃসিংহতাপনী**; **প্রশ্ন**; **বৃহদারণ্যক**; **মহানারায়ণ**; **মাণ্ডুক্য**; **মুণ্ডক**; **মৈত্রায়ণী**; **শ্বেতাশ্বতর** ইত্যাদি। (মুখ্য বিষয়-শিরোনাম 'উপনিষৎ' থাকাই ভালো)

উপন্যাস—০৩
সাহিত্য-এর উপ.। যেমন, বাংলা সাহিত্য—উপন্যাস

উপন্যাসের নাটক
সাহিত্য-এর উপ.। যেমন, বাংলা সাহিত্য—উপন্যাসের নাটক

উপাসক
এবং ধর্ম-এর উপ.। যেম, হিন্দুধর্ম—উপাসক

উপাসনা
এবং ধর্ম-এর উপ.। যেমন, হিন্দুধর্ম—উপাসনা

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনী ৯২৩; **জীবনী** দ্রঃ

উর্দু ভাষা ৪৯১.৪৩

উর্দু সাহিত্য ৮৯১.৪৩
(বাংলা সাহিত্যর উপবিভাগ দ্রঃ)

উল্কা ৫২৩.৫
এবং **জ্যোতিষ** দ্রঃ

উর্মিলা
এবং **পৌরাণিকী**

ঋগ্বেদ ২৯৪.১১১
এবং **বেদ**-এর উপ.। যেমন, বেদ—ঋগ্বেদ

ঋণ
এবং **অর্থনীতি** দ্রঃ

ঋতু ৫২৫.৫
এবং **জ্যোতিষ** দ্রঃ এবং **পৃথিবী**

একাদশী ২৯৪.৫০২১
এবং **ব্রত**

একাদশীতত্ত্ব ২৯৪.৫০২১
এবং **ব্রত**

এণ্টনী ফিরিঙ্গী
জীবনী ৯২৭; **জীবনী** দ্রঃ

এসিয়া ৯৫০
উপ. ইতিহাস; বর্ণনা; বর্ণনা ও ভ্রমণ ইত্যাদি

এ্যালবাম—০৮৪

ঐক্যতান ৭৮০.৬৫
এবং **সঙ্গীত**

ঐতরেয় উপনিষৎ ২৯৪.১৪১১
এবং **উপনিষৎ**-এর উপ.।
নামে অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২৯৪.১২
এবং **বেদ** দ্রঃ

ঐতিহাসিক উপন্যাস
সাহিত্য-এর উপ.। যেমন, বাংলা সাহিত্য—ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক কাব্য
সাহিত্য-এর উপ.

ঐতিহাসিক কাহিনী
সাহিত্য-এর উপ.

কল্কিপুরাণ ২৯৪'১৭
এবং **পুরাণ**-এর উপ.। যেমন, পুরাণ —কল্কিপুরাণ। নামে অতিরিক্ত বিষয় সংলেখ
কলিকাতা ৯৫৪'১৪১
উপ. ইতিহাস; নির্দেশিকা; বর্ণনা ও ভ্রমণ; সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭৮'৫৪
এবং **শিক্ষা**
কলেরা ৬১৬'৯
এবং **ভৈষজ্যবিজ্ঞান**
কল্পসূত্র ২৯৪'১৫
এবং **বেদ** দ্রঃ এবং **বেদাঙ্গ**
কাঠের কাজ ৭৩৬
ইহা ব্যতীত তক্ষণ শিল্প।
এবং **ভাস্কর্য**; এবং **কারুশিল্প**
কাদম্বরী ৮৯১'২১
এবং **সংস্কৃত সাহিত্য**
কাব্যসংগ্রহ
এবং সাহিত্য-এর উপ.। যেমন, বাংলা সাহিত্য—কাব্যসংগ্রহ
কাব্যালোচনা ৮০৮'১
এবং সাহিত্য-এর উপ.
কামশাস্ত্র ৩৯২'৬
যৌনবিজ্ঞান দ্রঃ
ইহা ব্যতীত **যৌন নীতি**
কারখানা ৩৩৮'৬; ৬৫৮'৫
এবং **অর্থনীতি** দ্রঃ
এবং নির্মাণ শিল্প
কারখানা শিল্প
এবং **নির্মাণ শিল্প**
কারণবাদ
এবং **অধ্যাত্মবিদ্যা** দ্রঃ
কারাগার ৩৬৫
ইহা ব্যতীত **কয়েদী**; **কারাজীবন**; **বন্দীজীবন**
এবং **অপরাধতত্ত্ব** দ্রঃ
কারিগরি বিদ্যা ৬০০
এবং **নির্মাণ শিল্প** এবং **যন্ত্র শিল্প**
কার্টুন ৭৪১'৫
ব্যঙ্গচিত্র দ্রঃ
কার্পেণ্টার, মেরী
মেরী কার্পেণ্টার দ্রঃ
কার্যবিবরণী
এবং কোন সংগঠন-এর উপ.। যেমন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—কার্যবিবরণী
কার্ল মার্কস
জীবনী ৯২৩; **জীবনী** দ্রঃ
কালরেখা ৯০২
এবং **ইতিহাস**
কালিকামঙ্গল ৮৯১'৪৪১৪
এবং **মঙ্গলকাব্য**-এর উপ.। যেমন, মঙ্গলকাব্য—কালিকামঙ্গল। নামে অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ
কালিদাস
জীবনী ৯২৮; **জীবনী** দ্রঃ
সাহিত্য ৮৯১'২
কালীপ্রসন্ন সিংহ
জীবনী ৯২৮; **জীবনী** দ্রঃ
সাহিত্য ৮৯১'৪৪
কাশী (কাশীধাম) ২৯৪
এবং **হিন্দুতীর্থ**।
উপ. ইতিহাস; বর্ণনা ও ভ্রমণ ইত্যাদি
কাশীখণ্ড
এবং **পুরাণ**-এর উপ.

খনার বচন ৮৯১·৪৪১৬
এবং **বাংলা লোকসাহিত্য**
খনি ও খনিজ দ্রব্য ৩৩৮·২ ; ৫৫৩ ; ৬২২
খনিজ দ্রব্য ৩৩৮·২ ; ৫৫৩ ; ৬২২
ইহা ব্যতীত : **খনি ও খনিজ দ্রব্য**
খাদ্য ৬৪১
ইহা ব্যতীত : **আমিষ** ; **খাদ্যপ্রাণ** ; **খাদ্য সংরক্ষণ** ; **খাদ্য সরবরাহ** ; **খাদ্যে ভেজাল** ; **নিরামিষ** ; **পথ্য** ; **পুষ্টি** ; **রন্ধনবিদ্যা**
খাদ্যতত্ত্ব ৬৪১·১
ইহা ব্যতীত : **খাদ্যপ্রাণ**
খাদ্যপ্রাণ ৬৪১·১
এবং **খাদ্যতত্ত্ব** দ্রঃ
খাদ্যসংরক্ষণ
এবং **খাদ্য**
খাদ্যসরবরাহ
এবং **খাদ্য**
খাদ্যে ভেজাল
এবং **খাদ্য**
খিল হরিবংশ
এবং **পুরাণ**-এর উপ. । যেমন, পুরাণ—খিল হরিবংশ ।
নামে অতিরিক্ত বিষয়-সংলেখ
খেউড় ৮৯১·৪৪১৬
এবং **বাংলা লোকসাহিত্য**
খ্রীষ্ট
যীশুখ্রীষ্ট দ্রঃ
খ্রীষ্টধর্ম ২২০-২৮৯
উপ. ইতিহাস ; গীতসংহিতা (Psalms) ; গীর্জা ; প্রটেষ্টাণ্ট ; প্রবন্ধ ; প্রার্থনা ; বাইবেল ; মিশন ; যীশুখ্রীষ্ট ; রোমান ক্যাথলিক ; সুসমাচার (Gospel) ; স্তোত্র । যেমন, খ্রীষ্টধর্ম—ইতিহাস ; খ্রীষ্টধর্ম—গীতসংহিতা

গঙ্গামঙ্গল ৮৯১·৪৪১৪৬
এবং **মঙ্গলকাব্য**-এর উপ. । যেমন, মঙ্গলকাব্য—গঙ্গামঙ্গল
গণতন্ত্র ৩২১·৪
এবং **রাষ্ট্রনীতি** দ্রঃ
গতিবিদ্যা (Dynamics) ৫৩১-৫৩৩
এবং **অঙ্কশাস্ত্র** এবং **পদার্থবিদ্যা**
গবেষণা ও গবেষণাগার —০৭২*
এবং বিষয়-এর উপ.
গবেষণা গ্রন্থাগার ০২৬
এবং **গ্রন্থাগার**
গম্ভীরা ৮৯১·৪৪১৬৩
এবং **বাংলা সাহিত্য**-এর উপ. ।
এবং **বাংলা লোকসাহিত্য**
গয়া ২৯৪
এবং **তীর্থ**
গরুড় পুরাণ ২৯৪·১৭
এবং **পুরাণ**-এর উপ. । যেমন, পুরাণ—গরুড় পুরাণ
গলন-যোজন-বিদ্যা (welding) ৬৭১·৫২
এবং **প্রযুক্তি বিদ্যা**
গল্প
সাহিত্য-এর উপ. । যেমন, বাংলা সাহিত্য—গল্প

* '—' দেওয়া সংখ্যা আসলে গঠন বিভাগ (form division) । মূল বিষয়ের প্রতীক সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হবে । যেমন, আয়ুর্বেদিক গবেষণাগার ৬১০·৯৫৪০৭২, রাসায়নিক গবেষণাগার ৫৪০·৭২ ।

* '—' দেওয়া সংখ্যা আসলে গঠন বিভাগ (form division); যে কোন বিষয়ের প্রতীক সংখ্যায় লাগানো চলে। যেমন, বর্ষপঞ্জী —০৫৮। হিন্দুস্থান বর্ষপঞ্জী ৯৫৪·০৫৮।

নিয়মানুবর্তিতা

নিরামিষ ৬৪১'৩

এবং **খাদ্য** দ্রঃ

নিরুক্ত

এবং **বেদাঙ্গ** দ্রঃ

নির্ঘণ্ট

অনুক্রমণিকা দ্রঃ

নির্দেশিকা

এবং স্থান ও বিষয়ের উপ.।

যেমন, কলিকাতা—নির্দেশিকা

নির্বাচন ৩২৪'২

দেশ উপ. এবং রাষ্ট্রনীতি

নির্মাণশিল্প ৬৬০ ; ৬৭০ ; ৬৮০

ইহা ব্যতীত: **উৎপাদনশিল্প ; কাষ্ঠশিল্প ; চর্মশিল্প ; তন্তুশিল্প ; ধাতুশিল্প ; পশম ; রাসায়নিক শিল্প ; রেশম ; সীবনকার্য ; সূচীশিল্প**

নীতি ১৭০—১৭৯

নীতি বিষয়ক সবকিছুরই মুখ্য বিষয়-শিরোনাম 'নীতি' থাকাই ভালো।

নীতিগল্প

এবং সাহিত্য-এর উপ.। যেমন, বাংলা সাহিত্য—নীতিগল্প

নীতিশাস্ত্র ১৭০

নীতি দ্রঃ

নীহারিকা ৫২৩'১২

এবং **জ্যোতিষ** দ্রঃ

নূতন নিয়ম ২২৫

বাইবেল দ্রঃ

নৃতত্ত্ব ৫৭২

এবং **জীববিজ্ঞান** দ্রঃ

নৃত্য ৭৯৩'৩

ইহা ব্যতীত: **গ্রামীণনৃত্য ; নৃত্যনাট্য ; নৃত্যশিল্প ; লোকনৃত্য**

নৃত্যনাট্য

নৃত্যশিল্প ৭৯৩'৩

দেশ উপ.। যেমন, নৃত্যশিল্প—জাভা ও বলি

নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ

এবং **উপনিষৎ**-এর উপ.

নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু দ্রঃ

নেপাল ৯৫৪'২৬

উপ. ইতিহাস ; বর্ণনা ও ভ্রমণ ইত্যাদি

নেপোলিয়ন

জীবনী ৯২৩'১

ফরাসী ইতিহাস ৯৪৪

নৈরাজ্যবাদ (Nihilism) ৩৩৫'৪৩৭ ; ১৪৯'৮

এবং **অর্থনীতি** ; এবং **দর্শন**

নৌবাহিনী ৩৫৪

এবং **রাষ্ট্রশাসন** দ্রঃ

ন্যায়দর্শন ১৮১'৪৩

এবং **দর্শন**-এর উপ.

ইহা ব্যতীত: **তর্কশাস্ত্র**

পক্ষী ৫৯৮'২

পাখী এবং **পশুপক্ষী** দ্রঃ

পঞ্চতন্ত্র ৮৯১'২৩৭

এবং **সংস্কৃত সাহিত্য**

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৩৩৮'৯৫৪ (ভারত)

বহিঃক্রীড়া ৭৯৬
এবং **ক্রীড়া-কৌতুক** দ্রঃ
বাইবেল ২২০
এবং **খ্রীষ্টধর্ম**
ইহা ব্যতীত : **নূতন নিয়ম** ; **পুরাতন নিয়ম**
বাউল গান ৮৯১.৪৪১৬
এবং **বাংলা সাহিত্য**-এর উপ.।
এবং **বাংলা লোকসাহিত্য**
বাংলা উপন্যাস ৮৯১.৪৪৩
বাংলা কবিতা ৮৯১.৪৪১
উপ. আলোচনা ; ইতিহাস ; প্রীতি-উপহার ইত্যাদি।
যেমন, বাংলা কবিতা—আলোচনা
বাংলা কাব্যসাহিত্য
উপ. আলোচনা ; প্রবন্ধ ইত্যাদি
বাংলা ক্রিয়াপদ
এবং বাংলা ভাষা—ব্যাকরণ
বাংলা গদ্যসাহিত্য
উপ. ইতিহাস ; সংকলন ইত্যাদি
বাংলা গল্পসংগ্রহ
বাংলা গীতিকবিতা
বাংলা ছোটগল্প
বাংলা নাটক ৮৯১.৪৪২
উপ. আলোচনা ; ইতিহাস ইত্যাদি
বাংলা প্রবন্ধ
উপ. ইতিহাস ; সংকলন গ্রন্থ ; সংগ্রহ গ্রন্থ ইত্যাদি
বাংলা ভাষা ৪৯১.৪৪
উপ. অভিধান ; অলঙ্কার ; ইতিহাস ; কথ্য ভাষা ; ছন্দ ; পাঠ্য পুস্তক ; প্রবন্ধ ; বানান ; বিশ্বকোষ ; ব্যাকরণ ; শব্দতত্ত্ব ; সাময়িকপত্র ইত্যাদি। যেমন, বাংলা ভাষা—অলঙ্কার
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সম্মেলন
বাংলা ভাষাতত্ত্ব ৪৯১.৪৪০১
বাংলা রচনা
বাংলা লোকসাহিত্য ৮৯১.৪৪১৬
ইহা ব্যতীত : **খনার বচন** ; **খেউড়** ; **গম্ভীরা** ; **গাজন** ; **তরজা** ; **দরবেশী কবিতা** ; **পাঁচালী** ; **প্রবাদ** ; **বাউল গান** ; **ব্রতকথা** ; **সঙ** ইত্যাদি
বাংলা সাহিত্য ৮৯১.৪৪
উপ. অনুবাদ ; অলঙ্কার ; আলোচনা ; ইতিহাস ; উপন্যাস-আলোচনা ; উপন্যাস-ইতিহাস ; উপন্যাসের নাটক ; ঐতিহাসিক উপন্যাস ; ঐতিহাসিক কাব্য ; ঐতিহাসিক কাহিনী ; ঐতিহাসিক নাটক ; কবিগান ; কবিতা ; কবিতা-সংগ্রহ ; কাব্য-ইতিহাস ; কাব্যালোচনা ; গজল ; গল্প সংগ্রহ (Anthology) ; গল্প সংকলন (Collection) ; গীতি কবিতা ; গীতি কাব্য ; গোয়েন্দা কাহিনী ; গ্রন্থকার ও গ্রন্থপঞ্জী ; চরিত্র-আলোচনা ; চর্যাগীতি ; চর্যাপদ ; জীবনীমূলক উপন্যাস ; জীবনীমূলক নাটক ; তরজা ; দরবেশী কবিতা ; দার্শনিক প্রবন্ধ ; দিনলিপি ; দোহা ; নাটক ; নাটক-আলোচনা ; নাট্যালোচনা ; নাথ সাহিত্য ; নৃত্যনাট্য ; পত্রাবলী ; পদাবলী সাহিত্য ; পাঁচালী ; পুরানের গল্প ; পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ; পৌরাণিকী ;

ইহা ব্যতীত: **জ্যোতিষ** ; **নিরুক্ত** (বেদ দ্রঃ)

বেদান্তদর্শন ১৮১·৪৮

এবং **দর্শন**-এর উপ.

ইহা ব্যতীত: **অদ্বৈত** (শঙ্কর); **দ্বৈত** (মাধ্ব); **দ্বৈতাদ্বৈত** (নিম্বার্ক); **বিশিষ্টাদ্বৈত** (রামানুজ); **বিশুদ্ধাদ্বৈত** (শঙ্কর); **শুদ্ধাদ্বৈত** (বল্লভাচার্য)

বেলজিয়াম ৯৪৯·৩

বেলুড় মঠ ২৯৪·৫৮

বেশ্যাবৃত্তি ৩০১·৪২৪ ; ১৭৬

এবং **সমাজতত্ত্ব** ; এবং **নীতি**

ইহা ব্যতীত: **গণিকাবৃত্তি**

বেহালা

এবং **সঙ্গীতযন্ত্র**। যেমন, সঙ্গীতযন্ত্র—বেহালা

বেহুলা

এবং **মঙ্গলকাব্য**—মনসামঙ্গল

বৈদ্যনাথ ধাম ২৯৪

এবং **হিন্দুতীর্থ**

বৈদ্যুতিক কারিগরি ৬২১·৩

এবং **যন্ত্রশিল্প**

বৈভাষিক দর্শন

এবং **যন্ত্রশিল্প**

এবং **দর্শন**-এর উপ.

বৈশেষিক দর্শন

এবং **দর্শন**-এর উপ.। যেমন, দর্শন—বৈশেষিক দর্শন

বৈষ্ণব

এবং **বৈষ্ণব দর্শন** ; এবং **বৈষ্ণব ধর্ম**

বৈষ্ণব কবিতা ৮৯১·৪৪১৫

ইহা ব্যতীত: **পদাবলী-সাহিত্য** ; **বৈষ্ণব পদাবলী**

বৈষ্ণবচরিত ৯২২

বৈষ্ণব জাতি ২৯৪·৫১

বৈষ্ণবতীর্থ ২৯৪·৫১

বৈষ্ণব দর্শন

এবং **বৈষ্ণব ধর্ম**

বৈষ্ণব ধর্ম ২৯৪·৫১

(শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ২৯৪·৫৪)

উপ. অভিধান ; আচার ; জগন্নাথ ; পূজাপদ্ধতি ; বিষ্ণুপ্রিয়া ; ব্রতদিন ; রাস ; সাধনপদ্ধতি ইত্যাদি

বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব কবিতা দ্রঃ

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৌদ্ধগান ও দোহা

বৌদ্ধতীর্থ ২৯৪·৩

এবং **বৌদ্ধধর্মপীঠ** দ্রঃ

বৌদ্ধদর্শন

এবং **বৌদ্ধধর্ম**

বৌদ্ধধর্ম ২৯৪·৩

এবং **বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম** দ্রঃ

ইহা ব্যতীত: **অষ্টাঙ্গিক মার্গ** ; **জাতক** ; **থেরীগাথা** ; **দীঘনিকায়** ; **দেবদেবী** ; **ধম্মপদ** ; **প্রজ্ঞাপারমিতা** ; **বৌদ্ধদর্শন** ; **সুত্তনিপাত** (মুখ্য বিষয়-শিরোনাম 'বৌদ্ধধর্ম' থাকাই ভালো। যেমন, বৌদ্ধধর্ম—জাতক ; বৌদ্ধধর্ম—থেরীগাথা)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সঞ্চালন নথিপত্র ও পুস্তক আমানত
(Administrative Records)

সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রতি গ্রন্থাগারেই কিছু না কিছু কাগজপত্র তথা খাতাপত্র বা নথির প্রচলন আছে। এই সব নথি বা খাতাপত্র যথাযথভাবে রাখিবার ব্যবস্থা ও তদনুরূপ নিয়মাদির প্রচলন সর্বত্রই সুবিদিত ও অপরিহার্য বলা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন রকমের নথি বা খাতাপত্রের প্রচলন দেখা যায়—গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে নথিপত্রাদির এই রকম প্রকারভেদ নজরে পড়িলেও—তাহাদের মূল উদ্দেশ্য প্রায় একই। পৌর গ্রন্থাগারে নথিপত্র, স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নথিপত্র একই রকম হয় না। নথিপত্রাদির বহিরাবয়ব যাহাই হইক না কেন, যথা—কার্ড বা লেজার (Ledger) অথবা লুজ লিফ সীট (Loose leaf sheet) উহাদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য একই। যদিও বা প্রতিটি গ্রন্থাগারেই সবরকম নথিপত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া নাও যাইতে পারে, তথাপি ইহাদের কোনো কোনোটির প্রচলন সাধারণ গ্রন্থাগার মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে এইসব খাতাপত্রের বিবরণ দেওয়া হইল।

১। একসেসন্ রেজিষ্টার বা পরিগ্রহণ খাতা গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় রেকর্ড বা নথি। গ্রন্থাগারে যেমন বই আসে তাহা সংলেখের ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে এই খাতায় লিখিত হয়, যে কোনো বিষয়ের ও যে কোনো স্থান হইতে পাওয়া বই গ্রন্থাগারে আসিবার ক্রমানুযায়ী এই নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জাবেদা খাতা হইতে বই সম্বন্ধে পুরাপুরি হিসাব—প্রতিটি বইয়ের নাড়ীনক্ষত্র ও বৎসরে কত বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইল তাহা বলা যায়। গ্রন্থাগারের সমস্ত বইয়ের হিসাব এই নথি থেকেই সম্যক পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের এই রেকর্ড বিভিন্ন ভাবে রক্ষিত হইতে পারে—কোথাও সুদৃশ্য ও মজবুত বাঁধাই জাবেদা খাতায়, কোথাও বা লুজ লিফ-এ—আধুনিক কালে কার্ডেই এই হিসাব রাখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ঐ খাতায় পর পর সব লাইনগুলি ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী চিহ্নিত থাকে এবং যেমন যেমন বই আসে তেমন পর পর এক একটি লাইন তাহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক সমস্ত তথ্য প্রতি ঘরে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই লাইনের ক্রমিক সংখ্যাই হইল পুস্তকের Accession number বা পরিগ্রহণ সংখ্যা। পুস্তকে আখ্যাপত্রের পেছনে মাঝামাঝি জায়গায় ক্যাটালগ বা কল্ নম্বরের (Call no.) তলায় ঐ

পরিগ্রহণ সংখ্যা লিখিত হয়। ঐ স্থান ছাড়াও আরো ২।১ জায়গায় কোথাও বা লুক্কায়িতভাবে ঐ নম্বর লেখা হয়। কেহ বা প্রতি ১০০ পাতায় কেহ বা প্রতি ৫৫ পাতায় কেহ বা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবার সাল বা বছরের শেষ দুই সংখ্যা ধরিয়া ঐ নম্বর লেখেন। যাহাতে টাইটেল পেজ ছিঁড়িয়া যাইলেও ঐ সংখ্যা রক্ষিত হয় সেই ব্যবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এই নথিতে অসাবধানতা অত্যন্ত মারাত্মক ও সর্বদা বর্জনীয়। লুজ লিফের ক্ষেত্রে হাজার, পাঁচ হাজার বা দশ হাজার বই পরিগৃহীত হইলে এক এক খণ্ডে বাঁধাইয়া রাখার প্রথার প্রচলন অনেক স্থলে থাকে। সেকালে বরোদার প্রাচ্য বিদ্যামন্দিরে ঐ প্রথার প্রচলন ছিল। পশ্চিমের বড় বড় সাধারণ গ্রন্থাগারে এই নথি কার্ডে রাখিবার প্রচলন দেখা যায়। Pamphlet বা পুস্তিকা ও পুঁথি ইত্যাদির সহিত বইয়ের পরিগ্রহণ সংখ্যার গণ্ডগোল না হয় তজ্জন্য "P" বা "M" চিহ্ন দিয়া Pam বা Manuscript-এর Accession number চিহ্নিত হয় তাহাতে বই-এর পরিগ্রহণ সংখ্যার সহিত আর গোল হয় না। জাবেদা খাতায় হউক বা লুজ লিফেই হউক বা কার্ডেই হউক পরিগ্রহণ নথিতে প্রতিটি বইয়ের নিম্নলিখিত তথ্য লিখিত হয়, যথা—আসার তারিখ, পরিগ্রহণ সংখ্যা, লেখক, পুস্তকের নাম, প্রকাশক ও প্রকাশনের স্থান, প্রকাশের তারিখ বা বৎসর, কত খণ্ডে প্রকাশিত ও খণ্ড সংখ্যা, পৃষ্ঠাসংখ্যা, ছবি বা প্লেটের সংখ্যা, পুস্তকের সাইজ (ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে), বাঁধাই কিরূপ—কাগজে, বোর্ডে বা চামড়ায়, Edition বা সংস্করণ, কে বা কোন প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিল বা পুস্তক বিক্রেতার নাম ঠিকানা ও দাম। ইহা ছাড়া মন্তব্য ও অন্যান্য ২।১টি তথ্যের জন্য আলাদা Column বা ঘর রাখা হয়। এক সাথে প্রাপ্ত একই বইয়ের অতিরিক্ত কপিতে ঐ অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ঐ নথিতে পরপর লাইনে লিখিত হইতেও পারে অথবা নাও হইতে পারে কিন্তু যদি কোনো বই দুই বা অতিরিক্ত খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সেই দুই বা ততোধিক খণ্ড একই কালে গ্রন্থাগারে আসে তাহা হইলে সেই বইএ একটিমাত্র অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা না দিয়া প্রত্যেক খণ্ডে ক্রমানুযায়ী পৃথক পৃথক অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা দিতে হইবে এবং পরিগ্রহণ খাতায় বিভিন্ন লাইনে পর পর লিখিতে হইবে। পুস্তকের নাড়ীনক্ষত্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস এই নথিতে সাবধানে লিখিতে হয়। সামান্য গোলমালেই সমস্ত পণ্ডশ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে।

২। **Withdrawal Register** বা প্রত্যাহার খাতা।

বই পুরান হইলে, ছিঁড়িয়া যাইলে অথবা নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে সেই সব পুরাতন বই গ্রন্থাগার হইতে অপসারিত করিতে হয় অথবা বইগুলির ব্যবহার প্রত্যাহৃত হয়। বই হারাইয়া যাইলেও সেই বইকে প্রত্যাহৃত করিতে হয়। এই ভাবে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ হইতে কি কি বই কখন ও কেন প্রত্যাহৃত হইতেছে তাহার একটি বিশদ বিবরণ ও তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রত্যাহার খাতাই

ঐ তালিকা। পরিগ্রহণ খাতা ও প্রত্যাহার খাতা উভয়ে মিলিয়া গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তকরাজির সম্যক তথ্য দিবার পক্ষে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নথি বা রেকর্ড। কোনো বই পুস্তকসংগ্রহ হইতে প্রত্যাহার করিতে হইলে পরিগ্রহণ নথির প্রাসঙ্গিক সংখ্যার মন্তব্যের ঘরে লাল কালি দিয়া পুস্তকের প্রত্যাহার সংখ্যা (Withdrawal no.) ও তারিখ লিখিয়া রাখিতে হয়। এই প্রত্যাহার খাতায় সামান্য কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ থাকে, যথা—প্রত্যাহারের ক্রমিক সংখ্যা, পরিগ্রহণ সংখ্যার ন্যায় খাতার প্রতি লাইনে পৃথকভাবে লিখিত থাকে। ইহা ব্যতীত লেখকের নাম, পুস্তকের শিরোনাম বা টাইটেল, পরিগ্রহণ সংখ্যা, বইটি প্রত্যাহার করিবার কারণ ও তাহার তারিখ—এই কয়েকটি তথ্য যথাযথভাবে ঐ নথিতে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। সর্বশেষ পরিগৃহীত সংখ্যা হইতে প্রত্যাহৃত বইয়ের শেষ সংখ্যা বিয়োগ করিলেই গ্রন্থাগারের সঠিক পুস্তক সংখ্যা পাওয়া যায়। পরিগ্রহণ ও প্রত্যাহার নথির পৃষ্ঠার নমুনা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

৩। **Shelf list**—গ্রন্থাগারের সমস্ত বইয়ের Stock মিলাইতে হইলে Shelf list যথাযথভাবে রাখার প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের তাকে বা Shelf-এ যে পরম্পরায় গ্রন্থ সাজাইয়া রাখা হয় এই তালিকাতেও ঠিক অনুরূপভাবেই বইয়ের নাম সাজানো থাকে। বই হারাইয়া যাইলে বা নষ্ট হইলে যাহাতে বইটির হদিস ও সব বিবরণ সহজে পাওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা। Shelf list বা তালিকা উপযুক্তভাবে লিখিত হওয়া উচিত। কোনো কোনো গ্রন্থাগারে লুজ লিফ বাইণ্ডারেও এই তালিকা রাখা হয়—সচরাচর প্রতি পাতায় ১০।১২টি করিয়া বইয়ের বিবরণ লিখিত হয়। কিন্তু এই প্রথায় অনেক সময়েই নূতন বই আসিলে সমস্ত পাতাটির পূর্ণলেখনের ব্যবস্থা করিতে হয়। আধুনিক প্রথায় বিলাতের সর্বত্রই প্রায় স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ কার্ড ব্যবহার করা হয়। শেলফ্ লিস্টে প্রতিটি বই-এর নাম ও ছাপার তারিখ ব্যতীত পরিগ্রহণ সংখ্যা থাকে। এই পরিগ্রহণ সংখ্যা হইতেই বইএর নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। বর্গীকরণ প্রথা অনুযায়ী যেভাবে গ্রন্থাগারের শেলফে বই সাজানো থাকে, শেলফ্ লিষ্টেও প্রায় তদনুরূপভাবেই সাজানো থাকে ; এই পরিগ্রহণ সংখ্যাই পুস্তকের সনাক্তকরণে সমধিক সাহায্য করে।

৪। **Suggestion Book**—গ্রন্থাগারে আনিবার জন্য পাঠকবর্গ নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ পুস্তকের নাম ও অন্যান্য বিবরণ ইচ্ছামত প্রস্তাব করিতে পারেন, তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে নথি বা খাতা গ্রন্থাগারে রাখা হয় তাহাকেই Suggestion Book বলে। নিজেদের চাহিদানুযায়ী যে সব বই গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না পাঠককে এই নথিতে সেই সব বইয়ের যথাযথ বিবরণ যথা, লেখক, আখ্যা, সংস্করণ, প্রকাশক, প্রাপ্তিস্থান, মূল্য ইত্যাদি লিখিতে হয় এবং নিজ নিজ নাম, সভ্য সংখ্যা, ঠিকানা ও মন্তব্যের ঘরও পূরণ করিতে হয়।

গৌতম গ্রন্থাগার

পরিগ্রহণ খাতা

তারিখ	পরিগ্রহণ সংখ্যা	গ্রন্থকার	শিরোনাম	প্রকাশক ও প্রকাশনের স্থান	প্রকাশনের তারিখ	খণ্ড	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সাইজ	বাঁধাই	প্রাপ্তিস্থান	দাম	ডাক নং		মন্তব্য
												বর্গীকরণ সংখ্যা	বুক নম্বর	
	১													
	২													
	৩													
	৪													
	৫													

গৌতম গ্রন্থাগার

প্রত্যাহার খাতা

তারিখ	প্রত্যাহারের ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকার	পুস্তকের নাম	ডাক নং		পরিগ্রহণ বা অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা	প্রত্যাহারের কারণ	কমিটির অনুমোদন	মন্তব্য
				বর্গীকরণ সংখ্যা	বুক নম্বর				

নব ব্যবস্থায় নথির বদলে পৃথক পৃথক কার্ডেও এই সব Suggestion রাখিবার ব্যবস্থা থাকে। এই নথি বা রেকর্ড হইতে জনসাধারণের মানসিক প্রবণতা ও পাঠের চাহিদার হদিস পাওয়া যায়।

৫। ইস্যু রেজিষ্টার—যে সব গ্রন্থাগারে পাঠকের নিজ নিজ টিকিট বা কার্ডের মাধ্যমে বই লেনদেন-এর ব্যবস্থা নাই বা চার্জিং ও ডিসচার্জিং প্রথার প্রচলন হয় নাই সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় ফুলস্কেপ সাইজের রুলটানা মোটা খাতায় ইস্যু বা লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। ইহাতে দিনাঙ্ক, ক্রমিক সংখ্যা, গ্রাহকের নাম ও নম্বর, বইয়ের নাম ও নম্বর, গ্রাহকের সাক্ষর, ফিরৎ দিবার তারিখ ও গ্রন্থাগারকর্মীর সাক্ষরের ঘর থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই এই হিসাবে বইয়ের লেনদেন চলে। কোথায় বা প্রতি সভ্য বা পাঠককে পৃথক পৃথক ছোট খাতা বা পুস্তিকা দেওয়া হয়—তাঁহার নিজ গৃহীত পুস্তকাদির লেনদেন হিসাব তাহাতেই থাকে। সভ্যদের পৃথক আমানত বহি থাকিলেও গ্রন্থাগারের ইস্যু রেজিষ্টারের প্রয়োজন—কাহার কাছে কি বই আছে তাহার হিসাব গ্রন্থাগারে থাকা প্রয়োজন বলিয়া। আধুনিক সব গ্রন্থাগারেই ৫″ × ৩″ সাইজের কার্ডেও এই লেনদেনের হিসাব রাখা হয়।

গ্রন্থাগারের কাজের সুবিধার জন্য অন্য নানা রকম নথিপত্রের প্রয়োজন যথা Invoice Book, Fine Register, বাইণ্ডিং রেকর্ড ইত্যাদি। বাইণ্ডিং রেজিষ্টারে যেসব বই নিয়মিত বাঁধিতে দেওয়া হয় তাহার বিবরণ পরিগ্রহণ সংখ্যা, বই বাঁধাইয়ের নির্দেশ, যথা—রেক্সিন, ন্যাকড়া, বোর্ড বা চামড়ার বাঁধাই, বাঁধাইয়ের দাম, কাহাকে বাঁধাইতে দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা—কোথাও বা যে পুস্তক লইয়া যাইতেছে তাহার সাক্ষর, লইবার ও ফিরৎ দিবার তারিখ ও মন্তব্যের ঘর রাখা হয়। Readers List বা Membership List বা সভ্যদের নাম তালিকাও অনেক গ্রন্থাগারে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়। বর্ণানুক্রমিকভাবে উহা সাজাইয়া রাখা হয়—সভ্যের নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই তালিকায় রাখা হয়। নাম ভাঁড়াইয়া কেহ সভ্য হইতে যাইলে এই তালিকা হইতে তাহা ধরা পড়ে। প্রতি নথিপত্রই যথাযথভাবে ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন তাহার উপরই—গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু কাজ কর্ম নির্ভর করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছোটদের গ্রন্থাগার ও পাঠকের সাহায্য

(Children's Library and Aid to Readers)

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রন্থাগারের প্রচলন আমাদের দেশে খুবই কম কিন্তু পশ্চিমে এবং পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ইহার প্রচলন ও প্রসার সমধিক। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রথম হইতেই যে চেষ্টা অন্য দেশে হয়, তাহা সত্যই বিস্ময়কর ; গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই যে সামগ্রিক চেষ্টা তাহার তুলনা হয় না। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই নাই ; ওদেশের তুলনায় আমাদের ছেলেমেয়েরা নিতান্ত অবহেলায় মানুষ হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের আগ্রহ বাড়াইবার ও তাহা মিটাইবার জন্য কোন স্বষ্ঠু উপায় বা পন্থা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। হয় ত বা দুই চারি জন স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন পিতামাতা, নিজেদের রুচি অনুযায়ী এভাবে কিছু চিন্তা করেন তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বইএর ব্যবস্থা করেন কিন্তু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমগ্রভাবে এ বিষয়ে কোন প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। এ বিষয়ে বিদেশে অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইখানে অল্প কথায় পরিচয় দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং আশা করা যায় যে, আমাদের দেশের জনসাধারণ তথা গ্রন্থাগারিকগণ উহা হইতে নিজেদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে খানিকটা নির্দেশ পাইতে পারিবেন।

শিশুদের গ্রন্থাগার—পশ্চিমে সব দেশেই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বড়দের মতন শিশুগণকেও সেবা করিবার একটা বিশেষ আগ্রহ ও ব্যবস্থা আছে। ইহা কিন্তু একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রথম প্রথম বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে বড়দের পুস্তক-সংগ্রহের সাথেই ছোটদের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি আলাদা শেল্‌ফে কিছু বই রাখিবার ব্যবস্থা ছিল, আবার কোথাও কোথাও, যথা মাঞ্চেষ্টার সহরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেও ছোটদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার প্রচলন বাড়িতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্বত্রই বাড়ীতে পড়ার জন্য ছোটদের আলাদা ঘরে বই দিবার ব্যবস্থা ছাড়াও যাহাতে গ্রন্থাগারে বসিয়া রেফারেন্স বইএর সংগ্রহ পড়িতে পারা যায়, তাহার জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়। অনেক জায়গায় উপযুক্ত অর্থের অভাবে ভাল ব্যবস্থা সম্ভব হইয়া উঠিত না কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গ্রন্থাগারপরিষদ ছোটদের জন্য গ্রন্থাগার

ও তাহার স্বচারু কর্ম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সকল প্রকার গ্রন্থাগারসেবার মূলে থাকিবে, শিশুকে বই পড়াইবার ও তাহার জ্ঞানের চাহিদা মিটাইবার ভাল ব্যবস্থা—এই নীতি সব গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া স্থির করা হয়। ১৯১৯ সালে গ্রন্থাগার আইনের রদবদল হইবার পর "পেনি রেট" ব্যবস্থা রদ হইলে, গ্রন্থাগারের আয় কিছু বাড়াইবার পথ সুগম হয় এবং তাহার পর হইতেই দেশের প্রায় সর্বত্র ছোটদের গ্রন্থাগারের প্রচলন বাড়িতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার, প্রদেশ গ্রন্থাগার, District বা জেলা গ্রন্থাগার ও পৌরসভার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং তাহার অধীনে সকল শাখা ও প্রশাখা গ্রন্থাগারেই ছোটদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ইহাদের কোথাও বলা হইত Children's Library, কোথাও Junior Library, কোথাও Young People's Room, কোথাও বা Juvenile Department। ছোটদের গ্রন্থাগারের ঘরটি সচরাচর ভাল হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু ভাল ঘরের ব্যবস্থা অপেক্ষা ঢের বেশী প্রয়োজন ভাল বই যোগানো—প্রথমটি সব জায়গায় সকল সময়ে সম্ভব না হইলেও দ্বিতীয়টী যাহাতে যথাযথভাবে হয় সেদিকে সব গ্রন্থাগারিকই নজর দিতে লাগিলেন। অনেক সময় ভাল বড় ঘরের ব্যবস্থা না হইলেও ছোট ঘরেই কাজ আরম্ভ করা হইত, তবে যে ঘরে ছোট ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করিবে সে ঘরটি যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলোহাওয়াযুক্ত এবং তাহাদের ঠাণ্ডা দেশের প্রয়োজনানুযায়ী যাহাতে বেশ গরম থাকে, তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা হইত। দিনের আলো ও কৃত্রিম আলো বা ইলেকৃট্রিক্ আলোর ভাল ব্যবস্থার দিকে নজর প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকই রাখিতেন। শিশুদের গ্রন্থাগারে আসা যাওয়ার পথে যেন বেশী সিঁড়ি না থাকে। তাহাতে ওঠানামার কালে অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা পড়িয়া যাইতে পারে, সে কারণ এদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইত। সব গ্রন্থাগারেই ছেলেমেয়েদের রিডিং রুমে বা গ্রন্থাগার কক্ষে বড়দের গ্রন্থাগার অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ছিম্‌ছাম ও সাজসজ্জা এবং ছবি ও রংএর সামঞ্জস্য রাখিয়া সুন্দর একটি আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা ছিল। দেওয়াল খালি না রাখিয়া সেখানে ভাল ভাল ছবি টাঙ্গানো এবং ফুল ও রঙ্গিন এমন কিছু রাখা হইত, যাহাতে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়, যাহাতে তাহাদের মন প্রফুল্ল হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইত। জানালাতে পর্দা টাঙ্গানো ওদেশে খুব সাধারণ। অনেক সময়ে ঘরে সিনেমা বা অনুরূপ কিছু দেখাইবার ব্যবস্থা হইলে জানালায় পর্দার বিশেষ প্রয়োজন —যাহাতে অনায়াসে ঘর অন্ধকার করা যায়। বড়দের গ্রন্থাগারে যে সকল ব্যবস্থা থাকে, ছোটদের বেলাতেও কম বেশী সেই সব ব্যবস্থা রাখা হয়। গ্রন্থাগারিককে দেখিতে হয় যে, গ্রন্থাগারের স্ব স্ব ব্যবস্থানুযায়ী ছোটদের রেফারেন্স বই, তাহাদের লেণ্ডিং বিভাগ, তাহাদের সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা।

অনেক জায়গায় এমন টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয় যে, দরকার হইলে লেকচার, মিটিং বা অনুরূপ কোন প্রয়োজনে, ঐ সব আসবাবপত্র ভাঁজ করিয়া সরাইয়া রাখা যায়।

গল্পের আসর—অনেক জায়গায় ছোটদের গল্পের আসরের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা আছে। এই গল্পের আসর ছেলেমেয়েদের—বিশেষভাবে ৪।৫ বছরের শিশু হইতে ৯।১০ বছরের কিশোর কিশোরীদের—কাছে যে কী মস্ত বড় একটা আকর্ষণ তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। মনমাতানো গল্প সব দেশেই ছোটদের মাতাইয়া দেয় ; এই গল্পের ভিতর দিয়াই কত না শিক্ষা দেওয়া যায়। আমাদের দেশে ঠাকুরমার কোলে বসিয়া আমরা কত গল্প এবং তাহার ভিতর দিয়া কত জ্ঞানের কথাই না শিখিয়াছি কিন্তু এ জিনিষের চলন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ওদেশে গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই এই গল্পের আসরে বেশ সুন্দরভাবে শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের কথা বলা হয়, কত সুন্দর সুন্দর ছড়া শেখানো ও ছবি দেখানো হয়। আজকাল ফিল্ম ও ম্যাজিক লণ্ঠন হওয়ায় ছোটদের শিক্ষা ও আনন্দবর্ধনের অনেক সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ২।১ দিন করিয়া আবার কোথাও বা বেশী, এই গল্পের আসর বা Story hourএর ব্যবস্থা থাকে। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগের গ্রন্থাগারিক সচরাচর স্ত্রীলোক। তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণের কেহ যখন গল্প বলেন, তখন ছেলেমেয়েরা তাঁহার চারিধারে বৃত্তাকারে বসে এবং অনেক সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া একমনে ঐ গল্প শোনে। ওদেশে ছোটদের জন্য গল্পের বইও প্রচুর ; তাহার ভিতর হইতে প্রয়োজনমত গল্প বাছিয়া লইয়া এই সব আসরে পরিবেশন করা হয়। অনেক জায়গায় গল্প শুনাইবার জন্য বাহির হইতে ছোটদের ভাল গল্পলেখককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। তিনি যখন গল্প বলেন তখন ছেলেমেয়েরা তাহা বেশ মনোযোগ দিয়াই শোনে। বাহির হইতে লেখক বা অন্য কাহাকেও যখন আনা হয়, তখন বেশ বড় ব্যবস্থা করা হয়—প্রায় ৬০।৭০, কোথাও বা ১০০শতের উপর চেয়ার রাখিতে হয়। ওদেশে বক্তার গল্প বা কথা শেষ হইবার পর শ্রোতাদের মধ্য হইতে কাহারও কিছু প্রশ্ন থাকিলে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য খানিকক্ষণ সময় দেওয়া হয়। বড় বড় গ্রন্থাগারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু দর্শনী দেওয়া হয়। সুইডেনের মালমো (Malmo) সহরে পৌরগ্রন্থাগারের শিশুবিভাগে গল্প বলিবার জন্য একটি সুন্দর ঘর আছে ; সেটি এমন কৌশলে নির্মিত যে, সেই ঘরের আলো নিভাইয়া দিলে, দিনের বেলায়ও সেখানে ঠিক যেন আকাশে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ও তারার আলো ফুটিয়া উঠে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এই কৃত্রিম আলো ও তারা দেখিয়া কেমন সহজেই খুসী হয় ও গল্পের আসরে আবিষ্ট হইয়া যায়। শিশুমন ভোলাইবার এই রকম সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি করিবার অল্পবিস্তর

চেষ্টা সব গ্রন্থাগারেই করা হয়। ওদেশের সব চেয়ে বড় উৎসব Christmas বা বড়দিন : তখন কত সুন্দরভাবেই না এই শিশু বিভাগ সাজানো হয়। Christmas Tree ও কত রকমারি খেলনা তাহার চারিধারে ঝোলানো হয়; রঙ্গিন ফানুস ও কাগজের শিকল তৈয়ার করিয়া চারিদিক সাজাইতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে কী আগ্রহ! আমাদের দেশে সরস্বতী পূজার সময় খানিকটা সেই আগ্রহ দেখা যায়।

গ্রন্থাগারের প্রতি দরদ—ওদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শৈশব অবস্থা হইতেই গ্রন্থাগারের প্রতি যে আকর্ষণ ও আগ্রহ জন্মায় তাহা আমাদের দেশে দুর্লভ। গ্রন্থাগার ও তাহার বইপত্র তাহাদের প্রাণের জিনিষ। গ্রন্থাগারের প্রতি এই দরদ শৈশবেই গড়িয়া ওঠার সুযোগ থাকায় ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা কখনও গ্রন্থাগারকে হেনস্তা করে না, বইপত্রের অমর্য্যাদা করে না। জ্ঞানের চর্চায় গ্রন্থাগারের দান যে কী অপরিসীম, তাহা তাহারা জানে ও অল্পবয়স হইতেই তাহাদের মনে এই যে আগ্রহ জন্মান হয়, সেইটাই হইল আসল কাজ। ওদেশে যাইলে ওদেশের গ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন আসা যাওয়া, গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও গ্রন্থাগারের ভিতরে তাহাদের চলাফেরা, বই দেওয়া নেওয়া সব ব্যাপারই যে কোন লোককে বিশেষভাবে অভিভূত করিবে; মনে হইবে, ইহারাই নিত্য নৈমিত্তিক করে বাক্‌দেবীর আসল পূজা; আমাদের সরস্বতী পূজায় আছে প্রবল উত্তেজনা, অসম্ভব উচ্ছৃঙ্খলতা ও সাময়িক উন্মাদনা। তাহাতে আসল জ্ঞানের চর্চা কিছুই নাই, তাহার বদলে আছে নিয়মানুবর্তিতা, সমীহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতির একান্ত অভাব এবং বই ও গ্রন্থাগারের প্রতি দরদ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার শোচনীয় অবলুপ্তি। জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। ওদেশে ছোট ছেলেমেয়েরা জ্ঞান ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দেয়, সেই প্রীতিপ্রফুল্ল শ্রদ্ধার ফলে তাহারা বড় হয়। আমাদের দেশের বাপ মা ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইলে দেশের পরম কল্যাণ হইতে পারে।

বিদেশে শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থা—শুনা যায়, বিদেশে, বিশেষ করিয়া আমেরিকায় নাকি, গ্রন্থাগারে, বিশেষ করিয়া ছোটদের গ্রন্থাগারে, যে সব ব্যবস্থা আছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। তবে বিলাতে ও ইউরোপে অনেক গ্রন্থাগারেই ছোটদের বিভাগ প্রায় দুটি ঘরে বিভক্ত থাকে; কোথাও বা একটি মস্ত বড় ঘরকে বড় কাঁচের পার্টিশন্ দিয়া দুভাগ করা হয়; তাহার একটি রেফারেন্স ও অপরটি লেণ্ডিং বিভাগ। যেকোন একটি থেকেই অপরটির সব কিছু বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখা যায়—কাজেই একটিতে বসিয়াই যে কোন কর্ম্মচারী দুটিরই তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রেফারেন্স বিভাগে লোক

থাকে ; লেণ্ডিং বিভাগে ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের মনোমত বই বাছিয়া লইয়া কাউণ্টার হইতে তাহা ইস্যু করাইয়া লইয়া যায়। কি ছেলে, কি মেয়ে, কি যুবক, কি যুবতী, কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা—কেহই ইস্যু না করাইয়া কোন বইই বাড়ী লইয়া যায় না। কেহ কোন বই ইস্যু না করাইয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে অথবা শেল্ফের বই অগোছাল করিতেছে, এই সবের তদারক কাঁচের পার্টিশনের অপর পাশ হইতেই করা যায়; তবে এখানে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিলাতে গ্রন্থাগারপরিচালনায় যে একটি জিনিষ আমার সব চেয়ে ভাল মনে হইয়াছে, তাহা হইতেছে যে, বইচুরি ধরিবার জন্য গ্রন্থাগারের দরজায় কোন দ্বারবান নাই। ওদেশে কোন গ্রন্থাগারিকই এই কাজের জন্য দ্বারবান রাখিবার খরচ করেন না। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, উহাতে যে শুধু খরচ পোষায় না তাহা কেবল নয়, উহাতে নিজেদেরও অসম্মান করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ কথা খুবই সত্য যে, যে জাতির নিজেদের উপর বিশ্বাস নাই, তাহারাই শুধু দ্বারবান রাখে, বিশেষতঃ ঐ রকম ছোটখাট চুরি ধরিবার জন্য। বই চুরি অবশ্য ওদেশেও যায়, কারণ এদেশের মতন ভালমন্দ সব রকম লোকই সে দেশেও আছে। তবে ওদেশে সাধারণ লোকের এই সাধারণ জ্ঞানটি খুব প্রখর যে, গ্রন্থাগার সকলেরই জন্য, তথা হইতে পড়িবার জন্য বই পাওয়া যায়, চুরি করিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য নহে। এই জ্ঞান উহারা বাল্যকাল হইতেই পাইয়া থাকে বলিয়া বড় হইয়া উহারা কখনও ভাবিতে পারে না যে, সেই গ্রন্থাগার হইতে বই চুরি করিবে। আমাদের দেশে এখনও সাধারণ লোকের এ জ্ঞান হয় নাই, যাঁহাদের সে জ্ঞান আছে তাঁহারাও মুষ্টিমেয়। সেইজন্যই আমাদের দুর্ভাগ্য যে, একটু অসতর্ক হইলেই আমাদের গ্রন্থাগার হইতে বই চুরি যায় ; এবং বড় বড় গ্রন্থাগারের গেটে লোক রাখিতে হয়, গেটপাশ সংগ্রহ করিবার জন্য এবং বিনা ছাড়পত্রে বা অনুমতিতে কেহই যেন বই লইয়া বাহির না হয় তাহা তদারক করিবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন স্থানেও গ্রন্থাগার হইতে বিনা ছাড়পত্রে বই বাহিরে চলিয়া যায় এবং এই ব্যাপারে শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সময়ে ধরা পড়িয়াছে। সহরের সুশিক্ষিত সমাজেই যখন এই অবস্থা তখন ছোট সহর ও পল্লীগ্রামের অল্প শিক্ষিত সমাজের কথা না ধরাই ভাল। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে, বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয়া, শৈশবকাল হইতেই গ্রন্থাগারের প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ জন্মাইবার সুযোগ সৃষ্টি করা ; তাহা না হইলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে, জাতি কখনও মানুষ হইবে না। যে কোন সদ্‌গুণ শৈশবেমনে একবার গাঁথিয়া দিলে ভবিষ্যত জীবনে তাহা কখনও নষ্ট হয় না। কিন্তু ছেলেবেলায় এ বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া পরে পরিণত বয়সে এই সব শিক্ষা দিলে তাহা সহজে তেমন কার্য্যকরী হয় না।

স্কুল গ্রন্থাগার ও শিশুগ্রন্থাগারের যোগাযোগ—রেফারেন্স ঘরে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই গ্রন্থাগারিক বা তাঁহার সহকর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানেই লেখাপড়া করিয়া থাকে। অনেক গ্রন্থাগারে—বিশেষতঃ ম্যাঞ্চেষ্টার, সেফিল্ড্ প্রভৃতি সহরের বড় বড় গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগে—তাহাদের জন্য এমন নানা ব্যবস্থা আছে যাহাতে ছেলেমেয়েরা গ্রন্থাগারে অনেক বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা পায়। এ সবের কিছু কিছু আমাদের গ্রন্থাগারিকরাও নিজেদের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ওদেশের প্রত্যেক স্কুলেই ছেলেমেয়েদের পক্ষে গ্রন্থাগারে আসিবার একটা ভাল ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সমভিব্যাহারে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করিয়া নীচু ক্লাশ থেকে উঁচু ক্লাশ অবধি প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই গ্রন্থাগারে আসা বাধ্যতামূলক। গ্রন্থাগারে আসিয়া তাহারা ছোটদের বিভাগে ও গ্রন্থাগারের প্রায় সর্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে; গ্রন্থাগারের কর্ম্মীরা তাহাদিগকে সব বিধি ব্যবস্থা ও তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারা যে, অনেক জায়গায় শিশুবিভাগের গ্রন্থাগারিক এই সব বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট পরীক্ষা করেন। এমন সাধারণ বিষয়ে এই পরীক্ষা করা হয়, যাহার উত্তর গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগের বইপত্র দেখিয়াই দেওয়া যায়, ইহাতে ছেলেমেয়েদের রেফারেন্সের জন্য রেফারেন্স বইএর ব্যবহার শেখা হয়। ছোটছেলেমেয়েদের যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সকলের ব্যবস্থা যে কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগারেই রাখা হয়। প্রথম হইতেই সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়াতোলা হয়। অনেক স্থলে যথায় রেফারেন্স ও লেণ্ডিংএর আলাদা ব্যবস্থা আছে তথায় যে ঘরে ছেলেমেয়েরা বসিয়া পড়ে, সেই অর্থাৎ রেফারেন্স-রিডিং রুমে যাহাতে কোনও গোলমাল না হয় তাহার ব্যবস্থা করা আছে; তথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা বাড়ীতে ড়িবার জন্য বই বাছিতে পায় না। লেণ্ডিং বিভাগ স্বতন্ত্র রাখায় রিডিং রুমে কাহাকেও গোলমাল করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না। সেখানে গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থাগারিকের সাহায্যে পড়াশুনা করিবার প্রথা আছে; যদিও সব জায়গায় বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা সব সময়ে তাহা করে না, তথাপি যে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ে তাহা করে, তাহাদের ফলাফল অন্যদের অপেক্ষা ভালই হয়। গ্রন্থাগারিক এই সব ছেলেমেয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশা করায় তাহাদের চাহিদা ও প্রশ্ন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন এবং উভয়ের ভিতর একটা যোগসূত্র স্থাপনা সহজ হয়।

ছোটদের গ্রন্থাগারের আসবাবাদি—যে সব শিশুবিভাগে বা শিশুগ্রন্থাগারে ভাল ব্যবস্থা আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বই দেখিবার ও বাছিবার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা সবাই শেল্‌ফ হইতে যে কোন বই ইচ্ছামত বাছিয়া লইতে পারে, ইহাতে তাহাদের বাধা দিবার কেহ থাকে না। এই সব শেল্‌ফ বা তাক ৫ ফুটের বেশী উঁচু করা হয় না। যেখানে খুব অল্প বয়সীদের (যেমন

তিন, চারি বা পাঁচ বছরের) জন্য বই রাখা হয় (ছবির বই ইত্যাদি), সেখানে শিশুদের হাত পৌঁছায় এমন উঁচু মাপেরই শেল্‌ফ ব্যবহার করা হয় ; সেখানে শেল্‌ফের উচ্চতা সচরাচর তিন ফুট করা হয়। ছোটদের জন্য ব্যবহারের টেবিল-চেয়ারও বড়দের ব্যবহারযোগ্য টেবিলচেয়ার অপেক্ষা কম উঁচু হয়। কিশোর-কিশোরীদের জন্য সাধারণতঃ প্রমাণ মাপের আসবাবপত্র অপেক্ষা দেড় বা দুই ইঞ্চি নীচু চেয়ারটেবিল তৈয়ার করান হয়। নিতান্ত শিশুদের জন্য খুব ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার টেবিল তৈয়ার করান হয়, কারণ দেখা গিয়াছে যে, অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ যে অঞ্চলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই অর্থের জন্য বাহিরে কাজে যাইতে হওয়ায় তাহাদের ১০।১২ বৎসরের ছেলেমেয়েকে ছোট ভাইবোনের দেখা শোনা করিতে হয়, কিশোর ও কিশোরীরা গ্রন্থাগারে যাইবার সময়ে তাহাদের ছোট ভাইবোনকেও সাথে লইয়া যায় ; সেইজন্য গ্রন্থাগারিক উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তাহাদেরও দেখাশোনার সব রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যে সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র নির্ম্মাণে বিশেষ দক্ষ, শিশুবিভাগের আসবাবপত্রও সচরাচর তাঁহারাই করিয়া থাকেন। শিশুবিভাগের চতুর্দিকের দেওয়ালেই ছবি টাঙ্গান হয় না ; অনেক সময় একটা দিক ম্যাজিক লণ্ঠনের পর্দা হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কাজেই সেদিকে কিছু টাঙ্গানো থাকে না কারণ ছবি আঁকা বা টাঙ্গানো থাকিলে ফিল্ম বা ম্যাজিক লণ্ঠনের কাজে অসুবিধা হয়। অনেক জায়গায় ঘরের মধ্যে যে ছোট ছোট পর্দা বা Partition Screen থাকে তাহাতে নানাবিধ ছবি ও নোটীশ ঝোলাইবার ব্যবস্থা থাকে। ইস্যুর পর বই লইয়া বাহির হইবার ও উহা ফিরতের উদ্দেশ্যে ভিতরে যাইবার জন্য পৃথক পৃথক রাস্তা রাখা হয় ; ইহাকে Wicket gate বলা হয়। এই সব Wicket gate অনেক সময়ে, বিশেষতঃ ভিড়ের সময়, গোলমাল বন্ধ করিতে সাহায্য করে। সব সময়ে এই Gate দিয়া যাওয়া আসার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে শিশুগ্রন্থাগারের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, এসব সমস্যা লইয়া কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ইহার প্রয়োজন হইবে, তখন বিদেশে প্রচলিত ব্যবস্থা দেখিয়া নিজেদের প্রয়োজন মাফিক নিজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই বিধেয়।

শিশুদের বই বাছাই—শিশুগ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাই বা পুস্তকনির্বাচন বেশ কঠিন কাজ। ছোটদের গ্রন্থাগারে বাজে বই রাখা উচিত নহে। ও দেশে ছোটদের জন্য নানারকম বই আছে ও নিত্য নূতন প্রকাশিত হইতেছে। সে তুলনায় আমাদের দেশে শিশুদের বই অনেক কম প্রকাশিত হয়। ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করাই ভাল। ইংলণ্ডে ছেলেদের জন্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (Classics) হিসাবে Pilgrim's Progress, Robinson Crusoe, Alice in the Wonder Land, Water

Babies, The Jungle Books ইত্যাদির নাম করা যায়। এই ধরণের বই অনেকগুলি করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখা হয় এবং এই সব বই-এর ভাল সংস্করণই কেনা হয়—ছবি-দেওয়া ঝকমকে রাজসংস্করণ ছেলেমেয়েদের অধিক প্রিয়। সব দিক দিয়া দেখিলে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভাল কাগজে বড় অক্ষরে ভাল বাঁধানো ঝক্‌মকে বইই গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। ওসব দেশে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ গল্পের বই রাখা হয়, বাকী বই রাখা হয় নানা বিষয়ের—ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কলা, জীবনী ইত্যাদি। শেষোক্ত শ্রেণীর বই সব সময়েই যে ছোটদের জন্য রচিত হয় তাহা নহে, বড়দের বইএর ভিতরেই সহজভাবে লেখা ঐ ধরণের বইও থাকে; সে সব বই ছোট বড় সবাই পড়িতে পারে। যে কোন নূতন বই বিনা পরীক্ষায় গ্রন্থাগারে রাখা হয় না—বিশেষতঃ ছোটদের পুস্তকসংগ্রহে রাখিতে হইলে সে বই প্রথমে পড়িয়া দেখিতে হয়, ছোটদের উপযোগী হইবে কিনা। তাই বইএর সস্তা বা বাজে সংস্করণ, অপ্রচলিত ভাষায় লেখা, অবর ভাষায় লেখা, খারাপ ছাপা ও খারাপ ছবিওয়ালা বই শিশু গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নহে। ইংলণ্ডে সচরাচর ছোটদের গ্রন্থাগার স্কুল বন্ধের দিনে বেশীক্ষণ ধরিয়া খোলা থাকে আর স্কুল খোলা থাকিলে শুধু স্কুলের ছুটি হইবার পর খোলা হয়; তাহাতে স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল কামাই না করিয়াও গ্রন্থাগারে আসিতে পারে। শোনা যায়, আমেরিকায় শিশু গ্রন্থাগার সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা অবধি খোলা থাকে—স্কুল যখন চলে তখনও গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে স্কুলগামী অধিকাংশ শিশুদের জন্য স্কুলের খাবার ছুটির সময়ও (Lunch Period) গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখা হয়, সেই সময়ে অনেক ছেলেমেয়ে বই বদল করিতে গ্রন্থাগারে আসে। স্কুলের যে কোন ছাত্র তাহার স্কুলের শিক্ষকমহাশয়ের সুপারিশেই গ্রন্থাগারের সভ্য হইতে পারে; ইহাতে শিক্ষকশিক্ষিকাদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের পরিচয়ের ও আদানপ্রদানের একটা পথও প্রশস্ত হয়। সচরাচর ১২ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের একখানি করিয়া বই লইতে দেওয়া হয়। বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কদের অধিকার পাইয়া থাকে।

ছোটদের গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন যত সহজ ও সরল হয় ততই ভাল; নিয়মের সংখ্যাও কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিলাতে সচরাচর প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়; যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা না করা, শিষ্টাচার বা নিয়মানুবর্তিতার পালন (Discipline in the Reading Room), বই এর প্রতি যত্ন, বাড়ীতে আনিয়া বই যথাযথভাবে রাখা, সময়মত পড়া শেষ করা এবং অসুখ-বিসুখের সময় বইখানি জীবাণু সংক্রামিত না করা। ওদেশে ছেলেমেয়েরা ও তাহাদের মা বাপ সবাই জানেন যে, বই ছিঁড়িলে বা নষ্ট করিলে তাহার জন্য গুণাগার দিতে হয়; ঠিক সময়ে বই ফেরৎ না দিলেও সচরাচর প্রতি সপ্তাহে ১ পেনি হিসাবে ফাইন বা

জরিমানা দিবার ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারিক অনেক সময় এই ফাইন মাপ করিতে পারেন যদি তাহার কোন সঙ্গত কারণ থাকে। অশিষ্ট ছেলেমেয়েদের দমন করিবার জন্য শিশু গ্রন্থাগারিকের সময় সময় রূঢ় হইতে হয়, এমন কি গ্রন্থাগারের সভ্য তালিকা হইতে তাহাদের নাম সাময়িকভাবে সরাইবার ক্ষমতাও গ্রন্থাগারিকের থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শতকরা ৯০।৯৫ জন গ্রন্থাগারিকই মহিলা। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকের কাজে মহিলাদের প্রবেশ এখনও ব্যাপকভাবে হয় নাই, তবে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষা গ্রহণ করিতে আজকাল কিছু কিছু মহিলা ছাত্রী আগাইয়া আসিতেছেন। ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ—ছোটদের বা শিশুদের গ্রন্থাগার নানাভাবে কাজ করিতে পারে কিন্তু তাহার প্রধান ও প্রথম কাজ হইল উপযুক্ত-ভাবে বইএর ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া। গ্রন্থাগারে গল্পের আসরের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; আসরে অনেক সময় নূতন বই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, অনেক ভাল বইএর সম্বন্ধে খবর দেওয়া হয়, যাহাতে এই সব বই ছেলে-মেয়েরা পড়ে, তাহার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করাই হইল আসল উদ্দেশ্য। গল্পের আসরে সমবয়সী ২৫।৩০ জন ছেলেমেয়ে, কোথাও কম কোথাও বা বেশী, এক সঙ্গে মিলিত হয়; সেখানে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা বলা হয়, কখন গল্পের ছলে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, কখনও ম্যাজিক লণ্ঠন বা ফিল্মের সাহায্যে দেশবিদেশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক ছবি দেখান হয়। এই সব গল্পের আসরে সচরাচর বেশ ভিড় হয়। কাজেই পূর্ব হইতে টিকিট বিতরণ না করিলে নির্ধারিত দিনে প্রবেশপথে বেশ গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন দিনে গল্প শুনাইবার বা ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা আছে; আবার অনেক জায়গায় একই দিনে এক সঙ্গে সকলে দেখে।

প্রায় প্রত্যেক শিশুগ্রন্থাগারে অথবা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগে নিকটবর্তী স্কুল হইতে এক একটি ক্লাশের ছেলেমেয়েরা তাহাদের শিক্ষকশিক্ষিকা সমভিব্যাহারে আসে। পূর্ব হইতেই ইহাদের আসিবার সময় স্থির করা থাকে, গ্রন্থাগারিক সেই মত ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিষয়ের বই যাহা ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সে সব বই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে একত্র করিয়া রাখা হয় যাহাতে ছেলেমেয়েরা আসিলেই সেই সব বইপত্র এক জায়গায় বসিয়া দেখিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে, সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা, গ্রন্থপঞ্জীর যথাযথ ব্যবহারের নিয়ম, বই ঠিকভাবে ব্যবহার করিবার নিয়ম ও রেফারেন্স বই যথাযথ কাজে লাগাইবার উপায় প্রভৃতি বিষয়েই ছেলেমেয়েদের হাতে খড়ি হইতে থাকে। এই সব শিক্ষা ছেলেমেয়েদের খুবই কাজে লাগে যেহেতু অল্প

দিন পরেই তাহারা সাবালক লইয়া সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে যায়। বিলাতে স্কুলের ছেলেমেয়েদেরও নানা সমিতি আছে, যাহারা গ্রন্থাগার হইতে অনেক বিষয়ে সাহায্য পায় যথা—ছেলেমেয়েদের পাঠচক্র, ষ্ট্যাম্প ক্লাব, অভিনয়ের আসর (Dramatic Society), গানের আসর বা সঙ্গীত সভা ও ভ্রমণ সঙ্ঘ (Rambling Club), আজকাল আমাদের দেশেও বিশেষতঃ সহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাহারও কাহারও দেশবিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহে একটা ঝোঁক বা hobby দেখা যায়। অনেক বড় স্কুলে অবশ্য নাচ, গান ও থিয়েটার, আবৃত্তি ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই সব আয়োজন ও ব্যবস্থা মোটেই ওদেশের মতন ব্যাপক নহে। আমাদের ছেলেমেয়েদের চতুর্দিক হইতে চৌকস্ করিয়া তুলতে হইলে এই সব বিষয়েও দক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। শুধু শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছোটদের গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে একটু সচেতন হইলেই চলিবে না, মাতা পিতা ও অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে কিছু নজর দেওয়া প্রয়োজন।

শিশুগ্রন্থাগারে চিত্র সংগ্রহ—ওদেশের প্রায় প্রত্যেক্ শিশুগ্রন্থাগারে ও সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগে ছোটদের জন্য সুন্দর চিত্রের সংগ্রহ বেশ গড়িয়া উঠে। বড় বড় গ্রন্থাগারে অবশ্য ইহার জন্য অনেক পয়সা খরচ করিয়া ভাল ছবি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব অল্প খরচের শুধু সমবেত চেষ্টায় ছোটদের উপযোগী ছবি সংগ্রহ করা হয়। পুরাতন ও অকেজো বই, magazine বা সাময়িক পত্রিকা, ক্যাটালগ ইত্যাদি হইতে ছবি সব বাছিয়া কাটিয়া লওয়া হয় ও মোটা কাগজে mount করিয়া রাখা হয়। একই রকম মাপের কাগজে মাউন্ট করা হইলে দেখিতেও বেশ সুন্দর হয় এবং সংগ্রহ যদি ছবির বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে গুছাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে অনেক সময় অনেক কাজে লাগে। অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে দেখা যায়, এই সব ছবি বর্গীকরণ পদ্ধতিতে নম্বর দিয়া গুছাইয়া রাখা আছে। প্রয়োজনে বা অবসর-বিনোদনে ছোট বড় অনেকেই নানা বিষয়ের ছবির খোঁজ এই সব সংগ্রহে পাইয়া থাকেন। ছেলেমেয়েদের উপযুক্তভাবে দেখাইয়া দিলে উহারাও এই সংগ্রহের কাজে বেশ সাহায্য করিতে পারে—ইহাতে হাতে কাজ শেখা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও হয়। বিলাতের বহু স্কুল হইতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সব চিত্রসংগ্রহশালা হইতে নিজেদের প্রয়োজন মাফিক বিষয়ের ছবি ও বক্তব্য বিষয়সংক্রান্ত উপকরণ সংগ্রহ করেন। এই সব ছবি শিক্ষকদের ধার দেওয়া হয় ও তাঁহাদের প্রয়োজন শেষ হইলে ছবি আবার গ্রন্থাগারে ফিরিয়া আসে। অনেক গ্রন্থাগারে এই সব ছবির সংগ্রহ ধীরে ধীরে বেশ বাড়িতে থাকে; ৬০।৭০ হাজার বা আরও বেশী সংখ্যক ছবি অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। আমাদের দেশে এই একটি জিনিষের চলন এখনও হয় নাই—ব্যাপকভাবে ত নয়ই, এমন কি সীমাবদ্ধভাবেও ছোট বা বড়

কোন গ্রন্থাগারেই চিত্র-সংগ্রহ রাখার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। এক Art School-এর কথা বাদ দিলে, সাধারণ লোকের যে ছবি দেখার আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা খুব কমই উপলব্ধি করেন বলিয়া মনে হয়। যে ২।৫ জনের এ বিষয়ে হয় ত বা দৃষ্টি আছে, তাঁহারাও আবার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মুখ খোলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ছোটদের শিক্ষা ব্যাপারে ছবির সাহায্য বিশেষ কার্য্যকরী। আমাদের দেশে দেশী ও বিদেশী এমন অনেক ছবি ও ছবির বই পাওয়া যায়, যাহা হয় ত সকলে যত্ন করিয়া রাখেন না বা রাখিবার প্রয়োজনও মনে করেন না; অথচ এই সব বই ও কাগজপত্রাদি হইতে ছবি কাটিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতে খুব বেশী খরচ হয় না।

শিশুদের গ্রন্থাগারের পত্রিকা—ও দেশে ছোটদের গ্রন্থাগারে ছেলেদের জন্য ম্যাগাজিন্ বা সাময়িক পত্র প্রকাশের রীতিও প্রচলিত আছে; কোথাও বা হস্তলিখিত হইয়া, কোথাও টাইপ করিয়া, কোথাও cyclostyle করিয়া আবার কোথাও বা ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। ক্রয়ডন, লীড্‌স্, হেণ্ডন, ইসলিংটন, ও আরও বহু গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা খুব বেশী নয় বটে কিন্তু ইহাতে নূতন বইএর খবর, কোথাও বা নূতন বই সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব মতামত, নিজেদের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও তাহার স্থবিধা অস্থবিধার কথা ইত্যাদির আলোচনা নিয়মিতভাবে থাকে। বাল্যকাল হইতে নূতন বই ও গল্প সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশের এই ব্যবস্থা বই রিভিউ করিবার হাতেখড়ি হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই কাজের মূল্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন; ছেলেবয়স হইতে এই প্রচেষ্টার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত হইবেন না। গ্রন্থাগারে নূতন বই কি কি আসিল বা কি কি বই শীঘ্রই আসিবে, গল্পের আসরে কে কোন্ বিষয়ে বলিলেন, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নূতন কোন খবর, কোন একটি বিশেষ বিষয়ের লেখা, বিভিন্ন বইএর বা লেখার নাম ইত্যাদি এই সব পত্রিকায় স্থান পায়। এই ধরণের পত্রিকার প্রচলনও আমাদের দেশে খুব অসম্ভব নয়, হয় ত বা ২।৪ জায়গায় আছেও। কিন্তু ছেলেমেয়েদের লেখা শুধু গল্প ও কবিতার মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া যদি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া এমন পত্রিকার চলন করা হয় যাহাতে নূতন ও ভাল বই সম্বন্ধে পাঠকের মতামত, সমালোচনা, দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগারের খবর, দেশে নূতন বই ও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় কি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তালিকা ইত্যাদি থাকে, তাহা হইলে এগুলি বেশ কাজের জিনিষ হইয়া উঠে। কোন বিশেষ বই ছেলেমেয়েদের কেন ভাল লাগিল কিংবা ভাল লাগিল না কেন, সে বিষয়ে আলোচনার প্রচলন হইলে বইএর বিষয় ভাবিবার স্থযোগ

ছেলেমেয়েদের বেশী দেওয়া হইবে; তাহারা মনের ভাব প্রকাশের শক্তি অর্জনের সাথে সাথে সমালোচনাও করিতে শিখিবে এবং এইভাবে লব্ধ তাহাদের জ্ঞান ভবিষ্যতে আরও প্রখর হইবে। আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার বা শিশুগ্রন্থাগারের সহিত স্কুলের গ্রন্থাগারের সচরাচর কোন যোগ নাই।

স্কুল গ্রন্থাগার—এদেশে সহরের প্রায় সব স্কুলে নামেমাত্র গ্রন্থাগার রাখিবার ব্যবস্থা আছে নতুবা সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সব গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে বই আসিতেছে কিনা, গ্রন্থাগারের ব্যবহার যথাযথভাবে হইতেছে কিনা অথবা ব্যবহারের প্রসার বাড়িতেছে কিনা, এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। যাঁহাকে স্কুলের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হইবে, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী বই নির্বাচন ও কিভাবে গ্রন্থাগারকে শিশুদের মনের মতন করা যায় সেই সব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু এ সব বিষয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষা-দপ্তর কতটা ভাবেন তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিবার খুব বেশী চেষ্টা করা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছোট ছেলেমেয়েরা বই দেখিলেই তাহা হাতে করে কিন্তু কি বাড়ীতে, কি অন্যত্র আমরা অভিভাবকরা ও বাড়ীর সকলেই বইটি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লই—'বইএ হাত দিতে নাই', 'বই ছিঁড়িয়া যাইবে' এইভাবে নিষেধাত্মক উপদেশ বর্ষণ করা হয়, কখনও বা ধমক দেওয়া হয়। এ রীতি খুবই খারাপ; ছেলেবেলা হইতেই বইএর যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ওদেশে কিন্তু শিশুরা বই ঘাঁটিলে তাহাকে বাধা দেওয়া হয় না বা তাহার উপর কোনরূপ নিষেধ আরোপ করা হয় না, ফলে বই ছেঁড়ে খুব কম এবং জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে।

গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ ও স্কুল গ্রন্থাগারের আদানপ্রদান—পড়িতে শিখে নাই এমন সব বয়সের ছেলেমেয়েদেরও জন্য পাশ্চাত্য দেশের শিশুগ্রন্থাগারে ছবির বই রাখা হয়, যাহাতে তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত বই লইয়া ব্যবহার করিতে পারে। ইংলণ্ডের সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ হইতেই নিকটবর্তী সব স্কুলে বই সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত-ভাবে স্কুলে বই লইয়া যাওয়া ও পুরাতন বই ফিরাইয়া আনা হয়। ইহাতে সুবিধা অনেক—দামী দামী বই সব সময়ে স্কুলে ক্রয় করা সম্ভব নয় কিন্তু সেখানকার প্রায় সব স্কুলই ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে সব রকম বই পায় ও ছেলেমেয়েরাও তাহা পড়িবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যত, প্রায় ততগুলি বই স্কুলে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ৩।৪ মাস অন্তর, কোথাও বা ৬ মাস বা ১ বৎসর অন্তর, ঐ স্কুলে প্রেরিত পূর্বেকার বই বদল করিয়া আনা হয়। শিক্ষকশিক্ষিকারা তাঁহাদের প্রয়োজনমত বইএর তালিকা পূর্ব হইতেই গ্রন্থাগারিককে পাঠাইয়া দেন ও সেই চাহিদা মতন বই সংগ্রহ করিয়া

গ্রন্থাগার হইতে বই স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং পুরাতন বই ফিরত লইয়া নূতন বই রাখিয়া আসা হয়। অনেক সময় বিভিন্ন বয়সানুযায়ী বিভিন্ন ক্লাশে সেই বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী বই লইয়া যাওয়া হয়—ছেলেমেয়েরা তাহা হইতে বই বাছিয়া লয় এবং নিজেদের চাহিদানুযায়ী বই না পাইলে তাহারা গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিজ নিজ চাহিদার বিষয় জানায় ও তাহাদের চাহিদানুযায়ী বই জোগান দিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ইহাতে ছেলেমেয়েদের বই পড়িবার আগ্রহও বাড়ে, গ্রন্থাগারের কদরও হয়। জ্ঞানের অনুসন্ধান ও অনুশীলনের কার্য্যে গ্রন্থাগার হইতে কত যে সুবিধা পাওয়া যায়, সে বিষয় বাল্যকাল হইতেই সকলের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া গ্রন্থাগারের প্রতি উহাদেরও সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয় ও গ্রন্থাগার হইতে নিজেদের পড়িবার ও জ্ঞানান্বেষণের সব সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে। স্কুল হইতেই এই জ্ঞান জন্মান প্রয়োজন, কারণ সাবালক হইলে তাহাদের জন্য আর বিশেষ ভাবিবার কিছু থাকে না। ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে তাহার উপর কাঠামো দাঁড় করান খুব শক্ত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে ভিত্তি হিসাবে কিছুই দেওয়া হয় না, কাজেই ভবিষ্যত জীবনেও তাহারা প্রতি পদে আঘাত পায়।

অনেক স্কুলে নিজস্ব গ্রন্থাগার না থাকায় ছেলেমেয়েরা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ হইতে বই পায়—এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক স্কুলের প্রতি ক্লাশে পরিভ্রমণ করিয়া ছেলেমেয়েদের চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজের গ্রন্থাগারের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। এ সব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের-শিক্ষা স্কুলের শিক্ষার সহযোগী হিসাবে কাজ করে। সাধারণ গ্রন্থাগার অথবা শিশুবিভাগের কৃতকার্যতা উহাদের গ্রন্থাগারিকের উপরই নির্ভর করে। বিদেশে শিশুগ্রন্থাগারিকের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, এ শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিশুগ্রন্থাগাব অথবা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগ যত বেশী বাড়িবে ততই শিশু গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। অশো করা যায়, এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ দৃষ্টিপাত করিলে সুফল প্যওয়া যাইবে। পাশ্চাত্য দেশে শিশুগ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেয় ভিতর নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতা করা হয়। তাহাতে অল্প দামের পুরস্কারও দেওয়া হয়—ইহাতে ছোটদের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশেও ইহার প্রচলন খুব সহজেই করা যায়। গ্রন্থাগারিককেই নিজেদের অবস্থানুযায়ী সব ব্যবস্থা করিতে হইবে—তাঁহার নিজ চেষ্টার উপরেই গ্রন্থাগার সজীব বা নির্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে একথা সব সময়েই তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে।

স্কুল গ্রন্থাগার—বিদেশে স্কুল গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া এ পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ইউরোপ ও আমেরিকার সব দেশেই স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারের ও তাহাদের কাজের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মূলে তাহাদের স্কুলের নিজস্ব গ্রন্থাগার ও তাহার অবদান সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলা হইয়াছে যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যথাযথ শিক্ষার সোপান হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন বিদেশে বহু পূর্বেই অনুভূত হইয়াছিল এবং তদনুরূপ কাজ ও ব্যবস্থাও সেই সময় হইতে ধীরে ধীরে শুরু করা হইয়াছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়তন বা স্কুলের অধীনে যে নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে এবার তাহার কথারই পর্যালোচনা করিব। স্কুলের শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইতেছে স্কুল গ্রন্থাগার। স্কুলসমূহের গ্রন্থাগার নামমাত্র গ্রন্থাগার নয়। ওদেশে প্রতি স্কুলেই গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে এবং এই সব স্কুল-গ্রন্থাগারের কাজের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথক গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা আছে। যদি কোথাও সে ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে ১ জন শিক্ষক বা শিক্ষিকা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য পালন করিবার জন্য নিশ্চয় আছেন। সে সব দেশে গ্রন্থাগারহীন বিদ্যালয় কেহই কখনও কল্পনা করিতে পারে না এবং গ্রন্থাগারিক-বিহীন গ্রন্থাগারও নাই। সচরাচর স্কুল পরিকল্পনার সময় হইতেই স্কুলের গ্রন্থাগারের পরিকল্পনাও যথাযথভাবে করা হয়। স্কুলের নূতন বাড়ীর প্ল্যান যেমন তৈয়ার করা হয় সেই সঙ্গেই স্কুল গ্রন্থাগারের গৃহ ও আসবাব পত্রের ব্যবস্থাও করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগারে আসা যাওয়া ও অনুরূপ সুবিধাদির উপর নজর রাখিয়া গ্রন্থাগার প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা হয়। যে কোনও একটি ঘরই গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ দিবে এই নীতি বিদেশে কেহই অনুধাবন করেন না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বা প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়া স্কুল কর্তৃপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া স্থপতির সহিত একযোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে নজর দেন। যদি স্কুলে গ্রন্থাগারিক থাকেন তবে তাঁহাকেও ঐ দলে যোগ দিতে হয়, অন্যথায় স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারিক অথবা ঐ সংস্থার শিশু গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। গ্রন্থাগার গৃহ বা প্রকোষ্ঠটি যাহাতে সব দিক দিয়া উপযুক্ত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রন্থাগারের জন্য একখানা ভাল ও বড় ঘর নির্বাচিত হয় এবং ঐ ঘরে যাহাতে প্রচুর আলো ও যাতায়াতের পথে কোন বাধা না থাকে সেই দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। গ্রন্থাগারের আসবাব পত্রাদির ব্যবস্থাও যথোপযুক্তভাবে করা হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার উপর নজর রাখিয়া গ্রন্থাগারে আসনসংখ্যার ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলের গ্রন্থাগারে এক সঙ্গে সব ছেলেমেয়ে সচরাচর আসে না। বিভিন্ন ক্লাশের অবসর সময়ে সেই সেই ক্লাশের ছেলেমেয়েদের সমাগম হয়; কাজেই তদনুরূপ ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

স্কুলের গ্রন্থাগারিক সব সময় সচেতন থাকিবেন যেন কোন ছাত্রছাত্রী তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হয়। ক্লাশে শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ পঠনপাঠনকালে যা বলেন এবং সেই সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকেও অন্য কোন বইয়ের উল্লেখ করিলে ছাত্রছাত্রীরা সেই সব বইয়ের জন্য সচরাচর গ্রন্থাগারিকের শরণাপন্ন হয়। তাহা ছাড়াও পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে হইলে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্য বহু পুস্তক ও পত্র পত্রিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই সব কাজে গ্রন্থাগারিককে সহৃদয়ভাবে সক্রিয় সাহায্য করিতে হয়। বিভিন্ন ক্লাশের মান অনুযায়ী যে সকল বই পড়িলে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের জ্ঞানান্বেষণে যথোপযুক্ত উপকার পাইবে তাহার হদিস্ গ্রন্থাগারিককেই দিতে হইবে। এমন কি কোন পত্র পত্রিকায় কোন বিষয়ে নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ সব বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদির কতটা পড়া প্রয়োজন এই সব ইঙ্গিতও গ্রন্থাগারিক নিজ সাধ্যমত বলিয়া দিবেন। বস্তুতঃ ওদেশে শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ গ্রন্থাগারিকের সহিত একযোগে এই সব বিষয়ে কাজ করিয়া থাকেন বলিয়া ছেলেমেয়েদের সর্ব বিষয়েই সুবিধা হয়। প্রত্যেকের প্রতি নির্দেশই যথোপযুক্ত এবং যথাযথ হয় বলিয়া ছাত্র ছাত্রীদের আর হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় না। কোন্ বিষয় কোন্ ক্লাশের উপযুক্ত, নূতন কি কি বই প্রকাশিত হইয়াছে অথবা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে তাহার সঠিক খবরাখবর গ্রন্থাগারিক সব সময়েই রাখিবেন। গ্রন্থাগারে নূতন পুস্তক আনয়ন ও তাহা যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের হস্তে যাইতে অযথা বিলম্ব না হয়, তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে লইবার জন্য পুস্তক নির্বাচনেও গ্রন্থাগারিকের সাহায্য লয় এবং গ্রন্থাগারিক এই সাহায্য অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিবেন। কোনরূপ বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইলে ছাত্রছাত্রীরা তাহা অতি সহজেই ধরিয়া ফেলে এবং ভবিষ্যতে আর তাঁহার সাহায্যের জন্য তত সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। এইজন্যই স্কুলের গ্রন্থাগারিক তথা শিশু গ্রন্থাগারিককে অতিশয় ধৈর্য্যশীল বা ধৈর্য্যশীলা হইতে হয়। বস্তুতপক্ষে আমেরিকার শিশুগ্রন্থাগারিকের চাহিদা ও উপযুক্ত শিশু গ্রন্থাগারিকের পারিশ্রমিকাদির হার সাধারণ গ্রন্থাগারিকের বেতনাদি অপেক্ষা অনেকাংশে বেশী।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও স্কুল গ্রন্থাগারের ক্লাশ-লাইব্রেরী—স্কুল গ্রন্থাগারিকও সব দেশে অনেক সময়ে স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগার হইতেও সাহায্য লইতে পারেন। স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে নিয়মিতভাবে উপযুক্ত পুস্তকাদি স্কুলগ্রন্থাগারে ধার দেওয়া হয় এবং ২।৩ বা ৪।৫ মাস পর ঐ সব বই ফেরৎ দিয়া নূতন পুস্তক লইবার ব্যবস্থা প্রতি গ্রন্থাগারেই আছে। অনেক স্থলে আবার ক্লাশে ক্লাশে সেই ক্লাশের উপযুক্ত পুস্তকাদি পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা আছে ; ঐ সব ক্লাশ-লাইব্রেরী সচরাচর ঐ সব ক্লাশের শিক্ষক বা শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে থাকে অথবা ক্লাশের

মনিটর স্কুলগ্রন্থাগারিকের নির্দিষ্ট পন্থায় উহা পরিচালনা করে। ছেলেবেলা হইতে গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করা ওদেশে একটা মস্ত কাজ এবং স্কুলের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীই এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা যাহাতে পায় তাহার সুবন্দোবস্ত আছে। গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারের প্রতি দরদ ছাত্রাবস্থা হইতেই তাহাদের জন্মান হয় বলিয়া উত্তর জীবনে তাহারা সকলেই গ্রন্থাগারপ্রিয় হইয়া উঠে। জাতীয় জীবনে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই অনুধাবন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা সব দিক দিয়াই ভিন্ন প্রকারের। কার্য্যতঃ এদেশে স্কুল গ্রন্থাগার ও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার একান্ত অভাব আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারি। বেশীর ভাগ স্কুলের কর্তৃপক্ষ তথা স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকামহাশয়াগণ এই ব্যাপারে যথোপযুক্তভাবে সজাগ নহেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুলে নামমাত্র গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকে, কারণ তাহা না রাখিলে স্কুলের জন্য বোর্ড অথবা সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায় না। কাজেই যে কোন রকম একটা গ্রন্থাগারব্যবস্থা স্কুলের কর্তৃপক্ষকে করিতেই হয়। স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলের লাইব্রেরীর ঘর হিসাবে স্কুলগৃহের সব চেয়ে নিকৃষ্ট যে ঘর অথবা ঘুপসী ধরণের ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ির তলার স্বল্পপরিসর স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপনার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ধারণা কয়টাই বা ছেলে বই পড়িতে আসিবে, অধিকাংশই বই ইস্যু করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে ; কাজেই গ্রন্থাগারে বসিয়া পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং ঐ কাজ মনোরম পরিবেশের আবেষ্টনীতে হওয়ার উপযোগিতার কোন চিন্তাও তাঁহার মাথায় আসেই না। গ্রন্থাগার পরিচালনার ভারও অনুরূপ অবস্থায় কি রূপ পরিগ্রহ করে তাহা সহজেই অনুমেয়। যেন তেন প্রকারেন কিছু বই হয় ত কেনা হইল এবং আলমারীতে বোঝাই করিয়া রাখা হইল। বইগুলি নির্বাচনের সময় তাহা ছেলেদের ব্যবহারের উপযুক্ত কি না সে বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল না— সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক কারণ শিক্ষকমহাশয় যখন তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন অথবা অন্য কেহ প্রণয়ন করিয়াছে এবং প্রধান শিক্ষকমহাশয় উহা দেখিয়া দিয়াছেন তখন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। শিশুদের বা ছাত্রদের গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করা হয়। তাহার পরের ব্যবস্থা যেমন বইগুলির যথারীতি বর্গীকরণ ও সূচীকরণ বা ক্যাটালগিংএর প্রয়োজনীয়তা আর কাহারও মনে থাকে না। বই কেনা হইয়াছে ও তাহাতে স্কুলের নামাঙ্কিত মোহর বা ছাপ দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। বইগুলি ব্যবহারে লাগাইবার পূর্বে যে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় সে সম্বন্ধে অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষই অজ্ঞ এবং যদিও বা এ বিষয়ে তাঁহাদের কিছু জ্ঞান থাকে তথাপি তাঁহারা তাহার উপর সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন না।

উহা যখন হউক যে কেহ করিয়া দিতে পারিবেন ; কাজেই প্রথম অবস্থা হইতে স্কুলের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ এবং তাঁহার কাজের যথাযথ ব্যবস্থা অথবা সুযোগ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেহই বোধ করেন না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রন্থাগারিক হয় ত নিয়োগ করা হইল কিন্তু সে বেচারীর কাজের সুযোগ সুবিধা ক্যাটালগের জন্য কার্ড, ট্রে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার বিষয় আর কেহ বিবেচনা করিলেন না—নবনিযুক্ত গ্রন্থাগারিক নূতন বইগুলি শুধু ঝাড় পোঁচ করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন অথবা লেখকের নামানুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তত করিতেছেন। যথাযথ বর্গীকরণ ও সূচীকরণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার অভাবে বিরক্তি-বোধ করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন। তাহার পরে ছেলেদের বই দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা ও ছেলেদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার দিকে নজর দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা—এ ব্যাপারে কেবল গ্রন্থাগারিক হুঁশিয়ার হইলেই চলিবে না, স্কুল কর্তৃপক্ষকেও তৎপর হইতে হইবে। তাঁহারা যদি এ ব্যাপারে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য না করেন তবে একার চেষ্টায় গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কিছু সম্ভব নয়, উপরন্তু প্রতি পদে অপদস্থ হইবেন। গ্রাহক ও পাঠকগণ কর্তৃক প্রত্যর্পিত বইগুলি প্রতিদিন নিয়মিত ও যথাযথভাবে শেলফে সাজাইয়া রাখিবার কার্যে গ্রন্থাগারিককে সাহায্যের জন্য লোক নিয়োগ এবং কোন বই যাহাতে চুরি না যায় অথবা কেহ কোনরূপ নষ্ট করিলে তাহার গুণাগার আদায়ের ব্যবস্থা করা স্কুল কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত এবং প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু গ্রন্থাগারিককে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা সচরাচর তাঁহারা নিজ হইতে কিছুতেই করিতে চাহেন না। গ্রন্থাগারিক অনবরত আবেদন নিবেদন করিয়া যদি কিছু আদায় করিয়া লইতে পারেন তবে তিনি মহাভাগ্যবান নচেৎ সত্যিই তিনি অভাগা। কর্তৃপক্ষ মনে করেন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হইয়াছে, বই কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে অতএব আর কি করার আছে ? এবার যাহা কিছু তাহা ত গ্রন্থাগারিকই করিতে পারেন। বিদেশের স্কুলকর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে অনেক বেশী হুঁশিয়ার ; তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও সুন্দর, সেইজন্যই সেই সব দেশের গ্রন্থাগারিক পারস্পরিক সহযোগিতায় অদ্ভুতভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমাদের দেশে আবার অনেক স্কুলেই কোন শিক্ষক মহাশয়কে নামমাত্র ভাতা দিয়া স্কুলের গ্রন্থাগার পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়। তিনি স্কুল বন্ধের পর আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া ছেলেদের বই দেন। এক্ষেত্রে তাঁহার দ্বারা কি কাজ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। সুখের বিষয় ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রদ্ধাস্পদ প্রয়াত করিমভাই চাগলা মহোদয় ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধনের সময় পাটনাতে স্কুলের গ্রন্থাগারসমূহের যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার যাহা কিছু করণীয় তাহা নিশ্চয় করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। আশা করা যায়, এ দেশের

স্কুলের গ্রন্থাগারসমূহ এইবার তাহাদের কাজে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এদেশের অন্যান্য বিষয়ের মত রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীমহোদয়দের সব নির্দ্দেশাদির যথাযথ ব্যবস্থা বিভিন্ন দপ্তরে ধুলা খায়—কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হয়।

এবার পাঠকের সাহায্য সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করা যাউক।

পাঠকের সাহায্য—গ্রন্থাগারের সম্যক্ ব্যবহার বা গ্রন্থাগারের সেবা ও সাহায্য পুরাপুরিভাবে আদায় করিতে হইলে পাঠকদের অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বর্গীকরণ, ক্যাটালগ ও তাহা নির্মাণের বিবিধপ্রণালী, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকের জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে; এখানে অন্য ২।৪টি বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। গ্রন্থাগারের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইল সেবা—ব্যক্তিগতভাবে পাঠককে সেবা করা; গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান এবং কর্মীদের সংখ্যার উপর এই সেবার গরিমা ও পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। গ্রন্থাগারিকের নিজের ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার সহকর্মীদের সুষ্ঠু পরিচালনার উপরও এই ব্যক্তিগত সেবা ও তাহার যথাযথ ব্যবস্থার পরিমাণ নির্ভর করে। প্রয়োজনীয় বা অকিঞ্চিৎকর সব বিষয়েই একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রতি গ্রন্থাগারে থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি উদাহরণ দিলেই ইহা বোঝা যাইবে। আমাদের দেশ অপেক্ষা বিদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে অনেক বেশী লোক নিজেদের অবসর বিনোদন করিতে আসে ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করে। এদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারে বেশীর ভাগই শুধু নাটক নভেল পড়িবার ভিড় হয়। বিদেশের একটি সাধারণ গ্রন্থাগার সত্যসত্যই জ্ঞানের মন্দিররূপে ব্যবহৃত হয়। তথায় যদি কোন পাঠক কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে খোঁজ করেন, তাহা হইলে সচরাচর যাহা করা হয় তাহা লেখা হইতেছে। গ্রন্থাগারে যদি জিজ্ঞাস্য বিষয়ের বই অনেকগুলি থাকে তাহা হইলে গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগারের যেখানে বই রাখা হয়, সেখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে লইয়া যান ও তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয়ে বই দেখাইয়া দেন এবং তিনি তাঁহার ইচ্ছামত বই বাছিয়া লন—এসব ক্ষেত্রে জোর করিয়া পাঠকের উপর কোন বই চাপাইয়া দেওয়া সমীচীন নয়। যদি গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে বিশেষ কোন বই না থাকে, তাহা হইলে পাঠককে ক্যাটালগ দেখাইয়া গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্বন্ধে জানাইয়া দেওয়া হয় ও বলিয়া দেওয়া হয় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে সূচীভুক্ত যে কোন বই ইস্যু করাইয়া লইতে বা রিজার্ভ করিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে বিদেশের সব গ্রন্থাগারেই অন্য গ্রন্থাগার হইতে বই আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। পাঠক যদি উহাতেও সন্তুষ্ট না হন অথবা তাঁহার চাহিদা যদি না মিটিয়া থাকে, তবে পাঠককে গ্রন্থাগারিকের কাছে লইয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গ্রন্থাগারিক নিজে যদি বিশেষ সাহায্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের প্রায় সর্বত্রই National Central Library বা জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

হইতে তাঁহার বই আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে পূর্বে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। এ পরিচ্ছেদের শেষে ইংলণ্ডে আন্তগ্রন্থাগার লেনদেন সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে।

পাঠককে এই সাহায্য করিবার নীতির ২।৪টি মূলধারা ওদেশে ঠিক করা আছে, যথা—যে বিষয়ে পাঠক জানিতে চান, হয়তো সেই বিষয়ের বই গ্রন্থাগারের অন্য বিভাগে আছে অথবা এমন কোন বই-এর চাহিদা হইয়াছে, যে বই সেই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে সমশ্রেণীতে রাখা হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি পাঠকের অনুসন্ধিৎসা তখন তখনই মিটান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয়টী এবং তৎসম্বন্ধে উত্তর কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার ইঙ্গিত গ্রন্থাগারে রক্ষিত অনুসন্ধান বই-এ (Register of Enquiries) নোট করিয়া রাখা হয়। কোন পাঠককেই সাহায্য না দিয়া চলিয়া যাইতে বলা হয় না। ওদেশে সবসময়েই চোখে পড়ে গ্রন্থাগারকর্মীদের কী সুন্দর সহযোগিতা ও মিষ্ট ব্যবহার। পাঠক নিজ নিজ বিষয় বা কৌতূহল সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুরাপুরি উত্তর পাইয়াছেন কিনা। এইভাবে পাঠকের সেবা করিবার যে মনোবৃত্তি ও ব্যবস্থা ওদেশে প্রচলিত আছে, তাহা সত্যই বিস্ময় জাগায়। সমস্ত ব্যবস্থার পুরা নির্দেশ গ্রন্থাগারিক ঠিক ঠিক ভাবে দিয়া থাকেন। ইহাতে গ্রন্থাগারের কাজের খুব সুবিধা হয়। নানা বিষয়ে এই সব প্রশ্ন অনুসন্ধান বই-এ লিখিত হওয়ায়, একই প্রশ্নের জন্য বার বার সময় নষ্ট করিতে হয় না। ব্যক্তিগতভাবে এই সেবা অব্যাহত রাখিবার জন্য গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মীরই উপর নির্দেশ দেওয়া গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্তব্য; নূতন কর্মীদেরও এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গ্রন্থাগার-কর্মীদের সব সময়েই পাঠকের মুখ চিনিয়া রাখিতে হয়; তাঁহারা কে কোন্ বিষয়ের চর্চায় নিযুক্ত তাহাও ওদেশের গ্রন্থাগারকর্মীকে জানিয়া রাখিতে হয়; ইহাতে পাঠক ও গ্রন্থাগার উভয়েরই কাজের সুবিধা হয়। মনে করুন, কোন পাঠক তাঁহার নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থাগারে কি কি বই আছে অথবা সে গ্রন্থাগারে না থাকিলেও উক্ত বিষয়ে কি কি নূতন বা পুরাতন লেখা আছে, যাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই এমন ইঙ্গিত যদি কথার ছলে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গ্রন্থাগারকর্মীর উচিত—পাঠক সুস্পষ্টভাবে অনুরোধ না করিলেও তাঁহার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিয়া দেওয়া। এইরূপ অযাচিত সাহায্যে পাঠক খুবই আনন্দিত হন ও অনুগৃহীত বোধ করেন; গ্রন্থাগার ও তাহার কর্মীদের প্রতি তাঁহার মনে বেশ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়। যখন যেভাবে সম্ভব পাঠককে সেইভাবে সাহায্য করিবার নির্দেশ সব গ্রন্থাগারেই কর্মীদের উপর দেওয়া থাকে। বিদেশে সব গ্রন্থাগারেই অনুসন্ধান বই বা Enquiry Register ভালভাবেই রাখা হয় যাহাতে সব দিক দিয়াই কাজের সুবিধা হয়। পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় ও তাহার

আনুষঙ্গিক যাহা কিছু সব নোট করিয়া লওয়া হয় ও পাঠককে ৫।৭ দিন পরে কোন স্থিরীকৃত তারিখে পুনরায় আসিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়। বড় বড় গ্রন্থাগারে পাঠককে একটি ছোট অনুরোধ পত্র বা টিকিট দেওয়া হয়—ঐ পত্রে যে সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যা দিয়া Enquiry Register-এ পাঠকের প্রশ্ন বা বিষয়ের উল্লেখ থাকে। সারাদিনে যে সমস্ত অনুসন্ধানের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়, পরে তদ্বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অর্থাৎ উহাদের প্রত্যেক সম্পর্কে কি করা উচিত তাহা নির্ধারণ করা হয়। বই ক্রয় করা উচিত বিবেচিত হইলে তাহার ব্যবস্থা করা; বই যদি অন্য গ্রন্থাগার হইতে ধার লইতে হয় তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, অথবা বই সম্বন্ধে যাহা কিছু ঠিক হয়, তাহা ঐ Enquiry Registerএর যথাস্থানে লিখিয়া রাখা হয়। ৫।৭ দিন পরে পাঠক যখন পুনরায় ঐ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে আসেন, তখন কোন ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে কিনা বা বই জোগাড় করা বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানানো হয়। এই সব বিষয়ে ওদেশে যে রকম বিশদভাবে কাজ হয়, তাহা সত্যই খুব প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে ঠিক ঐভাবে কাজ ত হয়ই না, এমন কি অনেক সময় গ্রন্থাগারকর্মীদের মেজাজের দাপটেই বহু পাঠক গ্রন্থাগারে আসিতে পছন্দই করেন না। পূর্বেও বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, যাঁহারা গ্রন্থাগারের কাজে জীবন কাটাইবেন, সব সময়েই তাঁহাদের মনে সেবা করিবার ইচ্ছা জাগরূক রাখিতে হইবে ও সেবার চেষ্টা করিতে হইবে। হাসপাতালের সেবিকারা বা নার্সরা যেরূপ রোগীদিগকে ক্লান্তিহীন সেবাদান করেন—হাসিমুখে তাহাদের সকল আব্দার, অত্যাচার সহ্য করেন—কিছুমাত্র অসহিষ্ণু হন না, ঠিক তেমনই গ্রন্থাগারিক এবং তাঁহার সহকর্মীকেও এই সমাজসেবা ব্রত হিসাবে বরণ করিয়া লইতে হয়—অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। কত রকমের পাঠক, কত রকমের সম্ভব অসম্ভব প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য আসিবে, সে সবই হাসিমুখে শুনিতে হইবে ও তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা এই সেবাধর্মের কোন মানেই হয় না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পাঠক খুব সক্রিয় নন্, তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কোন তথ্য না পাইলেও তিনি সহজে মুখ খুলিয়া সাহায্য চাহিতে অগ্রসর হন না; এ সব ক্ষেত্রে অযাচিত সাহায্য খুবই কার্যকরী হয়; গ্রন্থাগারিক ও তাঁহার সহকর্মিগণকে পাঠকের সাহায্য করিবার জন্য সর্বদাই সচেতন ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে; কেহ যেন না ঘুণাক্ষরেও ভাবেন যে, গ্রন্থাগারের কেহই সাহায্য করিতে ব্যগ্র নহেন। পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় যতই অসম্ভব ও অদ্ভুত হউক না কেন, গ্রন্থাগারিক সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন; এ বিষয়ে বিদেশের গ্রন্থাগারিকদের খুব সজাগ থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে পাঠকদের জ্ঞাতব্য বিষয় ওদেশের পাঠকের মত নানা রকম হইতে অনেক সময় লাগিবে, তথাপি

আমাদের দেশেও পাঠকগণকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন খুব বেশী আছে। কোন একটি বিষয়ে কি কি বই পড়া যাইতে পারে, কি বই গ্রন্থাগারে আছে, কোন্ বইএ একটি বিশেষ বিষয় ভালভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই জাতীয় বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে সব সময়েই দিতে হয়। এই প্রশ্নের আদানপ্রদান হইতেই একটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়িয়া উঠে আর এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপরই সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও দরদ। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিবার ইহা একটি মস্ত বড় উপাদান। একাজে আরও একটি মস্ত বড় জিনিষ হইল গ্রন্থাগারে বই সাজানো বা display করা। যে গ্রন্থাগারে যত ভালভাবে, যত আকর্ষণীয়ভাবে বইএর display করা হয়, সেখানেই পাঠকের ভিড় তত বেশী হয়। পুস্তকের কোন প্রদর্শনী পাঠকের মনে ঔৎসুক্য বা উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইলে বিদেশে তাহা কৃতিত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনার নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে আদৌ চেষ্টা নাই। ওদেশে বড়দিন বা অনুরূপ কোন পর্বের সময় বইএর কত সুন্দর display করা হয়। যখনই যে বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন হয় তখনই ঐ সব দেশে সেই বিষয়ের বই ও জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে বেশ সুন্দর display বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপে একমাত্র বইপ্রদর্শনের জন্য কত যে সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তাহা না দেখিলে বোঝা যায় না। প্রদর্শনীতে ছোটবড় নানা রকমের বই কত মনোরমভাবেই না সাজাইয়া রাখা হয়। পুস্তকপ্রদর্শনের প্রক্রিয়া পাঠককে এমনই প্রভাবান্বিত করে যে, প্রয়োজন না থাকিলেও প্রদর্শিত বইগুলি পড়িবার জন্য তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মায় ও তিনি বইগুলি ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন ; এই প্রকারে কত বইএর ব্যবহার যে কিরূপ বহুল প্রসার লাভ করে, তাহার সীমা নাই। ছোট বড় নানাবিধ মাপের বুক কেস্ বা সেলফ্, কাঁচের টেবিল্ অথবা খোলা তাক এই সবই প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

স্বল্প আয়তনে কোন বিষয়ের বা বিশেষ কোন লেখকের গ্রন্থাবলীর এইরূপ প্রদর্শনী প্রায়ই করা হয়। ইহার অনেকগুলি সুবিধা আছে, যথা :—অনেক পাঠক হয়তো জানেনই না যে, প্রদর্শিত বিষয়েও ভাল ভাল বই আছে অথবা একজন লেখকের লেখা কত বই আছে। অনেক পাঠকেরই হয়তো প্রদর্শিত বিষয় সম্বন্ধে ধারণা সামান্যই থাকিতে পারে, কাজেই তাঁহাদের এ বিষয়ে জ্ঞান বাড়িয়া যায়, হয়তো বা তাঁহাদের ভিতর অনেকেই বইগুলি পড়িবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। যে পাঠক নিরাসক্তভাবে ঘোরাফেরা করেন বা লজ্জাবশতঃ কোনও সাহায্য চাহিতে দ্বিধা বোধ করেন, অনেক সময়ে এই প্রদর্শিত বই-এর ভিতর তাঁহার চাহিদার সন্ধান পাইতে পারেন অথবা পূর্বে কোনরূপ আগ্রহ না থাকিলেও ঐ বিষয়ের বই দেখিয়া তাঁহার সেই বই বা ঐ বিষয়ের অন্তর্গত কোন বই পড়িবার আগ্রহ হয়। এইভাবে অনেক

ক্ষেত্রেই নূতন নূতন বিষয়ের সম্পর্কেও চাহিদার সৃষ্টি করা সম্ভব হয় ; নূতন বা পুরাতন বই পাঠকের নজরে আনিয়া তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়তা করা হয় ; আবার কখনও বা তাঁহার প্রয়োজন না থাকিলেও উহাদের ব্যবহারে প্ররোচিত করা সম্ভব হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, গ্রন্থাগারে এমন অনেক বই মজুদ আছে, যাহা লোকে সহজে ব্যবহার করে না বা পড়িতে চায় না ; এই সব প্রদর্শনীর সাহায্যে অনেক সময়ে সেই সব বইএরও বেশ চাহিদা হইতে দেখা গিয়াছে। এইভাবে অনেক অব্যবহৃত বইও পাঠকের কাছে এমনভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে যে, সে বই ব্যবহার না করিয়া উপায় থাকে না। ওদেশে এই বই display করিবার কৌশল অতি সুন্দর এবং বিনা খরচে অথবা অল্প খরচেই প্রায় ইহা সম্ভব হয় ; সেজন্য চাই শুধু গ্রন্থাগারিকের একটু নজর ও গুছাইবার বা সাজাইবার কৌশল সম্বন্ধে সমুচিত জ্ঞান। পুস্তকরাজি কি করিয়া সাজাইয়া রাখিলে দেখিতে ভাল হইবে কিংবা সেগুলি পড়িবার বা ব্যবহার করিবার যে আগ্রহ, তাহা পাঠকের মনে জাগাইয়া তুলিবে সে সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার সাপেক্ষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা চিন্তা করিতে হয় এবং উপদিষ্ট ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই ব্যবস্থায়, কত অব্যবহৃত বই—যাহা হয় ত ২।৪ বছরের মধ্যে কেহই ব্যবহার করে নাই—কেমন যেন সহসা ঐ display বা প্রদর্শনীর পর হইতে জন-সাধারণের মনে ছাপ ফেলে, ফলে তাহার চাহিদাও বাড়িয়া যায় ; ইহা প্রায়শই দেখা যায়। আমাদের দেশে এই বই প্রদর্শনীর তেমন কোনও ব্যবস্থাই নাই। বিলাতের ছোট ছোট গ্রন্থাগারে এই বই প্রদর্শনীর যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে, তাহার কণামাত্রও এদেশের অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবহার ও তাহাদের মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা করিবার যে কতটা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হইতে পারে, সেই জ্ঞানই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের হয় ত অতি সামান্যই আছে, থাকিলেও তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না। এই দিকে আমাদের সচেতন হইতে হইবে—গ্রন্থাগারকে সব দিক দিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে।

নানা বিষয়ের বই নানাভাবে প্রদর্শন বা display করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এইভাবে যে কোনও গ্রন্থাগারের সব বইই বেশ সুন্দরভাবে সাজানো যাইতে পারে—পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের ভাগ অনুযায়ী অথবা তাহাদের শিরোনামা অনুযায়ী। অনেক সময়ে একই বই বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাজাইয়া রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পড়িবার কাজে লাগানো যায়। বিদেশের গ্রন্থাগারে প্রায়ই দেখা যায়, প্রতি মাসে আবার কখনও বা প্রতি সপ্তাহে নানা বিষয়ের বইএর তালিকা প্রকাশ করা হয় অথবা কোন কিছু সাময়িক ব্যাপার ঘটিলে—যেমন, স্থানীয় কোন লেখকের বা কোন বিখ্যাত লেখকের জন্মদিন বা মৃত্যুতিথি প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রন্থাগারে সে লেখকের যত

বই আছে তাহাদের প্রদর্শনী করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের রুচি অনুযায়ীও নানা বিষয়ের বইএর display করার প্রচলন ওদেশে আছে। একবার একটি গ্রন্থাগারে দেখি, প্রদর্শিত আধারে (Display Caseএ) শিরোনামা (Head line) দেওয়া আছে :—"*Some Books on the Supernatural*" ; পরের সপ্তাহে যাইয়া দেখি, সেই আধারেই সেই সমস্ত একই বই প্রায়-হুবহু রাখা আছে কিন্তু Head line বদলাইয়া লেখা হইয়াছে :—"*Dreams : Ghosts : Witch-craft : Magic : Books on the Inexplicable and Uncanny*"—গ্রন্থাগারিককে এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বলিলেন, এই পরিবর্তনের ফলে প্রথমবার অপেক্ষা দ্বিতীয়বারে ঐ বিষয়ের বই-এর চাহিদা অনেক বেশী হইয়াছে। মাত্র শিরোনামটির বচনবিন্যাসের কৌশলে একই বই-এর ব্যবহার, কি রকম বেশী বা কম হয়, তাহা ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আমাদের দেশেও পুস্তক প্রদর্শনের এইরূপ ব্যবস্থার প্রচলন করা উচিত। ছোট ছোট গ্রন্থাগারে—বড় গ্রন্থাগারের ত কথাই নাই—এমন অনেক বই থাকে, যাহার অস্তিত্ব হয় ত অনেক পাঠকের অগোচর কিংবা ক্যাটালগ ঘাঁটিলেও সেই সব পুস্তকের বা লেখকের নাম পাঠকের মনে কোন ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলে না ; কাজেই সহজে কেহ পড়িতে চাহেন না। এইভাবে চিত্তহারী কোন Headline বা শিরোনামা দিয়া যদি ঐ সব বই সাজাইতে পারা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পাঠকের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে এবং অনেকে অনেক অব্যবহৃত বইএরও ব্যবহার করিতেছেন। ওসব দেশে এইভাবে কথার সামান্য একটু অদল বদল করিয়া নানাভাবে বই-এর display করা হয়। The chief principle in securing an attractive title is to give an enticing twist to a familiar subject. কথার সামান্য অদল বদল করিয়া যে কোন বিষয়কে, তাহা সুপরিচিত হউক বা না হউক, কেমনভাবে ও কত রকম উপায়ে লোভনীয় করিয়া পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহা বিলাতের যে কোন গ্রন্থাগারে এই ধরনের display করিবার সময় যে সমস্ত নিয়ম প্রধানতঃ অনুসরণ করা হয়, তাহাদের সূত্র উল্লেখ করিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হইতেছে :—(a) *The use of a brief and telling quotation*—'The Glory of the Conquered' ; 'Books on the great failures of History' ; (b) *A simple question*—'What do you know about the world ?' (c) *An injunction*—'Learn a Language' ; 'Some useful books for beginners' ; (d) *A dictum from an eminent man*—"The Ten Greatest novels of the world are Russian"—Arnold Bennett ; (e) *The simple use of an adjective*—'Ten attractive autobiographies' ; or 'Some notable books on Education.' Suggestions for new titles, can be found in the inventiveness and ingenuity of the staff,

dictionaries of quotations, general reading and newspapers, the titles of books, the adaptation of ideas derived from almost any source. (Hilton Smith—"Aids to Reader" : L. A. R. Dec. 1930)

এইভাবে গ্রন্থাগারিক তাঁহার গ্রন্থাগারের নানাবিধ বই ব্যবহারের জন্য পাঠকগণকে সত্যই উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের গ্রন্থাগারিকগণ অনেক সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাঠকগণের প্রয়োজন এবং স্থবিধা অস্থবিধা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর লইয়া থাকেন অথবা কোন বিশেষ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; এরূপে নানা উপায়ে পড়িবার একটা আগ্রহ বা চাহিদা বাড়াইবার সাফল্যজনক চেষ্টা করেন। "গ্রন্থাগারিকের মতে পড়িবার মত বই" বা "গ্রন্থাগারের কর্মীরা নিম্নের বইগুলি পড়িয়া দেখিয়াছেন, আপনাকেও পড়িতে অনুরোধ করেন" অথবা "আমরা যে বই ভাল বলিয়া মনে করি"—এইভাবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারেও নানাবিধ বই-এর পরিচিতি দেওয়া চলিতে পারে। সাধারণ পাঠক অপেক্ষা গ্রন্থাগারের কর্মীরা বই বেশী পড়িয়া থাকেন, ইহা সকলেরই ধারণা; কাজেই তাঁহাদের মতামতের একটা দাম অবশ্যই আছে। এইজন্য সাধারণ পাঠক পাঠের জন্য বই লইবার সময়ে গ্রন্থাগারকর্মীদের নিকট প্রায়ই পরামর্শ বা উপদেশ চাহেন; এইরূপ সাহায্য দিবার সময়েও অনেক নূতন নূতন বই ব্যবহার করিবার স্থপারিশ করা হয়। মুখে বলিয়া প্রত্যেককে সাহায্য করা সকল সময়ে সম্ভব নয়; কাজেই ওসব দেশে বই display করিয়া বা সাজাইয়া রাখিয়া অথবা বই-এর তালিকা প্রস্তুত করিয়া জনসাধারণকে নানা বিষয়ে পড়িবার জন্য সাহায্য করা হয়। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এই সাহায্য করিবার মূলে গ্রন্থাগারিকের চেষ্টা, ইচ্ছা ও দরদ বর্তমান। গ্রন্থাগারের পাঠকদের সেবা করিবার বিশেষতঃ বই-এর সহিত সব রকমে তাহাদের পরিচয় করাইবার, তাহাদের জ্ঞানানুসন্ধানের অনুকূল বা চিত্তবিনোদনে উপযোগী বই-এর সন্ধান দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা গ্রন্থাগার-কর্মীদের থাকা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা না হইলে এ সেবা সম্পূর্ণভাবে করা যায় না। সেবা করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু ইচ্ছা নাই, ইহাতে গ্রন্থাগারের স্থনাম অপেক্ষা দুর্নামই হয় বেশী। গ্রন্থাগারিকের মনে রাখা উচিত যে, বই-এর তালিকা—উহা যত বড়ই হউক না কেন—এবং বই-এর ক্যাটালগ্ এক জিনিষ নহে, কাজেই সাধারণের ব্যবহারের জন্য যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়, তাহাতে ক্যাটালগের মতন নানা খুঁটিনাটি দিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। এই সব ছোট ছোট Reading list বা পাঠ্যতালিকা নানাভাবে চিত্তাকর্ষক করা যায় এবং চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য যদি উহাকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইবার বা ঐরূপ অন্য কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাহাতে আপত্তিকর কিছু হয় না। লেখকের নাম কখন আগে, কখন বা বই-এর পরেও দেওয়া হয়। নাম সাজাইবার নানা কৌশলও আছে। ইহার ২।১টি উদাহরণ এখানে দেওয়া হইল :—

(A) Planning a New Garden & Remodelling an old one

Ethelind Fearon	The Making of a garden.
George W. Hall	Gardens : plans and designs
A. G. L. Hellyer	Your New Garden
J. Denham Humphrey	Sceptical gardener (on difficult and derelict land)
C. H. Middleton	Outlines of a small garden.

(B) Gardening under Glass

Sutton	Cool Greenhouse
Mckenzie	Tomatoes and Greenhouse Crops

(C) For the Gardener at his Ease

Purest pleasure ; a book of garden gossip	Fletcher, H. L. V.
Green fingers ; a present for a good gardener	Arkell Reginald

এই সব তালিকায় সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় বইগুলিরই কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়। সমস্ত বই-এর নাম দিয়া তালিকা অযথা ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়।

বিলাতের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের ভিতর গ্রন্থ লেনদেনের এক সুষ্ঠু ও কার্যকরী ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। এখন সেই সম্পর্কে কিছু আলোচিত হইতেছে।

আন্তগ্রন্থাগারিক লেনদেন—আন্তগ্রন্থাগারের লেনদেনের জন্য ইংলণ্ডকে সামগ্রিকভাবে ১১টি বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সব আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমূহের ভিতর নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে নিয়মিতভাবে পুস্তক আদান-প্রদানের রীতি স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতি অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ প্রথমে নিজেদের এলাকার গ্রন্থাগারের ভিতর পুস্তক আদান-প্রদান করে ; কোনও একটি পুস্তক ঐ আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমূহের কোথাও পাওয়া না যাইলে তখনই জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে (National Central Library) নিজেদের প্রয়োজন জানান হয় এবং ঐ সংস্থায় রক্ষিত বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সামগ্রিক কেন্দ্রীয় পুস্তকসূচীর সাহায্যে (N. C. L.'s mother catalogue of all regional libraries) কোন্ অঞ্চলের গ্রন্থাগারে বইটি আছে খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং সেই গ্রন্থাগারকে ঐ বইটি সরবরাহ করিতে অনুরোধ জানান হয়। সর্বক্ষেত্রেই এই লেনদেন হয় গ্রন্থাগার মারফৎ, ক্বচিৎ পাঠককে সোজাসুজি বই দেওয়া হয়। জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব পুস্তকসংগ্রহে সচরাচর এমন কোন পুস্তক রাখা হয় না যাহা সাধারণ

গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। সাধারণ পুস্তকের চাহিদা মেটাইবার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার মাথা ঘামায় না, যে সব পুস্তক সচরাচর কোন সাধারণ পুস্তকসংগ্রহে পাওয়া যায় না বা যে সব পুস্তকের দাম বেশী এমন পুস্তকই জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অধীন গ্রন্থাগারসমূহে সংগৃহীত পুস্তকের একখণ্ড সূচীও জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হয় এবং যাহাতে এই সূচী নিয়মিতভাবে পুষ্ট হইয়া uptodate থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়। এইরূপে সমগ্র দেশের প্রায় কোটি কোটি পুস্তকের সংগ্রহ জনসাধারণের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। দেশের যে কোনও গ্রামে বা সহরে বসিয়া যে কোনও পাঠক ইচ্ছামত যে কোন বই পড়িতে চাহিলে স্থানীয় গ্রন্থাগার মাধ্যমে সেই বই তাঁহাকে অল্প সময়ে অল্প খরচে যাহাতে যোগান দেওয়া যায় তাহার অতি সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা এই সব আঞ্চলিক আন্তর্গ্রন্থাগার লেনদেনের মাধ্যমে করা সম্ভব হইয়াছে। জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রথম স্থাপিত হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ডাঃ Albert Mansbridge বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের জন্য পুস্তক সরবরাহ পরিকল্পনাকে রূপদান করিয়া কেন্দ্রীয় জাতীয় সংস্থার স্থাপন করেন। এই সংস্থা উত্তরোত্তর বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং প্রতিটি অঞ্চলের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে লেনদেনের কাজ এই জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমেই চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহও ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং উহার সংগ্রহ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথা অসাধারণ পুস্তক সংগ্রহ হিসাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জনসাধারণের সাধারণ পুস্তকের চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশের সহস্র সহস্র সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকসংগ্রহ ত রহিয়াছে—যে সব পুস্তক সাধারণ সংগ্রহে সহজে রাখা হয় না, যে সব পুস্তকের চাহিদা কালেভদ্রে হয় ও যে সব পুস্তকের মূল্য বেশী এমন সব পুস্তকই এই জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে স্থান পায়। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমূহের কোথাও যখন কোন পুস্তক পাওয়া না যায় তখনই কেবল কেন্দ্রীয় সংস্থার সংগ্রহের উপর টান পড়ে। পরিশিষ্টে যে ছকটি দেওয়া হইল তাহা হইতে এই আন্তর্গ্রন্থাগার লেনদেনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্রমগুলি সহজেই বোঝা যাইবে। ওদেশের দানবীর সদাশয় কার্ণেগীর বদান্যতায় ও বৃটিশ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠার জন্যই গত ৪৮ বৎসরের ভিতর এই প্রথা অতি সুন্দরভাবে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে। প্রথমে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ও outlying or outlier libraries-এর ক্রমবৃদ্ধি ও শেষাবধি আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের পরিপূর্ণ গঠন ও বিকাশের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। Dr. Mansbridge প্রবর্তিত বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্রসমূহে পুস্তক-সরবরাহের জন্যই প্রথমে ইহার উদ্ভব কিন্তু পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে Royal Commission on Museums & Galleries-এর সুপারিশে ইহা পুনর্গঠিত হইয়া জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (N. C. L.) হিসাবে রাজকীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি

লাভ করে। কার্নেগী ট্রাষ্টের বদান্যতায় এই সংস্থা একটি উপযুক্ত গৃহ লাভ করে। এই গৃহেই সারা ইংলণ্ডের প্রায় দুই লক্ষ প্রান্তিক গ্রন্থাগারের (outlier libraries) গ্রন্থসূচী রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থানুযায়ী এই জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আরও বড় এবং সুন্দর গৃহের অধিকারী হইয়াছে এবং উহার পূর্বতন গৃহটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে।

আন্তগ্র ন্থাগার পুস্তকসেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা পরিকল্পিত ও সংগঠিত হইয়াছে সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে। আইনসভা বা পার্লামেণ্ট আইনের জোরে ইহাকে কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় নাই। সম্পূর্ণ স্থানীয় চাহিদা হইতেই উদ্ভূত এই ব্যবস্থা ক্রমেক্রমে সুদূর প্রসারী হইয়া সমগ্র দেশকে আয়ত্তের ভিতর লইয়া এক বিরাট সংস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের নিজেদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা গঠন করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে এরূপ পরিকল্পনা রূপায়িত করা অসম্ভব নহে। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-সমূহ স্ব স্ব রাজ্য সীমানার গণ্ডী এক করিয়া আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে পূর্বাঞ্চলের সংস্থায় পশ্চিমবাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এই ৪টি রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার একত্রে নিজ নিজ পুস্তকসংগ্রহের একটি সংযুক্ত সংলেখ গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। এই বিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আমেরিকান লাইব্রেরীর চেষ্টায় একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সম্মেলন আহুত হয় এবং ইহাতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার-কর্মীরা একত্রিত হইয়া গ্রন্থাগারের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর তথ্যবহুল আলোচনা করেন এবং যাহাতে পূর্বাঞ্চলের জন্য এই কাজে অগ্রগতি লাভ করা যায় তজ্জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও বিভিন্ন রাজ্য পরিষদের ও রাজ্য গ্রন্থাগারের কর্মী লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। আশা করা যায় যে, এই কমিটি USIS-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাগারসহযোগিতার পথে সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে। দুঃখেরবিষয় এদেশের দীর্ঘসূত্রতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না।

Bibliography

Dingwall—How to use a large Library, 1933, (Comb. Bowes.)

Gardner F. M.—The future of the Information Bureau. L. A. R. Vol. 47. 1945, p. 241.

Hepworth, P.—Desert Information Rooms, L. A. R. Vol. 48. 1946, pp. 27.

Headicar, B. M.—Library of the future, 1935. (Allen & Unwin.)
Jast. L. S.—Libraries and Living 1932. (Grafton)
L. A. R. Dec. 1930 (pp. 263—274)—Aids to Public Library Reader.
L. A. R. Vol. 47. (1945), p. 173—Information Rooms; A Symposium.
L. A. R. Vol. 48. (1946), p. 27. Do.
McColvin—Libraries & the Public. 1937. (Allen & Unwin.)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও বয়স্ক শিক্ষা

(Library Extension Work & Adult Education)

গ্রন্থাগারের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ জনসাধারণকে বই যোগান ও বই সম্বন্ধে তাহাদের খবরাখবর দেওয়া অথবা তাহাদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। এই প্রাথমিক ও প্রধান কাজ ছাড়াও বিদেশের প্রায় সব গ্রন্থাগারই তাহাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিম্নলিখিতভাবে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করে—

(ক) পাঠককে জীবন ও সাহিত্যের তথ্য পরিবেশন করে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজ্যে নিত্যনূতন আবিষ্কৃত পথের সন্ধান দেয়।

(খ) গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করে; গ্রন্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে।

(গ) গ্রন্থাগারকে স্থানীয় চারুকলা ও জ্ঞান সম্প্রসারণের কেন্দ্র করিয়া তোলে।

কি কি উপায়ে গ্রন্থাগার উপরি-উক্ত তিনটি পথে অগ্রসর হইবে, তাহা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। গ্রন্থাগারের প্রধান কর্তব্য প্রথমেই পালন করিতে হয় কিন্তু তাহা করিয়াও আজকাল সব গ্রন্থাগারই নিজ নিজ সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জনসাধারণকে নানাভাবে আনন্দ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করে ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের পরিধি ও প্রভাব বিস্তার করে।

সচরাচর নানা বিষয়ের উপর জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রায় সব গ্রন্থাগারেই করা হয়। এই সব বক্তৃতাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোক-চিত্র সহকারে দেওয়া হয়; ভাষা সহজ ও সরল রাখা হয়, যাহাতে জন-সাধারণের সাধারণজ্ঞান ধীরে ধীরে বাড়ে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। গ্রন্থাগারের সভ্য নহেন এমন অনেক ব্যক্তিকেও গ্রন্থাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে এইভাবে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। ছোটখাট বিষয় সম্বন্ধে চিত্রাকর্ষক বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে নাটক, নভেল ব্যতীত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই-এর চাহিদাও বাড়ানো হয়। অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনপ্রিয় নানা বিষয়ের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইসব বক্তৃতাবলী (University Extension Lectures) যাহাতে রাজনৈতিক দলাদলি বা মতবাদের পরিপোষক না হয় সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। যে বিষয়ে মতানৈক্য হইবার সম্ভাবনা আছে, এমন বিষয় সচরাচর বাদ দেওয়া উচিত।

সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী, কলা ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জাতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা ও বক্তৃতাই প্রশস্ত। রাজনীতি বা ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনা না করাই ভাল ; এ সবের আলোচনায় অনেক সময়ে বিভিন্ন মতবাদ-সৃষ্টির সাহায্য করা হয় এবং উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে অবশেষে অপ্রিয় ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। ভ্রমণকাহিনী জাতীয় বক্তৃতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেওয়া হয় বলিয়া তাহা অধিক জনপ্রিয় হয়। স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য সমিতিগুলির সঙ্গে এক যোগে কাজ করার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিলে ভাল হয়। অনেক সময়ে সাধারণ পাঠককে গ্রন্থাগারের উপকারিতা ও উহার মাধ্যমে কি কি বিষয়ে সেবা ও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বিবরণ ও আলোচনায়—যেমন বই ও বই লেখা, বইএর ইতিহাস, বইএর ব্যবহার, ছবির ব্যবহার, রেফারেন্স বইএর যথাযথ ব্যবহার, ও উপযোগিতা ইত্যাদি—গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায় ও জনসাধারণকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা যায়। ওদেশে সঙ্গীতের আসর অথবা সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর সাধারণের রুচিকর বক্তৃতার বেশ সুন্দর ব্যবস্থা আছে ; এই সব বক্তৃতা আবার রেকর্ডের সাহায্যে আরও জীবন্ত করিয়া তোলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও এ বিষয়ে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসেন ; তাঁহারা অনেক সময়ে নিজেদের রেকর্ড ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে দেন। আজকাল বিলাতে অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে বইএর মতনই গ্রামোফোন রেকর্ডও লেনদেনের ব্যবস্থা আছে। ওয়েষ্টমিনষ্টার সাধারণ গ্রন্থাগারে (Westminster Public Libraryতে) গ্রামোফোন রেকর্ডের অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ একটি সংগ্রহ আছে। যে কোন সভ্য তথা হইতে নিজ পছন্দমাফিক রেকর্ড বাড়ীতে লইয়া গিয়া ১০।১৫ দিন বাজাইয়া আবার তাহা ফিরৎ দিতে পারেন। নাট্য বা থিয়েটার ক্লাব প্রায় দেশেই কমবেশী আছে। বিদেশেরর শহুরে ও শহর থেকে দূরের গ্রন্থাগারেও নাটকের অভিনয় খুব বেশী ; অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্থানীয় নাট্যামোদীরা গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতায় ভাল ভাল নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনা ও সুন্দর অভিনয় করেন। এই সব অভিনয় ঠিক পুরাদস্তুর অভিনয়ের মতন নয় বরং নাটকের মহড়া (Rehearsal) বলা যাইতে পারে—কারণ সাধারণ সাজপোষাকেই অভিনয় করা হয় ; অনেক সময় সিন্ সিনারি অথবা পটপরিবর্তনও লাগে না। বিভিন্ন পার্টের বা ভূমিকার অভিনয় বিভিন্ন লোক করেন, কাহাকেও পার্ট মুখস্থ করিতে হয় না ; প্রত্যেকে বই দেখিয়াই নিজ নিজ পার্ট বলিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও করিয়া যান। আনন্দ পরিবেশনের দিক দিয়া দেখিলে মনে হয়, এই ব্যবস্থা খুবই সুন্দর, সহজ ও অনাড়ম্বর। নাটকের মতনই আগমন ও প্রস্থান ইহাতে থাকে। ইংরাজীতে এইরূপ অভিনয়কে বলা হয়—Play Acting ও Play Reading Group. ছোট ছেলেমেয়েদেরও এই রকম Play Reading Group আছে। ইহাতে সত্যই খুব

আনন্দ হয়। লেটন (Leyton) পৌরগ্রন্থাগারের একটা শাখায় বয়স্ক সভ্যদের দ্বারা এইরূপ Play Acting দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়ার পর দারুণ শীতেও গ্রন্থাগারে বেশ ভীড় জমিতে দেখা গেল ; এ কাজে ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বুড়াবুড়ী কেহই বাদ যায় নাই। নোয়েল কাওয়ার্ডের (Noel Coward -এর) 'Blythe Spirit' বইটির Play Acting হইল। যদিও পটপরিবর্তনের কোন বালাই ছিল না, তবুও অতিসুন্দর ও সুষ্ঠু নাট্যাভিনয়ে আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ইউরোপে গ্রন্থাগারকে এইভাবে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ নির্মল আনন্দ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যাত্রাগানের ও অভিনয়ের এইরূপ আসর করা সম্ভব। বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের গ্রন্থাগারে এইরূপ ব্যবস্থায় জনসাধারণকে অতি সহজে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ করা যায়। ওদেশে গ্রন্থাগারে অনেক সময়ে কবিতাপাঠ বা ভাল ভাল প্রবন্ধাদির আলোচনার ব্যবস্থাও আছে। স্থানীয় লেখক বা কবির কবিতা ও প্রবন্ধের নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা অনেক গ্রন্থাগারে করা হয়। আধুনিক যুগে বেতারযন্ত্রের সাহায্য খুব বেশীভাবেই নেওয়া হয়। ইংলণ্ডের ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কোং (B. B. C.) প্রচারিত নানা জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠান আজ সব গ্রন্থাগারেই পুনঃ প্রচার করিবার ব্যবস্থা আছে। অতি আধুনিক টেলিভিশনের (Television-এর) ব্যবস্থা কোথাও কোথাও শুরু হইয়াছে। আমাদের দেশেও বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান আরও দেশোপযোগী ও যুগোপযোগী করিয়া আমাদের গ্রন্থাগারের কাজে লাগানো যাইতে পারে। আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে তৎপর হইয়া গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন, তাহা হইলে অনেক ভাল ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে।

জ্ঞানী, গুণী এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সারগর্ভ বক্তৃতাবলী বেতার-কেন্দ্র হইতে পরিবেশন করিলে দেশের সব গ্রন্থাগারই তাহার সুযোগ লইতে পারে। অবশ্য ইহার আগে আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বেতারযন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুখের কথা যে, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনস্থ সমাজ-শিক্ষা-দপ্তর মনোনীত কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ও সাধারণ গ্রন্থাগারে রেডিও সেট বিতরণ করিয়াছেন। জাতীয় সরকারের এদিকে দৃষ্টিপাত শুভসূচনা করিতেছে। আশা করা যায়, আমাদের রাষ্ট্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যাপক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া দশের মধ্যে আনন্দ বিতরণ ও জ্ঞানবিকাশের সহায়তা করিয়া দেশের মঙ্গল বিধান করিবেন।

যখনই গ্রন্থাগারে কোন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় সচরাচর তখন সেই বিষয়ে যত বই গ্রন্থাগারে আছে, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং বক্তৃতার সময় সেই তালিকা বিতরণ করা হয়। অনেক সময়ে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত

বই-এর উপর নজর রাখিয়া বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় ; ইহাতে গ্রন্থাগারের ঐ সব বই-এর ব্যবহার বাড়ে। বক্তৃতাসংক্রান্ত বিষয়ের বইগুলিও আলাদা করিয়া এমনভাবে সাজাইয়া রাখা হয়, যাহাতে সেই সব বই সহজেই যে কোন পাঠকের নজরে পড়ে। এই সব বক্তৃতা অন্যত্র না হইয়া গ্রন্থাগারভবনেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহাতে গ্রন্থাগারে জনসমাগম বাড়ে এবং সাধারণ লোকেও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন হন। বিদেশের প্রায় সব বড় গ্রন্থাগারে এবং ছোটখাট কোন কোনটিতে বক্তৃতাগৃহ বা লেকচার হলের আলাদা ব্যবস্থা আছে। এই hallএ যাহাতে দুই চারি শত লোক বসিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা থাকে ; কোথাও বা বাঁধা ষ্টেজের ব্যবস্থাও দেখা যায়। ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern), ফিল্ম (Film) ও প্রদর্শনী (Exhibition) যাহাতে ঠিক ঠিক সাজানো যায়, তাহার ব্যবস্থাও গোড়া হইতে করিয়া রাখা হয় ; যখন যেটির প্রয়োজন হয় তাহা যেন অনায়াসে করা যায়। সব বক্তৃতায় অবশ্য দুই চারি শত লোক হয় না। অনেক সময়ে বিশেষ কোন বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় ১০।১৫ জন সমবেত হইয়াছেন এমনও দেখা গিয়াছে। অনেক গ্রন্থাগারে বিশেষ বিষয়ের আলোচনা সভার জন্য ছোট ছোট পাঠচক্র বা Study Circle থাকে, তাহাদের জন্য ছোট ছোট ঘরের ব্যবস্থা রাখা হয়, সেখানে ২০।২৫ জনের বসিবার ব্যবস্থা, Black Board; কিছু বই ইত্যাদি রাখা হয়। আমাদের দেশে শহরে বা গ্রামে অধিকাংশ গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ী বলিতে বিশেষ কিছু নাই—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন বাড়ীর ২।১খানা ঘর বা কামরা গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এই সব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের পরিচালনায় যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে বহু জনসমাগমের সম্ভাবনা থাকিলে কাছাকাছি অন্য কোথাও—কোন বড় লোকের বাড়ী বা স্কুলের কোন হলে—ব্যবস্থা করিতে হয়। ছোটখাট আলোচনা সভা বা বক্তৃতার ব্যবস্থা অনেক সময়ে গ্রন্থাগারকক্ষেই করা যাইতে পারে এবং হয়ও তাহাই।

বিদেশের অনেক গ্রন্থাগারেই আজকাল চলচ্চিত্র (cinema) দেখাইবার ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হয়। উহার যন্ত্রপাতি যাহাতে সুরক্ষিত ও যথাযথভাবে থাকে তাহারও ব্যবস্থাও করা হয়। আজকাল Epidiascope যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার উপর দ্রষ্টব্য সব কিছুই বই বা ছবি হইতে সরাসরি দেখানো যায়। ইহাতে ম্যাজিক লণ্ঠনের জন্য স্লাইড (Slide) প্রস্তুত করিবার হাঙ্গামা ও খরচ বাঁচে। ও দেশে এই সব যন্ত্রপাতি অনেক সময়ে কাজের জন্য ভাড়া করিয়া আনা হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডও অনেক গ্রন্থাগারিক ভাড়া করিয়া আনেন এবং কাজ শেষ হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু বড় বড় গ্রন্থাগারে প্রায় সর্বত্রই নিজেদের ফিল্ম ও স্লাইডের সংগ্রহ থাকে, তাহাতে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সময়ে ঐ সব ছবি দেখান হয় এবং উহার সাহায্যে বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশে এই সব বক্তৃতা ও ছবি দেখানোর জন্য কোথাও সামান্য কিছু দর্শনী আদায় করা হয়, আবার অনেক

জায়গায় ইহার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। বক্তাকে অনেক সময় পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে অনুরূপ ব্যবস্থা হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। একেই ত আমাদের দেশ গরীব, তাহার উপর রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে অথবা দানবীর কেহ অগ্রসর হইয়া না আসিলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হওয়া দুরূহ। যদি সহৃদয় কোন ব্যক্তি এই সব ব্যবস্থার জন্য কিছু টাকা দেন বা পুঁজির ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই মত ব্যবস্থা করা গ্রন্থাগারের পক্ষে সহজ। সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো গ্রন্থাগারে পিতামাতা বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়-বন্ধুদের নামে স্মারক বক্তৃতা (**Endowment Lecture**) দিবার ব্যবস্থা হইতেছে দেখা যায়। ছোটদের জন্য এই সব বক্তৃতা আরও ভালভাবে করাইবার ব্যবস্থা ঐ সব দেশে আছে ও তাহাতে কাজও অনেক ভাল হয়। স্থানীয় স্কুল-কলেজের সহযোগিতায় ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক গল্প এবং আলোকচিত্র সহযোগে সহজ ও সরল বক্তৃতায় খুব ভাল কাজ হয়। বয়স্ক অপেক্ষা ছোটদের জন্য এই সব ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশী। কিন্তু আমাদের দেশে বয়স্কদের জ্ঞানের সীমা যেখানে প্রায় শিশুদেরই সমতুল, সেখানে উভয়েরই কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিভিন্ন দিনে বা সময়ে পালা করিয়া ছোটদের ও বড়দের জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। বিদেশে এই রকম প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, গ্রন্থাগার দর্শকগণের প্রত্যেককে গ্রন্থাগার-ব্যবহারের সুযোগ লইতে আহ্বান করিতেছে, সেই গ্রন্থাগারের দ্বার তাহাদের জন্য সকল সময়েই খোলা। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের সুবিধার কথা এইভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সব আসরে গ্রন্থাগারের সভ্য হইবার নিয়মাবলী বলিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে যাহার খুশি সে-ই ইচ্ছা করিলে গ্রন্থাগারের এই সুবিধার সুযোগ সহজেই লইতে পারে। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসরে নূতন নূতন বই ও বিষয়ের অবতারণা করা হয়, সর্ববিষয়ে ছোটদের জ্ঞান যাহাতে বাড়ে তাহার সব রকম প্রচেষ্টা করা হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন বিষয়ের প্রদর্শনী বা **Exhibition**, তাহা সাহিত্য বিষয়ক অথবা গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ক না হইলেও, ঠিক বক্তৃতাবলীর মতই কাজ করে। এই প্রদর্শনী নানা রকমের হইতে পারে—কখনও গ্রন্থাগারের লেকচার হলে কয়েক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর বিরাট ব্যবস্থা হইতে পারে, কখনও বা গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথে ছোট 'শো-কেসে' সজ্জিত কয়েকখানা বই বা মনোহর জিনিসপত্র দিয়াও কাজ চলিতে পারে। ওদেশের প্রায় সর্বত্রই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে ছাপা-ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। যদি কোথাও চারুকলার গ্যালারী ও তাহার আলাদা কমিটি থাকে, তাহা হইলে সেই সব ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা শেষোক্ত কমিটিই করিয়া থাকেন। ওসব দেশে স্কুল, কলেজ, অফিস ও আদালতের দীর্ঘ অবকাশের

পূর্বেই ভ্রমণোপযোগী দেশ ও স্থানের জ্ঞাতব্য ও দর্শনীয় বস্তুসমূহ ও তত্তৎ স্থানের বিশেষ সুখসুবিধা ও ব্যবস্থাদির বিষয়ে গ্রন্থাগারে প্রদর্শনীর সাহায্যে জনসাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করা হয়। দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের ইতিহাস ও পরিচিতি পুস্তিকা, মানচিত্র এবং বিশেষ বিশেষ চিত্র সাহায্যে প্রদর্শনীতে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সকলকে সেখানে আকৃষ্ট করা হয়। এই কার্যে রেলকর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ অগ্রণী। পর্যটকগণের সুবিধার জন্য এই সব প্রদর্শনীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ভ্রমণসংস্থাও (Tourist Agency) অনেক সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত বিমান ও জাহাজী কোম্পানীর প্রত্যেকেই কিছু কিছু জিনিসপত্র দিয়া এই সব প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সফল করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। অধিকন্তু গ্রন্থাগারের সঙ্গে স্থানীয় সভাসমিতিও এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন ; ইহাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নাই। এই সব ছোটখাট প্রদর্শনীতে আসল শিক্ষাই হয় বেশী এবং সেই শিক্ষার প্রয়োজনও সমধিক।

গ্রন্থাগার আবার স্থানীয় সভাসমিতিসমূহকে নানাভাবে সাহায্য করে। এই সব সভাসমিতির মধ্যে কোনটি বা সাহিত্য সভা, কোনটি নাট্যের, কোনটি কৃষ্টির আবার কোনটি বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সভা। ইহারা গ্রন্থাগারের ছোট ছোট পাঠচক্রের ঘর বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিবার অনুমতি পায়। অনেক সময় এই সব ঘর ব্যবহার করিবার জন্য নামমাত্র ভাড়া লওয়া হয়, সে কেবল ঘরদোর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য। ইংলণ্ডে অনেক গ্রন্থাগারেই অন্ধদের জন্য ব্রেল পদ্ধতিতে (Braille System) বিশেষভাবে লেখা বই-এর সংগ্রহে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক জায়গায় এই সব বই নিয়মিতভাবেই স্থানীয় Blind Society অথবা National Library for the Blind হইতে ধার করিয়া আনিবার ব্যবস্থা আছে। শুধু অন্ধদের জন্য কেন, প্রায় প্রতি সহরের হাসপাতালেও রোগীদের পড়িবার জন্য বই সরবরাহের সুব্যবস্থা আছে। মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য 'ল্যানকাষ্টার মুর'-এ (Lancaster Moor) যে বৃহৎ হাসপাতাল আছে তাহাতে প্রায় তিন হাজার রোগী ও রোগিণী থাকেন ; সেখানেও একটি অতি সুন্দর গ্রন্থাগার আছে। ওদেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য যে সব Old Men's Houses আছে, সেখানেও বই পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। Alms Houses ও Workhouses-এর বাসিন্দারাও যাহাতে স্ব স্ব ইচ্ছামত বই পড়িবার সুযোগ পান, তাহারও সুব্যবস্থা আছে। সমুদ্রোপকূলের অনেক সহরেও নাবিকগণের ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট গ্রন্থাগার আছে। নরওয়ে ও ডেনমার্কেও এই ব্যবস্থা বেশ সুন্দরভাবে চালু আছে। এমন কি আমাদের কলিকাতা শহরেও রাজভবনের পূর্বদিকে 'এসপ্ল্যানেড ম্যানসন'-এর (Esplanade Mansion) ঠিক পাশের বাড়ীতে নরওয়ে, সুইডেন ও দিনেমার নাবিকগণের (Scandinavian Seamenদের) জন্য একটি পাঠাগার আছে। সুদূর বিদেশে

আসিয়া তত্তৎ দেশের নাবিকসম্প্রদায় যাহাতে পুস্তক-পুস্তিকা পাঠের মাধ্যমে নিজেদের অবসর বিনোদন করিতে পারে, তাহার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় কী সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে অথচ নরওয়ে সুইডেন ও ডেনমার্ক আমাদের ভারতের তুলনায় কত ক্ষুদ্র দেশ।

এইবার গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের আরও ২।৪টি পন্থার বিবরণ দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করা যাইবে। যে সব প্রাচীন ব্যক্তি নিজেরা পদব্রজে গ্রন্থাগারে আসিতে পারেন না অথবা যাঁহাদের আত্মীয় বলিতে তেমন কেহ নাই, এমন সব বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য ছোট ছোট বাক্সে বই ভর্তি করিয়া বাড়ী বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা পৌর প্রতিষ্ঠানের অনেক কেন্দ্রীয় এবং শাখা গ্রন্থাগারে আছে। প্রতি বাক্সে বিবিধ বিষয়ের প্রায় ২৫।৩০ খানি বই থাকে। সেই বাক্স লইয়া এক এক বাড়ী যাওয়া হয়; এই বই পাইবার জন্য গ্রাহকরা কি অসীম আগ্রহেই না প্রতীক্ষা করেন, তাহা নিজের চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বই আসিলে নিজেদের পুরাতন বই ফিরৎ দিয়া ৩।৪ খানা হইতে ৬।৭ খানা নূতন বই বাছিয়া লন। আবাব হয়ত একমাস পরে বই আসিবে, কাজেই নিজ নিজ প্রয়োজনমত তাঁহারা কেহ বেশী, কেহ বা কম বই রাখেন। বাজে কথায় বা পরনিন্দা ও পরচর্চায় সময় নষ্ট না করিয়া বই পড়িয়া তাঁহারা কেমন সুন্দরভাবে সময় কাটাইবার সুযোগ পান। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই সুযোগ ও সুবিধা পাইতেছেন বলিয়া তাঁহারা নিজেদের কতটা যে অনুগৃহীত বোধ করেন তাহা তাঁহাদের মুখের ভাব না দেখিলে সম্যক বোঝা যায় না। আমাদের দেশেও নির্বাচিত কয়েকটি স্থানে প্রথমে এই প্রথা প্রচলন করা যাইতে পারে। আমাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণের মধ্যে যাঁহারা পড়িতে জানেন তাঁহাদিগকে এইভাবে পাঠের সুযোগ দিলে, তাঁহারা যে কত খুশি হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানের চর্চা সব বয়সেই সম্ভব এবং বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানচর্চার অবকাশ থাকায় এই ব্যবস্থা ও প্রথার প্রচলন সাধারণ লোকের কাছে খুবই প্রিয় হইবে। আমাদের দেশেও যদি গ্রন্থাগার হইতে কিছু কিছু বই থলে করিয়া বাড়ী বাড়ী লইয়া যাওয়া হয় ও পাঠকের চাহিদা মতন ২।৪ খানা বই পড়িবার জন্য রাখিয়া আসা হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার আরও জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারকর্মী ও কর্তৃপক্ষ সকলেরই দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করা যাইতেছে। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের ও দশের মঙ্গল সাধিত হোক, ইহাই সকলের কাম্য।

সুখের বিষয় বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশে যে সমস্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে সেই সব জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কিছু কিছু সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের বিস্তরণ সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। জনসাধারণ

এই সব নূতন ব্যবস্থায় অদ্ভুতভাবে সাড়া দিতেছেন ও সহযোগিতা করিতেছেন। উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারকর্মীদের মনে সেবার নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহ তথা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি দ্বারা আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ যে আরও অধিক সংখ্যক জনসমাগমে সচেষ্ট হইবে সে বিষয়ে আর কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা যথাযথভাবে মিটাইয়া যদি গ্রন্থাগার মাধ্যমে তাহাদের জ্ঞানের মান আরও উচ্চে তোলা যায় তাহা হইলে সামগ্রিকভাবে দেশের কলাকৃষ্টির চর্চা ও জ্ঞানের প্রসার অনেক অগ্রসর হইবে—দেশ সর্ব বিষয়েই উন্নতি লাভ করিবে।

এক্ষণে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বয়স্কশিক্ষা ও সাধারণ গ্রন্থাগার

আধুনিক যুগে সমস্ত সভ্য ও শিক্ষিত দেশেই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের (Public Library) প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O.) নামক বিশ্ব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলাকৃষ্টি ও শিক্ষা সংসদ বিভাগ (UNESCO) সৃষ্ট হইবার পর হইতে ঐ বিভাগ পৃথিবীর অনুন্নত দেশের অধিবাসিগণের জ্ঞান বিজ্ঞান কলাকৃষ্টি ও শিক্ষায় সম্যক্ উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নের সহিত নানা প্রকল্পের পরিকল্পনা করিয়া তাহার সুষ্ঠু রূপায়ণের কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারস্থাপনা অন্যতম এবং অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া স্বিরীকৃত হইয়াছে। এরূপ করিবার কারণ আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে জনসাধারণের শিক্ষা তথা সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন দেশেই গণতন্ত্রের প্রচলন এবং উহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে তত্তৎ দেশের জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞান এবং কলাকৃষ্টি তথা উপযুক্ত শিক্ষার যথাযথ বিস্তার অপরিহার্য। এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাস্তরের মান-অর্জন নির্ভর করে সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্য-কলাপ ও তাহার সদ্ব্যবহারের উপর। সমষ্টিগতভাবে এই সাধারণ জ্ঞানের মানোন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম, এমন কি ব্যক্তিগত আত্মোন্নতির মূলেও রহিয়াছে সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্যক এবং প্রকৃষ্ট ব্যবহার। যে কালে জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তদনুসারে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দিকে দিকে নানা বিদ্যায়তন গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং তুলিতেছেন সেই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও এই সাধারণ গ্রন্থাগারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে এবং তাহার সেই ন্যায়ানুমোদিত দাবীও সকল দেশেই গুণীজন কর্তৃক

অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃত হইয়াছে। স্কুল, কলেজ ও তৎসম্পর্কীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন করিবার পথে অনেক বিধিনিষেধ অতিক্রম করিতে হয়, কাজেই জনসাধারণ মাত্রেরই সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার নাই ; অথচ সাধারণ গ্রন্থাগাররূপ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার সকল সময়ে সবার জন্য অবারিত রহিয়াছে। সামান্য কিছু নিয়ম ও শৃংখলা মানিয়া চলিলেই জনসাধারণের যে কেহ আপন আপন সুযোগ, সুবিধা ও ইচ্ছামত এখানে আসিয়া জ্ঞানের অনুশীলনে রত হইতে পারে বা পুস্তক বাড়ীতে লইয়া গিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে। কাজেই একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং নিষ্কণ্টক মাধ্যম। আবার, বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাহাদিগকে গ্রন্থাগারমুখীন করিয়া তুলিতে পারিলে ঐ গ্রন্থাগারই তাহাদিগকে শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতার উন্নতি বিধানে পথের ইঙ্গিত দিতে পারে।

গ্রন্থাগার স্থাপনের ইতিহাস অনুশীলন করিলে জানিতে পারা যায় যে, কোন স্থানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত ও পর্যালোচনা বিধেয়। অগ্রগামী ও অনগ্রসর নির্বিশেষে সকল দেশের পক্ষেই এই সাধারণ নিয়মটি সমান ভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকর। বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশগুলিতে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের পূর্বে উহাদের প্রাকৃতিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষা ও কলাকৃষ্টিগত তৎপরতা সম্বন্ধে তদন্ত ও বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া তবেই পরিকল্পনা রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। এখন অনুন্নত সমাজে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রাক্কালে দেশের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি যে সকল বিষয় সম্পর্কে তদন্ত ও অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে ; কারণ যে কোন স্থানেই হউক না কেন গ্রন্থাগার সেবার আয়োজনের পূর্বে উপরি-লিখিত প্রাথমিক তদন্ত করা না হইলে সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম ও বিফল হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কাজেই কোন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন পরিকল্পনা রচনা করিবার পূর্বে যে অঞ্চলে উহা স্থাপিত হইবে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেখানকার অধিবাসিগণের জাতিগত তত্ত্ব, তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মান প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনানুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি উদ্যোক্তাগণের নিকট উপস্থাপিত করা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। এই সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করিতে না পারিলে মানুষকে ভালভাবে জানা যায় না ; যাহাদের সেবা করিতে চাই, তাহাদের কোন্ কোন্ জিনিসের চাহিদা মিটাইতে হইবে যদি তাহা জানিতে না চাই অথবা না পারি তবে সেই সব চাহিদা পরিপূরণ করিব কেমন করিয়া ? একথা সকল সময়ে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে শ্রেণীর লোকের জন্য গ্রন্থাগার-সেবার ব্যবস্থা করা যাইতেছে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও স্বভাবের সহিত উহা গভীরভাবে

সংশ্লিষ্ট হওয়া চাই। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্তের ফলাফল আলোচনা করিলে উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ পরিস্থিতি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অনুকূল এবং কোন্‌গুলি বা প্রতিকূল তাহা পরিস্ফুট হইয়া যায়।

অনুকূল পরিস্থিতি (Favourable Factors) :—লোকসেবার উপযোগী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে সকল পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল সেই সমুদয় পরিস্থিতি মানব সমাজের যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনজীবনে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত একটি সুপ্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে যদি একটি মহীরুহের সুদৃঢ় কাণ্ডরূপে কল্পনা করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, উহাতে গ্রন্থাগাররূপ কলমের চারা উৎপাদন খুবই অনায়াস সাধ্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানের সমাদর ও সম্মান পাওয়া যায়, সেগুলিও গ্রন্থাগার বিস্তারের পক্ষে উর্বর ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ একথা বলা অবান্তর হইবে না যে, ভারতবাসী আমরা এ বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যশালী কারণ আমাদের দেশও এক সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যময় মহান কৃষ্টির উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আপাতমধুর ও চাকচিক্যময় বর্তমান কালের জীবনযাত্রা এবং কতকগুলি গালভরা বৈদেশিক বুলিতে নিজেকে ভুলিয়া আমরা আমাদের সেই কল্যাণপূত অতীতকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিতে চলিয়াছি। হে ভারত, ভুলিও না তোমার সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে! ভুলিও না, সেই ঐতিহাসিক ও চিরন্তন সত্যকে—অতীতই বর্তমানের জনক! আর ভুলিও না, নোঙ্গরের শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন হইলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে তরণী যেমন দিশাহারা হইয়া নিমজ্জিত হয়, তেমনই যে জাতি তাহার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ও মহিমময় অতীতের কথা ভুলিয়া যায় সে জাতি এই অসীম জগতের বিরাট মানবসমাজের মহতী সভায় কোন দিনই আপন মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না, নিজের জন্য যথাযোগ্য একটু স্থানও করিয়া লইতে পারে না! কাজেই একদা যে সভ্যতা অনির্বাণ ও স্নিগ্ধ দীপালোকে সমুদয় পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সেই অনন্য সাধারণ ও কালজয়ী কৃষ্টির ধারাবাহিকতার জের টানিয়া চল ; আপন সন্তান-সন্ততিকে সেই বরণীয় কৃষ্টিকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিক্ষা দাও ; আর সেই সুপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতিকে তাহারা যাহাতে নিয়ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও মনন করে সেইভাবে তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করিয়া তোল!

উপরে আলোচিত পরিস্থিতি ছাড়া নিম্নলিখিত কারণগুলিও গ্রন্থাগার স্থাপনের পক্ষে অনুকূল :—

১। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই চাহিদা পরিপূরণের নিমিত্ত সচেষ্ট আগ্রহ ;

২। শিক্ষা লাভের এবং আত্মোন্নতির জন্য কর্মতৎপরতা ;

৩। পেশাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে সমর্থ প্রেরণামূলক পরিবেশসমূহের উপস্থিতি ;

৪। ভাষা, জাতি এবং ধর্মের ঐক্য ;

৫। সাক্ষর মানুষের পর্যাপ্ত সংখ্যা এবং প্রতি বৎসরেই ঐ সংখ্যার ক্রমিক এবং অবিচল বৃদ্ধি ;

৬। সু-সংবদ্ধ, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এবং নিজেদের মধ্যে অনায়াসে ভাবের আদানপ্রদানে সমর্থ ও সমজাতীয় মানব সমাজের একাধিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ;

৭। শিক্ষাবিস্তারে ও সমাজের কল্যাণবিধানে দেশের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ এবং তাহাদের আমলাতন্ত্রের আন্তরিক আগ্রহ ; এবং সেই আগ্রহকে রূপায়িত করিবার যথাশক্তি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন।

এই সকল অনুকূল পরিবেশের মধ্যে যদি কোন ক্ষেত্রে এক বা একাধিক পরিস্থিতির অভাব ঘটে তাহা হইলেও সেই অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় না। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে গ্রন্থাগার-সেবা প্রচলনের উদ্যোগ-কালে কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সুসংগত হইবে না। ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে প্রথমেই সেখানকার অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি-গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। উহা করা হইলে, সেই স্থানে গ্রন্থাগার-সেবাকার্য যে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল অথবা নৈরাশ্যজনক কিনা তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে, অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশগুলি একই সাথে তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা করিয়া উহাদের মধ্যে কাহার গুরুত্ব অধিক তাহা নির্ণয় করিতে হইবে ; কারণ এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

প্রতিকূল পরিস্থিতি—গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন প্রায়ই হইতে হয় এবার সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু।

২। জনসংখ্যার বিপুল আধিক্য ; বা স্বাস্থ্যের ক্ষতিজনক পেশা বা অনুরূপ কারণে অধিবাসিগণের দৈহিক দৌর্বল্য অথবা অপুষ্টি।

৩। পথঘাটের স্বল্পতা ও দুরবস্থার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের অসুবিধা এবং অব্যবস্থা।

৪। গৌরবময় সংস্কৃতির অনুপস্থিতি অথবা সার্বজনীন উন্নয়নে সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব ও সেরূপ সহযোগিতায় অনভিজ্ঞতা।

৫। নির্ধারিত অঞ্চলে এমন একটি প্রাকৃত ভাষার প্রচলন যাহা স্থানীয় জনসাধারণের কৃষ্টির ধারক ও বাহক নহে অথচ মুষ্টিমেয় লোকের বোধগম্য

হইলেও অপর একটি মার্জিত ভাষা সেই অঞ্চলে প্রচলিত পূর্বোক্ত প্রাকৃত ভাষার পাশাপাশি থাকিয়াই তাহাদের কৃষ্টিধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

৬। সামাজিক কুপ্রথা, যাহার অনুশাসনে নির্ধারিত অঞ্চলের বাসিন্দা নারীমাত্রই শিক্ষালাভের জন্মগত অধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত; প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখা ভাল যে, মাতাকে যদি সুশিক্ষা দেওয়া যায় তবে পরিজনবর্গও সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবে। (Teach a mother and you teach a family)।

৭। অর্থনৈতিক হীনাবস্থা।

৮। জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের সরকারী মহলে এবং সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা।

এই সকল প্রতিকূল কারণ ছাড়াও কখন কখন আর এক ধরনের প্রতিকূলতা দেখা যায়। যে অঞ্চলের অনগ্রসর জনসাধারণের মাঝে শিক্ষার আলোক ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ঠিক অনেক সময়ে তাহাদেরই প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে। এই প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিবার অবশ্য বিবিধ কারণ বর্তমান থাকা অসম্ভব এবং অবান্তরও নয়। এমন হইতে পারে যে, সেই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের একাংশ নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বার্থ ও আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে ও উহাদের সংরক্ষণের মতলবে অথবা উহাদের মধ্যে যে কোন একটির বৃদ্ধিকল্পে ঐরূপ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আবার এমনও হইতে পারে যে, গ্রন্থাগার-সেবার মাধ্যমে বহিরাগত ব্যক্তিগণ যে শিক্ষা বিস্তার করিতে বা চাপাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই শিক্ষার সাথে অপরিচয়নিবন্ধন সংশয়বশতঃ উহার প্রতি অধিবাসিগণের স্বাভাবিক বিরূপতা হইতে ঐরূপ প্রতিরোধের উদ্ভব হইয়াছে। একথা উদ্যোক্তাগণের স্মরণপথে সকল সময়ে জাগরূক রাখা উচিত যে, এই প্রতিরোধ যে কারণেই উদ্ভূত হউক না কেন এবং যতই অবাঞ্ছনীয় হউক না কেন, উহা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা আনিয়া দিতে ও উহার বিপর্যয় সাধন করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা এবং কলাকৃষ্টি সম্পর্কীয় পরিষদগুলির মধ্যে গুরুতর রেষারেষি এবং বিরোধও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারের পরিপন্থী হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যদি কোন স্বাধীন দেশের সরকার জনসাধারণের উন্নতিমূলক প্রয়াসে বা শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ না দিবার নীতি সুপরিকল্পিতভাবে অনুসরণ করেন তবে সকল বাধাবিপত্তির মধ্যে তাহাই হইবে মারাত্মক; আবার যে সকল দেশের অধিবাসিগণ স্বাধীনতার অমৃতময় সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া শাসন ক্ষমতায় আসীন বিদেশী শাসকের শোষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতেছে অথবা যে সকল দেশে শাসক ও

শাসিত জনগণের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্ক সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং সেই স্বাভাবিক প্রীতিমধুর সম্পর্কের স্থান পরস্পর অবিশ্বাস ও জনসমষ্টির বিরোধিতায় তিক্ত ও বিষাক্ত রহিয়া উঠিয়াছে সেই সকল দেশে বিশেষ বিশেষ সমস্যাসমূহ দেখা দিতে পারে।

স্বীয় কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে খবরাখবর পাঠাইবার যে সকল স্বাভাবিক ও চিরাচরিত পন্থা ও সংস্থাসমূহ সুষ্ঠুভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে সেই সকল সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক যেন সজাগ থাকেন এবং যথাশীঘ্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

বয়স্কশিক্ষার কাজ (Role of Adult Education) :—আমাদের এই চলমান পৃথিবীতে নিত্যনিয়ত সকল কিছুরই পরিবর্তন ঘটিতেছে ; কোন কিছুই অনড় বা অব্যয় থাকিতে পারিতেছে না। যে সকল পরিবর্তন স্থূলভাবে সংঘটিত হয় তাহা সহজেই আমাদের নয়নগোচর ও বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার যাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ঘটিতেছে তাহা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া যাওয়ায় আমরা তাহা জানিতেও পারি না। জগতের এই দ্রুত পরিবর্তনশীলতার ফলে আজ যাহা নূতন, অভূতপূর্ব ও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আগামী কাল তাহাই তাহার অভিনবত্ব হারাইয়া পুরাতন হইয়া পড়ে এবং মিশরীয় মমীদের মতই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কবরিত হয়। সাম্প্রতিক কালে সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আধুনিক মানব জীবন ও সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা ও জীবন যাত্রাকে আমূল পরিবর্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে আমরা এখন সেইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, একই ধারায় বা একই পরিমাণে এই প্রভাব সকল দেশে বিস্তার লাভ করে নাই।

ক। প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক বিস্তৃতি ;

খ। যে সকল দেশে এই প্রযুক্তি বিদ্যার বহুল প্রচলন হইয়াছে সেই সকল দেশের--বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানকার জনসাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর পল্লীজীবন পরিত্যাগ করিয়া জটিল পৌর জীবনের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যেখানে দ্রুত শিল্পায়ন সংঘটিত হইতেছে—প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অবস্থান্তর প্রাপ্তি এবং এমন কি একেবারে অবলুপ্তি ;

গ। নারীর সামাজিক মর্যাদার কল্পনাতীত পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যৌথ সংসার বা পরিবারে ভাঙ্গন ;

ঘ। বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, নূতন নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং প্রজাসাধারণের মঙ্গল বিধান রাষ্ট্রের মুখ্য এবং অন্যতম কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ।

ঙ। দুই বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সারা পৃথিবীর দুই যুযুধান শক্তি

শিবিরে বিভাগ। প্রযুক্তি বিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতি করিতে সমর্থ হওয়ায় ঐ দুই রাষ্ট্রগোষ্ঠী কর্তৃক ধ্বংস সাধনের প্রচণ্ড শক্তির অর্জন এবং সারা পৃথিবীর জনগণের মধ্যে আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা;

চ। উল্লিখিত রাজনৈতিক বিভাগ সত্ত্বেও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রয়োগ বিদ্যার বহুল প্রচলন ও উন্নতির ফলে পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসিগণ আজ মানবজাতির মৌলিক ঐক্য এবং ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিতে পারিয়াছে। এই নূতন অনুভূতিই সমগ্র বিশ্বের মানব মনে নব নব আন্তর্জাতিক সমিতি গড়িয়া তোলার প্রেরণা জোগাইতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (U.N.O. অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন্স্ অরগ্যানিজেশন) এবং বিবিধ বিষয়ের জন্য তাহার বিশেষজ্ঞ সংসদসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছ। সারা পৃথিবীর বহু অঞ্চলে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, তদনুপাতে কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্বের ও সমাজে তাহাদের কাজের বর্ধিত গুরুত্ব।

ঐ সকল পরিবর্তনের কথা মনে থাকিলে আধুনিককালে বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়সীদের শিক্ষার বিষয়টি আমাদের পার্থিব জীবনে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখন বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়সীদের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কিছু আলোচনা সাপেক্ষ। একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মানুষ তাহার বন্য, প্রাগৈতিহাসিক, এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও ঘৃণ্য পরিবেশকে বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আজ জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে সমুদ্ভাসিত সভ্যতার সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি একথাও অনস্বীকার্য্য যে, তাহারই স্বজাতীয় কোটি কোটি নরনারী এখনও পর্যন্ত অশিক্ষার তিমিরান্ধকারে জীবনের পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, শিক্ষার মুখদর্শন না করিলেও জীবিকার্জনের তাগিদে বয়সের অনেক কোঠাই তাহাদের পার হইয়া গিয়াছে। সামান্যতম শিক্ষার অভাবজনিত যে দুরবস্থা তাহারা ভোগ করে তাহা দেখিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহারা এবং সমাজকল্যাণচেতনাসম্পন্ন গণতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলিও অনগ্রসর মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কার্যে সজাগ ও কৃতযত্ন হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের যে সকল মানুষের জীবনের প্রভাতকাল শিক্ষার মনোরম আলোকে অরুণিত হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং যাহাদের যথেষ্ট বয়স হইয়া গিয়াছে—সেইসব মানুষ যাহাতে জীবিকার্জন করিবার কালে অবসর সময়টুকুর অযথা অপচয় না করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে তজ্জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয় তাহাকে আমরা সাধারণতঃ বয়স্কশিক্ষা বলিতে পারি। আর মানবশিশু শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য

ধারায় ধারায় যে শিক্ষাব্যবস্থা তাহাকে প্রাপ্তবয়সীদের শিক্ষা বা প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা বলা যাইতে পারে। সে কারণ সমাজে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রণালীবদ্ধ শিক্ষার ক্ষেত্র সীমিত-ও সংকীর্ণ। এই দুই উপায়ে যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে, কিছুকাল পরে দেখা যায় যে, তাহাদের সে শিক্ষাও তাহাদিগকে পরিবর্তিত পৃথিবীর সাথে তাল রাখিয়া চলিতে বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারিতেছে না। সেই অভাব পূরণের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহাই আমাদের আলোচ্য বয়স্ক শিক্ষণ এবং উহা একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের সহায়তায় সফল হইয়া উঠিতে পারে। এই শিক্ষা অবশ্য বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ঐতিহ্য তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত মান অনুসারে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করিতে পারে। কাজেই সকল দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য কোন মূলনীতি স্থিরকরা সমীচীন ও সম্ভবপর নহে, তথাপি আজিকার পৃথিবী এরূপ একসূত্রে আবদ্ধ যে, তাহার ফলে এমন কতকগুলি মৌলিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলি যে কোন দেশের বিশেষ পটভূমিকা ও উন্নতির বিভিন্ন স্তর সত্ত্বেও সকল দেশের পক্ষে সমানভাবে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নে আলোচিত লক্ষ্যগুলির সাধন করা যাইতে পারে এই উহার সাহায্যে সেইসব লক্ষ্যে আমাদের পৌছান উচিত :—

১। প্রত্যেক দেশের চিরাচরিত সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে যেগুলি সর্বোত্তম তাহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান করণীয় এবং তত্তৎ দেশের জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যসমূহের উত্তরাধিকারী হইতে পারার জন্য গৌরব ও মর্যাদাবোধ করিতে পারে তাহাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। একথা বেশী করে সেই দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য যে সকল ঐতিহ্যময় দেশ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কালের করালগ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া অতীতের সব কিছুঁরই যে সংরক্ষণ করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধ্যকতা নাই। তাহাদের মধ্যে কোনগুলি সংরক্ষণের উপযোগী তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উহাদের উপযোগিতা বিচার করিতে হয়। এই প্রয়োজনীয়তার মূল্যমান সকলদেশের পক্ষে এক এবং অনন্য নাও হইতে পারে ; এক দেশ হইতে অন্য দেশে যদি উহা সম্পূর্ণরূপে পৃথকও হয় তাহা হইলে তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হইবার নাই। এ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ মিলের অভাবে কোন ব্যক্তিরই বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবার যুক্তিসঙ্গত কোন কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ বহু দেশের বহু সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় সমাবেশে আমাদের এই সুন্দরী ধরিত্রী কালে কালে সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

২। কালচক্রের আবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রে তথা মানবজীবনে যে সকল অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন দেখা দেয় সাধারণ নরনারীও যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে ও স্বাগত জানাইতে পারে এবং সেই সকল পরিবর্তনের সাথে

সহযোগিতা করিয়া তাহা আগাইয়া দিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে উৎসাহ দান করা অবশ্য কর্তব্য। তাহারা নিজেরাই ঐ পরিবর্তনকে কি পরিমাণে রূপায়িত করিতে পারে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাহারা যেন সে কাজে নামে' এক কথায় বলিতে গেলে বলা উচিত যে, ঐ পরিবর্তনকে তাহাদের গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, রাষ্ট্রে বা জনজীবনে কোন পরিবর্তন ঘটিলে যদি নরনারী তাহার কল্যাণপ্রসূ সম্ভাবনা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে তাহা হইলে তাহারা স্বভাবতই উদ্‌ভ্রান্ত, সংশয় ও আক্রোশপরায়ণ এবং বিরোধী হইয়া উঠিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ মহাদেশে শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায় সেখানকার নরনারী সম্ভাবনা সম্পর্কে তাহার যথাযথ অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল আর ঠিক সেই কারণে সেখানকার শিল্পজগতে প্রয়োগবিদ্যায় কুশলী কর্মী এবং অনভিজ্ঞ লোককে অভিজ্ঞ শিল্পীরূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বিদ্যাপ্রবর্তনের জন্য যে চাহিদা দেখা দেয় তাহারই ফলশ্রুতি হিসাবে সেখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

৩। আপন আপন রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার সকল সুযোগ সুবিধা দেশের প্রত্যেক নরনারীর পাওয়া উচিত। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে মানুষ যে সমাজে বাস করিতেছে সেই সমাজের সকল প্রকার কলা কৃষ্টির ব্যাপারে সে যাহাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়াও বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্রে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এমন মানসিক শক্তি অর্জন করিতে পারে যাহার সুবাদে দুইটি জিনিস বা বিষয়ের তুলনামূলক বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, কারণ তুলনামূলক বিচারশক্তি অর্জনের দ্বারাই মানুষ পরিণতবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। আমরা জানি এবং বিশ্বাসও করি যে, মানুষের মঙ্গলবিধানের জন্য মানুষই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছে ; শিক্ষার বিস্তারকল্পে মানুষ নিশ্চয়ই সৃষ্ট হয় নাই।

৪। অন্য যে কোন সময় অপেক্ষা আজিকার জগতে আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝি, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত যে প্রচারকার্যের ফলে এই বোঝাবুঝির ক্ষেত্ররচনা ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় ঠিক সেই প্রচারকার্যকে প্রতিরোধ ও বিফল করিবার জন্যই বয়স্কশিক্ষার প্রচলন একান্ত দরকার। তদুপরি বয়স্কব্যক্তিগণের পক্ষে সত্যের নিরূপণ করিবার শক্তি অর্জনে, গ্রন্থাগার মাধ্যমে বয়স্কশিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন। এই শিক্ষাকার্য আবার গণসংযোগে অমোঘ ফলপ্রদ ও শিশু, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ রেডিও, ফিল্‌ম্ প্রভৃতি বর্তমানে অনায়াসলব্ধ ও

শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের সাহায্যেও অতি সহজে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিসরে এবং গ্রন্থাগার অপেক্ষা অনেক কম খরচে সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই সকল আধুনিক যন্ত্রপাতির মঙ্গলময় শক্তির সদ্ব্যবহার সকল সময়ে করা হয় না।

৫। দ্রুতসঞ্চরমাণ কালের বিপুল প্রবাহে ও আবিষ্কারপ্রবণ বিজ্ঞানের নিত্যনূতন দানের ফলে এখন আর কোন দেশেরই শিক্ষাব্যবস্থা যুগ যুগ ধরিয়া অপরিবর্তনীয়, এক ও নিখুঁত থাকিতে পারে না। কাজে কাজেই একদিন মানুষের শৈশবকালে যে শিক্ষা সমুচিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর বিবেচিত হইয়াছিল তাহাই চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহারই জীবনযাত্রায় অকেজো ও অচল হইয়া পড়িতেছে। তখন আবার নূতন নূতন জ্ঞানার্জনের তাগিদ ও প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, তখন আর স্কুল-কলেজে পুনরায় ভর্তি হইয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান-আহরণের কথা কল্পনাও করা যাইতে পারে না। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে সন্দেহাতীত ভাষায় জোরের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, মানবের প্রৌঢ় বয়সে তাহার শৈশবে আহৃত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যে অসম্পূর্ণতা ও ফাঁক দেখা দেয় সেই সকল অসংগতি ও অসম্পূর্ণতার সমাধান ও পূরণ একমাত্র বয়স্কশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

৬। বর্তমান কালকে আমরা বিশেষজ্ঞের যুগ বলিতে পারি। একমাত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রাজ্যেই কত বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন। কেহ চর্মরোগের বিশেষজ্ঞ, কেহ আবার চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ, কেহ হয়ত আপনার বিকল হৃদ্‌যন্ত্রকে সম্পূর্ণ নিরাময় ও বলশালী করিয়া সুপরিচালিত রাখিবার মহান ব্রতোদ্‌যাপনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্ডিওলজিষ্ট (cardiologist) সাজিয়া বসিয়া আছেন। চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষাকালে তাঁহাদের প্রত্যেকেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, উদর প্রভৃতি দেহের সকল যন্ত্রের কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ এবং তাহাদের বিকলতা সারাইবার চিকিৎসা প্রণালীও যত্নসহকারে অধিগত করিয়াছেন ; আর সেই শিক্ষালাভের পরেই উহাদের মধ্যে একটিমাত্র অঙ্গ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চার দ্বারা জ্ঞানে নিজেকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই ত তিনি সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কাজেই কোন চক্ষুবিশারদ আপনার চর্মরোগের চিকিৎসা করিতে অস্বীকার করিবেন এবং চর্মরোগের যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁহার কাছে পঙ্গু হৃদ্‌যন্ত্রের চিকিৎসা করিতে যাইলে তিনি আপনাকে কাডিওলজিষ্টের নিকট যাইতে পরামর্শ দিবেন। এই বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করিবার বিশেষ শিক্ষাধারা প্রবর্তনের ফলে, যিনি কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি স্বভাবতই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ রহিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তদীয় জ্ঞানের রাজ্যে অনেক ব্যবধান থাকিয়া যায়। এখন একটিমাত্র বিষয় সম্পর্কে এই বিশিষ্ট জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ন্যূনাধিক অজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য সেতু রচনা করিতে হইলে বিশেষজ্ঞকে বিবিধ

বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বয়স্কশিক্ষার কেন্দ্রহিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগার এই অভাব পূরণে সমর্থ। এতদ্ভিন্ন সমাজের বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এই শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

৭। সাবালকত্বপ্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক নরনারী যাহাতে আপনাপন ইচ্ছামত সমাজ বা পৌরকার্যে সাধ্যানুসারে অংশগ্রহণ করিবার শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হয় সেজন্য তাহাদিগকে অবশ্য তৎপর হইতে হইবে। যে সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে এমন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেককেই অভিজ্ঞব্যক্তির দায়িত্ব-সহকারে কার্যে অগ্রসর হইবার দুর্বার আহ্বান আসে ; সে কারণ ঐ দায়িত্ব যথাযথ-ভাবে পালন করিবার যে দৈহিক ও মানসিক শক্তিসামর্থ্যের প্রয়োজন তাহার জন্য সমুচিত প্রস্তুতির তাগিদ বাড়িয়া যায়। বয়স্ক শিক্ষাপরিচালনার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, সামাজিক অভাব অভিযোগের প্রতিকারে নিরত শিক্ষিত কর্মীই কেবল সমাজে থাকিবে না, তদ্ভিন্ন সেই সমাজের নাগরিকরাও যেন সমাজ কল্যাণে ব্রতী হইয়া উঠে।

৮। যে সকল সমাজে চিরাচরিত পারিবারিক বন্ধন ও মধুর সম্পর্ক এবং অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিভ্রান্তিকর দ্রুত তালে লয় প্রাপ্ত হইতেছে বিশেষ করিয়া সেই সমস্ত সমাজের নারীগণ যাহাতে জীবনের নূতন ধারাকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে এবং তাহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করা উচিত।

৯। যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতির ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপালনীয় কার্যগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহার ফলে আধুনিক কালের মানুষ প্রচুর অবসর উপভোগ করিবার মত সময়ের অবিসংবাদী অধিকারী হইয়াছে ; আবার প্রকৃষ্টভাবে এই অবকাশ বিনোদনের নানারকম সুযোগ সুবিধা আছে। তথাপি সাধারণ গ্রন্থাগার যে আপন কল্যাণ হস্তে অনাবিল আনন্দ বিধানের দ্বারা এই অবকাশকে মুখর করিয়া তুলিবার সাথে সাথে পেশাগত উৎকর্ষবর্ধনে ও চিত্তকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করণে প্রভূত শক্তি রাখে সেই শক্তির সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানব সমাজের তাগিদ ও আশাআকাঙ্খা পূরণ করিতে হয় বলিয়া বয়স্কশিক্ষায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাও স্বভাবতই সর্বতো-প্রকারে বিভিন্ন। দ্রুত পরিবর্তনশীল হাল আমলের জগতে নানারকম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছে—এইরূপ ঘটনাবলীর মধ্যে ঔপনিবেশিকতার নাগপাশে রুদ্ধশ্বাস অনেক পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভ অন্যতম। নবজীবনের স্পর্শলাভে উৎফুল্ল এই সব সদ্য স্বাধীন জাতির সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের আন্তরিক চেষ্টা চলিতেছে। সারা বিশ্বের এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে তাল রাখিয়াই বয়স্কশিক্ষারও উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে নানাবিধ

নব নব পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে ও প্রত্যেক দেশের পক্ষে হিতকর অথচ সুলভ সুযোগসুবিধাগুলি (resources) ঐ কাজে লাগানো হইতেছে। কাজেই অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাধারার মাধ্যমে মানুষ যাহাতে আধুনিক পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত নিজেকে সুন্দরভাবে মানাইয়া লইয়া চলিতে পারে, সে কারণ সর্বোত্তম শিক্ষাপদ্ধতি স্থিরীকরণের মহদুদ্দেশ্যে বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত শিক্ষাধারার তুলনামূলক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারবিবেচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। অবশ্য বয়স্কশিক্ষার পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতিগুলির অবদান সম্পর্কে কোনপ্রকার দ্বিমত থাকিতে পারে না এবং সেইগুলিই এ বিষয়ে মৌলিক নীতিহিসাবে পরিগণিত হওয়া বিধেয়। বয়স্ক ব্যক্তি যাহাতে নিজের সক্রিয় ও সহযোগিতামূলক চেষ্টার সাহায্যে নিজেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই বয়স্কশিক্ষা পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়, এবং উহার পরিচালন ব্যাপারে প্রত্যেক লোকেরই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত দায়িত্ব বর্তমান সে সম্বন্ধে অবহিত হইতে অপারগ হইলে এই শিক্ষা আদৌ সম্ভবপর নহে। পারস্পরিক সহযোগিতাই এই সক্রিয় শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভূত হইলেও আমাদের সমাজের একটি সত্যকারের অভাব পূর্ণ করে ; একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথচ জরুরী চাহিদা মেটায়। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে মানুষের স্বতঃউৎসারিত সহযোগিতার ফলে বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্ররচনা সম্ভব হইয়াছে। ইহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ দায়িত্ব-পালনের অনুশীলন করিতে বাধ্য করে, তদ্ব্যতীত মানুষকে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার মনোবৃত্তির পরিহার, অন্যের সহিত সংযোগ সাধন এবং পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একযোগে কাজ করিবার প্রবৃত্তি গঠন করিতে সাহায্য করে।

যে সকল দেশে সমবায় প্রথার মত হিতকর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে সে সকল দেশে ঐ প্রথা যেমন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে, সেইরূপ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাও শিক্ষার প্রক্রিয়া হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দান করে। একথা সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, বিবিধ বিষয়ের আলোচনা চক্রের মাধ্যমে জনসাধারণের ভিতর ধীরে ধীরে বেশ একটা পৌর চেতনার উন্মেষ হয় এবং বাস্তব শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এবংবিধ আলোচনাচক্র, বেতারসূচী, প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনা এবং নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য পন্থার সাহায্যে গৃহকর্ত্রী ও পণ্যভোগীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। রেডিও, চলচ্চিত্র এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলিতে টেলিভিশন প্রভৃতি গণসংযোগের হাতিয়ারগুলি প্রত্যেক মানুষের সাধারণ জ্ঞানের প্রসার কার্যে বিশেষ সাহায্য হিসাবে সাফল্যের সহিত নিয়োগ করা যাইতে পারে। সকল দেশেই

বয়স্কশিক্ষার মাধ্যমে পূর্বোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ রূপায়িত করা সম্ভব। প্রত্যেক দেশেরই অবশ্য নিজ নিজ বিশেষ সমস্যা থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল দেশ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন এবং শিক্ষায় বেশ অগ্রসর সেই সকল দেশের ঐ সমস্যাসমাধানে তাগিদ তেমন জরুরী নয় কিন্তু অনগ্রসর অথচ উন্নতিকামী দেশগুলিতে উহাদের আশুসমাধান যে অত্যন্ত জরুরী সে বিষয় কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সে কারণ এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দুইটির যে সকল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহারা স্বভাবতঃ ব্যবহারিক জীবনে সম্যক্ উন্নত পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের নিকট নানাপ্রকার সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া সহযোগিতার আহ্বান জানাইতেছে। নগর ও যন্ত্রসভ্যতার বিস্তারের ফলে মানব সমাজে যে সকল আলোড়ন ও পরিবর্তন দেখা গিয়াছে তাহাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করিতে, নিরক্ষরকে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে এবং পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলের যে সমস্ত ভূখণ্ডের জনসাধারণ নবলব্ধ পার্থিব উন্নতির স্বাদ পাইয়াছে তাহার সাথে তাল রাখিয়া তাহারা যাহাতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে সর্বপ্রকারের সাহায্য দেওয়া উচিত।

নিত্যনূতন ও দ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশশতাব্দীর পঞ্চাশোর্ধ মানব-জীবনে বিশেষতঃ তাহার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে গুরুতর সংকট দেখা দিয়াছে তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবনকে সুখ সাফল্য ও সুষমামণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে আজিকার প্রৌঢ় ব্যক্তি নিজে বাল্যে বিদ্যালয়ে ১০ হইতে ১৫ বছর ধরিয়া যে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল সে শিক্ষা বর্তমান কালের জীবনযুদ্ধে তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেছে না; পরিবর্তিত পৃথিবীর চাহিদা মিটাইতে হইলে উহার পরিপূরক হিসাবে আরও কিছু নূতন শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জীবনে যে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এই বিরক্তিকর অবস্থার নিরসন করিতে হইলে আমাদিগকে বয়স্কশিক্ষানীতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ কেবলমাত্র উহারই সাহায্যে আমাদের এই বিশেষ চাহিদা মিটানো যাইতে পারে। অতএব জাতির সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে এই বয়স্কশিক্ষা গৃহীত হওয়া উচিত। আবার সাধারণ গ্রন্থাগারই এই বয়স্ক শিক্ষাদান ও প্রসারের একমাত্র উপযোগী হাতিয়ার।

নাগরিক ও সামাজিক শিক্ষাঃ—সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের শিক্ষারম্ভের প্রথম পর্যায়ে পরিবার বা গৃহের অবদানের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয় কারণ কতকগুলি এই গৃহ বা পরিবারের মধ্যে মিশিয়া মিলিয়া এবং প্রয়োজন ও বিনা-প্রয়োজনে সহযোগিতা করিয়া একত্রে বসবাসের স্বাভাবিক প্রবণতা হইতেই ত সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হইয়াছে। আবার পারিবারিক জীবনে জননীর

কার্যকলাপ পরিজনবর্গ ও দাসদাসী প্রভৃতি বহিরাগত ব্যক্তিগণেরও উপর অপরিমেয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে। সত্য কথা বলিতে কি ঘরকন্নার কাজ করিবার সাথে সাথে গৃহকর্ত্রী একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্না শিক্ষিকারও গুরু ও মহৎ কর্তব্য পালন করেন। এই প্রশংসনীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে গিয়া প্রত্যেক জননীকে অনেক সময়ে নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। যাঁহারা অগ্রণী হইয়া বয়স্কশিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত তাঁহাদের উচিত ঐ সকল সমস্যার সমাধানে জননী যাহাতে সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা করা। একথা সকলে ভালভাবেই অবগত আছেন যে, পরিবারের পরিজনবর্গকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই মাতার একমাত্র কর্তব্য করণীয় নহে; পরন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান এমন একটি বিশেষ কাজ যাহা সাফল্যের সহিত কার্যে করিণত করিতে হইলে কেবলমাত্র মাতৃসুলভ সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; সেজন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার হয়। একথা না বলিলেও চলে যে, প্রত্যেক পরিবারেই নারীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এবং সে কারণ দম্পতির প্রত্যেকেই যাহাতে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং অবিসংবাদী। আমাদের ভারতবর্ষের মত যে সকল দেশে পরস্পরের সহিত ব্যবহারের ধরণধারণ পালটাইয়া যাইতেছে এবং যেখানে প্রাচীন ও নৈতিক রীতিনীতি অনেকের কাছেই অর্থহীন ও মূল্যহীন হইয়া পড়িতেছে সেই সকল দেশের নরনারীকে নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিশেষতঃ পারিবারিক কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা ও যুক্তির সহিত চিন্তা করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

একটি নৈর্ব্যক্তিক ও অভ্রান্ত সত্যসম্বন্ধে জাতিধর্মনির্বিশেষে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রণিধান করা উচিত। এই সত্য হইল, কোন মানুষই একক কেবলমাত্র এক বিশেষ পরিবারের অঙ্গ নহে; আমাদের প্রত্যেকেই একই কালে নানা ধরণের বমাজ বা সংঘের সভ্য। এই সমাজ কখনও প্রতিবেশী মূলক, কোথাও বা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের লইয়া বিরাজমান, আবার কখন কখন বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আসক্তির মাধ্যমে গড়িয়া উঠে। উক্ত পরিবেশগুলি ছাড়াও এই সমাজ জাতি বা দলভিত্তিকও হইতে পারে। সর্বোপরি আমাদের প্রত্যেকেই এক বিরাট বিচিত্র ও চিরন্তন অবিচ্ছিন্ন মানবসমাজের, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও স্থায়ী সভ্য; আমাদের পরস্পরের মধ্যে যতই বিভেদ ও বৈষম্য থাকুক না কেন, মানুষ হিসাবে আমরা অবাঙ্‌মনসোগোচর শ্রীভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট আর সকল প্রাণী হইতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টরূপে পৃথক। এতদ্ব্যতীত মানুষের ভ্রাতৃত্ব কেবলমাত্র একটা অর্থহীন কথার কথা মাত্র নয়। কাজেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক লোকই যেন নিজেকে সে যে-সকল বিভিন্ন সমাজ তথা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের প্রত্যেকেরই অঙ্গ হিসাবে,

এবং তত্তৎ সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত মেলামেশা করে এবং নিজেকে প্রত্যেক গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য রূপে পরিণত করে।

বয়স্কশিক্ষার পরিচালকগণের উপর সামাজিক ও পৌর জ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাপারে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে; কাজেই ঐ বিষয়ে তাঁহারা যেন বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। উপরিলিখিত সমাজ বা গোষ্ঠীসমূহ হইতে যাঁহারা বয়স্কশিক্ষার আসরে শিক্ষার্থীরূপে যোগদান করেন তাঁহাদিগকে যাহাতে ঐ সকল বিভিন্ন সমাজের কর্মধারার বিষয় ও উহাদের সদস্যভুক্ত থাকাকালে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্তব্য, দায়িত্ব এবং সুযোগ সুবিধার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন সে কারণ যথোচিত সাহায্যদান বিধেয়। এই কাজ অবশ্য কেবলমাত্র খবরাখবর সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। কোন একটি বিশেষ সমাজের সামাজিকগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির মনোবৃত্তি বা মানসিকতা গড়িয়া তুলিতে উৎসাহদানও ইহার কর্মধারায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

প্রথমে নিজের সমাজে কার্য আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয় এবং স্বাভাবিকও বটে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক লোককে নিজ নিজ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য শিক্ষিত ও উৎসাহিত করা উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ও ক্লাব প্রভৃতি যে সকল সংস্থা মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ, চেষ্টা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে, তাহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উৎসরূপে ঐরূপ জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে বলিয়া তাহাদের ক্রিয়াশীলতাও দেখা যায়। বহুদেশে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে আবাসিক ব্যবস্থা (residential system) সামাজিক ও নাগরিক চেতনা উদ্দীপনে বিশেষ ফলপ্রসূ জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে বয়স্কশিক্ষার ভূমিকা কেবলমাত্র উহার আদান-প্রদানেই সীমিত না থাকিয়া আরও সুদূর প্রসারী; উহার পরিধির মধ্যে মানুষের সহিত মানুষের বিচারশীল অথচ সৌহার্দপূর্ণ এবং অবাধ মেলা-মেশা হইতে উদ্ভূত সুডৌল হৃদয়াবেগ পরিপুষ্ট বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করে। আবাসিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এরূপ মেলামেশা যেমন সুলভ, সহজ ও স্বাভাবিক, আবার ঠিক সেই অনুপাতে সুন্দরভাবে ফলপ্রদ। এতদ্ব্যতীত আমাদের মনের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূরীকরণে এবং উপজাতি ও গোষ্ঠীগত বৈষম্যের বিলোপসাধনের জন্যও এইরূপ অবাধ ও অন্তরঙ্গ মেলামেশার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

মানুষকে তাহার নিজ নিজ বাসভূমির জনসমষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে আগ্রহবান করা যে খুবই কষ্টসাধ্য, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার উপর আবার আমরা যে, একটিমাত্র বিশ্বের নাগরিক সেই জ্ঞান, এবং ঐ নাগরিকত্বের প্রকৃত অর্থ উহার মহান দায়িত্বসমূহ পালনসম্পর্কে তাহাকে অবহিত করা তদপেক্ষা

কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। উহা আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষহইলেও বয়স্কশিক্ষা কার্যে অগ্রণীদের পক্ষে উহার সম্যক সম্পাদন অবশ্য কর্তব্য কারণ উহাই তাহাদের অন্যতম দায়িত্ব। এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই শিখিবার আছে এবং আমরা সকলেই প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভে উপকৃত হইতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো সমাজব্যবস্থা এবং অর্থ নৈতিক পদ্ধতি সমূহের তুলনামূলক ও নির্লিপ্ত অনুশীলনের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা এবং বিচারক্ষমতা ভালভাবেই বাড়িয়া যায়। এইরূপ তুলনামূলক ও পক্ষপাতবিহীন অনুশীলনের অভাবে আমাদের বক্তব্যসকল আত্মম্ভরিতায় ও বাঁধা বুলিতে (slogan) পর্য্যবসিত হইতে পারে ; রাত্রি সমাগমে তমসাবৃত রণক্ষেত্রে বিবদমান দুই সৈন্য-দল যেমন পরস্পরের অবস্থান সম্পর্কে অভ্রান্ত জ্ঞানের অভাবে আপন আপন দলীয় সৈন্যের শিরশ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, উহাদেরও সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

বয়স্কশিক্ষা যাহাতে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করিতে পারে সেই মানব কল্যাণকর উদ্দেশ্যপূরণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্থা এই বয়স্কশিক্ষার উন্নয়নে নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এখানে অবশ্য কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই শিক্ষার রূপদান সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশের তরুণ সম্প্রদায় যাহাতে কার্যের দায়িত্ব স্বীকার করিবার মত ক্ষমতা, ও সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে এবং আত্মনির্ভর হইয়া যে কোন বিষয়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয় তাহাদিগকে সেইভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া তাহাদের শিক্ষা দিলে সমধিক সুফল পাওয়ার আশা করা যায়। নিজ নিজ পরিবেশের তাগিদ অনুসারে যুবকগণ যাহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক প্রভাবের পরিপূরণ, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় সেজন্য যুব-আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও পরিচালনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই আন্দোলনের মাধ্যমে অবসরকালীন কার্যতৎপরতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে। সৃষ্টিধর্মী শ্রমের যথোচিত কদর ও মর্যাদা শিখাইতে হইবে। সু-সমাপিত কার্যের জন্য গৌরব বোধ, মানুষের পেশা ও কার্যনির্বিশেষে অন্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম প্রদর্শন কিরূপভাবে করিতে হইবে তাহাও তাহাদিগকে শিখাইতে অবহিত হওয়া উচিত। তাহারা যাহাতে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইতে এবং মানুষ মাত্রের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে সে চেষ্টাও সর্বথা সযত্নে করিতে হইবে। তবেই বয়স্কশিক্ষার প্রকৃত রূপায়ন সম্ভব হইবে।

Bibliography

Carl Thomson, Edward Sydney & Miriam D. Tempkins—Adult Education for Public Libraries. Unesco. Paris.

Mc Colvin—Chance to read.

Heule, Cyril Q.—Libraries in Adult and fundamental Education. Report of the Malmo Seminar, Unesco. Paris.

Govt. of India—Library Advisory Committee Report.

Unesco—Adult Education—Current Trends & Practices. Paris.

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থপঞ্জী

(Bibliography)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভিতর বিবলিওগ্রাফী (গ্রন্থবিবরণী) একটি মস্ত বড় অংশ। এখন বিবলিওগ্রাফী বলিতে আমরা বুঝি, বই-এর যথাযথ বিবরণ ও ইতিহাস, তাহার লেখক, তাহার মুদ্রণ, প্রকাশ, সংস্করণ ইত্যাদি। এক কথায় বই-এর অবয়বীয় সম্পূর্ণ বিবরণ—ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় Physical Feature & History of the book as a material object. ইহার পরিধির ভিতর বই-এর অন্তর্নিহিত বিষয় বা লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা বা বিবরণ সচরাচর ধরা হয় না। গ্রীক সভ্যতার পরবর্তী যুগে, আমরা দেখিতে পাই, বিবলিওগ্রাফিয়া বলিতে বই লেখা বোঝাইত। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Fennings-এর ইংরাজী অভিধানে দেখা যায় যে, যিনিই লেখেন বা বই নকল করেন তাঁহাকে Bibliographer বলা হয়। পরবর্তী যুগে ফ্রান্সে ঐ শব্দের তাৎপর্য বই লেখা অপেক্ষা বই-এর সম্বন্ধে লেখা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইংলণ্ডের Rev. T. F. Dibdin ঐ নূতন তাৎপর্যের চলন করেন উনবিংশ শতাব্দীতে। কবি Southey পুরাতন তাৎপর্য হিসাবে Bibliology ব্যবহার করেন। এই ভাবে দেখা যায়, প্রায় দুই রকম অর্থেই একই শব্দের চলন হইয়াছে—প্রথমটি বই-এ বা পুস্তকে বর্ণিত বা বিধৃত বিষয় আর দ্বিতীয়টি বই-এর সম্বন্ধে লেখা। ইংরাজীতে প্রথমটিকে বলা হয় Bibliography of their subjects এবং অপরটি হইল Bibliography of the form of books বা Physical Bibliography—এই দুই বিষয়ই আমরা আলোচনা করিব। বিবলিওগ্রাফিক্ বিবরণ বলিতে সাধারণতঃ কোন বই-এর প্রচ্ছদপটে (টাইটেল্ পেজে) লিখিত যাহা কিছু খবর বা তথ্য থাকে তাহারই উল্লেখ বোঝায়। যথা—লেখকের পুরা নাম, প্রকাশকের নাম ও ধাম,ে কান্ প্রেসে ও কোন্ সনে ছাপা, বই-এর আকার-প্রকার বা সাইজ, Signature পাতা বা পৃষ্ঠার সংখ্যা (মিছিল সংখ্যা), Collation বা বইখানিতে কাগজের কতগুলি তা বা কয়খানা আস্ত কাগজ ব্যবহার করা হইয়াছে, ছবির সংখ্যা, উহা রঙ্গিন অথবা এক রঙা এবং কলোটাইপ্ বা মেজোটিন্ট ইত্যাদি কোন প্রথায় ছবি ছাপা হইয়াছে এবং বই-এর বাঁধাই সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিলে তাহারও বিবরণ। বই ছাপার প্রথম যুগে যাঁহারা বই ছাপিতেন, তাঁহাদের নিজেদেরই বই-এর প্রকাশক ও বিক্রেতা হইতে হইত। সে যুগে সর্বত্র,

বিশেষতঃ পশ্চিমে, যাজক সম্প্রদায়ই নিজেদের গির্জায় বা মঠে পুরাতন পুঁথিপত্র রাখিতেন—জ্ঞানের বিতরণ মঠে বা মন্দিরেই বেশী হইত। এই সব মঠেই হাতে লিখিয়া পুঁথির নকল করা হইত, অনেক সময়ে নকল-করা পুঁথিই বিক্রয় হইত। যদি কেহ কোন বিষয়ের কোন পুঁথি কিনিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গির্জাতেই আসিতে হইত। ছাপাখানার প্রথম যুগে যখন বৎসরে হয় তো মাত্র দুই চারিখানা বই ছাপা হইত তখন এই সব হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্গেই ছাপা বইএর রেষারেষি চলিত। কাজেই হাতে-লেখা অথচ সুন্দর কারুকার্য-সমন্বিত বা রঙ বেরঙের পুঁথির সহিত পাল্লা দিতে গিয়া ছাপা বইকেও যথাসম্ভব ঐ ধরনের করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই কারণে বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত হস্তলিপির অনুকরণ করিয়া ঐ সব জায়গার ছাপাখনোতেও সেই ধরনের ছাপার অক্ষর নির্মাণ করা হইত ও তাহার প্রচলনই বেশী হইত। হাতেলেখা পুঁথিতে যেখানে যেমনভাবে লেখা হইত ও যে সকল আদবকায়দা মানা হইত, সে যুগের ছাপা বইএও ঠিক সেই সব কৌশল অবলম্বিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। পুঁথিতে যেমন পরিচ্ছেদের প্রথম অক্ষর বেশ বৃহদাকার ও কারুকার্যখচিত করা হইত, মুদ্রণকালেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতি পরিচ্ছেদে প্রথম অক্ষর না ছাপিয়া বই ছাপা হইবার পর হাতে লিখিয়া সেগুলিকে পুঁথির কায়দায় বৃহৎ, সুদৃশ্য ও রঙদার করিবার প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও এ রকম অনেক বই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ঐ আদ্যক্ষর আর পরে হাতে লিখিয়া রঙদার করা সম্ভব হয় নাই; কাজেই ঐ আদ্যক্ষরের জায়গায় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতন বইএ টাইটেল্ পেজ বলিয়া কিছু থাকিত না এবং আজকালকার টাইটেল পেজের তথ্যাদি, যাহাকে ইংরাজীতে **Imprint** বলা হয়, যথা, মুদ্রণকারীর নাম, কোথায় ছাপা বা মুদ্রণস্থান, ও ছাপার তারিখ প্রভৃতি, বই-এর শেষে ছোট্ট একটি প্যারাগ্রাফে দেওয়া হইত; গ্রীক্‌দেশে ইহাকে **Colophon** বলা হইত, যাহার মানে যে কোন জিনিসে **finishing touch** দেওয়া। বই ছাপার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে টাইটেল্ পেজের প্রথম আবির্ভাব হয় এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। কিন্তু ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি টাইটেল্ পেজ যে, বই-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহা গণ্য করা হইত না। এই সময় থেকেই **Colophon**-এর ব্যবহার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ সব তথ্য **Title page**-এই দেওয়ার প্রথা বা রীতির প্রচলন হয়। বই-এর বিষয়ে এই সব খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজন তখনই আরম্ভ হইল, যখন একই বই-এর বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইতে শুরু হইল। প্রায়ই দেখা যাইত, একই বই বিভিন্ন ছাপায় বা সংস্করণে কিছু না কিছু অদল বদল হইয়াছে—কোন্‌টা ঠিক এবং কোন্‌টা বেঠিক, তাহা তর্কবহুল বিচার অপেক্ষা বিবলিওগ্রাফিক্ বিবরণ দিয়া একই বই-এর বিভিন্ন সংস্করণের তফাৎ প্রদর্শন করাই সুষ্ঠু প্রথা বলিয়া বিবেচিত হইল। এইভাবেই সচরাচর

অনুশীলনের জন্য একটি নির্ভুল কপির বিবলিওগ্রাফিক্ বিবরণ অপরিহার্য হইয়া পড়িল।

কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে অথবা যেসব বই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণকেও বিবলিওগ্রাফী বলা হয়। ইহাতে বই-এর বহিরঙ্গ (Physical get-up) অপেক্ষা বইএ বর্ণিত বিষয়ের পরিচয় অধিক পাওয়া যায়। কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ বই প্রকাশিত হইয়াছে ও অন্য বইএ ঐ বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইয়া থাকিলে সেই সবের যথাযথ উল্লেখকেও বিবলিওগ্রাফী বলা হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে লেখক তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের উপর অন্যের লেখা কিছু কিছু বই ও লেখার উল্লেখ করিয়া থাকেন ; ঐভাবে উল্লিখিত বই-এর সেই তালিকাকে ঠিক বিবলিওগ্রাফী বলা যায় না। উহাকে বরং রেফারেন্স তালিকা (Reference list) বলা সমীচীন। বিষয় বিবলিওগ্রাফী (Subject Bibliography) হিসাবে যে কোন বিষয়েরই গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করা যায়, যদি সেই বিষয় সম্বন্ধে লেখা বা আলোচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দেখা যায়, বিষয়ানুযায়ী বিভাগ ছাড়াও কোন এক বৎসরের বা কোন এক যুগের লেখা বা মুদ্রিত সব বই-এর তালিকা প্রণয়ন করা হয় অথবা কোন এক দেশে বা শহরে ছাপা বা কোন একটি বিষয়ে ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত বই-এর পঞ্জী বা তালিকা প্রণয়ন করা হয় ; ইহার প্রয়োজন হয় তো সাধারণের কাছে তেমন নাই কিন্তু গবেষণার জন্য অথবা কোন এক বিশেষ বিষয়ের আলোচনা বা পঠন-পাঠনের জন্য ইহার প্রয়োজন সমধিক। অনেক সময় কোন এক বিষয়ে লেখকের যত লেখা আছে, তাহার যথাযথ তালিকা প্রস্তুত করা হয়; কখনও বা অনামী লেখকদের সব বই-এর তালিকা প্রণয়ন করা হয় ; কেহ বা এক সময়ের বিভিন্ন লেখকের লেখার তালিকা প্রণয়ন করেন, কেহ বা ব্যক্তিগত দায়িত্বে ছাপা (Privately Printed) বই-এর তালিকা প্রণয়ন করেন, কেহ বা কেবল পরিমিত সংস্করণ (limited editions) পুস্তকের তালিকা করেন। এইভাবে নানা প্রকারের বিবলিওগ্রাফী প্রণয়ন করা হয় রিসার্চ স্কলার বা গবেষণাকারিগণের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুসারে।

এইভাবে আবার নানা প্রকার বিষয়ের বিষয় বিবলিওগ্রাফী (Subject Bibliography) প্রণয়ন করা যায় এবং কার্যতঃ পড়ুয়াদের প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্গত লেখা বা পুস্তকের প্রকাশ তারিখের ক্রম অনুযায়ী পর পর সাজাইবার যে কালানুসারী (Chronological Order) বিবলিওগ্রাফী প্রস্তুত করা হয় তাহা খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ ঐ তালিকা তারিখ পরম্পরায় হওয়ায় একই বিষয়ের পূর্বে যত বই বা লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর নূতন কিছু মুদ্রিত হইলে সেগুলি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়। বিবলিওগ্রাফীর যে কোনও ভাল বইএ বই প্রকাশ বা ছাপাইবার নানা পন্থা, বই-এর বিশদ বিবরণ ও বই-এর বিবলিও-

গ্রাফী প্রণয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা থাকিবেই। অনেক ক্ষেত্রেই বই-এর বিশদ বিবরণ বলিতে যাইয়া ছাপাখানার গোড়ার কথা, কি ভাবে ছাপাখানা ক্রমে ক্রমে নানা দেশে বিস্তার লাভ করায় বইয়ের মুদ্রণ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে, ইংলণ্ডে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ছাপাখানার ক্রমবিকাশের বিবরণ, ছবি ছাপিবার বিভিন্ন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ, বই বাঁধাই করিবার কাজও কেমন করিয়া ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করিল এবং বই-এর ব্যবহার কেমনভাবে করা উচিত—এ সকলই বিবলিওগ্রাফীর বইএ আলোচিত হয়। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে ভাল কোন বই নাই। মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান আমাদের দেশে এখনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয় নাই; কাজেই বিবলিওগ্রাফীরও বিজ্ঞান হিসাবে সমাদর পাইবার কথা নয়। আধুনিক কালে মুষ্টিমেয় ২।৪ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থকীট ব্যতীত এ বিষয়ে বিশেষ কেহই চিন্তা করেন না। ইংরাজীতে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। নিম্নে কয়েকখানি ভাল বই-এর নাম ও তাহাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

H. G. Aldis's The Printed Book :—ইহাতে অল্পের ভিতর ছাপাখানার ইতিকথা ও ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বই ছাপা কিভাবে উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ আছে। বই-এর বিভিন্ন অঙ্গের আলোচনা, বই ছাপা, ছবি ছাপা, বই বাঁধানো, এ সবেরও বিবরণ ইহাতে পাওয়া যাইবে।

A Student's Manual of Bibliography by Arundell Esdaile of the British Museum :—লেখক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার বিবলিওগ্রাফীর অধ্যাপক। এই বই অতি সুন্দরভাবে লিখিত ও ইহাকে এ বিষয়ের একটি প্রামাণিক বই বলা যাইতে পারে। বই তৈয়ার করিবার বিশদ বিবরণ ও ইতিহাস ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের বিবলিওগ্রাফী প্রণয়নপদ্ধতির অতি সুন্দর আলোচনা ইহাতে আছে। ইহার পরিশিষ্টে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উদাহরণ স্বরূপ তাহার উত্তরের নির্দেশও দেওয়া আছে।

R. B. McKerrow's Introduction to Bibliography for Literary Students (1927) :—এই বইখানি Bibliographical Society-র Transaction Vol. 12-এর আরও ব্যাপক ও বিশদ আলোচনা। ইহাতে বই-এর কাগজ ও ছাপা হইতে বই-এর আঙ্গিক ইতিহাস কিভাবে ধরা যায়, সেই বিষয়ের আলোচনা সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যরস-পিপাসুদের খুব সাহায্য করে। যে সময়ে বইখানি লেখা হয়, সে সময়ে এ রকম আলোচনার প্রচলন ছিল কম, কাজেই বই তৈয়ার করিবার মালমশলা হইতে বই-এর ইতিহাস কেমন করিয়া বাহির করা সম্ভব, সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট আলোচনা ইহাতে আছে। Manuscript বা হস্তলিখিত পুঁথি মুদ্রিত

করিতে হইলে যে সকল স্তর অতিক্রম করিতে হয় তাহার বিশদ বিবরণও ইহাতে পাওয়া যায়।

C. T. Jacobi.—Some Notes on Book and Printing—এটি ছাত্রদের উপযোগী অতি সুন্দর পাঠ্যপুস্তক। পাণ্ডুলিপি হইতে আরম্ভ করিয়া কিভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করিয়া বই পাঠকের হাতে যায়—বই লেখা, প্রুফ্ দেখা, বাঁধাই ইত্যাদি বিষয়—তাহা বেশ প্রাঞ্জলভাবে বোঝান আছে। ইহাতে F. H. Collins-এর Making of an Index (বর্ণানুক্রমিক সূচীপ্রণয়ন) সম্বন্ধে সুন্দর একটি পরিচ্ছেদ আছে। ছাপিবার নানা রকম টাইপ, তাহাদের নাম ও আকার, বই-এর পাতায় পাতায় কি রকম ছাড় বা মার্জিন (margin) দেওয়া উচিত, বই-এর আকার (size) ও মার্জিনএর তারতম্য, ছবি ছাপিবার বিভিন প্রথা ও উপায়, ছাপিবার নানা রকমের কাগজ, তাহাদের সাইজ, ও বই বাঁধাইবার বিবিধ নিয়ম এবং বই বাঁধাইতে হইলে কিসের সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত—এই সকল তথ্যের সুন্দর আলোচনা আছে। তদ্ভিন্ন বই প্রকাশের নিয়মাবলী, লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে বিভিন্ন শর্তাবলী এবং প্রেস্ ও কপি রাইট্ আইন সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও এই বই-এ আছে। বিবলিওগ্রাফী ও টাইপ সংক্রান্ত বিভিন্ন কথার ও তাহাদের উদাহরণ সম্বলিত তালিকাও ইহাতে পওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ছাপার কাগজ ছাড়াও অন্যান্য কাগজ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বিবলিওগ্রাফীর ছাত্রদের শুধু বই সম্বন্ধে জানিলেই হয় না, যে জিনিসে বই তৈয়ারী হয় সেই কাগজ সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কাগজ যেভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার ইতিহাস ও কাগজের ব্যবহার কোথায়, কিভাবে ও কোন দেশে প্রথম আরম্ভ হয়, কাগজের উৎকর্ষাপকর্ষতা প্রভৃতি সম্বন্ধে R. W. Sindall's The Manufacture of Paper বইটিতে বেশ ভাল আলোচনা ও বিবরণ আছে। কাগজ প্রস্তুত করিতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন জিনিষের ব্যবহার যথা :—সেলুলোজ. ন্যাকড়া, বাঁশ, খড় বা ঘাস ও কাঠের টুকরো ইত্যাদি (Cellulose, rags, esparto, straw, wood pulp etc.) এবং কাগজ কেন ও কিভাবে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়, সে বিষয়েও ভাল আলোচনা ইহাতে আছে।

The British Museum Guide to the Processes and Schools of Engraving by Arthur M. Hind বইটি ছবি ছাপিবার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যপূর্ণ একখানি অতিসুন্দর প্রামাণিক গ্রন্থ। ছবি ছাপিবার তিন রকমের যে পদ্ধতি যথা—Relief, Intaglio ও Lithographic এবং ব্লক প্রস্তুতের বিভিন্ন উপাদান যথা—Plate or Stone ও তাহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত Wood-cut, Wood engraving, Relief print from metal plates, Fine engraving, Dry Point, Etching, Mezzotint, Stripple, Crayon

and the Dot processes, Aquatint, Lithography of Colour Printing সম্বন্ধে বেশ ভালভাবে উদাহরণ দিয়া বোঝান হইয়াছে। ছাপার বিভিন্ন impressions, state ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। ছাপাখানা ও প্রেস সম্পর্কীয় বিবিধ terms-এর নাতিদীর্ঘ এক তালিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বই বাঁধাইবার উপর Douglas Cockerell's Some Notes on Book Binding বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসাবে বেশ ভাল বই। ইহাতে নূতন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বই বাঁধানো সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ছবি সহকারে বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝান হইয়াছে।

উপরোক্ত লেখকের Book Binding & the Care of Books বইখানি প্রথমটি অপেক্ষা আরও বড়ই বই। ইহাতে বাঁধানো বই কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার আলোচনা হইয়াছে। কি কারণে বই সহজে নষ্ট হয়, পোকা-মাকড় কিভাবে বই-এর ক্ষতি করে সে সবন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। উদাহরণ ও ছবির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের বাঁধাই সম্বন্ধে আলোচনা, তাহাদের ইতিহাস ও তৎসম্বন্ধীয় গভীর গবেষণার পরিচয় এ বইএ পাওয়া যায়। কারিগরী শিক্ষার (Technical) বই হিসাবে ইহা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।

The manual of Library Binding by Henry T. Coutts & George A. Stephen—বই বাঁধাই-এর ইতিহাস ও তাহার নিয়মাবলীর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে বেশ ভাল গবেষণার পরিচয় দেয়। হাতে বাঁধাই ও কলে বাঁধাই, এই দুই প্রকার বাঁধাই-এর পার্থক্য, গ্রন্থাগারের ব্যবহৃত নানা রেকর্ড ও কাগজপত্রাদির বাঁধাই ও বই বাঁধাইবার জন্য গ্রন্থাগারের নিজস্ব দপ্তরীখানা পরিচালনার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে আলোচনা আছে। কোন্ বাইণ্ডিং কিরূপে রাখিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং উহা কি না করিলে সহজেই বা অল্পই নষ্ট হইয়া যায়, এসবের পর্যালোচনাও এ বইএ আছে। পারিভাষিক শব্দেরও একটি সুন্দর তালিকা ইহাতে আছে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে পুস্তকসংরক্ষণ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিশেষ কিছু লেখা হয় নাই। প্রয়াত ডাঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "গ্রন্থাগার সংরক্ষণ" পুস্তিকায় আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বই ও কাগজপত্র সংরক্ষণের পক্ষে আমাদের দেশের আবহাওয়া মোটেই অনুকূল নহে। পশ্চিমের অধিকাংশ জায়গাতে জলহাওয়ার গুণেই বই ও কাগজপত্র সহজে নষ্ট হয় না। আমাদের দেশের অত্যধিক গ্রীষ্ম, বর্ষা, ধুলা ও আর্দ্রবায়ুর জন্য কাগজ-পত্র যথাযথভাবে রক্ষা করিতে হইলে বেশ কিছু সতর্ক নজর দিতে হয়। সামান্য অবহেলায় কত ভাল ভাল বই যে চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার শেষ নাই। অন্যত্র এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরে যে সকল পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ছাড়াও এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত বিবলিওগ্রাফীতে যেসব পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেও মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। পাঠকের সুবিধার্থে বিবলিওগ্রাফী ও টাইপোগ্রাফীতে ব্যবহৃত শব্দের ছোট একটি তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। বই ছাপিতে হইলে সাধারণতঃ তাহার প্রধান অঙ্গ কি কি এবং তদ্বিন্যাসের পর্যায় উল্লেখ করিয়া এবং এদেশে ছাপাখানার প্রচলনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ হইবে। প্রত্যেক পুস্তকে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) Preliminaries (মুখবন্ধ)—যদিও পুস্তকের সর্বপ্রথমে থাকে তথাপি ইহা সচরাচর সব শেষে এবং ভিন্ন কাগজে ছাপা হয় ও ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যাও পৃথকভাবে রোমক (Roman figure) এবং বাংলা বইএ পণকিয়ার অঙ্কে ছাপা হয়।

১। *Half title or Bastard title* (ফরাসীতে Fauxtitre) :—ইহা টাইটেল্ পেজের পূর্বে দক্ষিণদিকের পৃষ্ঠায় (on the recto) বই-এর short title বা সংক্ষিপ্ত শিরোনামা। ইহার বিপরীত পৃষ্ঠায় (verso) সচরাচর মুদ্রাযন্ত্রের নাম ইত্যাদি (Printers' imprint) লেখা হয়। বইটি যদি বিশেষ কোন সিরিজের (Series) হয় তবে এই স্থানেই তাহার প্রথম উল্লেখ হইয়া থাকে।

২। *Title Page* বা আখ্যা পত্র—ইহাতে বইটির আখ্যা বা শিরোনামা এবং বইটিতে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত; অনেক সময়ে আখ্যার নিম্নে উপ-আখ্যা (sub-title) দিয়াও বইটির বিষয় বর্ণনা করা হয়। লেখকের নাম ও লিখিত বিষয় সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিবরণও এই পৃষ্ঠায় লেখা হয়। লেখক ব্যতীত অনুবাদক, সম্পাদক, ভূমিকালেখক এবং চিত্রকর ইত্যাদির নামোল্লেখও এই স্থানে করা হয়। বই-এর সংস্করণ, মুদ্রণাঙ্ক (imprint) অর্থাৎ মুদ্রণস্থান, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা এবং পুস্তকপ্রাপ্তির জায়গা ইত্যাদির উল্লেখও এই পাতায় করা হয়। সর্বনিম্নে পুস্তক প্রকাশের তারিখ অথবা বৎসর থাকে। কোন কোন প্রকাশক নিজস্ব মোহর অথবা বিশেষ চিহ্ন এই পাতায় অঙ্কিত করিয়া থাকেন আজকাল অনেক স্থলে আখ্যাপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় সংস্করণ ও মুদ্রাঙ্কের উল্লেখ করা হয়।

৩। *The Imprimatur*—ইহা সচরাচর খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রাচীন পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তক ছাপিবার যে অনুমতি বা হুকুমপত্র Secular অথবা Ecclesiastical কর্তৃপক্ষ দিতেন, সেই অনুমোদনলিপি যিনি

পাইতেন, তাঁহার নাম ও ঐ পত্রের তারিখকে Imprimatur বলা হয়। এই তারিখ কিন্তু বই ছাপিবার তারিখ হইতে ভিন্ন।

৪। মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম যুগে ইউরোপে প্রকাশিত পুস্তকে এই Imprimatur ছাড়া আরও একটি অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশে পুস্তকখানি কত রকম সাইজে ও প্রত্যেক সাইজের কত সংখ্যা ছাপা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইত।

৫। *Dedication* বা উৎসর্গপত্র—সচরাচর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই উৎসর্গপত্রেই লেখকের নাম দেওয়া হইত।

৬। *Preface* বা প্রস্তাবনা (সূচনা)—পুস্তক সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য ; ইহা হইতে সমালোচক ও পাঠকগণ পুস্তকে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে কিছু আভাস পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ে ইহাকে "পাঠকের উদ্দেশে" বা ইংরাজীতে "To the Readers" আখ্যা দেওয়া হইত।

৭। *Foreword* বা ভূমিকা—লেখক ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা লিখিত লেখক ও পুস্তক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

৮। *Contents* বা সূচীপত্র—ইহা যথাযথভাবে সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন। ফরাসী বইসমূহে ইহা পুস্তকের শেষাংশে সন্নিবেশিত হয়।

৯। পুস্তকে মুদ্রিত ছবি, প্লেট ও সারণী ইত্যাদির তালিকা।

১০। *Errata*—শুদ্ধিপত্র বা ভ্রম সংশোধন তালিকা।

(খ) Body of the book বা গ্রন্থের মূল বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

১১। *Text*—অনেকস্থলে ইহার অগ্রে একটি পরিচ্ছেদে উপক্রমণিকা বা Introduction দেওয়া হয়।

মূল বিষয়বস্তু বই-এর ডানদিকের পত্রমুখে (recto) এবং উহার মাথা হইতে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়া আরম্ভ করা হয়। আধুনিক কালে বাংলা বই-এর ক্ষেত্রে কিন্তু সকল সময়ে এই ব্যবস্থা মানিয়া চলা হয় না। অনেক বই আরম্ভ হয় উপর হইতে মাত্র কয়েক লাইন বাদ দিয়া। প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে Short title বা লঘু আখ্যা থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে "Drop down" বলা হয়। ইহা পুস্তকের Running title-এর সহিত এক ও অভিন্ন।

(গ) Subsidiaries (শেষাংশসমূহ)—এই অংশে সচরাচর নিম্নলিখিত জিনিসগুলি থাকে।

১২। *Note* (টীকা)—পুস্তকের শেষে অথবা পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হয়। টীকা স্বল্প হইলে সচরাচর তাহা প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে অথবা শাদা অংশে

(margin-এ) ছাপাইতে হয়। পুস্তকে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা অন্ততঃ দুই পয়েন্ট ছোট মাপের অক্ষরে ইহা ছাপিতে হয়।

১৩। *Bibliographies and other Appendices* (গ্রন্থপঞ্জী)—ইহা দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা রচিত হওয়া উচিত।

১৪। *Index or indexes* (অনুক্রমণিকা)—ইহা একই বর্ণমালায় বর্ণানুক্রমিক হওয়া যুক্তিযুক্ত। অনেকস্থলে ইহাকে বিশ্লেষাত্মক (analytical) করা হয়।

১৫। *Imprint or Colophon* (মুদ্রণাঙ্ক অথবা পুষ্পিকা)—ইহাতে মুদ্রাকরের ছাপ বা সিলও কখন কখন সন্নিবেশিত হয়।

১৬। *Finis* (সমাপ্ত)—যদি বইখানি একখণ্ডে সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলে শেষ পৃষ্ঠায় ইহা ব্যবহৃত হয়। বইখানি দুই বা অধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইলে, "প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ", "দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ", এইরূপ লিখিত হয় এবং শেষ খণ্ডে "সমাপ্ত" ব্যবহৃত হয়।

১৭। *Stout End Paper* (মজবুত কাগজের শাদা পাতা)—ইহা সচরাচর পুস্তকের আরম্ভে ও শেষে দেওয়া হয় কিন্তু না হইলেও চলে।

১৮। *Maps & Plates*-ছবি ও ম্যাপ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বই-এর শেষাংশে মলাটের ভিতর পিঠে আঁটা লেফাফার মধ্যে দেওয়া হয় ; অনেক সময় পাঠ্যাংশের যথাযথ স্থানেও দেওয়া হয়।

১৯। *Book-end papers*—ইহার কাগজ মোটা এবং শাদা বা চিত্র-বিচিত্র হইতে পারে, ইহাতে কোন কিছু ছাপা হয় না। বইএর সম্মুখ ও পশ্চাতের মলাটের ভিতর পিঠের সহিত এই কাগজের অর্ধাংশ আঁটা থাকে।

২০। *Dust Jacket* (কাগজের মলাট)—ইহাতে পুস্তকের নাম প্রভৃতি ছাপা হয়—ইহা বেশী দিন রক্ষা করা যায় না বলিয়া প্রয়োজনীয় কিছুই ইহাতে ছাপা হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিবলিওগ্রাফীর বিশদ আলোচনার ভিতর লেখার ইতিহাস তথা ছাপাখানার প্রচলন একটা বড় অংশ। বিদেশে ছাপাখানার প্রচলন অপেক্ষা আমাদের দেশের কথা আমাদের আগে জানা উচিত। লিপি বা লেখার ক্রমবিবর্ধনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ আদিম যুগ হইতে নিজ নিজ মনোভাব অন্যকে জানাইবার জন্য পাগল ; এবং তাহার মনের সেই উদগ্র কামনাকে বাস্তব ও কার্যকরী রূপ দিতে গিয়া বিভিন্ন প্রকার উপায় বা পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছে। সেই সকল পদ্ধতির অনেকাংশই কালের কপোল তলে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আবার কিছুটা পুরুষপরম্পরাগত কিংবদন্তী ইত্যাদিতে বিদ্যমান,

কিছুটা বা সক্রিয়ভাবে আধুনিক সংস্কারাদিতেও বিদ্যমান। অনেকস্থলেই মূল-বিষয়াদির সহিত প্রচলিত প্রথা বা চিহ্নাদির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোদিত, অঙ্কিত বা চিত্রিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি, যথা—সরলরেখা বা গোলাকৃতি রেখাসমূহ নানা গিরি-প্রাচীরে পরিলক্ষিত হয়। মানুষ প্রথমে তাহার লিপি আরম্ভ করে চিত্রলেখা বা ছবিলেখাদির সাহায্যে—ঠিক যেমন শিশু প্রথমে হিজিবিজি আঁকিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে। আদিম মানবও প্রস্তর যুগে যখন গুহাগাত্রে সরলরেখার সাহায্যে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্সাদি ও কাঁচাহাতে অপরিণত চিত্রাদি প্রথম অঙ্কন করে—সে প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১০ বা ২০ হাজার বৎসর আগের কথা। অনেকের মতে সেই সব চিত্রাদি বিভিন্ন ঘটনাদির স্মারক অথবা ভাবব্যঞ্জক অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক আচারাদি বা জাদুবিদ্যার পরিচায়ক। লেখা তথা অঙ্কনাদির চলন প্রাচীন গ্রীস্ ও আদিম ঈজিপ্টে প্রায় সমধর্মী বলিয়া স্বীকৃত। 'আইকনোগ্রাফী' বা মূর্তিবিদ্যা, গ্রীকদের **Ikon** অর্থাৎ মূর্তি এবং **image** অর্থাৎ প্রতিচ্ছবি, ভাব বা ধারণাব্যঞ্জক লেখনের আদি পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত।

লেখনের বিভিন্ন বর্গের ভিতর নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করা যায়:—

(১) **পিক্টোগ্রাফী বা ছবিলেখা**—ইহাই লিপি বা লেখনের আদি রূপ। একটি ছবি বা রেখাচিত্রের সাহায্যে যাহা নির্দেশিত হইত তাহাই বুঝাইত—যথা গোলাকৃতি রেখা দ্বারা সূর্য অথবা হরিণের রেখাচিত্রের সাহায্যে হরিণ নির্দেশিত হইত। অনুরূপভাবে মানুষের ছবি বা রেখাচিত্রের দ্বারা মানুষই বুঝাইত। এই সমস্ত চিত্র বা চিহ্নাদির সংজ্ঞার সাথে মৌখিক ভাষা বা শব্দের দ্বারা নির্দেশিত সংজ্ঞার কোন যোগাযোগ ছিল না। ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পিক্টোগ্রাফী বা চিত্রলেখন্ সাঙ্কেতিক লিপি বিশেষ—শব্দাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক লিপি নহে। এইরূপ সঙ্কেতাত্মক লিপি সর্ব সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন এমন কি আধুনিক যুগেও ইহার প্রচলন মধ্যআফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের ভিতর বর্তমান। গাছের ছাল, কাষ্ঠফলক, পশুচর্ম, অস্থি, হস্তিদন্ত; পর্বতগাত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পদার্থের উপর এই সব লেখার প্রচলন এককালে ছিল এবং আজও আছে।

(২) **আইডিওগ্রাফীক লেখা** (Ideographic writing) বা ভাবব্যঞ্জক লেখা—ইহা সাধারণতঃ পূর্বোল্লিখিত পিক্টোগ্রাফী লেখন পদ্ধতির পরিণত অবস্থা। ইহার দ্বারা এক জনের মনের ভাব অপরকে চিত্র বা ছবির সাহায্যে অবগত করান হয়। এই সব চিত্র দ্বারা কেবলমাত্র চিত্রিত বা অঙ্কিত পদার্থই নির্দেশিত হইত না, উপরন্তু ঐ সব চিহ্ন বা চিত্রাদির সাহায্যে নির্দেশিত পদার্থের সহিত একাত্মভাবে

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুও সূচিত হইত। যথা, একটি গোলক দ্বারা যে, কেবলমাত্র সূর্যকে বোঝাইত তাহা নহে, উপরন্তু উহা দ্বারা আলোক, তেজ, রশ্মি বা উত্তাপও নির্দেশিত হইত ; এমন কি, যে দেবতা সূর্যের অধীশ্বর অথবা দিবালোকের অধিপতি তাহাকেও সূচিত করিত। এই প্রকার লেখনকে ideograph বলা হয়—ইহা ভাবব্যঞ্জক সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা চিত্রবিশেষ।

(৩) **পরিবর্তনকালীন লেখন বা লেখা**—পুরাতন মেসোপটেমিয়ান্ ঈজিপসিয়ান্ ক্রীটান, এবং হিটাইট লিপি বা লেখনাদিকে সাধারণতঃ ভুলক্রমে ভাবব্যঞ্জক চিত্রলেখন বা ideograph বলা হইয়া থাকে। যথাযথভাবে বলিতে হইলে এই সব বিভিন্ন লেখা বা লিপিসমূহকে রূপান্তরকালীন অবস্থার লেখন বলিয়া অভিহিত করা যায় ; প্রকৃত ভাব্যঞ্জক চিত্রলেখন ও প্রকৃত শব্দ বা ধ্বনিব্যঞ্জক লেখনের মাঝামাঝি পরিবর্তনকালীন অবস্থার লিপি বা লেখ্ বলা চলে।

(৪) **ধ্বন্যাত্মক বা শব্দব্যঞ্জক লিপি বা লেখন**—আমরা এ পর্যন্ত যে সমস্ত চিত্রলিপি বা লেখনের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে চিত্রিত পদার্থ ও তাহার কথিত ভাষার সহিত কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক দেখা যায় না। শব্দব্যঞ্জক লেখন বা ধ্বন্যাত্মক লেখন প্রভূত অগ্রগতির স্পষ্ট পরিচায়ক। ইহা দ্বারা কথিত ভাষার সজীব লিখিত প্রতিরূপ সূচিত হইল। লিপি বা লেখন বা লিখিত অক্ষরাদি কথিত ভাষার গৌণ রূপ পরিগ্রহণ করিল। এক্ষণে কথিত ভাষা ও লিপি বা লেখনের ভিতর সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইল—লিপি বা লেখন এক্ষণে ভাষার লিখিতরূপ পরিগ্রহণ করিল বলা যাইতে পারে। সাধারণভাবে লিখিত নিদর্শনের বা লিপির বহিরাবয়বের সহিত তাহার শব্দার্থ বা ধ্বনির কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। শব্দব্যঞ্জক বা ধ্বন্যাত্মক লেখন দুই প্রকারের হইতে পারে—যথা, আক্ষরিক (syllabic) ও বর্ণানুক্রমিক (alphabetic)। শেষেরটি প্রথমটির অপেক্ষা উন্নত ধরনের।

(৫) **সিলেবিক লেখন অথবা পাদাংশিক বা পাদমাত্রিক লেখন**—এই লেখন পদ্ধতিতে একক চিহ্ন দ্বারা একটি পাদ বা পদ বা বাক্যসমষ্টি বোঝায়। কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্নের সমষ্টি একত্রিত করিলে কতিপয় পদ বা পাদ নির্দেশিত হয় এবং উহা দ্বারা কথিত বাক্য বোঝায়। আসিরিয়ানদের কিউনিফর্ম (Cuneiform) লেখন পরবর্তীযুগে প্রায় পাদমাত্রিক লেখনে পরিণত হয়। পাদাংশিক লেখন পুরাকালে প্রাচীন Babylos (Syria) ও Cyprus-এ প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত লেখন সম্ভবতঃ Minoan লেখ হইতে উদ্ভূত।

(৬) **বর্ণানুক্রমিক লেখন বা লিপি**—ইহা সর্বাপেক্ষা উন্নতধরনের প্রগতিশীল, অনায়াসলব্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ লেখন পদ্ধতি। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি কর্তৃক এই লেখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে। যে কেহ শৈশবে ইহা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে। ইহাতে প্রত্যেক শব্দ বা বর্ণের দ্বারা একটি ভাব অথবা পদের বদলে

একক শব্দ বা ধ্বনি নির্ধারিত হয় এবং ইহাতে প্রচুর সুবিধা পাওয়া যায়। কোন পণ্ডিতই কিন্তু পিক্টোগ্রাফীক চীনা ভাষায় ব্যবহৃত ৪৫০০০ বিভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন সম্যক বা ব্যাপক ভাবে পুরাপুরি আয়ত্ত করিতে পারেন না। এমন কি চৈনিক লেখকদের দ্বারা সচরাচর ব্যবহৃত ৯০০০ বিভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্নও সহজে স্মরণ রাখা যায় না। ইহার তুলনায় ধ্বন্যাত্মক (Phonetic) মাত্র ২২, ২৪ অথবা ২৬টি বিভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা বর্ণ খুব সহজে মনে রাখা যায় ও ব্যবহার করা যায়। এই সব বর্ণ বা অক্ষর অতি সহজেই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করা যায়। একই অক্ষর বা বর্ণ আধুনিক যুগে ইংরাজী, ফরাসী, ইতালী, জার্মান, স্পেন, টারকিস্, পোল, ডাচ, জেকোশ্লাভ, ক্রোট, ওয়েলস্, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হয়। এই বর্ণ বা অক্ষর প্রথম উৎপত্তি লাভ করে প্রাচীন হিব্রু, ফিনিসীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইটাসকান ও রোমকদের ব্যবহৃত বর্ণ বা অক্ষরাদি হইতে। আমাদের দেশেও সংস্কৃত বা দেবনাগরী বর্ণাদি বা অক্ষরাদি হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপির উদ্ভব হইয়াছে। সহজ ও সরল বলিয়াই ধ্বন্যাত্মক লেখন বা লিপি সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এখন আর পুরাকালের ন্যায় পুরোহিত অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত যাজক সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে ; এককালে কিন্তু প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন ও প্রাচীন ভারতবর্ষেও ঐ ব্যবস্থা ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে এই সরলতা ও সহজ উপযোগিতার জন্যই বর্ণানুক্রমিক বা ধ্বন্যাত্মক লিপিপদ্ধতি অন্য সর্বপ্রকার পদ্ধতির লিপিকে পরাজিত করিয়া গৌরবের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে।

ভারতের প্রাচীনতম লিপি ব্রাহ্মীলিপি নামে পরিচিত ; কিন্তু এই লিপির আবিষ্কার সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখনো একমত নহেন। খরোষ্ঠী লিপিও ভারতের প্রাচীন লিপিসমূহের অন্যতম। মহারাজ অশোকের অনুশাসনাদি এই দুই লিপিতেই পাওয়া গিয়াছে। ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যে অনুশাসন ভারত-আফগান সীমান্তবর্তী শাহবাজগরহি নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে অনেকের মতে সেই অনুশাসন লিপির কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০-৫১ অব্দ। আধুনিক উর্দু লিপির ন্যায় খরোষ্ঠী লিপিরও লেখন-পদ্ধতি দক্ষিণ হইতে বামে ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ইহার চলন এদেশ হইতে উঠিয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে লিপিপ্রচলনের সরাসরি কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাণিনীর লেখায় যবনদের লিপি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যেও অক্ষরিকা নামে এক ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীযুগে অক্ষরকাটা বা ছিন্দতি বা ছেনির সাহায্যে অক্ষর খোদাই করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকের বিবরণে লেখ ও লেখক শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তর নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব বাল্যকালে লিপির অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয় ৬৪টি বিভিন্ন লিপিরও উল্লেখ আছে। ইহা

হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, খ্রীঃ পূঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে বর্ণ বা লিপির প্রচলন বেশ ব্যাপকভাবেই ছিল। স্বয়ং ব্রহ্মা এই লিপির স্রষ্টা বলিয়া অনেকের মতে ইহার নামকরণ ব্রাহ্মীলিপি হইয়াছে। সংস্কৃত বা দেবনাগরী ভাষা ও লিপির উৎপত্তি হয় অনেক পরে।

মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত Indus Valley Scripts হইতেই ভারতীয় লিপির উৎপত্তি এইরূপ মন্তব্যও অনেক পণ্ডিত করিয়া থাকেন। ইহাও ছবিলেখা বা চিত্রলিপি হইতেই উদ্ভূত। অনেকে আবার ব্রাহ্মীলিপিকে সেমিটিক বর্ণ বা অক্ষরাদি হইতে উৎপন্ন এইরূপ মত পোষণ করেন। ব্রাহ্মী লিপির কোন কোন অক্ষরের সহিত ফিনিসিয় অক্ষরাদির অত্যদ্ভুত সামঞ্জস্য থাকায় এবং প্রাচীন Arameanদের সহিত ভারতীয় আর্যদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংযোগ থাকায় অনেকে আবার প্রাচীন Aramite অক্ষরাদিই ব্রাহ্মীলিপির পূর্বরূপ বলিয়া অনুমান করেন। সাধারণভাবে ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন আর্যগণ কর্তৃক দেবভাষা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আবিষ্কৃত হয়। মহাপণ্ডিত James Prinsep সাহেব এই ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন। ইহা সর্ববাদী স্বীকৃত যে, প্রাচীন আর্যগণ বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে শব্দশাস্ত্র ও ভাষাশাস্ত্রে এত অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে প্রাচীন যুগে অন্য কোন জাতি তৎসমকক্ষ ছিলেন না; কাজেই সংস্কৃত ভাষা-ভিত্তিক ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ও তাহাদের উচ্চারণাদি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় ভাষা ও লিপিবিশারদ জার্মান পণ্ডিত প্রখ্যাত Bühler সাহেব প্রাচীন ভারতীয় লিপিসমূহকে ৮টি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন—যথা (১) দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লেখা লিপি। (২) খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের প্রাচীন মৌর্যলিপি—মহারাজা অশোকের শিলালেখসমূহের অধিকাংশই এই লিপিতে লেখা এবং এই সব শিলালিপি জনসাধারণের জন্যই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে খোদিত হয় এবং ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে ভারতে লিপিবিদ্যার অনুশীলন বেশ ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। (৩) প্রাচীন কলিঙ্গ লিপি—ইহাকে দ্রাবিড় লিপিও বলা হয়। (৪) প্রাচীন পশ্চিম দাক্ষিণাত্য লিপি অথবা অন্ধ্র লিপি। (৫) পরবর্তী মৌর্য লিপি (Later Maurya type)। (৬) সুঙ্গ লিপি। (৭) নানা শাখায় পল্লবিত উত্তর ভারতীয় লিপিসমূহের আদর্শস্থানীয় মূল লিপি (Proto types of North Indian Subdivisions) ও (৮) নানা শাখায় পল্লবিত দক্ষিণ ভারতীয় লিপিসমূহের আদর্শ-স্থানীয় মূল লিপি। পরবর্তী যুগে উপরোক্ত আটটি বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভাগের স্থলে মাত্র তিনটি বিভিন্ন বিভাগ পরিলক্ষিত হয় যথা—উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় এবং এতদতিরিক্ত ভারতীয় লিপিসমূহ হইতে উদ্ভূত শাখা লিপি (Further Indian Branch)। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে চতুর্দশ শতকের ভিতর ভারতীয় মধ্যযুগের

এবং আধুনিক যুগের লিপিসমূহ উপরোক্ত ৭ম বিভাগের অনুকরণ লিপি হইতে উদ্ভূত।

আনুমানিক ৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের শাসন ও একাধিপত্য বিস্তার করে। যদিও খ্রীষ্টীয় ৬০০ (ছয় শতকে) গুপ্তসাম্রাজ্যের ক্ষমতা অবলুপ্ত হয় তথাপি আরও প্রায় ২০০ বৎসর গুপ্তবংশ টিকিয়া থাকে। গুপ্তশাসনকাল ভারতের ইতিহাসে সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু ঐ সময়েই ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের ভিতর ভীষণ কলহের সূত্রপাত হয় এবং শেষাধে ব্রাহ্মণরাই জয়ী হয়। ইহার ফলে বৌদ্ধদিগের ভাষা ও লিপি পালি ও প্রাকৃতের প্রচলন বন্ধ হয় এবং পঞ্চম শতাব্দী হইতে উত্তর ভারতে এ ভাষা ও লিপি প্রায় নির্মূল হয় এবং সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ প্রচলন হয়; ইহাই ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির ধারক ও বাহক। ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈনরাও এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে থাকেন এবং ভারতের সর্বত্র ইহাই হয় শিক্ষার বাহন। সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য এইভাবে অপ্রতিহত হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত থাকে—অবশেষে ইসলামিক আক্রমণের ফলে সংস্কৃত ভাষা নিজ গৌরবচ্যুত হয় এবং মুসলিম শাসকসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সি ও উর্দু ভাষা ভারতে গৌরবের আসন অধিকার করে।

এমত অবস্থায় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে প্রকাশিত গুপ্তলিপি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত হয় ও কালে তাহাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকাংশ লিপিরই পূর্ব-রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লিপিবিশারদ পণ্ডিতদের মতে ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত লিপি নাগরী বা দেবনাগরী পরিপুষ্ট হয় এই গুপ্ত-লিপি হইতে উদ্ভূত কোন এক লিপির মাধ্যমে। সিদ্ধমাতৃকা লিপি হইতেও ইহা কিছুটা রূপ পরিগ্রহ করে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। নাগ লিপি ও দেবনাগরী লিপির মধ্যে কোনই সংযোগ নাই। অনেকের মতে দেবনাগরী লিপি শহরে বা নগরে প্রচলিত লিপি বিশেষ—নগরলিপি বলিয়া নাগরী নামে খ্যাত। নাগরী লিপিতে সর্বপ্রাচীন লেখ খ্রীষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকের বলিয়া স্বীকৃত। নাগরী লিপির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় যে, এই লিপি লম্বাধরনের পুচ্ছাকৃতি ও বেশ বড় মাত্রা সংযুক্ত। এই লিপি উদ্ভাবনের পর প্রথম ২।৩ শতাব্দী ধরিয়া অতি ধীরে পরিপুষ্টতা লাভ করে। একাদশ শতকে ইহা সুদৃঢ়রূপ পরিগ্রহণ করে ও উত্তর ভারতের বহু স্থানে প্রচলিত হয়। একাদশ ও তৎপরবর্তী শতকে তালপত্রে লিখিত পুঁথিসমূহে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর দাক্ষিণাত্যে এই লিপির প্রচলন দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রচলিত নাগরীলিপির রূপকে নন্দী নাগরী লিপি বলা হয়। কিন্তু এই নাম অপ্রচলিত। ৮ম শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া একাদশ শতাব্দী

যাবৎ ইহা নিজ বৈশিষ্ট্য ও রূপ পরিগ্রহ করে। উত্তর ভারতে প্রচলিত লিপি হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—অক্ষরাদির পুচ্ছাকৃতি টান বা মাত্রার অভাবে। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ শতকের লেখমালা ইত্যাদিতে ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় কর্ণাট প্রদেশে (Kenarese)। নাগরীলিপিকেই আধুনিককালে দেবনাগরী বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিম্বদন্তী এরূপ যে দেবগণ এই লিপি ব্যবহার করিতেন ; সেইজন্য ইহার নাম "দেবনাগরী।" আবার দেবাদিদেব ব্রহ্মা কর্তৃক ব্যবহারের ফলে ইহার অপর নাম "রাজকীয় নাগরী।" পণ্ডিতগণের মতে এই লিপিকে অতি বিশুদ্ধ লেখাপ্রণালী বলা চলে। ইহার একটি মাত্র দোষ যে প্রতি ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে অলিখিত 'অ' শব্দের ব্যবহার। এই লিপিতে ৪৮টি বিভিন্ন সঙ্কেত চিহ্ন আছে ; ইহার ভিতর ১৪টি স্বরবর্ণ (Vowels & dipthongs) ও বাকী ৩৪টি মূল ব্যঞ্জনবর্ণ (basic consonants known as 'aksharas')। শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে আবার উচ্চারণ স্থানানুযায়ী ৭টি বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়, যথা :—কণ্ঠবর্ণ (gutterals), তালব্য বর্ণ (palatals), মূর্ধন্যবর্ণ (cacuminals), দন্ত্যবর্ণ (dentals), ওষ্ঠ্যবর্ণ (labials), উষ্মবর্ণ (sibilants) এবং অন্তঃস্থ বর্ণ। দেবনাগরী লিপিকে সাধারণতঃ দুইটি মূল বিভাগে ভাগ করা যায় :—পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের দেবনাগরী। বহু শতাব্দী ধরিয়াই এই দুই বিভাগ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। এই লিপি ও ভাষা ভারতের সর্বত্রই বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের ভাব আদানপ্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়াই ইহার গুরুত্ব সমধিক। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের অব্যবহিত পরে সুলতান মামুদের উপর্যুপরি প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ভারতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষপাদে মুসলিমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ফলে উত্তরভারতে হিন্দু রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটে। ভারতীয় লিপি ও ভাষার পরিবর্তে শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি লিপি ও ভাষার প্রচলন শুরু হয়। এই সময়ে বা এই যুগেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রচলিত হইতে থাকে। ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উর্দু ও ফারসী ভাষা ও লিপি মুসলিম শাসনে বেশ ভালভাবেই প্রসার লাভ করে। রাজদরবারে সম্মানের আসন লাভের জন্য সকলকেই ঐ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইত। কিন্তু তাহা বলিয়া সংস্কৃত ভাষার চর্চা বন্ধ হয় নাই। দেবস্থান ও পুরাতন শিক্ষার কেন্দ্রে সংস্কৃতের আলোচনা ও প্রচলন অপ্রতিহত থাকে। ব্যুলার সাহেবের (Bühler) মতে সারদালিপি পশ্চিমাঞ্চলের গুপ্তলিপি হইতে উদ্ভূত। ইহা অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং অদ্যাপি পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই লিপির প্রতি অক্ষরেরই দেবনাগরী অক্ষরের সহিত মিল আছে, যদিওবা ইহাদের গঠন প্রণালীর স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। বঙ্গভাষার লিপি বা অক্ষরাদির মূল হিসাবে পূর্বভারতে প্রচলিত নাগরী লিপির গোলাকৃতি ও অর্ধগোলাকৃতি অক্ষরসমূহ

হইতে উদ্ভূত কোন লিপি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা প্রায় একাদশ শতকের শেষভাগে রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য অনেক পণ্ডিতের মতে আবার সপ্তম শতকে উত্তর ভারতের শিলালিপিসমূহে ব্যবহৃত লিপির পূর্বাঞ্চলীয় লিপি হইতে দুইটি বিভিন্ন লিপি উদ্ভূত হয়—একটি পূর্বাঞ্চলের ও অপরটি পশ্চিমাঞ্চলের—প্রথমটিই বঙ্গ ভাষার লিপিসমূহের মূল হিসাবে পরিপুষ্ট হয়, শেষেরটি সিদ্ধমাতৃকা লিপির রূপ পরিগ্রহ করে। সপ্তম হইতে নবম শতকের ভিতর প্রথমটি স্বাধীনভাবে রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে এবং দশম শতকে নাগরী লিপির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ঐ শতকের শেষভাবে বঙ্গভাষার লিপির মূল হিসাবে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সর্বপ্রাচীন বঙ্গভাষার লিপির আসল রূপ যে অনুশাসনে পাওয়া যায় তাহা প্রথম মহীপালের বানগড় শিলালিপি (খ্রীষ্টিয় ৯৭৫-১০২৬) এবং ঐ লিপিতে লিখিত পুঁথির লেখাকাল একাদশ হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতর বলিয়া অনুমিত হয়। বাংলাভাষার বর্ণমালা ঐ লিখিত মূল হইতেই ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলা ভাষার লিপি প্রায় পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। পরবর্তী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ লিপির কোন পরিবর্তনই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার বর্ণমালার গঠন ও রূপ প্রায় এক ছাঁচের হইয়া উঠে কারণ ঐ সময়েই বাংলাভাষায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয়। বাংলা ভাষার বর্ণসমূহের সংখ্যা ও বর্গাদি দেবনাগরী ভাষার অক্ষরাদির সহিত একই রূপ। বাংলা ভাষারই এক বিশেষ রূপ অসমীয়া ভাষা ও লিপির রূপ হিসাবে প্রচলিত। উড়িয়া ভাষাও বাংলা ভাষার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত যদিও বা উড়িয়া ভাষার লিপি বা অক্ষরাদিতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেশ হিসাবে তামিল ও তেলেগু লিপির সহিত সামঞ্জস্য বর্তমান। মৈথিলী ভাষাও বাংলাভাষার সহিত সংযুক্ত। মণিপুরী ভাষা ও লিপি বাংলা ও অসমীয়া ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়।

লিপির আবিষ্কারের পর থেকে মানুষের পক্ষে নিজ নিজ মনোভাব অতি সহজেই ব্যক্ত করার পথ প্রশস্ত হয় এনং দেশদেশান্তরেও তাহা পাঠানো সম্ভব হয়। হাতে লেখা পুঁথির প্রচলন এই থেকেই বৃদ্ধি পায় এবং এই কাজের জন্য নকল নবীশের প্রয়োনন অনুভূত হয়। একটি পুঁথিকে দুইটি বা তিনটি বা আরো বহুসংখ্যক করিতে হইলে নকল নবীশের প্রয়োজন। কিন্তু নকল নবীশদের কাজেও অনেক ভুলত্রুটি থাকে এবং নকল করিতে হইলে যে সময়ের প্রয়োজন তাহাও খুব বেশী ; এইসব কারণে সভ্য মানুষ এমন এক পন্থার প্রয়োজন বোধ করিল যাহা দ্বারা অল্প সময়ে একই নমুনা হইতে আরো অধিক সংখ্যক হুবহু নকল করা যায়। এই কৌশলের আবিষ্কারই হইল ছাপ তোলার কৌশল বা ছাপা এবং এই কৌশল থেকেই উত্তরকালে মুদ্রণ শিল্পের জন্ম। ছাপা বা ছাপ তোলার কাজ মানুষের অজানা ছিল না—তার পরিচয় আমরা পাই মহেঞ্জোদাড়োর ঐতিহাসিক স্তূপে। ভূতল হইতে প্রাপ্ত বহু সিল্

বা মোহরে একই রকম ছাপ পাওয়া গিয়াছে। নরম অবস্থায় মাটির চাকৃতির উপর লিখিত বিভিন্ন চিহ্নের ছাপ আজও বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন লিপির নিদর্শন হিসাবে পৃথিবীর বহু যাদুঘরে রক্ষিত আছে। আসিরীয় কিউণিফর্ম লিপি, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক অক্ষরাদি, এবং সিন্ধু উপত্যকার বিভিন্ন সিল ও সিলিণ্ডার ও অর্থাৎ নল বেলুনাকৃতি মোহর প্রভৃতি প্রাচীনকালের মুদ্রণরীতির প্রমাণ আজও বহন করে —এই সবকে মুদ্রণের গোড়ার বা প্রাথমিক অবস্থা বলা চলে। ছোট ছোট কাঠের টুকরার উপর কারুকার্য খোদাই করিয়া তাহার উপর কালি লাগাইয়া কাগজে বা কাপড়ে ছাপ তোলা যায়—এই প্রথাও আমাদের দেশে বহু পুরাতন। ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানে ও গির্জায় প্রায় দেখা যাইত যে, যীশুর ছবি এইভাবে কাঠে খোদাই করিয়া তাহা কাগজে ছাপিয়া ধর্মপ্রচারকরা বিলি করিতেন। জনসাধারণও তীর্থ করিতে বাহির হইয়া বিভিন্ন গির্জা বা মঠ থেকে এই রকম ছবি সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া আসিত আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিবার জন্য। এদেশেও এই প্রথা এখনও চালু আছে; অনেকেই কালীঘাটের পটসংগ্রহ করিয়া থাকে। স্মারক হিসাবে প্রতি তীর্থস্থানের ও তথাকার দেবদেবীর ছবি কেনাও প্রচলিত। প্রথমে এই সব ছবির সঙ্গে আর কিছু লেখা থাকিত না কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, ছবির সঙ্গে ঐ ছবি বোঝাইবার জন্য কিছু কিছু লেখাও ঐ একই ভাবে ছাপা হইত। সব দেশে সব যুগেই মানুষ প্রগতিশীল—ছাপা তোলার পরের ধাপ হল জিলোগ্রাফী বা জাইলোগ্রাফী (Xylography)—কাঠের ওপর অক্ষর কুঁদিয়া বা খোদাই করিয়া ছাপা। প্রথম ২।১টি বর্ণ হইতে শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বাক্য ও লাইন তথা কারুকার্য সব খোদাই করিয়া ছাপা হইতে লাগিল। পরের ধাপ হইল ব্লকবই ছাপা। কাঠের টুকরা খোদাই করিয়া ছাপ তৈরী করাকে ব্লক বলা হয়। এইভাবে ছাপা বিভিন্ন কাগজ একসঙ্গে বাঁধাই করিয়া বই-এর আকারে বার করাই হইল ব্লকবই-এর সূত্রপাত। এই ব্লকবই সচরাচর তিন রকমের হইত :—(১) কেবলমাত্র ছবির ব্লক অথবা সেই ব্লকের ভেতরই কথা বা অক্ষরাদি একই সঙ্গে খোদাই করা থাকে এবং তাহা হইতে মুদ্রিত বই (২) ছবির ব্লক ও কথা বা অক্ষরের ব্লক আলাদা আলাদা পাতায় থাকে অথবা একই পাতায় পৃথক ব্লকে ছাপা থাকে এবং (৩) ছবিহীন পাতা, শুধু কথাই ছাপা থাকে।

এই ব্লকবই ছাপার সব চেয়ে পুরাতন নমুনা পাওয়া যায় চীনদেশের তুন্‌হুইয়াং (তুর্কীস্থান) অঞ্চলের এক পর্বতগুহায়। ঐ গুহা 'সহস্র বুদ্ধের গুহা' নামে বিখ্যাত (Cave of thousand Buddhas). Sir Aurel Stein তাঁহার গবেষণা ও প্রত্নতত্ত্বের কাজে ঐ অঞ্চলে গিয়া ঐ গুহা হইতে বহু পুঁথিপত্র যোগাড় করিয়া বৃটিশ মিউজিয়ামে লইয়া যান। ঐ পুঁথির সংগ্রহের ভিতরই পৃথিবীর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার নাম হীরকসূত্র বা Diamond Sutra। ইহা বৌদ্ধ

ধর্মগ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ এবং ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াংচি (Wang-chi) কর্তৃক মুদ্রিত। ইহার আরম্ভেই শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের একটি ছবি আছে। উহাতে দেখান হইয়াছে যে, তিনি পদ্মাসনে বসিয়া ধর্মালোচনা করিতেছেন আর তাঁহার চারিধারে বিভিন্ন দেবদেবী ও ঋষিরা জড় হইয়াছেন। চীনদেশে আবিষ্কৃত ও প্রথম প্রচলিত হইলেও প্রায় ৫০০ বৎসর পরে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে এই ধরনের ব্লকবইএর প্রচলন পাওয়া যায়। ইউরোপে কাগজ প্রস্তুত প্রণালীরও প্রচলন হয় চীন দেশের অনেক পরে। ইউরোপের সর্ব প্রাচীন ও সবচেয়ে বিখ্যাত ব্লকবুকের নিদর্শন হিসাবে 'গরীবলোকের বাইবেল' (Biblia Pauperum বা Poorman's Bible) বইখানির নাম এখানে উল্লেখ করা উচিত। এই বইটিতে ছবির সাহায্যে যিশুর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রথম যাহা কিছু ছাপা হইত তাহা সবই একটা মসৃণ কাষ্ঠফলক বা ব্লকের উপর ছবি ও লেখা খোদাই করিয়া তাহাতে কালি মাখান হইত এবং কাগজের উপর চাপ দিয়া ছাপ তোলা হইত। কিন্তু ইহার পরবর্তী ধাপে দেখা যায় আধুনিক মুদ্রণ-কৌশলের সূচনা। ছাপার অক্ষরগুলি বা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর পৃথকভাবে তৈয়ারী করিয়া তাহাদের পাশাপাশি বিন্যাসে পদ, বাক্য ও লাইন সৃষ্টি করিয়া তাহা কালির সাহায্যে ছাপা। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় printing from moveable types অথবা typographic printing. মুদ্রণের ইতিহাসে ইহা বেশ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তথা পদক্ষেপ।

আধুনিক ছাপাখানার আবিষ্কর্তা কে তাহা লইয়া আবার সব পণ্ডিত এক মত নহেন। জার্মানীর জন গুটেনবার্গ অথবা হল্যাণ্ডের লরেন্স কষ্টর—এই দুই জনের মধ্যে কে আবিষ্কর্তা তাহা লইয়া নানা মতবাদ বিদ্যমান থাকিলেও গুটেনবার্গের নামই অধিক প্রচলিত। বিখ্যাত '৪২ পংক্তির বাইবেল' (42 Lines Bible) ইহার ছাপাখানা হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল। সে যুগে প্রচলিত হস্তাক্ষরের অনুকরণে টাইপ বা অক্ষরাদি প্রস্তুত করিয়া অতি যত্নের সহিত এই বাইবেল ছাপা হয়। যদিও মুদ্রণের সঠিক কোন তারিখ ইহাতে পাওয়া যায় না তবুও পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাহা মুদ্রিত হয়। মুদ্রণের ইতিহাসে উইলিয়াম ক্যাক্সটনের নামও অতি বিখ্যাত। ইনিই ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রাকর; ইউরোপের বহুস্থানে ঘুরিয়া ১৪৭৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ১৪৭৭ সালে ইহার প্রেস হইতে মুদ্রিত হয়। বইটির নাম Dictes and Sayings of the Philosophers. ইউরোপে প্রথমে জার্মানীতে ও পরে ক্রমশই ইতালী, হল্যাণ্ড, স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছাপাখানা বিস্তার লাভ করে। আমেরিকায় ছাপাখানার প্রচলন হয় ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।

আমাদের দেশে ছাপাখানার প্রথম পত্তন হয় ইংলণ্ডের প্রায় ১০০ বছর পরে।

অবশ্য বিদেশীদের কল্যাণেই আমাদের দেশে ছাপাখানার প্রথম প্রবর্তন। ক্রীশ্চান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারকালে দেশীয় ভাষায় বাইবেল ও আনুষঙ্গিক ধর্মপুস্তকের অভাব বোধ করেন এবং এই অভাব দূর করিবার জন্যই তাঁহারা বিদেশ থেকে মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া তাহার সাহায্যে এদেশে মুদ্রণশিল্পের সূত্রপাত করেন। এদেশে ছাপাখানার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম যুগের ছাপাখানার প্রচলন প্রায় সবই সমুদ্রোপকূল শহরে অথবা নদীতীরস্থ শহরে।

সম্ভবতঃ সে যুগে বাণিজ্য তথা বাহিরের সহিত আদানপ্রদানের প্রধান পথই ছিল জলপথ এবং এ পথেই বিদেশ হইতে মুদ্রণশিল্পের আগমন। ভারতবর্ষের পশ্চিককূলে অবস্থিত গোয়া, কোচিন, পুডিকাইল (Pudikail—কুমারিকা অন্তরীপের কয়েক মাইল উত্তরে), ব্যাপিকোটা (Vypicotta—Cranganore-এর ১ মাইল দক্ষিণে) ও অম্বলাকাডু (Ambalakadu—ত্রিচুর শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম) প্রভৃতি শহরেই এদেশে ছাপাখানার পত্তন প্রথম হয়। ঐসব শহর বা গ্রামই ভারতের Incunabulaর* উৎপত্তিস্থল বলা চলে। ভারতের পূর্বকূলে অবস্থিত ট্রাঙ্কুবার (Tranqueber), মাদ্রাজ, ফোর্ট উইলিয়াম, কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও হুগলী শহরসমূহ সে যুগের ছাপাখানার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। পরবর্তীযুগে বোম্বাই শহরে ছাপাখানার দ্রুত প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) গোয়াতে মুদ্রিত পর্তুগীজ ভাষায় "Conclusoes" নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুস্তক কোথাও সংরক্ষিত হয় নাই। পরবর্তী বৎসরে ঐ শহরেই প্রশ্নোত্তরের প্রথায় লেখা খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্পর্কীয় একটি পুস্তক St. Francis Xavier কর্তৃক পর্তুগীজ ভাষায় মুদ্রিত হয়।

আমাদের দেশে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে যে সব ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে Brother John Bustamante, John Quinquencio, John of Emden, Joannes Gonsalvez এবং মুদ্রণ সম্পর্কে পর্তুগালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও Br. John Bustamanteকে ছাপার কার্যো সাহায্যকারী কতিপয় অনামী ভারতবাসীর কথা সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা উচিত। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ তাঁহাদের প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য এদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণের জন্য ব্যাগ্র হন। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ভারতে তাঁহাদের নবলব্ধ রাজ্যের শাসন পরিচালনার সুবিধার্থে ও প্রশাসন-অধিকারিকগণের ব্যবহারের জন্য দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই দুই বিভিন্ন কারণ একত্র মিলিত হইয়া এদেশে ছাপাখানার প্রচলনে অনুপ্রেরণা দেয় ও সাহায্য করে। ভারতীয় ভাষার অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক ছাপা হয় কোচিনের সন্নিকটে Ambalakadu

* ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের প্রথমযুগে (অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) ছাপা বইকে সচরাচর ইনকুনাবুলা বলা হয়।

গ্রামে। এই শহরে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে Joannes Gonsalvez নামে এক ব্যক্তি প্রথম 'Malabar' টাইপ খোদাই করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঐ মুদ্রণের কোন নিদর্শনই নাই। ইহার পরবর্তী যুগে দিনেমার ধর্মপ্রচারকগণের আগমন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাঙ্কুবার শহরে Ziegenbalg ও Plutschau নামে দুজন দিনেমার বসবাস করেন। তাঁহারা তামিল ভাষার অক্ষরের নমুনা জার্মানীর Halle শহরে ছাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সকল তামিল অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত হইয়া আসিলে দেখা যায় যে, উহা পুস্তকে ব্যবহারোপযোগী মাপ অপেক্ষা আকারে বড় হইয়াছে। অগত্যা Ziegenbalg নিজেই স্বহস্তে তামিল অক্ষরের জন্য ছোট ছোট ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া ও তদনুযায়ী টাইপ ঢালাই করিয়া ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে তামিল ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট (New Testament) মুদ্রিত করেন। এই শতাব্দের শেষার্ধে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ভেপারী (Vepery) শহরে তামিল ভাষাবিদ পণ্ডিত Fabricius কর্তৃক তামিল-ইংরাজী অভিধান ছাপা হয়। এই মুদ্রণশালাই পরবর্তী যুগে Diocession Press হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তকের নাম Halhed কৃত A Grammar of the Bengal Language। উহা Andrews সাহেবের হুগলীতে অবস্থিত ছাপাখানা হইতে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইতঃপূর্বে বাংলা অক্ষরের কোন ছাঁচ কাটা হয় নাই। কাজেই ঐ পুস্তক ছাপিবার জন্য বাংলা টাইপের ছাঁচকাটার প্রয়োজন দেখা দেয়। তদানীন্তন সিভিলিয়ান Sir Charles Wilkins-এর বাংলাভাষার টাইপ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং হালহেড সাহেবের বইটি ছাপার জন্য তিনি স্বহস্তে ছেনী ও হাতুড়ি লইয়া বাংলা অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করেন। ইহার পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে H. P. Foster কৃত 'A Vocabulary in two parts—English & Bengali & Vice-versa' মুদ্রিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষের ছাপা বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান বলিয়া স্বীকৃত।

ছাপাখানার প্রথম যুগে ছাপা বাংলভাষার আরো কয়েকখানি পুস্তকের নাম দেওয়া হইল :—(১) ইম্পে কোড—জোনাথন ডান্‌কান দ্বারা বাংলা ভাষায় অনূদিত ও কোম্পানীর প্রেসে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। (২) লর্ড কর্ণওয়ালিসের কোড্—এইচ. ডি. ফষ্টার দ্বারা বাংলা ভাষায় অনূদিত ও কলিকাতায় সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত। শেষোক্ত বাংলা অনুবাদ ছাপা হয় নূতন বাংলা টাইপে। (৩) ইহার পরেও ১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী আইন ইত্যাদির বাংলা তর্জমা ছাপা হয়। এই পুস্তকের কপি অদ্যাবধি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। হালহেড সাহেবের উল্লিখিত বাংলা ব্যাকরণ পুস্তকের পর অনুরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক হিসাবে ফষ্টার সাহেব প্রণীত "A Vocabulary in 2 parts—English & Bengali & Vice-versa" পুস্তকের নাম পূর্বে করা হইয়াছে। অনুরূপ আরও একখানি বাংলা বই "An Extensive Vocabulary—Bengali & English" মুদ্রিত হয়। ইহার

আখ্যাপত্রে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কথা মুদ্রিত আছে এবং ইহার লেখক A. Upjohn. পূর্বোল্লিখিত ফষ্টার সাহেবের বইখানি ১৭৯৯ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার চৌরঙ্গী প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। ঐ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই অপর একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটে যাহা এদেশে মুদ্রণের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত। উহা শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা।

যদিও বাংলা দেশের প্রথম ছাপাখানা গোয়া ও মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্য অঞ্চল অপেক্ষা পরে প্রবর্তিত হয় তথাপি কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রথম মুদ্রণের কার্য বেশ দ্রুতভাবেই অগ্রসর হয়—যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হয় নাই। ক্রীশ্চান মিশনারীদের প্রয়োজন ছাড়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন-কর্মচারীর পক্ষে এ দেশীয় ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং এই কারণেই নাথানেল ব্রেসী হালহেড কৃত 'ফিরিঙ্গীনাম্ উপকারার্থ' উপরোক্ত বাংলা ব্যাকরণ প্রথমে মুদ্রিত হয়। কোম্পানীর প্রশাসন কর্ম্মচারীগণকে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্রদের পঠনপাঠনের জন্য দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত কোন বই না থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় দেশীয় ভাষাসমূহের ছাপাখানা স্থাপনের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন এবং দেশীয় ভাষায় টাইপ ঢালাই ও বই ছাপার কাজে অনেককে উৎসাহ দান করেন। তৎকালে কলিকাতা ও তৎপার্শ্বস্থ অঞ্চলের অধিকাংশ ছাপাখানাই বিদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইত। ইংরাজ অথবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের হাতেই বেশীর ভাগ ছাপাখানার পরিচালনার ভার ছিল। এই সব ছাপাখানায় দেশীয় ভাষার অক্ষরাদির ছাঁচ ও সাঁট (fount) যথাযথ ও মনোমত হইত না। কর্তৃপক্ষ এই কারণে দেশীয় ভাষায় পণ্ডিত ও মুন্সিদের যথাযথ ছাপার হরফের ডিজাইন দিবার জন্য উৎসাহিত করেন—যাহাতে দেশীয় বিভিন্ন ভাষার আদর্শ সাঁট (fount) প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। যে সব ছাপাখানা দেশীয় ভাষায় এই সব অনুমোদিত অক্ষর বা টাইপে পুস্তকাদি ছাপিত তাহারা কোম্পানী কর্তৃক অনুগৃহীত হইত—কোম্পানী তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ফার্সী (পারস্য) হিন্দী ও বাংলা ভাষার শিক্ষক মহাশয়গণ স্ব-স্ব ভাষার নূতন ও সুন্দর সুন্দর অক্ষরের নক্সা প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে অক্ষরের ছাঁচ তৈয়ারের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে কলিকাতা শহরে কিছু সংখ্যক নূতন ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং সেখানে এই সব দেশীয় ভাষার নূতন ও সুন্দর অক্ষরে পুস্তক ছাপা হইতে থাকে। এই সব নূতন পুস্তক তৎকালীন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকমাহাশয়দের দ্বারা লিখিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জনৈক শিক্ষক কালীকুমার রায় মহাশয়ের বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর বিধায় তাঁহার লেখার নমুনার উপর উপর ভিত্তি করিয়া পঞ্চানন কর্ম্মকার বাংলা অক্ষরের নক্সা, ছাঁচ ও সাঁট প্রস্তুত করেন ও সেই ছাঁচ

হইতেই টাইপ ঢালাই হয়। কলেজের নিজস্ব ছাপাখানা থাকায় তথায় প্রথমে হিন্দী পুস্তকাদি ছাপা হয়। কলেজের ছাপাখানা হইতে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় বই ও পুস্তিকাদি ছাপা হয়। এদেশের ছাপাখানার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপাখানার অবদান নিতান্ত সামান্য নহে।

উইলকিন্স্ সাহেবের বাংলা টাইপের প্রতি যে প্রীতি ছিল তাহা দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়াই তিনি বাংলা টাইপের সাঁট প্রস্তুত করেন। বস্তুতঃ তিনি এ ব্যাপারে পথিকৃৎ; এইজন্যই তাঁহাকে "বাংলার ক্যাক্সটন" বলা হয়। পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক হুগলী জেলা নিবাসী এক কামারকে উইলকিন্স সাহেবই স্বহস্তে টাইপকাটা ও ছাঁচ প্রস্তুত করা ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষা দেন। পঞ্চানন কর্মকার অতি অল্পকাল মধ্যেই এই শিল্পে অসাধারণ দক্ষতা অর্জ্জন করে এবং নিজ পারদর্শিতার জন্য এই শিল্পের ইতিহাসে নিজের গৌরবের আসন অধিকার করে। তাহার জামাতা (কাহারও কাহারও মতে ভাগিনেয়) মনোহরও এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া কুশলী-শিল্পী বলিয়া পরিগণিত হয়; এই পঞ্চানন হইতেই এদেশে দেশী ও বিদেশী নানা ভাষার টাইপ প্রস্তুতের ধারাবাহিক কার্য্য স্থরু হয়।

বাংলা দেশে ছাপাখানার প্রচলন সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইলেই প্রথমে কেরী, মার্শমেন ও ওয়ার্ড সাহেবের কথা বলা আবশ্যক। তাঁহাদের প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশের শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট্ মিশন প্রেসে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষা ও বিদেশী বহু ভাষায় ছাপার কাজ আরম্ভ হয়। একথা অবিসংবাদী সত্য যে, সে যুগে বিদেশীয় মিশনারী-দের প্রচেষ্টায় ও যত্নে আমাদের ছাপাখানা বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করে। এ সম্পর্কে কেরী ও মার্শমেন সাহেবের ক্লান্তিবিহীন পরিশ্রম ও অপ্রমেয় দান যে কৃতজ্ঞ বাঙালীর শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে সপ্রেম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার অক্ষয় পরিচয় অদ্যাপি অম্লান রহিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকে পঞ্চ সতীর যে বন্দনা আছে সেকালে তাহারই ভিত্তিতে রচিত-শ্লোকে যে পাঁচজন ফিরিঙ্গি সাহেবকে সেকালের লোকেরা ভক্তিভাবে স্মরণ করিত তাহার মধ্যে কেরী ও মার্শমেন অন্যতম। সেই শ্লোকটি এইখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"হেয়ারকল্বিন পামরশ্চ কেরী মার্শমেন স্তথা
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।"

খৃষ্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সপরিবারে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন নীলকুঠির ডাক্তার পাগলা টমাস সাহেব। বিলাত হইতে দ্বিতীয়বার ভারতে যাত্রার পূর্বে টমাস সাহেব নানান রঙিন কথায় ভারতীয় পরিবেশের কথা বলিয়া কেরী সাহেবকে কলিকাতায় আসিতে প্ররোচিত করেন; কিন্তু কলিকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাঁহাকে বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হওয়ায়

কেরী সাহেবের পারিবারিক জীবনে সেই সব রঙিন কথা আর বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে নাই। ভারতে যাত্রাকালে যে পয়সা তাঁহার হাতে ছিল ও যাহা বৎসরাধিককাল চলিবে এইরূপ অনুমিত ছিল তাহা দুমাসের ভিতরই নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসুখবিসুখে ও অভাব অনটনে তাঁহার স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। এই সময়ে রামরাম বসু মহাশয়ের খুল্লতাত দয়াপরবশ হইয়া বিনা ভাড়ায় সুন্দরবনের নিকট কিছু জমি কেরী সাহেবের বাসের জন্য দান করেন। রামরাম বসু টমাস সাহেবকে বাংলা শিক্ষা দিতেন; কেরী সাহেব রামরাম বসুকেই নিজ মুন্সী হিসাবে নিয়োগ করেন। সুন্দরবনের তৎকালীন অবস্থা সহজেই অনুমেয় —জলে কুমীর ও ডাঙ্গায় বাঘ। কেরী সাহেবকে হয় ত সেইখানেই যাইতে হইত যদি না টমাস সাহেব মালদহের মদনবাটীতে নীল চাষের তদারকি করিবার জন্য একজন পরিদর্শকের কাজ তাঁহার জন্য ঠিক করিয়া দিতেন। ১৫ই জুন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব সপরিবারে মালদহে গমন করেন। এইস্থলে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তে তিনি ধর্ম্মপ্রচার তথা ধর্ম্মপুস্তক তর্জ্জমার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন এবং নিজ অধ্যবসায়ে নিউ টেষ্টামেণ্ট বাইবেলের বাংলা তর্জ্জমা কাজ সম্পন্ন করেন। এই সময়ে ৪০ পাউণ্ড মূল্যে একটি কাঠের পুরাতন প্রেস ক্রয় করিয়া কেরী সাহেব তাঁহার কর্ম্মস্থল মালদহ জেলার মদনবাটীতে লইয়া যান। ইহার কিছু পরে কেরীর জনৈক বন্ধু উইলিয়াম ওয়ার্ড বিলাত হইতে পত্রযোগে জানান যে, তিনিও কেরীর সহিত একযোগে কাজের জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বিলাত হইতে ৪টি পরিবার কলিকাতা পৌছিলে কলিকাতার বৃটিশ সরকার তাঁহাদিগকে কলিকাতায় অবতরণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন না। তখন তাঁহারা কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল দূরে ও দিনেমার শাসনাধীন গঙ্গাতীরবর্তী শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন; ইঁহাদের ভিতরই ওয়ার্ড ও মার্শমেন ছিলেন। ঐ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর ওয়ার্ড মদনবাটিতে যাইয়া কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতেই স্থির হয় যে, তাঁহারা শ্রীরামপুরে একটি মিশন স্থাপন করতঃ স্কুল পরিচালা, ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ ও মুদ্রণ এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন; কারণ তৎকালীন বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল সচরাচর কলিকাতা ব্যতীত বঙ্গদেশের অন্য কোথাও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা বা খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য মিশন স্থাপনের অনুমতি দিতেন না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী সাহেব সদলবলে তাঁহার ছাপাখানার সরঞ্জামাদি লইয়া শ্রীরামপুরে পৌছিলেন। দিনেমার গভর্ণর **Colonel Bie** তাঁহাদের রক্ষা করিবার আশ্বাস দেন।

শ্রীরামপুরে স্থিতি লাভের পর কেরী সাহেব ঐ তর্জ্জমা পুস্তকাকারে ছাপিবার জন্য ব্যগ্র হন। কলিকাতায় ঐ পুস্তকের ১০,০০০ কপি ছাপিতে তাঁহার প্রায় ৪৩,৭৫০ টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু তখন সে সংস্থান তাঁহার কোথায়?

কেরী সাহেবের বাইবেলের বাংলা তর্জ্জমা এ প্রেস হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮০১ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রেসে ছাপিবার জন্য টাইপ ইত্যাদি কেরী সাহেবের সহযোগী মার্শমেন ও কেরীপুত্র ফেলিক্স কর্তৃক সংযোজিত হয়। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত এই বাইবেলের এত চাহিদা হয় যে, কেরীসাহেব উদ্দীপনা লাভ করেন এবং মনে উৎসাহ পাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় সকল ভাষায় বাইবেল তর্জ্জমা করিয়া ছাপার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহাদের মুদ্রণ যন্ত্রটির যথাযথ সংস্কার ও প্রভূত উন্নতি সাধন প্রয়োজন, নচেৎ তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার পরিকল্পনার স্বপ্ন সফল হওয়া দুরূহ—একথা কেরী সাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। প্রেসের উন্নতির মূলে থাকা চাই দক্ষ অক্ষর নির্ম্মাণশিল্পী। খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার একাজে যে সর্ব্বাধিক সাহায্য করিতে পারে সে হইল কলিকাতার একমাত্র সুদক্ষ শিল্পী পঞ্চানন কর্ম্মকার। পঞ্চানন সে সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে থাকিত এবং প্রাচ্যবিদ্যার বিখ্যাত পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেবের নিকট কলিকাতার ছাপার কাজকর্ম্ম করিত। কেরী সাহেবের প্রলোভন ও বহু অনুনয়-বিনয়সত্বেও তিনি পঞ্চাননকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা সংকল্পসাধনে অটল এবং দৃঢ়যত্ন কেরী সাহেব স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিঞ্চিৎ শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি কোলব্রুক সাহেবকে লিখিলেন যে, মাত্র কয়েক দিনের জন্য যদি তিনি পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে আসিতে অনুনতি দেন তাহা হইলেই তিনি ধন্য হইবেন এবং প্রেসের ব্যাপারে বিশেষ কিছু পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়া পঞ্চানন ফিরিয়া যাইতে পারিবে। কেরীর এরূপ সাধারণ অনুরোধ পালন করিয়া ভদ্রতা রাখিবার জন্যই কোলব্রুক সাহেব পঞ্চাননকে অল্পদিনের জন্য শ্রীরামপুরে যাইতে সরলান্তঃকরণেই নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু পঞ্চানন শ্রীরামপুরে আসিলে কেরী সাহেব দিনেমার সরকারের সাহায্যে তাহাকে প্রায় নজরবন্দী করিয়া রাখেন, যাহাতে সে আর শ্রীরামপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে না পারে। কোলব্রুক সাহেব মিশনারী কেরী সাহেবের ধূর্ত্ত বুদ্ধি ও চালাকি ধরিতে পারেন নাই; তিনি ভাল মনেই পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে আসিবার অনুমতি দেন, কিন্তু ধর্মান্ধ কেরী ছলে বলে ও কৌশলে কোলব্রুক সাহেবের হাত হইতে পঞ্চাননকে ছিনাইয়া লইলেন। কোলব্রুক সাহেব নানা উপায়ে পঞ্চাননকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য না হইয়া পঞ্চাননের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেরী সাহেবের মতে ধর্ম প্রচারের মত সৎ ও মহৎ কাজে সামান্য শঠতার আশ্রয় লওয়া দোষের নয়। তিনি বলেন যে, দেশে যখন পঞ্চানন ভিন্ন দক্ষ কারিগর আর কেহই নাই তখন কোলব্রুক সাহেব যে তাহার উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া রাখিবেন তাহার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। পঞ্চাননের দেশ ছিল হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে; পঞ্চানন ও মনোহর বহু বৎসর

ধরিয়া শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসে কাজ করিয়া মিশনের দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বহু পুস্তক মুদ্রণের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। ইঁহাদের সাহায্যেই কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি টাইপ ফাউণ্ড্রী স্থাপন করেন এবং দেশীয় বিভিন্ন ভাষায় টাইপের সাঁট প্রস্তুত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছাঁচের টাইপ ঢালাই করেন। এই সব বিভিন্ন দেশীয় ভাষার টাইপ যে কেবলমাত্র মিশনের ছাপার কাজে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, দেশের অন্যান্য প্রেসও এই টাইপ কিনিয়া নিজ নিজ ছাপার কাজে ব্যবহার করিত। কথিত আছে যে, এক দেবনাগরী ভাষার জন্যই পঞ্চানন ৭০০ বিভিন্ন টাইপের ছাঁচ তৈয়ার করেন। বয়স বাড়িয়া বার্দ্ধক্যবশতঃ যখন পঞ্চানন কর্ম্মশক্তি হারাইতে থাকেন সেই সময়ে মনোহর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন এবং প্রায় দীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরিয়া টাইপ ফাউণ্ড্রীর কর্ণধার হইয়া থাকেন ও মিশনের প্রেসের কাজে সাহায্য করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সুন্দর ও নূতন ছাপার টাইপ নির্ম্মাণ করা হয়। কেবলমাত্র বাংলা ভাষা নয়—বাংলা, দেবনাগরী, পারসী, আরবিক ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় সুন্দর সুন্দর হরফ প্রস্তুত করিয়া দেশের বিভিন্ন ছাপাখানায় প্রচলিত হয়। পঞ্চানন ও মনোহরের অবদান এদেশের ছাপাখানার ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ১৮০১ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ভিতর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দুই লক্ষেরও উপর বেশী বই ছাপা হয় এবং তাহা হয় ৪০টি বিভিন্ন ভাষায়। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেই সব বিভিন্ন ভাষার টাইপ শ্রীরামপুরেই প্রথম নির্মিত হয়—টাইপের নক্সা তৈয়ার, ছাঁচ তৈয়ার, পুরা সাঁট তৈয়ার ও টাইপ ঢালাই সব কিছুই ঐ মিশন প্রেসের ফাউণ্ড্রীতে তৈয়ারী হয়। তখনকার পারিপার্শ্বিক সব অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে ইহা একটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় বাইবেলের তর্জ্জমা ব্যতীত আরও বহু প্রয়োজনীয় বইও ঐ প্রেসেই ছাপা হয়। ভারতের মুদ্রণের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু যে উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রথম-ছাপা বই এইখানে ছাপা হয় তাহা নহে—এই প্রেস হইতেই আধুনিক বহু ভাষার টাইপের মানও নির্দ্দিষ্ট হয়। অসমীয়া ও আরবী ভাষারও প্রথম বই এই প্রেসেই ছাপা হয়।

কেরী সাহেবের দুই বন্ধু ওয়ার্ড ও মার্শমেন অতি পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ লোক। তাঁহাদের বিদ্যা ছিল প্রগাঢ়। সিদ্ধির পথে সব রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। বিচিত্র এই দেশে বিচিত্র লোকের মাঝে তাঁহারা সব অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া দেশীয় ভাষাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেকে একই ভাষা না শিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করেন। ফলে শ্রীরামপুর মিশন তৎকালে জ্ঞানের এক বৃহৎ কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। দেশী বিদেশী নানা ভাষায় তথায়

জ্ঞানের চর্চ্চা হইত। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সেকালে কী অদ্ভুতভাবেই না কাজ করিয়াছিল! সুষ্ঠুভাবে এই কার্য্য পরিচালনার মূলে ছিল কেরী ও তাঁহার অনুচর-বৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অভিনব কর্ম্মপ্রেরণা!

Bibliography

Bostwick, A. E. W.—Popular Libraries of the World, 1933 (A.L.A.)
Chakraborti, M. L.—Bibliography in Theory and Practice. World Press, Cal. 1975 (2nd edn.).
Clark, J. W.—Care of Books. (O.U.P.).
Cowley, J. D.—Bibliographical Description & Cataloguing. 1939, (Grafton).
Edwards Edward—Memoirs of Libraries. 2 Vols. 1889 (Trubner).
Esdaile, A.—British Musuem Library, 1947 (Allen & Unwin).
Esdaile, A.—Student's Manual of Bibliography, ed. 2. 1952 (A. L. A.)
McKerrow, R. B.—Introduction to Bibliography for Literary Student. 1928. (Clarendon Press, Oxford.)
Ohdedar, A. K.—গ্রন্থবিদ্যা ; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা ১৯৬২
Priolkar—The Press in India, Bombay.
Van Hoesen, H. B. & Walter, F. K.—Bibliography ; Practical, enumerative & historical, 1928. (Scribner).

দশম পরিচ্ছেদ

পুস্তক সংরক্ষণ

(Book Preservation)

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্তমানে গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থাগারে বইপত্র সাজাইয়া রাখিলেই শুধু হয় না, তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করিতে হয়। সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে অল্পদিনেই বইপত্র নষ্ট হইয়া যায়। পুথি, বই, ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার যাহাতে নষ্টের হাত হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক নানাবিধ উপায় সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হইল।

আমাদের গরমের দেশ। এখানে পোকা, মাকড়, উই, ইঁদুর, প্রভৃতির আক্রমণ খুবই বেশী। তাহা ব্যতীত আবহাওয়াও স্যাতস্যাতে। ফলে শীতের দেশের তুলনায় আমাদের গরম দেশে পুস্তক সংরক্ষণ অধিকতর আয়াসসাধ্য। যে সমস্ত কারণে বইপত্র সহজে নষ্ট হয় তাহার মধ্যে (১) ধূলাবালি ও নোংরা, (২) সূর্যালোকের প্রাচুর্য, (৩) আবহাওয়া, (৪) ড্যাম্প ও স্যাতস্যাতে আর্দ্র বায়ু, (৫) পোকা—শূক বা বিটল, মাছ পোকা, মাকড়, আরসোলা, (৬) ছত্রাক (**Fungi**), (৭) উই, (৮) ইঁদুর-এর আক্রমণই প্রধান। বিশেষভাবে আমাদের দেশের জলবায়ু পুস্তক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড বাধা। এছাড়া বই ফুটো-করা শূক পোকা (beetle) বইএর উপরের মলাট হইতে শেষ মলাট পর্যন্ত ফুটো করে ও বইএর ভিতর বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। আর উই আর ইঁদুর অতি অল্প সময়ে লোকচক্ষুর অগোচরে হাজার হাজার বই নষ্ট করিয়া ফেলে। এ সবের হাত হইতে গ্রন্থ সংরক্ষণের একমাত্র উপায় নিয়মিত বইপত্রের ঝাড়পোঁছ ও নাড়াচাড়া করা।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত **(Air-conditioned)** গ্রন্থাগার গৃহই আবহাওয়ার (জলবায়ু) হাত হইতে গ্রন্থ সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। পশ্চিমী দেশ সমূহে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য মোটামুটিভাবে তাপ-নিয়ন্ত্রণের **(Air-condition)** ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হইলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে এই তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্ভব নহে। তবে সরকারের সাহায্যে বড় বড় গবেষণা-গ্রন্থাগার (**Research Library**) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতার অভাবই আমাদের গ্রন্থাগারের

দূরবস্থার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। গ্রন্থাগারই জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র—এ বিষয়ে দেশবাসী ও দেশের সরকারকে সচেতন হইতে হইবে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে যথাযথ ভাবে বইপত্র সংরক্ষণের জন্য সর্বদা বইপত্র নাড়াচাড়া ও ঝাড়পোঁছ করা একান্ত প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, বইপত্র বহুদিন একভাবে আবদ্ধ থাকিলে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে বইএ ছাতা পড়ে ও ছোট ছোট বইকাটা পোকার আমদানি হয়। বর্ষাকালে স্যাতস্যাতে আবহাওয়া এড়ান যায় না। কাজেই বর্ষাকালে ও বর্ষার পর কয়েকমাস গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষভাবে অবহিত থাকা প্রয়োজন। ড্যাম্প বা স্যাতস্যাতে আবহাওয়ার প্রতিষেধক ভালো হাওয়া চলাচল ও সূর্যকিরণ। সুতরাং গ্রন্থাগার কক্ষে যাহাতে সোজা সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারে অথচ প্রচুর আলো হাওয়া খেলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বইপত্র মাঝে মাঝে রৌদ্রে রাখিলে অনেক সময় বেশ কাজ দেয়। ঐ গরমে ছত্রক নষ্ট করে ও পোকামাকড় মারা যায়। কিন্তু বেশীক্ষণ রৌদ্র লাগিলে বইএর কাগজ বাঁধাই সবকিছুই কিছু না কিছু নষ্ট হয়—বইএর মলাট বাঁকিয়া যায়, পাতাও মড়মড়ে ভঙ্গুর হইয়া উঠে। এ কারণ পোকামাকড় ও ড্যাম্প প্রভৃতির হাত হইতে বইপত্র সংরক্ষণের জন্য ধূপন (Fumigation) প্রথা উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে সূর্যরশ্মির ফল সমস্তই পাওয়া যায় অথচ বইপত্রের কোন ক্ষতিই হয় না। এই **Fumigation** বা ধূপন প্রথার আলোচনা পরে করা হইয়াছে।

বইপত্র আলমারির ভিতর বন্ধ না রাখিয়া খোলা জায়গায় যেখানে প্রচুর আলো হাওয়া আছে সেখানে শেলফ-এ রাখা ভালো। তাহাতে ধূলার উৎপাত বেশী হইলেও বইপত্রে ছাতা কম ধরে ও পোকার উপদ্রব কমে। রৌদ্র তাপের কথা আগেই বলা হইয়াছে। সরাসরি রৌদ্রের তাপে কাপড় কাগজ প্রভৃতি শক্তিহীন ও ক্ষণ ভঙ্গুর হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যাহাতে ক্ষতির পরিমাণ কম হয় গ্রন্থাগারে এমন আলো ও তাপের ব্যবস্থা করাই সমীচীন পন্থা। ভিজা স্যাতস্যাতে স্থানে ক্ষুদ্র জীবাণু (Bacteria), ছত্রক (Fungus) ও ক্ষারের ক্রিয়াকলাপ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আর্দ্রতার প্রধান দুইটি উপাদান হইতেছে, আর্দ্র বাতাসে থাকা Carbon Dioxide ও জলন্ত অঙ্গার বা কয়লার গ্যাস হইতে জাত গন্ধকাম্ল বা Sulphuric acid। এই কারণে আর্দ্র ভাব দূর করিতে প্রচুর বাতাস চলাচল একান্ত প্রয়োজন। বইএর তাকে বা আলমারিতে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium Chloride) ব্যবহার করিলেও এ ব্যাপারে উপকার পাওয়া যায়। তাপের কমবেশীর উপর জিনিসের সঙ্কোচণ প্রসারণ হইয়া থাকে। তাপের দ্রুত পরিবর্তনে জিনিসপত্র নষ্ট হয়। কাজেই ঠিক ঠিক ভাবে তাপের সমতা যত রক্ষা করা যায়, ততই বইপত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ভালভাবে রাখা চলে।

ধূলাবালি, পোকামাকড় ও অপরিচ্ছন্নতায় আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের যত সাবধান থাকিতে হয় বিদেশের গ্রন্থাগারিকদের ততটা সাবধান থাকিতে হয় না। শীতের দেশে পোকামাকড়, উই, ইঁদুরের দাপট কম। ধূলাবালিও আমাদের তুলনায় নাই বলিলেও চলে। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রন্থাগার সমূহে নিয়মিত ঝাড়পোঁছের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিংবা একটু অমনোযোগী হইলেই পোকামাকড়, উইইঁদুর বইপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। অথচ এ দেশের গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থা এমন, নিত্যনৈমিত্তিক ঝাড়পোঁছ সম্ভব তো হয়ই না, মাসে একবার একক্ষেপ করিয়া পরিষ্কার করাও হইয়া উঠে না। অথচ সর্বদা বই নাড়াচাড়া করা ও নিয়মিত ঝাড়পোঁছ আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে পুস্তক সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বিলাতে আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারে বিদ্যুৎ পরিচালিত 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে' ধূলোবালি টানিয়া লওয়া হয়। এইরূপে একটি যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক অনেক বেশী বই ও তাক পরিষ্কার করিতে পারে। লোক দিয়া ঝাড়পোঁছে প্রায়ই একস্থানের ধূলা অন্য স্থানে আশ্রয় নেয় ও লোকের নাকে মুখে ঢোকে; ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে এই সমস্ত অসুবিধার হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বড় বড় গ্রন্থাগারে এই যন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে বটে কিন্তু ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে, বিশেষতঃ গ্রামের সব গ্রন্থাগারে এর চলন সম্ভব নয়। এই যন্ত্র কিনিতে যে দুই চারি শত টাকা দরকার ও যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সরবরাহের প্রয়োজন তাহার কোনটাই আমাদের দেশে বর্তমানে সম্ভব নহে।

বোর্ড, কাঠ, চামড়া, কাপড় ও কাগজ,—এই কয় প্রকার জিনিসে বইপত্র তৈয়ারি হয়, আর এই কয় প্রকার জিনিসেই নানা রকম পোকা, মাকড় ও ছত্রক বা Fungus লাগে ও তাহা নষ্ট করে। আধুনিক যুগে এইসব জিনিসপত্র ভালভাবে রক্ষা করিতে হইলে এইসব রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ইহাদের পরিচর্যা করিবার প্রয়োজন হয়। এই সব রাসায়নিক পদার্থকে ইংরেজীতে এককথায় Preservative অর্থাৎ সংরক্ষণী রসায়ন বলা হয়। জলবায়ু ও তাপ আর্দ্রতার দ্রুত পরিবর্তনে সব জিনিসই,—বিশেষতঃ উপরোক্ত কাগজ চামড়া প্রভৃতি কয়েক প্রকার পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে চলিতে হইলে এইসব বিভিন্ন পদার্থের উপাদান ঠিক ভাবে জানা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন preservative chemical বা সংরক্ষণী রসায়ন-এর প্রয়োগ সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার।

সাধারণ ভাবে উই, ইঁদুর, আরশোলা, পোকামাকড় ইত্যাদির হাত হইতে বইপত্র বাঁচাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রচলন করা উচিত।

(১) বইপত্র সর্বদা নাড়াচাড়া ও নিয়মিত ঝাড়পোঁছ; (২) বইপত্র মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া অল্প সময়ের জন্য শুকাইয়া নেওয়া; (৩) বইএর তাকে ফিনাইল, কেরোসিন, তার্পিন তেল, আলকাত্রা ও সেলটক্স ব্যবহার; এতে পোকামাকড়

বিশেষ করিয়া উই আর ইদুরের উপদ্রব কমে। কর্পূর গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ন্যাপথালিন গুঁড়ো, গেমাক্সিন পাউডার ও ডি. ডি. টি. পাউডার তাকে ছড়াইয়া রাখিলেও উপকার পাওয়া যায়। এই গুঁড়ো তিনমাস পর পর তাকে ব্যবহার করা বিধেয়; (৪) সোহাগা চূর্ণ ও তুঁতে চূর্ণ তাকে বা বইএর গায়ে ব্যবহার করিলে আরশোলা ও পোকার হাত হইতে বইপত্র বাঁচান যায়। তাকে বা বইএর ভিতর কালো জিরে ছড়াইয়া রাখিলেও উপকার দর্শে; (৫) বই-কাটা পোকা আর বই-ফুটো করা পোকার হাত হইতে বইপত্র বাঁচাইবার জন্য বইএর ভিতর তামাক পাতা ও নিমপাতা রাখার রেওয়াজ আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পোকায় ধরা বই তাক হইতে সরাইয়া নিয়া পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাতে অন্য বইপত্র পোকা সংক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায়। সরাইয়া নেবার পর সেই পোকা-ধরা বইএর ভিতর কর্পূর গুঁড়া, লঙ্কার গুঁড়া, অথবা গেমাক্সিন বা ডি. ডি. টি. পাউডার ছড়াইয়া দিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়। তারপর বইএর ভিতর তামাক পাতা বা নিম পাতা রাখিলে উপকার দর্শে। পোকা ধ্বংসের জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফর্মাল ডি হাইড, কার্বন ডাই সালফাইড বা থাইমল প্রকোষ্ঠে ধূপীকরণ ব্যবস্থাই কার্যকরী ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। (৬) পুথি—বায়ুশূন্য বাক্সে বা বায়ুশূন্য তাকে নিম পাতা বা কালো জিরে দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে পুথি ভাল থাকে। ইহা ব্যতীত পুরু কাঠের মলাটের ভিতর পুঁথি রাখিয়া তারপর লাল খেরো মুড়িয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পুঁথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে যে দুইটি প্রাণী রাতারাতি বইপত্রের ধ্বংস সাধন করে তাহারা হতেছে উইপোকা ও ইদুর।

উই (Termite or white ants)—দিনের আলো ও সূর্যতাপ ইহারা সহ্য করিতে পারে না। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের উইপোকা দেখিতে পাওয়া যায়। একটু অসাবধান হইলেই রাতারাতি ইহারা বইপত্র ছারখার করিয়া দিতে পারে। দেখিতে পাওয়া তো যায়ই না, অনেক সময় বই খুলিবার আগে পর্যন্ত বুঝিতেই পারা যায় না যে সমস্ত বই ইহারা মাটি করিয়া দিয়াছে। উহারা সচরাচর দেওয়াল, মাটি বা মেঝের ভিতরে বাসা করে ও সহজে ইহাদের তড়োনো যায় না। তীব্র গন্ধে অনেক সময় উইপোকার উপদ্রব হ্রাস পায়। কেরোসিন তেল ও ক্রিয়োজোট তেল উইপোকার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উইলো (Willow) গাছের ছাল ও বার্চ (Birch) গাছ হইতে প্রস্তুত তেলও উইপোকা সহ্য করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত গেমাক্সিন পাউডার ও ডি.ডি.টি. পাউডার ব্যবহার করিলেও উপকার দর্শে; বইএর তাকে ফিনাইল ও crude creosote কেরোসিনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কাঠে উই লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইঁদুর (**Rodents : Rats, mice etc.**)—বইপত্রের অনিষ্টকারী আরেকটি জন্তু ইদুর। সুযোগ পাইলেই ইহারা বই, কাগজ, কাপড়, কাঠ প্রভৃতি মারাত্মকভাবে কাটিয়া নষ্ট করে ও বাসা বাঁধে। ইদুরকে নিয়মিত ভাবে তাড়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত ইউক্যালিপটাস, তার্পিণ তেল, কার্বন ডাইসালফাইড, সালফিউরিক এসিড, আলকাত্রা ইত্যাদি ব্যবহার করিলে ইঁদুরের উপদ্রব কমে। এই সবের তীব্র গন্ধ ইদুরের মনোমত নহে। ইঁদুর দূর করিতে হইলে ফাঁদ পাতিবার প্রয়োজন, টোপ দিয়াও ইঁদুর মারা যায়। বিদেশে বিড়াল পুষিয়া ইঁদুর মারিতে দেখা যায়। খাদ্যদ্রব্যে আর্সেনিক ক্লোরাইড বা বেরিয়াম কার্বনেট বিষ প্রয়োগে ইঁদুর মারা সহজ হয়। ইঁদুরের বাসা বা গর্তের মুখের কাছে কষ্টিক সোডা ছড়াইয়া দিলেও উপকার হয়। হাতে রবারের দস্তানা পরিয়া সাবধানে কষ্টিক সোডা ব্যবহার করা উচিত। ইঁদুরের গর্তে কলিচুণ দিলেও কাজ হয়। চূণে ইঁদুরের লোম ও গায়ের চামড়া নষ্ট হইয়া ঘা হয়, কাজেই উহারা দূরে পলায়। ছোট নেংটি ইঁদুর কর্পূরের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া কর্পূর ব্যবহার করিলে ছোট ইঁদুরের অত্যাচার হইতে বইপত্র রক্ষা করা যায়।

ছত্রাক (**Fungus, Moulds, Mildew**)—বর্ষাকালে ড্যাম্পএর প্রাদুর্ভাব হইলে বইপত্রে বিশেষতঃ চামড়া বাঁধান বইএ এক প্রকার ছাতা (ছত্রাক **mildew**) পড়ে। সিডার (**cedar**) কাঠের তেল ও বার্চতেল ব্যবহার করিলে এই ছাতা পড়ার জন্ম ও প্রসার বন্ধ করা যায়। চামড়া বাঁধানো বইএ ফাটল থাকিলে সেই ফাটলে কাস্টর ওয়েল, ভেসেলিন প্রভৃতি লাগাইলেও ছত্রাক জন্মানো বন্ধ হয়। মিলডিউ (**mildew**) ছত্রাকএর প্রসার ও জন্ম রোধ করিতে থাইমল প্রকোষ্ঠে বা ফর্মাল ডিহাইড প্রকোষ্ঠে ধূপীকরণ বিধেয়।

বইপত্র যে সব জিনিসে তৈরি হয় হয় অর্থাৎ পিসবোর্ড, কাগজ, কাপড়, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি জৈব উপাদানে গঠিত। ফলে অতি সহজেই ইহা পোকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। পোকা মাকড়ের ভিতর সচরাচর বই ছিদ্র করা বীট্‌ল শূক ও মথ জাতীয় ক্ষুদ্র কীট, (**Larva of beetle, moth**), মাছপোকা (**silver fish**), আরশোলা উই ইদুর প্রভৃতির নাম করা যায়। পুস্তক সংরক্ষণে প্রথম কাজ ইহাদের প্রতিষেধক ব্যবস্থা আর দ্বিতীয় কাজ পোকা সংক্রমিত বই হইতে পোকা দূর করা। মোটামুটি প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইতেছে নিয়মিত ঝাড়পোঁছ এবং ন্যাপথালিনের গুঁড়া বা গুলি, কর্পূরের বা কাঁচা চূণের গুঁড়ো অথবা লবঙ্গ, বচ, দারুচিনি ও গোলমরিচের গুঁড়ো সমান অংশে মিশাইয়া সেলফে রাখা। ফ্লিট, ডি.ডি.টি ও গেমাক্সিন পাউডার ব্যবহারেও উপকার দর্শে। আর পোকা মাকড় সংক্রামিত বইপত্র হইতে পোকা ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক উপায় রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ধূপীকরণ (**fumigation**)। বীটল শূক, মাছপোকা ও ছত্রাক (**mildew**) দ্বারা আক্রান্ত বই বাঁচাইতে ধূপীকরণই প্রশস্ত। যেখানে ধূপীকরণ সম্ভব নহে সেখানে বইপত্র আলাদা করিয়া রাখা ও

তাহাতে গেমাক্সিন, ডি.ডি.টি প্রভৃতি পাউডার প্রয়োগে পোকা ধ্বংস করিবার কথা আগেই বলা হইয়াছে।

ধূপীকরণ (Fumigation)—ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল আর্কাইভস (National Archives) ও কলিকাতার দুই চারিটি গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থা চালু থাকিলেও সব বড় গ্রন্থাগারে এখনও ইহার প্রচলন হয় নাই। ইহার প্রচলনে অধিক খরচ নাই অথচ কার্যকারিতায় ইহা অদ্বিতীয়। কাজেই ইহার ব্যাপক চলন হইলে ভাল হয়। ইহার সাধারণ ব্যবহার ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থাগারের চাহিদানুযায়ী vacuum আলমারি, বাক্স বা প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করাইয়া নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ধূপীকরণ (fumigation) ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। **কার্বন ডাই-অক্সাইড** (Carbon dioxide), **ফার্মাল ডিহাইড** (Formal dehyde), **ইথিলিন ডাইক্লোরাইড** (Ethylene dichloride) ও থাইমল (Thymal)-এর প্রাত্যকটির যে কোন একটির ৩ ভাগ ও **কার্বন টেট্রাক্লোরাইড** (Carbon Tetrachloride) এক ভাগ এই অনুপাতে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি একত্র মিশাইয়া কাঁচের পাত্রে রাখিলেই উহা হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতে থাকে। হাওয়া না যায় এইরূপ vacuum pack বাক্স বা আলমারিতে তারের শেলফের উপর বইগুলি খুলিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে নীচু হইতে বাষ্প যখন উপরে উঠিবে তখন বইগুলির প্রত্যেক রন্ধে রন্ধ্রে তাহা প্রবেশ করিতে পারে। অনেক জায়গায় তাড়াতাড়ি বাষ্প উঠিবে বলিয়া রাসায়নিক দ্রব্যের তলায় ছোট একটি ইলেকট্রিক বালব জ্বালিয়া রাখা হয়। তাহাতে ঐ সামান্য গরমেই শীঘ্র রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় ও ধোঁয়া উঠিতে থাকে। এই বাষ্প বা ধোঁয়া বদ্ধ আলমারিতে বা প্রকোষ্ঠে এমন ভাবে ভর্তি হয় যে, বইপত্র যাহা ভিতরে রাখা থাকে তাহার প্রতি পাতার ভিতর ছোট ছোট পোকায় কাটা গর্তে বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে। পাঁচ সাত দিন এইরূপ বদ্ধ অবস্থায় বইপত্র রাখিলেই পোকামাকড়, তাহাদের ডিম (larvœ) ও তাহাদের বাসা সবই এই বাষ্পের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা ছোট ছোট জীবাণু ও ছত্রাক (mildew)-এর আক্রমণ হইতেও বইপত্র রক্ষা করা যায়।

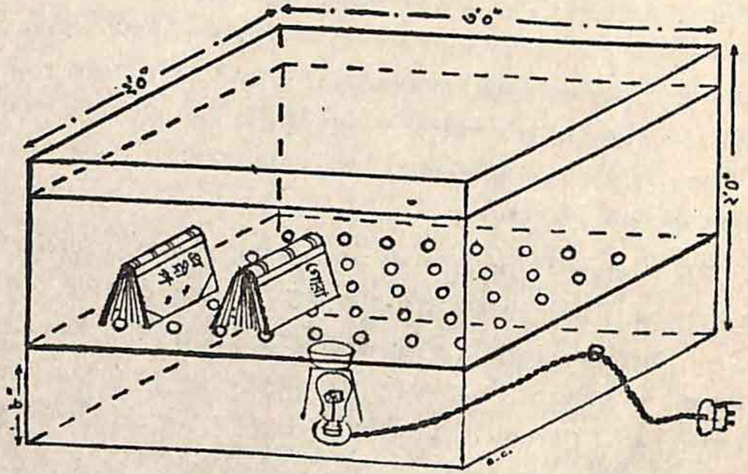
বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে ধূপন বা vacuum fumigation এর যে তিনটি পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী তাহা হইতেছে—

১। ফর্মাল ডিহাইড বাষ্প পরিচর্যা (তরল, liquid)

২। কার্বন ডাইসালফাইড বাষ্প পরিচর্যা (তরল, liquid) ও

৩। থাইমল বাষ্প পরিচর্যা (ঘন, solid)।

১। ফর্মাল ডিহাইড বাষ্প পরিচর্যা বা ধূপীকরণ (Formal de hyde Fumigation)—ভয়ানক ভাবে কীটাক্রান্ত বইপত্র পরিশোধনের ইহাই সহজতম উপায়। ছোট ছোট গ্রামের গ্রন্থাগারেও ইহার প্রয়োগ সম্ভব।



ধূপন প্রকোষ্ঠ (Fumigation Chamber)

ফর্মালডিহাইড ধূপীকরণ প্রকোষ্ঠ (Formal de hyde Fumigation Chamber)

তিন ফুট উচ্চ ও দেড় ফুট প্রশস্ত (৩'×১½'×১½') একটি মুখ খোলা টিনের পাত্রে বা কেনেস্তারায় ২০ আউন্স জলের সহিত ২ আউন্স ফর্মাল ডি-হাইড দ্রবণ রাখিতে হইবে। কেনেস্তারার তলা হইতে ৬" ইঞ্চি উপরে চারি কোণে চারিটি ব্রাকেট আঁটিতে হয় ও তাহার উপর মুখখোলা একটি পাতলা কাঠের বাক্স বসাইতে হয়। এই কাঠের বাক্সের তলায় ঠিক মাঝখানে ৫" ইঞ্চি ব্যাসের একটি ছিদ্র থাকিবে ও সে ছিদ্রের মুখ তারের জাল দিয়া ঘেরা থাকিবে, যাহাতে কাঠের বাক্সের ভিতরে রাখা কীটদষ্ট বই বা জিনিসপত্র না পড়িয়া যাইতে পারে। কীটাক্রান্ত বইপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া এই কাঠের বাক্সের ভিতর রাখিতে হইবে। তার পর কেনেস্তারার মুখে সম্পূর্ণ আঁটিয়া বসে এমন একটি কাঠের ঢাকনি লাগাইয়া ৬" ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট স্টাণ্ডের উপর রাখিতে হইবে। এবার কেনেস্তারার নীচে স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্ণার জ্বালিয়া ১০।১২ মিনিট তাপ দিলেই ধূপীকরণের কাজ সমাপ্ত হইবে। ২৪ ঘণ্টা পরে বইপত্র বাহির করিয়া ভালো করিয়া মুছিয়া তাকে রাখা যায়। তাকে বচ (orrisroot), লবঙ্গ (cloves), গোলমরিচ (black pepper) ও দারুচিনি (cinnamon) সমান পরিমাণ লইয়া তাহার গুঁড়া কাপড়ের পুটুলিতে বাঁধিয়া রাখিলে বইপত্রে পোকা ধরিবার ভয় দূর হয়।

২। কার্বন ডাইসালফাইড বাষ্প পরিচর্যা (Carbon disulphide Fumigation)

সচরাচর নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ লইয়া ধূম প্রয়োগ করা হয় :

হাইড্রোসায়ানিক এসিড
ইথিলিন ক্লোরাইড
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
কার্বক্সাইড্
কার্বন ডাই-সালফাইড
অথবা
(১) কার্বন ডাইঅক্সাইড
(২) ইথিলিন ডাইক্লোরাইড ৩ ভাগ
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ১ ভাগ

লওয়া হয়। ধূম প্রয়োগের জন্য বায়ুশূন্য কাঠের বাক্স তৈরারি করিয়া লওয়া হয়। এই বাক্স (প্রকোষ্ঠ) সচরাচর যে ভাবে তৈয়ার করিতে হয় তাহাও এখানে দেওয়া হইল। বাক্স প্রয়োজনানুসারে ছোট বড় করা যায়।

কার্বণ ডাইসালফাইড ধূপন প্রকোষ্ঠ (Carbon disulphide Fumigation chamber)

দৈর্ঘ্যে ৪' ফুট ও উচ্চতায় ৬' ফুট (৪'×৪'×৬') মাপের বাক্সেই সাধারণতঃ কাজের। অবশ্য ইহার অপেক্ষা ছোট বাক্সেও কাজ হয়। বাক্সের ভিতরে মোটা কালো কাপড়ের (felt) আবরণ ও পাৎলা পিঙ্গল রঙের কাগজ দিয়া ঢাকা থাকা প্রয়োজন। বাক্সের তলা হইতে ৮" ইঞ্চি উপরে বাক্সের চারি কোণে চারিটি ব্রাকেট আঁটিতে হয়। ঐ ব্রাকেটের উপর তারের জাল নতুবা অনেকগুলি ছিদ্রযুক্ত কাঠের সেলফ রাখিতে হয়। কমবেশী ২ আউন্স কার্বন ডাইসালফাইড দ্রবণ তিনটি কাচের বাটির প্রত্যেকটিতে রাখিয়া পূর্বোক্ত মোটা তারের বা কাঠের সেলফের তলায় ঐ বাক্সের ভিতর রাখিতে হইবে। পোকায় কাটা বই ঐ সছিদ্র তারের জালের বা কাঠের তাকের উপর এমন ভাবে খুলিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে বাষ্প উপরে উঠিয়া বইএর সব গর্তে ঢুকিতে পারে। এক সপ্তাহ কাল কীটদষ্ট বইপত্র ও পুথি এ ভাবে বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলে বই-কাটা যতো পোকা আছে তাহা মরিয়া যায়। মনে রাখিতে হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে ছোট বড় প্রকোষ্ঠের ও কমবেশী, রাসায়নিক পদার্থের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কার্বন ডাইসালফাইড সহজ দাহ্য পদার্থ। কাজেই ইহার নিকট আগুন, এমন কি আগুনের তাপ রাখা কিংবা ধূমপান করা বিপজ্জনক। কিন্তু এই ধূপন প্রকোষ্ঠে উল্লিখিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ধূপীকরণ খুবই সহজ ও সুবিধার। প্রথমতঃ

ইহাতে খরচ অনেক কম পড়ে, দ্বিতীয়তঃ আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে শুধু বইপত্রই নহে, চামড়া, লোহা, ব্রঞ্জ, পাথর প্রভৃতিরও সংশোধন ও সংরক্ষণ সম্ভব। কার্বন ডাইসালফাইড ধূপন প্রকোষ্ঠে 'প্যারা ডাইক্লোরো-বেঞ্জিন' দানা ব্যবহার করিয়াও সুফল পাওয়া গিয়াছে। ছোট বড় সব গ্রন্থাগারেই নামমাত্র খরচে ধূপীকরণের ও কীটদষ্ট গ্রন্থাদি সংরক্ষণের একমাত্র সহজ ও সুষ্ঠু উপায় এই বাষ্প পরিচর্যা। অবশ্য ফর্মালডি-হাইড বাষ্প পরিচর্যাও সহজ ও সুবিধার।

৩। থাইমল বাষ্প পরিচর্যা (**Thymol Fumigation**)—

প্রয়োজন মতো কাঠের ছোট বড় বাক্স তৈয়ার করিয়া তাহার ভিতর অংশ কালো কাপড়ে (**Felt**) ঢাকিয়া বায়ুশূন্য করিয়া লইতে হয়। কাঠের তলা হইতে ৮" ইঞ্চি উপরে চার কোণে চারটি ব্রাকেটের উপর কিভাবে সছিদ্র তাক বা ধাতু-নির্মিত জালের তাক রাখিতে হইবে তাহা আগেই বলা হইয়াছে। বাক্সের তলায় মধ্য ভাগে দুইটি ইলেকট্রিক আলো জ্বালার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই দুইটি পয়েণ্টে ৬০ পাওয়ারের দুইটি বালব লাগানো দরকার। আলোর উপরেই কাচের পাত্রে বা সরাতে দানাদার থাইমল বা **Thymol crystal** রাখিতে হইবে। বাক্সের সছিদ্র তাকে কীটাক্রান্ত বইপত্র রাখিয়া বেশ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। প্রতি ২১ ঘণ্টায় ২ ঘণ্টা করিয়া ঐ আলো জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। আলোর তাপে দানাদার থাইমল বা **Thymol crystal** গলিতে শুরু করিবে ও বাষ্প উঠিবে এবং সছিদ্র তাকের উপর যে বই রাখা আছে তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঐ বাষ্প প্রবেশ করিবে। এইভাবে দিন সাতেক বন্ধ রাখার পর সংশোধিত বইপত্র বাহির করা যায়।

দ্রবণ (**Solution**)—পোকার আক্রমণের প্রতিষেধক হিসাবে যে সব দ্রবণ ব্যবহারে ফল পাওয়া যায় তাহার কয়েকটি এখানে দেওয়া হইল। **Corrosive sublimate** বা রসকর্পূর তীব্র বিষ, বেশীর ভাগ দ্রবণেই ইহা ব্যবহৃত হয়, **alcohol** বা স্পিরিটেই শুধু ইহা মিশে। দ্রবণ পোকার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(১) ক্রিয়োজোট দ্রবণের কথা আগে বলা হইয়াছে ফিনাইল ও ক্রিয়োজোট কেরোসিনের সঙ্গে মিশাইয়া এই দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হয়। ৪ বোতল কেরোসিনের সঙ্গে এক বোতল ক্রিয়োজোট মিশানো বিধেয়। উইধরা তাক হইতে বইপত্র সরাইয়া ক্রিয়োজোট দ্রবণ বেশ ভালভাবে প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন। দুই তিন দিন প্রলেপ লাগাইয়া শুকাইবার পর পুনরায় তাহা ব্যবহার করা যায়। প্রতিষেধক হিসাবে বইএর মলাটেও এই দ্রবণ লাগান যায়। বইএ লাগাইলে ইহা শুকাইতে ৭২ ঘণ্টা লাগে। (২) এক পাউণ্ড বা (১২ আউন্স) মেথিলেটেড স্পিরিটের সহিত আধ আউন্স পরিমিত রসকর্পূর বা corrosive sublimate ও কার্বলিক এসিড মিশাইয়া যে দ্রবণ প্রস্তুত হইবে তাহা তুলি দিয়া বৎসরে দুইবার যদি বইএর মলাটএর

ভিতরের ও বাহিরের পিঠে প্রলেপ দেওয়া যায় তবে ঐ বই পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়। (৩) রেক্‌টিফাইড স্পিরিট ১ গ্যালন, ফিনাইল ১ আউন্স ও রসকর্পূর ১ আউন্স,—এই তিনটি বেশ ভালভাবে মিশাইলে যে দ্রবণ প্রস্তুত হইবে তাহা তুলির সাহায্যে বইএর বাহির ও ভিতর পিঠে লাগাইলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। (৪) চাঁচ গালা বা Shellac (Shell-lac) ২০ গ্রাম, মেথিলেটেড স্পিরিট ১০০ সি, সি, ও রসকর্পূর ২ গ্রাম মিশাইয়া যে দ্রবণ প্রস্তুত হয় তাহা শতকরা ২০ ভাগ চাঁচগালা দ্রবণ বা 20 p.c. Shellac Solution নামে পরিচিত। এই তিনটি পদার্থ ১টি বোতলে বন্ধ করিয়া অন্ততঃ ৭ দিন রাখিলে তবে চাঁচগালা ও রসকর্পূর বেশ ভালভাবে স্পিরিটে মিশিয়া যাইতে পারে। সলিউসন প্রস্তুত হইলে তুলির সাহায্যে তাহা ব্যবহার করা সঙ্গত। (৫) অনেকে কাঁচা গাব ও নিমফল একসঙ্গে মিশাইয়া এক প্রকার দ্রবণ প্রস্তুত করেন, যাহা চাঁচগালার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। এই দেশী দ্রবণ চাঁচগালার মত বিষাক্ত নয় ও যে জিনিসে লাগানো যায় তাহার রঙ কালো হইয়া যায়। (৬) বর্মা কোম্পানীর Shell Tox পোকামাকড় বিশেষ করিয়া উই পোকার খুব ভালো প্রতিষেধক। ইহা কাগজ, কাপড়, চামড়া, কাঠ, ফোটো ইত্যাদিতে নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

হাত লেমিনেশন বা ত্বচন (Hand lamination)—প্রাচীন দলিল, ম্যাপ, পুথি বা বইপত্রের পাতা মড়মড়ে বা ভঙ্গুর হইলে তাহা রক্ষণ করিবার জন্য লেমিনেশন বা ত্বচন করা প্রয়োজন। বইপত্র মেসিনে লেমিনেশন করিলে তাহার আয়ু পঞ্চাশ ষাট বৎসর বাড়ে সত্যি কিন্তু মেসিন যোগাড় করা ব্যয় সাধ্য। এসব প্রাচীন পুথি বা বই রক্ষা করিবার উপায় মাইক্রফিল্ম বা ফোটো কপি করিয়া রাখা। কিন্তু দেশের ভিতর যান্ত্রিক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাহাও সম্ভব নহে। অন্যদিকে গ্রন্থাগারের পক্ষে তাহা করিবার অর্থ সঙ্কুলান করাও কঠিন। এমতাবস্থায় একমাত্র হাত লেমিনেশন দ্বারাই প্রাচীন বইপত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করা বিধেয়। বইএর বেলায় প্রথমেই বইএর পাতাগুলি পৃথক করিয়া নিতে হইবে।

দলিল বা বইএর পাতা ভালো করিয়া মুছিয়া একখানা সমপৃষ্ঠ মসৃণ কাচের উপর রাখিতে হইবে। বোর্ডার (Border) বা মার্জিন শক্ত করিতে হইলে পাতলা প্লাষ্টিক বা সেলোফেইন (cellophane) কাগজ বা এসিটেটেড সেলুলুজ (acetated cellulose) ভাঁজ করিয়া মার্জিনে বা বোর্ডারে বসাইবে। তারপর সেই পাতা বা দলিলের উপর জাপানী টিস্থ পেপার রাখিয়া পরিষ্কার ন্যাকড়ায় (lint) করিয়া এ্যাসিটোন (acetone) লইবে। ঠিক মাঝখান হইতে টিস্থ পেপারের উপর এ্যাসিটোন লাগাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ধারের দিকে লইয়া যাইবে। মার্জিন বা ধারে প্লাষ্টিক কাগজ (cellophane) পর্যন্ত একই ভাবে লাগাইবে। এইরূপ করিলে বইএয় পাতা বা দলিলের সহিত টিস্থ পেপার জুড়িয়া এক হইয়া মিশিয়া যাইবে। একদিক শুকাইলে

অপর পৃষ্ঠেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিবে। এই ব্যবস্থায় মূল কাগজ হইতে লেমিনেশন করা কাগজ খুব ভারি হইবে না। প্রয়োজন বোধে মার্জিন বা ধারের দিকে কাটিয়া সমান করিতে হইবে। বইএর ক্ষেত্রে সমস্ত বই জোড়া হইলে বাঁধাইএর ব্যবস্থা করিতে হয়।

দপ্তরীদের হাত লেমিনেশনে টিস্থ পেপারে আঠা লাগাইয়া বইএর পাতায় জুড়িবার পর একটি সমপৃষ্ঠ মসৃণ পাথরের উপর টিস্থ মোড়া বইএর পাতা রাখিয়া অপর একটি মসৃণ সমপৃষ্ঠ ভারী পাথর চাপা দিয়া ৪৮ ঘণ্টা রাখা হয়।

মেশিনে লেমিনেশন করিতে টিস্থ পেপার মোড়া কাগজ, দলিল বা বইএর পাতা মেসিন দ্বারা গরম এবং চাপের সৃষ্টি করিয়া জোড়া হয়। ইহাতে কাজ আরও ভাল হয় ও কাগজের সঙ্গে টিস্থ পেপার মিশিয়া এক হইয়া যায়।

উল্লিখিত হাত লেমিনেশন বা ত্বচন ব্যবস্থা ছোট বড় সব গ্রন্থাগারেই সম্ভব।

এই সব কার্যকরী ব্যবস্থা ব্যতীত পুস্তক সংরক্ষণে বইপত্রের ভালো বাঁধাইএর মূল্য সমধিক। খরচ বেশী পড়িলেও গ্রন্থাগারে ভালো বাঁধাইএর বই বেশী রাখা বিধেয়। আজকালকার দিনে যদি শতকরা ৮০।৯০ খানি বই-ই দুই তিন মাসের ভিতর আবার বাঁধাই করিতে হয় তাহা হইলে কতো টাকা যে অযথা নষ্ট হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অপব্যয়ের হাত হইতে গ্রন্থাগার যাহাতে রক্ষা পায় আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদের সে বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার পরিষদ যদি প্রকাশকদের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের উপযোগী বইএর-তালিকা প্রকাশ করেন আর প্রকাশকরা যদি সেই বইএর কিছু অংশ গ্রন্থাগারের উপযোগী মজবুত বাঁধাইএর ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে গ্রন্থাগারের পক্ষে এই সব মজবুত বাঁধাইর বই কিছু বেশী মূল্য দিয়া সংগ্রহের ব্যবস্থা করা লাভজনক হইবে। আমেরিকায় যদি কোন বইএর ২০০০ কপি ছাপা হয় তাহা হইলে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ বই গ্রন্থাগারের উপযোগী মজবুত করিয়া বাঁধাই হয়। আমাদের দেশে সে রকমের কোন ব্যবস্থা নাই। তবে ভালো বইএর দুই তিন রকম বাঁধাই ও সংস্করণে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্র রচনাবলী কাগজের সাধারণ মলাট ও রেক্সিনে মজবুত ভাবে বাঁধাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। ঐ রেক্সিনে বাঁধাই রাজ সংস্করণগুলি গ্রন্থাগারের উপযোগী। পয়সা খরচ করিতে পারিলে চামড়ার ভালো বাঁধাই বই গ্রন্থাগারে রাখা বাঞ্ছনীয়।

বইএর বাঁধাই ও মেরামতির কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করাইয়া লওয়াই গ্রন্থাগারিকের মস্ত বড় একটি দায়িত্ব। গ্রন্থাগারের বইপত্র গুছাইয়া ও ফিটফাট করিয়া রাখিতে হইলে বাঁধাই ও ছোটখাট মেরামতির কাজ বেশ পরিষ্কারও সুষ্ঠু ভাবে হওয়া প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত গ্রন্থাগারিকের বাঁধাই সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা এবং কাঁচি, ছুরি, সেলাইএর স্ুঁচ, সুতা, আঠা, টিস্থ পেপার, বাঁধাইএর

বোর্ড, কাগজ ও কাপড় প্রভৃতি বাঁধাইয়ের সাজসরঞ্জাম সর্বদা হাতের কাছে মজুত রাখা উচিত। ছোটখাট মেরামতির জন্য দপ্তরীর উপর নির্ভর না করিয়া গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সব কাজ শিখিয়া রাখাই বিধেয়। ছেঁড়া বই জোড়া দিতে বা অন্যান্য বাঁধাইএর ব্যাপারেও তুঁতে দেওয়া ময়দার আঠা বা শিরিষের আঠা ব্যবহার করাই সমীচীন। আঠার লোভেই প্রধানতঃ পোকা আসে ও বইপত্র আক্রমণ করে। এই জন্য তুঁতে না দেওয়া আঠা কোনরূপেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

বড় বই বা দামী বই অভিজ্ঞ দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে নেওয়াই বিধেয়।

এই বাঁধাইএর শিল্পমূল্য (Art value) সুপ্রচুর। বিদেশে ব্যক্তিগত সংগ্রহের মনোজ্ঞ ও প্রাচীন বাঁধাইএর প্রদর্শনী হয়। আমাদের দেশেও ইহার প্রচলন হওয়া উচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'বিদ্যাসাগর সংগ্রহের' বাঁধাই শিল্পমূল্যের দিক্ হইতে খুবই মূল্যবান। এমন মনোজ্ঞ বাঁধাই বিদেশেও কদাচিৎ চোখে পড়ে।

ইহার পর গ্রন্থাগারে কোন্ কোন্ বই বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত করা উচিত তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে। এই সব বই গ্রন্থাগারের বাহিরে যাহাতে না যাইতে পারে সে সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিককে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে।

(১) **প্রাচীন গেজেট, গেজেটিয়ার্স, পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য, দলিলপত্র, ম্যাপ ও সাময়িক পত্রিকা।**

(২) **১৬০০ খৃষ্টাব্দের আগের হাতের লেখা পুথি। কোন পুথিই লাইব্রেরীর বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত নহে।**

(৩) **১৯০০ সালের আগে ভারতে ছাপা বাংলা তথা ভারতীয় বইপত্র ও ১৮৭০ সালের আগে ছাপা ইংরেজী তথা বিদেশী বই।**

(৪) **বিশেষ ধরণে ছাপা, টেঁকসই কাগজে ছাপা বা অল্প সংখ্যক ছাপা বই।**

(৫) **দুষ্প্রাপ্য, অসাধারণ কিংবা যে বইএর শিল্পমূল্য খুব বেশী। (Scarce or unusual or of artistic value)**

(৬) **যে বইএর মূল্য ২০০৲ দুইশত টাকার বেশী।**

(৭) **যে বইএর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে (of historical value)**

(৮) **আকরগ্রন্থ বিশ্বকোষ ইত্যাদি।**

(৯) **বইএর প্রথম সংস্করণ ও নমুনা সংখ্যা।**

(১০) **পেম্পলেট, প্রচারপত্র, চিত্রিত বই, প্রচারচিত্র, ছবির বই।**

(১১) **বিখ্যাত লেখকের হাতের লেখা (অটোগ্রাফ)।**

(১২) **গ্রন্থাগারে দান করা বিশেষ গ্রন্থ সংগ্রহ। দুষ্প্রাপ্য না হইলেও দান হিসাবে পাওয়া পুস্তক-সংগ্রহ গ্রন্থাগারে সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া উচিত।**

Bibliography

Cockerell, Douglas—Book Binding and the Care of Books, 4th edn. 1920, (Pitman).

Harrison, T.—A Book about books.

Lydenberg & Archer—Care and Repair of Books, 3rd edn. 1960, (Bowker, N. Y.)

Mukherjee, B. B.—Preservation of Library Materials, Archives and Documents. World Press, Calcutta 1973.

Plenderleith, H. J.—Conservation of Prints, Drawing and Manuscripts.

Preservation of Antiquities.

মীনেন্দ্রনাথ বসু ও কান্তিভূষণ পাকড়াশী—লাইব্রেরী সংরক্ষণ

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, কলিকাতা, ১৩৭৩ (২য় সংস্করণ)

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী, কলিকাতা, (১৩৬৯)

পরিশিষ্ট

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিভাষা

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করিবার সুযোগ এবং সময় আজও পুরাপুরিভাবে আসে নাই ; গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক আলোচনাও এদেশে কম, কাজেই যথাযথ পরিভাষার চাহিদাও খুব পরিস্ফুট নহে। আমরা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিন্তু লেখাপড়া করি সবই বিদেশী ভাষায়—প্রধানতঃ ইংরাজীতে; কাজেই বাংলা বা হিন্দীতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষার তেমন জোর তাগিদ অনুভূত হয় নাই। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইবার পর সকল বিভাগেই পরিভাষার প্রয়োজন অল্পবিস্তর অনুভূত হইতেছে এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু কাজও হইয়াছে ও হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতালাভের বহুপূর্ব হইতেই বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশবরেণ্য বিদ্যোৎসাহী স্বর্গত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দূরদৃষ্টি ও পরিকল্পনা সর্বাধিক ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইদানীং এই ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহাদের **Technical Sub-committee** মারফৎ নিয়মিতভাবে এই কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেই সব পরিভাষার তালিকাও পরিষদের মুখপাত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়ও তাঁহার সহকর্মীদের সাহায্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কিছু কিছু হিন্দী পরিভাষা স্থির করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে তামিল ও তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় অনুরূপ কাজ কিছু কিছু হইয়াছে। নিম্নে পরিভাষার যে তালিকা সংযুক্ত হইল তাহাও পুরা নহে—ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনীয় সব শব্দেরই পরিভাষা তৈয়ার হইবে—উপস্থিত ক্ষেত্রে মাত্র যাহা যাহা ব্যবহার করিতে হয় তাহারই তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকা রচনায় ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তদীয় তালিকার সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

চূড়ান্তভাবে গ্রহণ সাপেক্ষে এই তালিকা জনসাধারণের তথা গ্রন্থাগারকর্মীদের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ভবিষ্যতে ১০।১৫ বৎসর পর এই পরিভাষা নিঃসন্দেহে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে ও বিস্তৃতভাবে জন-সাধারণের তথা গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করিবার দাবী মিটাইবে।

Accession	পরিগ্রহণ
—number	পরিগ্রহণ সংখ্যা
Act	বিধি
Adaptation	প্রকারান্তর
Adaptor	প্রকারান্তরকার
Added Entry	অতিরিক্ত সংলেখ, গৌণ সংলেখ
Additional	অতিরিক্ত
Administration	সঞ্চালন
Alphabetical Order	বর্ণক্রম, বর্ণানুক্রমিক, বর্ণানুক্রমণ
Alternative	বিকল্প ; পরিবর্তন, বদলি
Anonymous book	অনামা গ্রন্থ
Alternative title	(বিকল্প আখ্যা)
Arrangement	ব্যবস্থাপন
Array	পংক্তি
Artificial Composite book	কৃত্রিম সমাসিত গ্রন্থ
Assistant	সহায়ক
Author	গ্রন্থকার, লেখক
Author mark	গ্রন্থকারাঙ্ক ; লেখকাঙ্ক
Author Analytical	গ্রন্থকার বিশ্লেষক সংলেখ
Author Catalogue	গ্রন্থকার সূচী
Auxiliary title	উপাখ্যা
Bay guide	খাতদর্শক
Bespoken book	প্রতিশ্রুত গ্রন্থ
Bibliography	(গ্রন্থপঞ্জী)
Binding	সংপুটন, বাঁধানো, বাঁধাই,
Binding Sequence	সংপুটন ক্রম
Bi-partite	দ্বিভাগিক
Blank leaf	বইয়ের শেষে ফাঁকা পাতা
Book Card	পুস্তক পত্রক
Book Index Entry	গ্রন্থনির্দেশ সংলেখ
Book mark	পত্র নির্দেশক
Book number	পুস্তক-সংখ্যা
Book Selection	পুস্তক নির্বাচন

Book Stock	পুস্তক সম্ভার
Book Ticket	গ্রন্থ-চিটিকা
Borrower, Reader, outside member	বিসেব্য ; পাঠক ;
Branch Library	শাখা গ্রন্থাগার
Bulletine	সমাচার পত্র
Business Library	কার্য্যভার গ্রন্থাগার
Cabinet	পত্রকাধার
Call-number	ক্রমিক সংখ্যা, ডাক নম্বর
Cannon	উপাস্থত্র
Cannonical order	সম্প্রদায় প্রাস
Card	পত্রক
Card Catalogue	পত্রক স্থচী
Catalogue	গ্রন্থস্থচী
Cataloguer	স্থচীকার
Cataloguing	স্থচীকরণ
Caution money	প্রাতিভাব্য
Chain	পরম্পরা
Change title	পরিবৃত্তাখ্যা
Characteristic	ভেদক
Charging	আরোপণ
Charging tray	আরোপণ পাত্রক
Chronological order	কালক্রম
Circulation	সঞ্চারণ
City Central Library	কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার
Class	বর্গ
Classic	চিরগাহণ গ্রন্থ
Classification	বর্গীকরণ
Classified Catalogue	অনুবর্গ স্থচী
Classified order	বর্গ ক্রমিক
Classifier	বর্গকার
Code	কল্প (সংহিতা)
Co-extensiveness	সমব্যাপকত্ব

Collaborator	সহকারী (সমশ্রমিক)
College Library	মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার
Collotype	ফটো হইতে প্রস্তুত একধরণের ব্লক
Colon	দ্বি-বিন্দু
Colon Classification	দ্বি-বিন্দু বর্গীকরণ
Colophon	পুষ্পিকা
—date	পুষ্পিকার তারিখ
Commentator	ভাষ্যকার
Compilation	(সংহিতি, সংকলন)
Compiler	সংগ্রাহক, সংকলক
Composite book	সমাসিত গ্রন্থ
Composition	টাইপ বিন্যাস
Compound name	সমাসিত নাম, যৌগিক নাম
Concordance	বাইবেলের বা কোনো লেখকের লেখার মধ্যে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান কথার সূচী। প্রত্যেক কথাটি কোন বইয়ে ও যে সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকে।
Connecting Symbol	সংযোজক চিহ্ন
Constituent term	ঘটক পদ
Contribution	প্রবন্ধ
Contributor	প্রবন্ধকার
Contributor index entry	অংশকার নির্দেশী সংলেখ
Co-ordinate	সমপংক্তি
Corrected Edition	সংশোধিত সংস্করণ
Cross-entry	অন্তর্বিষয়ী সংলেখ
Cross-reference	অন্তর্বিষয়ী
Cross-reference index entry	নামান্তর নির্দেশী সংলেখ
Date guide	তিথি দর্শক
Date label	তিথি পত্র
Dater	তিথ্যঙ্কক
Decimal Classification	দশমিক বর্গীকরণ ; দশমূলক বর্গীকরণ
Delivery Station	সমর্পণ প্রতিষ্ঠান, বিতরণ কেন্দ্র

Delux edition	রাজসংস্করণ
Dictionary	অনুবর্ণ, (অনুকোষ) অভিধান
Dictionary Catalogue	অনুবর্ণ সূচী, (অনুকোষ সূচী)
Digit	অঙ্ক
Director	নির্দেশক ; ব্যবস্থাপক ; অধিকর্তা
Discard	পরিবর্জন
Discharging	অবরোহণ ; বিমোচন
Discharging tray	অবরোহণ পাত্রক
Discharging work	অবরোহণ কার্য্য
Display	প্রকটন (প্রদর্শন)
Donation number	দান সংখ্যা
Due Date	দেয় তিথি ;
Dummy	প্রতিভূ
Duplicaie ticket	প্রতি চিটিকা
Duplicating	প্রতিলিপিকরণ
Editing	সম্পাদন
Edition	সংস্করণ, আবৃত্তি
Editor	সম্পাদক
Encyclopedia	বিশ্বকোষ
Entrance	প্রবেশ
Entry	সংলেখ
Epidiascope	এপিডায়াস্কোপ্
Epitomiser	সংক্ষেপক
Extract	ভাগোদ্ধৃতি
Evolutionary order	বিকাশক্রম
Exchange	বিনিময়
Exchange list	বিনিময় সূচী
Exit, Issue	নির্গম
Expansive Classification	এক্সপান্সিভ বর্গীকরণ
Facet	মুখ
Facet Formula	মুখ সূত্রী
Fascicule Issue or number of a periodical	অবদান

Filiation	জ্ঞাতেয়তা
Filiatory	জ্ঞাতি
Filiatory order	জ্ঞাতি ক্রম
First Secondary phase	প্রথম সংশ্লেষ
Five Laws of Library Science	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পঞ্চসূত্রী
Focus	লক্ষ্য
Formula	পরিসূত্র
Function	ধর্ম
Fundamental	মৌলিক
Furniture	অপস্কর, আসবাব
Gangway guide	অন্তমার্গ প্রদর্শক
Gate register	দ্বার পঞ্জিক, দ্বার-লিপিপুস্তক
Generalia class	সর্ববর্গ
Geographical facet	প্রদেশ মুখ
Geographical order or Spatial order	প্রদেশক্রম
Guarantee	প্রতিভাবিত, জামানত
Guarrantor	প্রতিভূ
Guide	দর্শক (প্রদর্শক)
Guide Card	দর্শক পত্রক ; সঙ্কেত পত্রক (প্রদর্শক পত্র)
Heading	শীর্ষ
Helpful order	অনুকূল ক্রম
Horizontal line	সমান্তররেখা
Impression : Notation	অঙ্কন
Imprint	মুদ্রনাঙ্ক
Inclusive notation	নির্দেশী
Indention	আরম্ভ নির্দেশক
Index entry	নির্দেশী সংলেখ
Initionym (initial name)	অগ্রাক্ষর নাম
Intermediate item	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদী
Issue Counter	নির্গম স্থান
Job	ক্রিয়া

Job immediate	সদ্যক্রিয়া
Joint author	সহ-গ্রন্থকার, যুগ্ম গ্রন্থকার
Joint Editor	যুগ্ম-সম্পাদক
Label	লেপপত্র
Lantern Slide	প্রতিক্ষেপচিত্র
Later title	পরাখ্য
Laeding line	অগ্রলেখ
Leading Section	অগ্রাস্তচ্ছেদ
Librarian	গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ, গ্রন্থালয়ী, গ্রন্থাগারিক
Library	গ্রন্থাগার ; গ্রন্থালয়, পুস্তকালয়
Library hand	গ্রন্থালয় লিপি
Limp binding	নমনীয় বাঁধাই। বাঁধাইয়ে বোর্ড ব্যবহার হয় না
Loan	উদ্ধরণ, ধার, ঋণ
Location mark	অবস্থান সংকেত চিহ্ন
Long range reference	খাপত অনুলয় সেবা
Main class	মুখ্য বর্গ
Main entry	মুখ্য সংলেখ
Maintenance work	পরিচালনা কার্য্য
Membership Card	বিসেব্য চিটিকা, সভ্যপত্র
Mixed notation	মিশ্র চিহ্ন
Multifaceted	বহুমুখ
Multi volumed	বহু সংপুটক
National Central Library	জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
Notation	বিভাগের চিহ্ন
Note	টিপ্পন
Number	সংখ্যা
Octave principle	অষ্টক রীতি
Off print, reprint	উপ-মুদ্রণ
Open access	অবাধপ্রাপ্তি, মুক্তদ্বার
Open notation	মুক্তাঙ্কন
Ordering	আদেশন, ক্রয়াযুক্তা
Ordinal number	ক্রম সংখ্যা

Ordinary composite book	সহজ সম্পাদিত গ্রন্থ
Organisation	সংগঠন
Over due	অতিদেয়
Pamphlet	পুস্তিকা
Parallel movement	সমান্তরগতি
Parody	অনুকার
Part	ভাগ
Pen-ultimate	উপান্ত
Periodical	সাময়িক পত্র
—Publication	সাময়িক প্রকাশন
Personnel, staff	কর্মচারী
Phase	সংশ্লেষ
Phase relation	সম্বন্ধ
Phased	সংশ্লিষ্ট
Planning	পরিকল্পনা
Principle	ন্যায়
Principle of	সমগতি ন্যায়
Problem facet	প্রমেয় মুখ
Procedure	রীতি
Pseudonym	ছদ্মনাম
Public Libraries Act	সর্বজন গ্রন্থাগার বিধি, সাধারণ গ্রন্থাগার বিধি
Public Library	সাধারণ গ্রন্থাগার ; সর্বজন গ্রন্থাগার
Pure notation	অবিমিশ্র চিহ্ন
Rack	গ্রন্থাধার
Reader	সেব্য ; পাঠক
—inside (consultant)	আসেব্য
Recto	পত্রমুখ
Reference Librarian	অনুলয়ী গ্রন্থাগারিক
Reference Service	অনুলয় সেবা
Regional School Library	মণ্ডল বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার
Register	বহি

Regulation	নিয়ম
Reprint	পুনর্মুদ্রণ
Research Library	গবেষণা গ্রন্থাগার
Reserve Sequence	নিহিতক্রম
Return	প্রত্যাবর্তন
Return counter	প্রত্যাবর্তন স্থান
Return date	" তিথি (দিন)
Reviser	সংশোধক
Room	শালা ; কক্ষ
Routine	পরিপাটী (কর্ম পদ্ধতি)
Rule	বিধি ; ধারা
Rural Central Library	গ্রাম্য (গ্রামীন) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
Schedule	তালিকা
Scheme	পদ্ধতি (পরিকল্পনা)
School Library	বিদ্যালয় গ্রন্থাগার
Second secondary phase	দ্বিতীয় সংশ্লেষ
Sequence	কল্প, কম্প, (ক্রম)
Serial	নিরবদান
Series	মালা
Series note	মালা টিপ্পন
Set	সংঘাত
Shelf	ফলক
Shelf arrangement	গ্রন্থ ব্যবস্থাপন
—guide	ফলক দর্শক
—list	গ্রন্থপঞ্জিকা
—section	গ্রন্থ প্রদর্শক পথ
—work	প্রদর্শন কার্য্য
Short title, Half title	লঘু আখ্যা
Signature	মিছিল
Simple book	সাধারণ গ্রন্থ
Single volumed	এক সংপুটক
Sorting	বিমিশ্রণ
—tray	বিমিশ্রণ পাত্রক

Special cross reference entry	বিশেষ অন্তর্বিষয়ী সংলেখ
Specific subject	বিশিষ্ট বিষয়
Stack	চয়ণ
Stack room	চয়ণ শালা
Stamp	অঙ্ক
Standard	মানক
—card	মাণিত পত্রক
State Central Libray	রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
Statistics	পরিসংখ্যান
Statistics register	পরিসংখ্যান পঞ্জিকা
Subheading	উপশীর্ষ, বিষয়মান
Subject analytical	বিষয়ী বিশ্লেষণ সংলেখ
—matter	প্রতিপাদ্য বিষয়
Substance facet	পদার্থ মুখ
Successive	ক্রমাগত পরম্পরা
Supply	পূর্তি
Symbol	প্রতিরূপ
System	প্রণালী
Tale (projecting part of guide card)	পত্রক দর্শক
Table	সারণী
Tag guide	গ্রন্থ দর্শক
Technical work	নিরূপণ কার্য
Temporary sequence	অস্থায়ী কম্প
Theory	সিদ্ধান্ত
Three phased	ত্রিসংশ্লিষ্ট
Tier guide	ভূমি দর্শক
Title	আখ্যা, শিরোনাম
Title page (Back of)	আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা
Train	শ্রেণী
Translator	অনুবাদক, ভাষান্তরকার
Travelling Library	জঙ্গম গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার
Tray	পাত্রক
Two phased	দ্বিসংশ্লিষ্ট

Unifocal	এক লক্ষ্যক
Union Catalogue	সংযুক্ত গ্রন্থসূচী
Unipatrite	এক ভাগিক
University Library	বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
Vendor	বিক্রেতা
Verso	পত্রপৃষ্ঠ
Verticalfile	সমলম্ব অনুযোগ
Volume	সংপুট
Who's Who	নামবৃত্ত
Wicket Gate	যান্ত্রিক দ্বার ; পক্ষদ্বার
Work	কর্ম

নির্ঘণ্ট (বিষয় নির্দেশিকা)

[* দশমিক প্রতীক সংখ্যা ও বিষয় শিরোনাম নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই]

দি ওয়ার্লড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩